সৌদামিনীর
শিশু, বালক ও বালিকার
চিকিৎসা-পুস্তক।

—❀—

(১) ফিজিয়লজী, (২) উদার প্রশ্নোত্তর, (৩) চিকিৎসাবিধান, (৪) জ্বর-চিকিৎসা, (৫) শ্বাস যন্ত্রের রোগ-চিকিৎসা, (৬) বিসূচিকা দর্পণ, (৭) ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও ওলাউঠা চিকিৎসা, (৮) ভৈষজ্য-রত্নাবলী, তিনখণ্ড এবং (৯) সৌদামিনীর ধাত্রীশিক্ষা এবং গর্ভিণী ও প্রসূতি চিকিৎসা পুস্তক
প্রণেতা এবং কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক
স্কুলের দেহতত্ত্ব ও চিকিৎসা-
তত্ত্বের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ

(সচিত্র, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত)

১৯৩৪

 [মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

পরম পূজনীয়া

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী

শ্রীচরণ কমলেষু।

ছোটদিদিমণি!

আপনার দেহ ও মনের ভিতর আপনার স্বর্গীয় পিতা ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের গাম্ভীর্য্য, উদারতা, সাম্যভাব, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, দয়া ও ধর্ম্ম এই ষড় গুণের বিকাশ দেখিয়া যেমন আমার আহ্লাদ হয়, আপনার আশ্চর্য্য শিশুপালিনী-শক্তি দেখিয়াও আমার তেমনি আনন্দ হইয়া থাকে। বাস্তবিক আপনার মত শিশু-পালন করিতে আর কাহাকেও আমি দেখি নাই, সেজন্য আদর করিয়া আমার এই "সৌদামিনীর শিশু, বালক ও বালিকার চিকিৎসা-পুস্তক" খানি আপনার করকমলে উপহার দিতেছি। আপনি যত্ন করিয়া মধ্যে মধ্যে এই পুস্তক পাঠ করিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

আপনার স্নেহের
সৌদামিনী।

ভূমিকা

বঙ্গবাসিনীগণ! তোমাদের ছেলে ও মেয়ে যাহাতে সুস্থ থাকে ঠাকুর দেবতার কাছে তোমাদের নিয়তই সেই কামনা হয়। ছেলে ও মেয়ে অসুস্থ হ'লে তোমাদের কোনরূপ সংসার সুখ ভাল লাগে না; কারণ, তোমরা আপন অপেক্ষা পুত্র ও কন্যাদিগের স্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করিয়া থাক। তোমাদের ছেলে ও মেয়ের অসুখ হইলে তোমরা সাধ্যমত ২।৪ দিন খই ও বাতাসা খাওয়াইয়া অথবা লঙ্ঘন দিয়া উহাদিগকে ভাল করিবার চেষ্টা কর; অবশেষে রোগ না সারিলেই কর্ত্তাদের উপর আপন আপন প্রাণের পুতলিগুলিকে ডাক্তারদের চিকিৎসার জন্য সমর্পণ কর। অপত্য স্নেহ তোমাদের এরূপ প্রবল যে বোধ হয়, যদি তোমরা কোনরূপ শিশু চিকিৎসার সাধারণ, সহজ ও নিশ্চিত আরোগ্য প্রণালী জানিতে পার তবে প্রথম হইতেই তাহা অবলম্বন করিয়া আপন আপন প্রাণসম পুত্র ও কন্যাদিগকে বাঁচাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত হও। আর এক কথা এই যে, শিশু প্রতিপালনের ভার যেরূপ তোমাদের হস্তে ন্যস্ত, রোগের কালে ঔষধ প্রভৃতি দ্বারা উহার স্বাস্থ্যরক্ষা করাও তোমাদের সেইরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য। আমি এই সমস্ত ভাবিয়া তোমাদের ঐ দুই অভাব মোচনার্থে শিশুপালন প্রণালী ও হোমিওপ্যাথি মতে শিশু-রোগের সরল চিকিৎসা পুস্তক প্রণয়ন করিলাম। আশা করি তোমরা এই পুস্তকের মতে কলিকাতার প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধালয় হইতে ঔষধ কিনিয়া আপন আপন পুত্র ও কন্যার রোগের চিকিৎসা করিয়া উহাদিগকে রক্ষা করিবে।

সৌদামিনী।

প্রকাশকের নিবেদন।

পঁচিশ বৎসর পরে "সৌদামিনীর শিশু চিকিৎসা" পুস্তকখানি পুনরায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার কি প্রয়োজন ঘটিয়াছে এ প্রশ্ন স্বভাবতই কাহারও কাহারও মনে উদিত হইতে পারে। স্বর্গীয় গ্রন্থকার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশের সময় বৃদ্ধা ধাত্রী সৌদামিনীর মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন— "বঙ্গবাসিনীগণ! তোমাদের ছেলেমেয়েরা যাহাতে সুস্থ থাকে ঠাকুর দেবতার কাছে তোমরা নিয়তই সেই কামনা কর। ছেলে মেয়ে অসুস্থ হ'লে তোমাদের কোনরূপ সংসার-সুখ ভাল লাগে না।......অপত্য-স্নেহ তোমাদের এরূপ প্রবল যে, বোধ হয়, যদি তোমরা শিশু-চিকিৎসার সাধারণ সহজ ও নিশ্চিত আরোগ্য প্রণালী জানিতে পার, তবে তাহা অবলম্বন করিয়া আপন আপন প্রাণসম পুত্র কন্যাদিগকে বাঁচাইতে পার। আর এক কথা এই যে, শিশুপালনের ভার যেরূপ তোমাদের হস্তে ন্যস্ত, রোগের কালে ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করাও তোমাদের সেইরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য।" গ্রন্থখানির পুনঃ প্রচারের উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা সুন্দরভাবে ও সুন্দর ভাষায় বিবৃত করা আমার ক্ষমতার অতীত।

এই শিশু-চিকিৎসার পুস্তকখানি এককালে নিজগুণে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকগুলি ফুরাইয়া যাইবার পর গ্রন্থকার পরলোকগত হন। নানাকারণে পুনর্মুদ্রণ ঘটে নাই। এক্ষণে তাঁহার গুণগ্রাহী সহকর্ম্মী বন্ধুগণের উৎসাহ ও পরামর্শে আমি পুস্তকখানি পুনরায় প্রকাশিত করিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থখানি নিজগুণে বঙ্গজননীগণের অন্তঃপুরে স্থানাধিকার করিবে এবং তাঁহারাও এ পুস্তকখানি পাঠে সবিশেষ উপকৃত হইবেন ও নিজ নিজ প্রাণসম স্নেহের পুতুলিগুলিকে যন্ত্রণাময় রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন। অলমিতি বিস্তরেণ।

নিবেদক

শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ।

উপক্রমণিকা।

শিশু ও বালকদিগের রোগের সময় চিকিৎসার সুবিধা হইবে বলিয়া এই শিশু-চিকিৎসা পুস্তক প্রকাশিত হইল। যাঁহারা কিছু কিছু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা জানেন, অথবা আপন আপন বাটীতে কিম্বা পাড়ায় ২।১০ বার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই পুস্তকখানি একবার পড়িলেই ইহার মতে অনায়াসে আপন আপন বাটীতে অথবা প্রতিবাসীদিগের রোগের সময় অতি সহজেই চিকিৎসা করিতে পারিবেন। আর যাঁহারা আদৌ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন নাই, অথবা আপন আপন বাটীতে বা পাড়ায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতেও দেখেন নাই, তাঁহারাও যদি অল্প মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই পুস্তকখানি পাঠ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদেরও হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা হইবে, এবং সহজ রোগের সময় এই নির্দ্দোষ, সুখসেব্য ও আরোগ্যকারী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার ও সেবন করিতে অভিলাষ জন্মিবে। আজ কাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা যেরূপ প্রবল, তাহাতে এই পুস্তক পাঠ করিলে সুবুদ্ধিপরায়ণ গৃহস্থ মাত্রেই যে আপন আপন শিশুদিগকে রোগের সময় দুই একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধের পরীক্ষা দিবেন, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ আশা করা যায়।

রোগের সময় সুচিকিৎসক মিলিলেই ত ভাল হয়। কিন্তু পীড়ার সময় যদি সুচিকিৎসক না পাওয়া যায়, তবে এই পুস্তক পাঠ করিয়া অক্লেশেই রোগের উপযুক্ত ঔষধ বাছিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ রোগের চিকিৎস করিতে পারা যায়। যাঁহারা সহজে ডাক্তার ডাকিতে ইচ্ছা করেন না, অথবা ডাক্তার আনিতে যাঁহাদের সামর্থ্য হয় না, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ সাহায্য করিবে। যে সকল পল্লীগ্রামে ভাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নাই, অথবা কোন কোন পল্লীগ্রামে বা সহরে ভাল ডাক্তার

থাকিলেও অধিক রাত্রিতে যাঁহাদিগকে শীঘ্র পাওয়া দুষ্কর, অথবা ঐ সময় ডাক্তার আনিতে হইলে অনেক কষ্ট, সময় নষ্ট ও বিলক্ষণ ১০৲ টাকা ব্যয়ের সম্ভাবনা, সেই সময় ও সেই স্থানে এইরূপ পুস্তকের সাহায্যে যে কি অনির্ব্বচনীয় ফললাভ করিতে পারা যায়, তাহা বিবেচক নর নারী মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

সর্ব্ব সাধারণের দ্বারা হোমিওপ্যাথিক মতে এই শিশু-চিকিৎসা পুস্তক পঠিত হইবে জানিয়া ইহা চলিত ভাষায় ও কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হইল। ইহা পাঠ করিয়া অল্প শিক্ষিত নর নারী মাত্রেই সাধারণ রোগের ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এই পুস্তক পাঠ করিলেই পাকা ডাক্তার হইবেন এরূপ বলি না। প্রকৃত চিকিৎসক হইতে হইলেই চিকিৎসা-শাস্ত্র বিধিমতে অধ্যয়ন করিতে হয়, তবে এই পুস্তক পাঠ করিয়া যদি গৃহস্থগণ পূর্ব্ব ও পুরাতন প্রণালী অনুসারে অযথা ও অনেক পরিমাণে ঔষধ সেবন ও জোলাপাদি ব্যবহারের পরিবর্ত্তে এই সুখসেব্য ও নিশ্চিত আরোগ্যকারী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করেন, তবে তাঁহাদের বিশেষ মঙ্গল হইবে এবং এই পুস্তক লেখার উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে।

কলিকাতা
২রা এপ্রেল, ১৯০৫ } শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ঔষধ ব্যবস্থা প্রণালী

পূর্ব্বে এই পুস্তক পড়া থাকিলে কোন বিশেষ রোগের চিকিৎসার সময় এই পুস্তকের সূচীপত্র দেখিয়া সেই রোগের বিবরণ যথায় লেখা আছে, সেই স্থান খুলিয়া পড়িবে। কেবল রোগের নাম জানিবার জন্য ব্যস্ত হইবে না। রোগী আপন পীড়ার যে সমস্ত লক্ষণ বলিবে, সেইগুলি এই পুস্তকে লিখিত কোন্ কোন্ ঔষধের সহিত মিল রাখে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। রোগের লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণ সর্ব্বোতোভাবে না মিলুক, অনেক অংশে মিলিত হইলেই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

অনেক স্থলে এক সময়ে রুগ্ন শরীরে কয়েকটী কারণ থাকিতে পারে; ঐরূপ স্থলে একটীর পর অপর একটী ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়। খারাপ লক্ষণ অথবা শেষের লক্ষণগুলি আগে চিকিৎসা করিতে হয়, কিম্বা যে কারণ শেষে উপস্থিত হইয়াছে উহাই আগে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। মনে কর, একজনের ঠাণ্ডা লাগিয়া পরে উহার পেট খারাপ হইতে পারে। অপর একজনের প্রথমে পেট খারাপ হইয়া শেষে ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। শেষে যে কারণে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, আগে তাহাই নিবারণের চেষ্টা করিবে।

এক সময়ে একটী ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর উহা দ্বারা আর উপকারের প্রত্যাশা না থাকিলে অপর ঔষধের সাহায্য লইবে।

প্রথমে রোগীর প্রমুখাৎ সকল যন্ত্রণার কথা শুনিয়া কাগজে লিখিবে, অথবা ক্ষমতা থাকিলে স্মরণ করিয়া রাখিবে, পরে নিম্নলিখিত প্রণালীতে রোগীকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিবে যথা:—(১ম) কোথায় বেদনা। (২য়) কিরূপ বেদনা? অর্থাৎ বেদনা ছেঁড়ার মত, কাটার মত, আঘাত করার মত অথবা দপ্দপে ইত্যাদি। (৩য়) কোন্ সময়ে এবং কিরূপে বাড়ে ও

কমে? (৪র্থ) একটী লক্ষণের সহিত অপর একটী লক্ষণ থাকিবেই থাকিবে কি না? এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কাগজে লিপিবদ্ধ করিবে। পরে এই পুস্তকের লিখিত ঔষধের লক্ষণগুলির সহিত মিলাইয়া উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে; নতুবা আন্দাজে কোন ঔষধ ব্যবহার করিবে না। শিশু-চিকিৎসায় প্রশ্ন করা চলে না, চিকিৎসকের অনুমান অনুসারে চিকিৎসা করিতে হয়।

উপযুক্ত ঔষধ প্রথমে ব্যবস্থা করিতে না পারিলে ক্ষুন্নমনা হইবে না। এই পুস্তক ভাল করিয়া পড়িতে পড়িতে উপযুক্ত ঔষধ বাছিয়া লইতে পারিবে।

ঠিক ঔষধ দিতে না পারিলে রোগের সাম্য হইবে না বটে, কিন্তু অন্য চিকিৎসার মত উহাতে রোগ বাড়িবে না জানিও।

হোমিওপ্যাথিক মতে রোগের ঠিক ঔষধ পড়িলেই উপকার হইবে; ঠিক ঔষধ না পড়িলে শরীরে কোন হানি করিবে না।

ঘন ঘন এবং অধিক মাত্রায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিলে, অথবা এক সময়ে কতকগুলি ঔষধ ব্যবহার করিলে অনিষ্ট হয়। অতএব যে ঔষধটী ব্যবহার করিবে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত উহার ফল প্রত্যাশা করিবে, তাহাতে উপকার না পাইলে ঔষধ বদলাইয়া দিবে। আবার, কোন একটী ঔষধের দ্বারা উপকার হইলে উহা ঘন ঘন প্রয়োগ করিবে না; অথবা সেই ঔষধ এককালীন বন্ধ রাখাও ভাল।

ঔষধ প্রয়োগ ও পুনঃ প্রয়োগ বিবরণ।

মুখের ভিতর ও জিহ্বার উপর ঔষধের গুঁড়া বা বড়ী ফেলিয়া খাওয়াইবে; অথবা ঔষধের আরোক, গুঁড়া বা বড়ী জলে মিশাইয়া সেই জল অল্প অল্প খাওয়াইবে।

ভাল জল না পাওয়া গেলে যুবার পক্ষে প্রত্যেকবার ঔষধের ৪টী ছোট বড়ী এবং শিশুর পক্ষে একটী বা দুটী ঐরূপ বড়ী সেবন ব্যবস্থা হয়। জিহ্বা শুকাইয়া গেলে ঐরূপ বড়ী জলে গলাইয়া অথবা মুখে ফেলিয়া ২।৪ ফোঁটা জল দিয়া খাওয়াইবে। সদ্যপ্রসূত শিশুও ঐরূপ বড়ী খাইতে বা গিলিতে পারে।

ঘন ঘন ঔষধ খাওয়াইতে হইলে জলে মিশাইয়া ঔষধ খাওয়ান ভাল। একটী বড় ও পরিষ্কার গ্লাসে আধ গ্লাস জল রাখিয়া উহাতে ৮।১০টী ঔষধের বড়ী ফেলিয়া দিবে। অথবা ছুরীর ডগায় যতটুকু ঔষধের গুঁড়া ধরে, ততটুকু ঔষধের গুঁড়া ঐ গেলাসের জলে ফেলিয়া আর একটী পরিষ্কার গেলাসে ঢাল উপুড় করিবে। অথবা একখানি চামচ দ্বারা ঔষধের জল আলোড়িত করিয়া লইবে। পরে একখানি রেকাবী বা কাগজ দ্বারা গেলাসের মুখ ঢাকিয়া গন্ধরহিত শীতল স্থানে রাখিবে।

শিশুদিগকে প্রত্যেক বারে এক ড্রাম মাত্রায় ঐ ঔষধের জল খাওয়াইবে। রোগ যদি নূতন হয় এবং প্রবল ভাব ধারণ করে তবে ১।২।৩ ঘণ্টান্তর খাওয়াইতে পার; কিন্তু পুরাতন রোগে দিবসে একবার বা দুই বারের অধিক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না।

প্রথম মাত্রা ঔষধ খাওয়াইয়া রোগীর শরীরে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় দেখিবে। কষ্টদায়ক ও কঠিন রোগে ঔষধ খাওয়াইয়া কোন উপকার হইতেছে কিনা বুঝিবার জন্য ১০ হইতে ৩০ মিনিট অথবা দুই এক ঘণ্টা সময় অপেক্ষা করিতে পার, কিন্তু পুরাতন রোগে এক বা দুই দিবস পর্য্যন্ত

উপকারের প্রত্যাশায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিবে। ঔষধ খাওয়াইয়া নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে রোগীর উপকার হইবে। নতুবা রোগ বাড়িবে কিম্বা সমভাবে থাকিবে।

ঔষধ সেবনে রোগীর উপকার হইলে যতদিন রোগী ভাল অবস্থায় থাকিবে ততদিন ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ রাখিবে। ঔষধ সেবন করাইয়া উপকার হইয়া বন্ধ হইলে অথবা রোগ বাড়িয়া গেলে আবার একবার সেই ঔষধ খাওয়াইবে। এইবার ঔষধ সেবনে যদিও প্রথমে রোগের বৃদ্ধি হয় কিন্তু অপেক্ষা করিয়া থাকিলে পরে নিশ্চয়ই বেশী উপকার দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা থাকে।

একটী ঔষধ খাওয়াইয়া যদি রোগ নরম পড়ে, কিন্তু পূর্ব্বের কারণ বর্ত্তমান থাকাতে আবার রোগ প্রকাশ পায়, তবে অপর একটী উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে। মনে কর যদি একবার ওপিয়াম্ ঔষধ সেবনে ভয় দূর হয়, কিন্তু কিছুদিন বাদে যদি আবার ভয় উপস্থিত হয় তবে সেবারে একোনাইট ঔষধ প্রয়োগ করা ভাল। প্রথমবার ঠাণ্ডা লাগিলে যদি ব্রায়োনিয়া ঔষধে উপকার হয় কিন্তু পুনর্ব্বার ঠাণ্ডা লাগিলে একোনাইট ঔষধ প্রয়োগ করা ভাল ইত্যাদি।

ঔষধ সেবনে রোগের বৃদ্ধি হইলে ঔষধ বন্ধ করিবে অথবা ক্যাম্ফার আঘ্রাণ করাইয়া ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দিবে।

কখন কখন এরূপ হয় যে, রোগের উপযুক্ত ঔষধ পড়িলেও রোগ প্রথমে বড় বৃদ্ধি হয়, সেরূপ স্থলে কাল কাফি খাওয়াইয়া ঔষধের বাড় কমাইয়া দিয়া আবার সেই ঔষধ খাওয়াইবে। এইরূপে কত অন্ত্রশূল-রোগ কলোসিন্থ ও কফিয়া দ্বারা, বাতরোগ পাল্‌সেটিলা ও কফিয়া দ্বারা, মুখের বেদনা মার্কুরিয়াস ও কফিয়া দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

——:o:——

হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসাকালীন রোগীর পথ্য।

নবজ্বর কিংবা প্রবল রোগ হইলে নিম্নলিখিত পথ্যের ব্যবস্থা করিবে :—

(১) লঘু আহার ব্যবস্থা দিবে যথা :—ঈষদুষ্ণ জল, জলমিশ্রিত দুগ্ধ, যবের মণ্ড, ভাতের মণ্ড, আরারুট, সাগুদানা, মাংসের ক্বাত ইত্যাদি।

(২) রোগের বাড় কমিলে পর অর্থাৎ জ্বর প্রভৃতি রোগান্তে পুষ্টিকর এবং বলকারক পথ্যের ব্যবস্থা করিবে যথা :—মাংসের ক্বাত, সুসিদ্ধ অন্ন, ভাল পাঁউরুটী ও বিস্কুট ইত্যাদি।

(৩) কোন প্রকার অতিসার ও শূল বেদনা না থাকিলে সুপক্ক ফল যথা :—আঙ্গুর, বেদানা, আক, পেঁপে ইত্যাদি অল্প পরিমাণে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(৪) প্রাদাহিক রোগ মাত্রেই যথায় একোনাইট ব্যবস্থা করিবে, কদাচ তথায় কোন প্রকার অম্ল সামগ্রী খাইতে দিবে না। কারণ, উদ্ভিদ জাতীয় অম্ল মাত্রেই একোনাইট ঔষধের গুণ নষ্ট করে। অম্লের পরিবর্ত্তে শীতল জল পান করিতে বলিবে, কিন্তু বরফ জল পান করা ভাল নয়।

পানীয় জল সম্বন্ধে নির্ম্মল জলই ভাল। শীতল জল সহ্য না হইলে গরম জল, যবসিদ্ধ জল অর্থাৎ কাঁজি প্রভৃতি সেবন বিধি দিবে।

—— :০: ——

হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবনকালে কি কি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে?

হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবনকালে এরূপ সতর্ক হইবে যেন কোন প্রকার বাহিরের অবস্থায় সেই ঔষধের গুণ নষ্ট হইতে না পারে যথা :—

(১) ঔষধমিশ্রিত জলে স্নান, (২) পুল্টিস ব্যবহার, (৩) কর্পূর ও এমোনিয়া আঘ্রাণ, (৪) ওডিকলম, এবং (৫) ফুল প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য

ব্যবহার নিষেধ করিবে। (৬) ঔষধ সংযুক্ত কোন প্রকার দন্তমঞ্জন ব্যবহার করিবে না। (৭) চিকিৎসক কোন প্রকার কৃত্রিম বা ক্ষণিজ জল এবং কোন প্রকার সুরা ব্যবহার করিতে না বলিলে কথনই সে সকল ব্যবহার করা উচিত নহে। (৮) রোগীর বাসগৃহে যাহাতে বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে এমত উপায় করিবে। রোগীর গৃহে কোন প্রকার গন্ধদ্রব্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের তোড়া রাখিতে দিবে না, এতদ্ব্যতীত, রোগীর মন যাহাতে প্রসন্ন থাকে তাহাই করিবে এবং কোনরূপে তাহার মনে রাগ, দুঃখ বা ভাবনা না আসিতে পারে এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। গরম জলে স্নান বড় ভাল নয়; স্নায়ুর্ঘটিত রোগে ও বিবিধ উদরের পীড়ায় শির্কাম্ল ও লেবুর রস উপকার করে জানিবে।

শিশু ও বয়োপ্রাপ্তদিগের চিকিৎসোপযোগী প্রধান প্রধান ঔষধের নাম ও নম্বর বা ডাইলিউসন।

শিশু-চিকিৎসার জন্য প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে ঘরে অন্ততঃ নিম্নলিখিত ৪৮টী প্রাধন প্রধান ঔষধ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য :—

		নং			নং
১।	একোনাইট	৩	৭।	এরেলিয়া	১
২।	এসিড্-মিওর	৬	৮।	আর্ণিকা	৩
৩।	ফস্ফারাস্	৬	৯।	আর্সেনিক	৬
৪।	এণ্টিম-টার্ট	৬	১০।	ব্যাপ্টিসিয়া	১
৫।	এণ্টিম-ক্রুড	৬	১১।	বেলেডোনা	৩
৬।	এপিস-মেলি	৩	১২।	ব্রায়োনিয়া	৬

		নং			নং
১৩।	ক্যাল্‌ক্‌-কার্ব্ব	৬	৩১।	হায়োসায়েমাস	৬
১৪।	ক্যাল্‌কফস্‌	৬	৩২।	ইগ্নেসিয়া	৬
১৫।	ক্যান্থারিষ	৬	৩৩।	ইপিকাক	৬
১৬।	কার্ব্বো-ভেজ	৬	৩৪।	আইরিষ	৬
১৭।	ক্যামোমিলা	১২	৩৫।	ক্রিয়োজোট	৬
১৮।	চায়না	১	৩৬।	মার্কুরিয়াস্‌	৬
১৯।	সিনা	৬	৩৭।	নক্সভমিকা	৩
২০।	কফিয়া	৬	৩৮।	ওপিয়াম্‌	৬
২১।	কলোসিন্থ	৬	৩৯।	ফস্‌ফরাস্‌	৬
২২।	ক্রোটন	৬	৪০।	প্লাণ্টেগো	১
২৩।	কুপ্রেম	৬	৪১।	পাল্‌সেটিলা	৩
২৪।	ড্রসিরা	৬	৪২।	পডোফিলাম্‌	৬
২৫।	ডাল্কামারা	৩	৪৩।	রাসটক্স্‌	৬
২৬।	ইউফ্রেসিয়া	৬	৪৪।	সাইলিসিয়া	৬
২৭।	জেল্‌সিমিয়াম্‌	১	৪৫।	স্পঞ্জিয়া	৬
২৮।	গ্লনয়েণ	৬	৪৬।	ষ্টাফিসেগ্রিয়া	৬
২৯।	গ্রাফাইটিস	৬	৪৭।	সাল্‌ফার	৬
৩০।	হেপার-সাল্‌ফার	৬	৪৮।	ভেরেট্রাম্‌-এলবাম	৬

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা
প্রসবের পর শিশুর দমবন্ধ	...	...	১ হইতে ৬
সদ্য প্রসূত শিশুর দমবন্ধ	...	...	৬ „ ১০
প্রসবের পর শিশুর প্রতি কর্ত্তব্য	...	...	১০ „ ১২
ছেলে ধোয়ান প্রণালী	...	...	১২ „ ১৩
নাড়ী কাটার পর নাড়ী বাঁধা, নাই পাকা, গোঁড়,		...	১৩ „ ১৪
শিশুর মল বা মিকোনিয়াম্	...	...	১৫ „ ১৭
মস্তক ফুলা ও লম্বা	...	...	১৭ „ ১৮
শিশুকে স্তন ধরান ও পান করান প্রণালী		...	১৮ „ ১৯
মাই না ধরা ...	..	...	১৯ „ ২০
আঁতুড় ঘরের ভিতর শিশু-পালন	...	...	২০ „ ০
দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা	...	...	২০ „ ২৫
নল লাগান বোতলে দুধ খাওয়ান	...	...	২৫ „ ২৭
বেঞ্জার্স ফুড্ প্রস্তুত প্রণালী	...	...	২৭ „ ২৮
১, ২ ও ৩নং অ্যালেন্‌বেবির দুগ্ধ প্রস্তুত প্রণালী		...	২৮ „ ২৯
হর্লিক্স মল্টেড্ মিল্ক প্রস্তুত প্রণালী	...	...	২৯ „ ৩০
মেলিন্স ফুড্ ও কণ্ডেন্সমিল্ক প্রস্তুত প্রণালী		...	৩০ „ ০
গাভী ও ছাগী দুগ্ধ ...	...	...	৩০ „ ৩১
অন্য প্রসূতির স্তন পান প্রণালী	...	...	৩১ „ ৩২
আঁতুড়ে শিশুর স্নান ও শিশুর পরিচ্ছদ		...	৩২ „ ৩৪
ঘরে হাওয়া খেলার দরকার	...	...	৩৪ „ ৩৫
শিশুকে রৌদ্রে রাখা ও শিশুকে তেল মাখান		...	৩৫ „ ৩৬
শিশুর বিছানা পরিষ্কার রাখা	...	...	৩৬ „ ০
ছেলেকে তুলে প্রস্রাব করান	...	...	৩৬ „ ৩৭

আঁতুড়ে ছেলের ঘুম ...	...	৩৭	„	০
আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে শিশু-পালন	...	৩৭	„	০
দুধ খাওয়ানর ব্যবস্থা ...	...	৩৭	„	৩৯
মাই ছাড়ানর সময় ও ব্যবস্থা ...	...	৩৯	„	৪১
এঁড়ে লাগা ...	...	৪১	„	৪৩
খাবার রাখার দোষ ও গুণ ...	...	৪৩	„	০
পোয়াতীর নিয়মে থাকার প্রয়োজন ...	...	৪৩	„	৪৪
বাতাস ও আলোক ...	...	৪৪	„	০
ছেলের খেলা, বেড়ান ও ঘুম ...	...	৪৫	„	০
জল পান ...	...	৪৫	„	৪৬
পরিচ্ছদ ও পরিষ্কার থাকা ...	...	৪৬	„	৪৭
দাঁত উঠিবার সময়ে সাবধানতা ...	...	৪৭	„	৪৯
রোগ নিবারণ ...	...	৪৯	„	৫০
শিশুর চক্ষু প্রদাহ ও শিশুর নাকবন্ধ	...	৫০	„	৫৪
মুখের ভিতরর ও জিহ্বায় বিজগুড়ি ঘা	...	৫৪	„	৫৫
মুখের ভিতর ছোট ছোট ক্ষত ...	...	৫৫	„	৫৬
থ্রাস্ নামক মুখ ক্ষত ও গলা বেদনা ...	...	৫৬	„	৫৮
ন্যাবা বা কামল রোগ ...	...	৫৮	„	৬২
প্রস্রাব আটকান বা কষ্টকর প্রস্রাব ...	...	৬২	„	৬৪
কোষ্ঠবদ্ধ ...	...	৬৪	„	৬৬
সামান্য উদরাময় বা পেটের অসুখ ...	...	৬৬	„	৬৮
শূল বেদনা ...	...	৬৮	„	৭০
শিশুর ক্রন্দন ...	...	৭০	„	০
অস্থিরতা ও অনিদ্রা ...	...	৭১	„	০
শিশুর স্তন ফুলা ...	...	৭১	„	৭২

শিশুর হিক্কা	৭২	”	৭৩
মস্তকে শক্ত মামড়ী	৭৩	”	৭৪
দুধে ব্রণ বা মামড়ী	৭৪	”	৭৫
মস্তকে দাদ	৭৫	”	৭৭
তড়কা	৭৭	”	৮৬
দাঁত ওঠার কষ্ট	৮৬	”	৮৯
কাণ পাকা	৮৯	”	৯২
গরমী কালের ঘামাচী ও ছোট মেয়েদের প্রদর ...	৯৩	”	৯৫
সেজে মোতা বা বিছানায় প্রস্রাব ...	৯৫	”	১০১
ক্রিমি, ছোট ক্রিমি ও মলদ্বার সড়সড়ানি ...	১০১	”	১০৭
মাই-দুধ ছাড়ান	১০৮	”	১০৯
শিশুর অজীর্ণ	১০৯	”	১১১
রক্তামাশয়	১১১	”	১১৬
গোগোল বা সরলান্ত্র বহির্গমন	১১৭	”	১১৮
কর্ণমূল গ্রন্থি প্রদাহ	১১৮	”	১২০
মস্তিষ্কে রস বা জলসঞ্চয়	১২০	”	১২৫
মাথায় ও নাকে সর্দ্দি	১২৬	”	১৩০
কাসি	১৩০	”	১৩২
কেপিলারী ব্রংকাইটিস্	১৩৩	”	১৪২
স্বরভঙ্গ	১৪২	”	১৪৪
হুপিং কাসি	১৪৪	”	১৫০
আক্ষেপিক ঘুংড়ী বালদা	১৫১	”	১৫৬
প্রদাহিক ঘুংড়ী কাসি	১৫৬	”	১৬০
ক্রুপ বা কৃত্রিম ঝিল্লীযুক্ত ঘুংড়ী কাসি ...	১৬১	”	১৮১
গ্লটিস্ ছিদ্রের স্নায়বিক আক্ষেপ ...	১৮১	”	১৮৬

ষ্ট্রুমা স্ক্রফুলা গণ্ডমালা ...	...	১৮৬	„	১৯০
রিকেট্স্ বা পলকা ও বাঁকা হাড়ের রোগ		১৯০	„	১৯৪
কচি ছেলের ধনুষ্টঙ্কার ...	...	১৯৪	„	১৯৬
সামান্য একজ্বর ...	...	১৯৬	„	১৯৯
স্বল্প বিরাম জ্বর ...	...	১৯৯	„	২০১
পালা জ্বর ...	...	২০১	„	২০৯
হামজ্বর ও বসন্ত জ্বর ...	...	২০৯	„	২১৮
ভ্যাক্সিনেসন্ বা গো বীজ দ্বারা টীকা	...	২১৯	„	২২৭
রথেনেল বা জর্ম্মণ হাম ...	...	২২৭	„	২২৯
পাণি বসন্ত ...	...	২২৯	„	২৩৩
আরক্ত জ্বর ...	...	২৩৩	„	২৪১
সেরিব্রো স্পাইন্যাল জ্বর ...	...	২৪১	„	২৬০
শৈশবে পৃষ্ঠমজ্জার পক্ষাঘাত ...	...	২৬০	„	২৬৫
শৈশব কালের স্কার্ভিরোগ ...	...	২৬৫	„	২৭৯
গুটিকা রোগ পুয়েঁ রোগ ...	...	২৭০	„	২৭৬
নাড়ী ভুঁড়ির যক্ষ্মা রোগ ...	...	২৭৬	„	২৭৭
ফেরিংসের পশ্চাতে স্ফোটক ...	...	২৭৭	„	২৮০
পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত উপদংশ রোগ	...	২৮০	„	২৮৭
পোড়া বা ঝলসান ...	...	২৮৮	„	২৯২
দন্তক্ষয় বা পোকা ধরা দাঁত ...	...	২৯২	„	২৯৪
দন্তশূল ...	...	২৯৪	„	২৯৬
তরুণ বমন ও পুরাতন বমন ...	...	২৯৭	„	৩০২
মুখ গহ্বরে প্রাদাহিক ক্ষত ...	...	৩০২	„	৩০৩
মুখের ভিতর পচা ঘা ...	...	৩০৪	„	৩০৬
টন্সিল প্রদাহ ...	...	৩০৬	„	৩০৯

পেটে ফাঁপা	...	... ৩০৯	,,	৩১০
তরুণ বা প্রবল উদরাময়	...	... ৩১০	,,	৩২১
পুরাতন উদরাময়	...	... ৩২১	,,	৩২৫
রৌদ্রে সর্দ্দি গর্ম্মি	...	... ৩২৫	,,	৩২৭
নাক দিয়া রক্ত পড়া	...	... ৩২৭	,,	৩২৯
চুলকণা ও খোস পাচড়া	...	... ৩২৯	,,	৩৩২
শীত পিত্ত বা আমবাত	...	... ৩৩২	,,	৩৩৬
একজিমা, পামা বা গরল বিশেষ	...	... ৩৩৬	,,	৩৪০
নারাঙ্গা বা বিসর্প	...	... ৩৪১	,,	৩৪৪
ছোট ছোট বিষ ফোড়া	...	... ৩৪৫	,,	৩৪৭
আঞ্জনি বা চক্ষুর পাতায় ফোড়া	...	... ৩৪৭	,,	৩৪৮
চক্ষুর পাতায় খোতো	...	... ৩৪৮	,,	৩৪৯
বড় ফোড়া ও ক্ষত বা ঘা	...	... ৩৪৯	,,	৩৫৯
কার্ব্বাঙ্কল	...	... ৩৫৯	,,	৩৬১
আঙ্গুল হাড়া	...	... ৩৬২	,,	৩৬৪
জীব জন্তুর হুলফুটান ও কামড়ান	...	... ৩৬৪	,,	৩৭২
আঘাত, হাড় খোলা ও ভাঙ্গা	...	... ৩৭২	,,	৩৭৯
ছোট ছেলের ওলাউঠা	...	... ৩৮০	,,	৩৯৭
ডিপ্‌থিরিয়া	...	... ৩৯৭	,,	৪১৭
হীনবুদ্ধিতা	...	... ৪১৭	,,	৪১৮
শিশুর আহারের ব্যবস্থা ও তালিকা		... ৪১৮	,,	৪২৫

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সৌদামিনীর

শিশু, বালক ও বালিকার চিকিৎসা।

প্রসবের পর শিশুর মৃতবৎ অবস্থা।

APPARENT DEATH OF THE CHILD AFTER DELIVERY.

সুশীলা। পদ্ম মাসী! ৬টা বেজে গেছে, চলনা গঙ্গাতীরের মেয়ে ঘাটে কাপড় কেচে আসি। আজ রবিবার, বাঁদা ঘাটে যাওয়া হবে না, কারণ, পুরুষেরা ঘাটের ছু ধারে কাতার দিয়ে ব'সে হাওয়া থাচ্চে; চলনা মাসী! সন্ধ্যা হয়ে এলো, এর পর যেতে আবার গা ছম্ ছম্ ক'র্‌বে। মাসী! মুখ ভার করে রয়েছ কেন? কি হয়েছে পদ্ম মাসী?

পদ্ম। আর বাছা! বড় বিপদ। বৌমা এই মাত্র খালাষ হয়েচে, নাতুশ নুতুশ এমন সুন্দর ছেলে হয়েছে যে আঁতুড় ঘর আলো করেচে, কিন্তু হলে কি হবে বাছা! এমন ছুবার তো চাঁদ-পানা ছেলে হয়েছিল, কিন্তু আমার একমাত্র ছেলে অদ্বৈত দাসের কপালক্রমে ছুটি ছেলেই আঁতুড় ঘরে নষ্ট হয়ে গেছে, এখন কি করি, দুর্ভাবনায় চারিদিক আঁধার দেখ্‌চি, মা জগদম্বা! এবার আমার হরিষে বিষাদ হ'লে আর আমি এই গণ্ড গ্রামে থাক্‌বো না, জন্মের মত কাশী বাস কর্‌বো।

সুশীলা। পদ্ম মাসী! তুমি ভেবো না, কাল আমার সৌদামিনী দিদি শ্বশুর বাড়ী হইতে এসেছে, তার স্বামী কলিকাতার মধ্যে

একজন প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, সুতরাং আমার সৌদো দিদিমণি বোনাই বাবুর নিকট হইতে অতি উত্তমরূপ শিশু-চিকিৎসা শিখেছে; তুমি কি জাননা সে বৎসর দিদি বাপের বাড়ী এসে চাটুয্যেদের সেজ-বৌয়ের ছেলের ঘুংড়ী বাল্‌সা ভাল করেছিলো? যাই, আমি দিদিকে এক দৌড়ে ডেকে আনি।

পদ্ম। যা বাছা, দৌড়ে তোর দিদিকে ডেকে আন্, কেননা একে আমার অদ্বৈত দাস ঘরে নাই, কেবা কি করে; আহা! আমার অদ্বৈত ঘরে থাক্‌লে এতক্ষণ "পারে" গিয়ে ফরেশডাঙ্গা বা হুগলি থেকে বড় ডাক্তার আন্‌তো। এখন যা সুশীলা, দৌড়ে যা, তোর দিদিকে ডেকে আন, তোর দিদি আর ঐ পোড়ারমুখী ধাই কাওরা-বৌ দুজনে মিলে কোন রকমে যদি আজকের রাত্রিটা খোকাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারে তবে কাল প্রাতে আমি বৌমার পৌঁছে পাঁধা দিয়ে "পারের" ডাক্তার দেখাবো; তারপর যা হবার তা হবে। মা কালীঘাটের বালী! আমার অদ্বৈত দাসের বংশ রক্ষা যাহাতে হয় তাই করো মা! সিঁন্দুর কৌটায় তোমার পূজার জন্য এই টাকাটী তুলে রাখলেম।

সুশীলা শান্ত মেয়ে এক দৌড়ে বাড়ী গিয়া দিদিকে সকল কথা বলিয়া পদ্ম মাসীর বাড়ীতে দিদিকে ডাকিয়া আনিল। সৌদামিনী যেখানে যাইত সেইখানেই একটী সুন্দর মেহগ্নি কাঠের কোকর কাটা বাক্সের ভিতর প্রধান প্রধান ৪৮টী হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ পূর্ণ করিয়া যাইত। সৌদামিনী ব্যস্ত হইয়া পদ্মমাসীর বাটীর বড় একখানি পর্ণকুটীরের পার্শ্বে একখানি স্যাৎসেঁতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, পদ্মমাসীর সদ্যপ্রসূত নাতী মৃতপ্রায়, অর্থাৎ যেন মরার মত পড়িয়া আছে। ধাত্রী কাওরা-বৌ হতবুদ্ধি হইয়া এবারও কম পাওনা হবে এই ভাবিয়া মৃতবৎ শিশুকে ধরিয়া আছে এবং প্রসূতি ফুল বাহির হইবার উপযোগী বেদনায় এপাশ ওপাশ করিতেছে।

সৌদামিনী কালবিলম্ব না করিয়া ধাত্রীর নিকট হইতে শিশুকে গ্রহণ করিয়া ধাইকে দুই হাত চ্যাপ্টা করিয়া পোয়াতীর তলপেটে আস্তে আস্তে ও সমান ভাবে চাপিতে বলিল, এবং স্বয়ং পার্শ্বদেশ হইতে এক খণ্ড ফ্লানেল সংগ্রহ করিয়া ধাত্রীকে কহিতে লাগিল, দেখ ধাই! সদ্য প্রসূত শিশুর গাত্রে আস্তে আস্তে চাপড় মারিয়া অথবা উহার বক্ষে ও চক্ষুতে একবার শীতল ও একবার গরম জলের ছিটা দিয়াও যদি কয়েক মিনিটের মধ্যে উহার শ্বাস প্রশ্বাস না চলে, অর্থাৎ শিশুর বুকের ভিতর বায়ু যাতায়াত না করে, সুতরাং শিশুকে মৃতবৎ অবস্থায় দেখা যায়, তবে তৎক্ষণাৎ এইরূপ ফ্লানেল দ্বারা শিশুর গাত্র ও হস্তপদাদি আবৃত করিবে, এবং অপর এক টুক্‌রা ফ্লানেল বা গরম কাপড় দ্বারা উহার হস্ত ও বক্ষ আস্তে আস্তে ঘষিবে। কিয়ৎকাল এইরূপ করিলে পর, যদি শিশুর নাভীরজ্জু অর্থাৎ উহার পেটের সঙ্গে যে মোটা নাড়ী পোয়াতীর ফুলের সহিত সংযুক্ত থাকে, সেই নাড়ীতে বেগ বা দপ্‌দপানি তোমার হাতে বোধ হয় এবং এই সঙ্গে যদি ছেলের বাম বুকের উপর হৃদ্‌স্পন্দন বা ঘড়ীর মত টিক্‌টিকানি শব্দ তোমার হস্ত দ্বারা টের পাও, তবে জানিবে যে শীঘ্রই শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য হবে সুতরাং আর বেশী কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হবে না। কিন্তু শুন ধাত্রী! যদি ফ্লানেল কাপড় দ্বারা ১০ মিনিট কাল শিশুর গাত্র ও হস্তপদ জড়াইয়া ঘষিয়াও শিশুর পেটের নাড়ীতে দপ্‌দপানি না পাওয়া যায়, তবে ধারাল কাঁচি দ্বারা শিশুর নাড়ী এইরূপে কুচ করে কেটে দিও; সাবধান, যেন চেঁচাড়ি দ্বারা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নাড়ী কেটে ছেলেকে কাঁদিও না, কারণ, এরূপ করিলে পেটের নাড়ী টাটিয়ে ফুলে উঠ্‌তে পারে। অতএব কাঁচি দ্বারা নাড়ী কেটে ও কাটার মুখ বেঁধে দিয়ে শীঘ্র শীঘ্র হাত সহ্য হয় এরূপ এক গামলা গরম জলে ছেলের হাত ও পা ডুবাইয়া উহার মাথা এবং মুখ উচ্চ করিয়া রাখিবে। এই অবস্থায় অপর একজনকে

সেই গরম জল দ্বারা আস্তে আস্তে শিশুর বক্ষ ও হস্তপদ ঘষিতে বলিবে; এইরূপ করিলে শিশু হাঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে পারে ও উহার বক্ষের ভিতরে বায়ু বাতায়াত করিতে পারে এবং শিশু বাঁচিয়া যায়। কখন কখন শিশুকে উল্টেপাল্টে গরম জলে গলা ডুবাইয়া আবার খুব ঠাণ্ডা জলে রাখিলেও শ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা হইয়া থাকে।

সৌদামিনী ও ধাত্রীর সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে চলিল ও তথনও খোকা হাঁপাইয়া কাঁদিয়া নিশ্বাস লইল না দেখিয়া, পদ্মমাসী সৌদামিনীর কথায় বাধা দিয়া কাঁদিয়া বলিল, ও সোদো মাসী! কি করলি মা! খোকাকে বাঁচাতে পালিনি, তবে আর কেন মরার উপর খাঁড়ার ঘা? দে মা! ছেড়েদে; ধাইকে জাহ্নবীর জলে খোকাকে ভাসিয়ে দিয়ে আস্‌তে বল, নতুবা বৌমা উঠে বসে খোকাকে মরা দেখ্‌লে আরও অধিক কাঁদবে ও বাছার যতদিন না আবার ছেলে হবে, ততদিন এই চাঁদ-পানা ছেলের মুখ মনে করে মন খারাপ কর্ব্বে।

সৌদামিনী বলিল, পদ্মমাসী তুমি কাঁদিয়া অস্থির হইও না, আমার এখনও চেষ্টার বাকী আছে। কারণ, তুমি জাননা যে ২।৩ ঘণ্টা এরূপ বিবিধ চেষ্টার পরও মৃতবৎ শিশুর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

এই বলিয়া সৌদামিনী শিশুকে গরম জলের গামলা হইতে উঠাইয়া ধাত্রীর ক্রোড়ে শিশুকে রাখিয়া বলিল, দেখ ধাই! বাম হস্তের দুই অঙ্গুলি দ্বারা শিশুর এইরূপ নাক টিপিয়া উহার মুখে আস্তে আস্তে ফুৎকার দিবে। নাক টিপিয়া মুখের ভিতর ফু দিলে শিশুর ফুস্‌ফুস্‌ বা ফুলকোর ভিতর বায়ু চালিত হয়, নাকের পশ্চাৎ ছিদ্র দিয়া বায়ু বাহির হইতে পারে না। জোরে ফু দিলে ফুস্‌ফুসে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা, ফুৎকার দ্বারা ফুস্‌ফুস্‌ বায়ুপূর্ণ হইলে শিশুর বক্ষ আস্তে আস্তে চাপিয়া সেই বায়ু বাহির করিয়া দিবে। পূর্ব্ব হইতে শিশুর পৃষ্ঠের নিম্নে একখানি পাতলা চাদর-টুক্‌রো পাতা থাকিলে উহার দুই দিক শিশুর বক্ষের উপর মুড়িয়া চাপ দিলে

সমান ভাবে বক্ষ হইতে বায়ু বাহির হইয়া যায়। কয়েকবার এইরূপ নাক টিপে মুখে ফুৎকার দিলে ও কাপড় দ্বারা বুক চাপিলে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পাদিত হয়। এক মিনিটে ১৫ বার এইরূপ করিবে এবং দেখিও এইরূপে মুখে ফুৎকার দিবার ও বক্ষ চাপিবার কালে শিশুর মস্তক উহার বক্ষে যেন হেলিয়া না পড়ে। এইরূপেও শ্বাসকার্য্য সম্পাদিত না হইলে, শিশুকে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া উহাকে এক মিনিটের মধ্যে ১৫ বার ঘুরাইয়া পাশ ফিরাইবে ও আবার উপুড় করিয়া দিবে।

মৃতবৎ শিশুর কিছুতেই চৈতন্য হইতেছে না দেখিয়া, পদ্মমাসী কাঁদিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সৌদামিনী বলিল, মাসী! এত চেষ্টা করিতেছি ইহাতেও যদি খোকা না বাঁচে তবে নাচার। এই বলিয়া সৌদামিনী ধাত্রীকে বলিল, ধাত্রী! এইবারে আমার শেষ চেষ্টা। ৩ দশমিক এণ্টিমটার্ট শিশির ভিতর একখানি কলম কাটা ছুরী প্রবেশ করাইয়া উহার অগ্রভাগে যতটুকু ঔষধ থাকিবে, অর্থাৎ প্রায় এক গ্রেণ মাত্রায় ঔষধ গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধ গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া ও উত্তমরূপে নাড়িয়া ঐ মিক্সচারের এক বিন্দু শিশুর জিহ্বায় লাগাইবে। ৩য় বা ততোধিক এণ্টিম্-টার্ট চূর্ণের কয়েক মোড়া দ্রব করিয়া মধ্যে মধ্যে জিহ্বায় লাগাইলে আরও উপকার দর্শে। ১০।১৫ মিনিট পরে কোন বিশেষ উপকার না হইলে উক্ত মিক্সচারের ৬০ ফোঁটা এক বাটি গরম জলে পুনর্ব্বার মিশ্রিত করিয়া মলদ্বারে পিচকারী দিবে। শিশুর মুখ নীলবর্ণ হইয়া পড়িলে পূর্ব্বোক্ত এণ্টিমটার্ট মিক্সচারের মত ওপিয়ম্ ঔষধেরও মিক্সচার প্রস্তুত করিয়া জিহ্বায় লাগাইবে ও মলদ্বারে পিচকারী দিবে।

ধাত্রীকে এরূপ বিবিধ প্রকার উপদেশ দিতে দিতে এবং উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে করিতে মৃতবৎ শিশু কাঁদিয়া উঠিল। শিশুর ক্রন্দন শুনিবামাত্র পদ্মমাসী পরমাহ্লাদে সৌদামিনীর শিক্ষার অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল এবং অনেক দেবতার পূজার মানসিক করিল। তৎপরে

সৌদামিনী শিশুকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও শীর্ণ দেখিয়া বাক্সের ভিতর হইতে ৬নং চায়না ঔষধের ৬টী বড়ী পদ্মমাসীর হাতে দিয়া কহিল, দুই ঘণ্টান্তর খোকাকে একটী করিয়া এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বড়ী চুষিতে দিবে। তৎপরে সৌদামিনী সুশীলা ও পদ্মমাসীকে সঙ্গে করিয়া জাহ্নবীর জলে স্নান করিতে গেল।

সদ্যপ্রসূত শিশুর দমবন্ধ।

ASPHYXIA NEONATORUM.

সুশীলা। দিদি! তুমি যে প্রসবের পর শিশুর শ্বাসরোধ বা মৃতবৎ অবস্থার কথা বল্‌ছিলে উহা কয় প্রকার হয়?

সৌদামিনী। প্রসবের পর দুই প্রকারের শ্বাসরোধ বা দমবন্ধের ভাব দেখা যায় যথা :—(১) শ্বাসরোধে নীলমূর্ত্তি (Asphyxia Livida) এবং (২) শ্বাসরোধে ফেকাসে মূর্ত্তি (Asphyxia Palida)।

সুশীলা। দিদি! শ্বাসরোধে ছেলের নীলমূর্ত্তি হ'লে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়?

সৌদামিনী। ছেলের সর্ব্বাঙ্গে যেন নীল মেড়ে দেয় (Cyanosis), মুখমণ্ডল কালাটে ও স্ফীত হয়, চক্ষুর সাদা জমি আরক্ত হয় এবং অক্ষিগোলক যেন বাহির হইয়া আসে। ছেলের মাংস বা পেশীগুলি কতকটা কড়া থাকে, চর্ম্মের উত্তেজনায় রিফ্লেক্স বা প্রত্যাবর্ত্তক ভাবে পেশীগুলির গতিবিধি হয়। ছেলের নাভীরজ্জুতে প্রবল অথচ মৃদুভাবে (strong and slow) নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা যায়।

সুশীলা। শ্বাসরোধে ছেলের ফেকাসে মূর্ত্তি হ'লে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে?

সৌদামিনী। ত্বক্ নিরক্ত হয়, গাত্র শীতল হয়, এবং পেশী সকল শিথিল হইয়া পড়ে। হস্ত ও পদ এবং চোয়াল্ ঝুলিয়া পড়ে, ত্বকের উত্তেজনায়ও প্রত্যাবর্ত্তক ভাবের পেশীগুলির নড়ন বা গতিশক্তি দেখা যায় না। নাভীরজ্জুতে নাড়ীর বেগ পাওয়া যায় না। অত্যল্প ধুক্ ধুক্ করে মাত্র।

সুশীলা। শ্বাসরোধে "ফেকাসে মূর্ত্তির" চিকিৎসা কিরূপ?

সৌদামিনী। ঐরূপ অবস্থায় ছেলের গাত্রে রক্তের প্রয়োজন হয়, সুতরাং নাভীরজ্জুর রক্ত চুঁচে নিয়ে ছেলের নাভীর ভিতর ঢুকাইয়া দিতে হয়, তৎপরে নাড়ীর নিকটবর্ত্তী কর্ড ২।৩ ইঞ্চি রেখে বাঁধন দিয়ে কেটে দিতে হয়। ইহার পর কড়ে আঙ্গুল দিয়ে ছেলের গলার ঘড়ঘড়ি ভেঙ্গে দিতে হয় অর্থাৎ শ্বাস-পথের ভিতর হইতে শ্লেষ্মা বা রস টেনে বাহির করিয়া দিতে হয়। মার্কিন ডাক্তারেরা ৬নং বা ৮নং ইলাষ্টিক ক্যাথিটার দ্বারা ছেলের গলার ভিতরের শ্লেষ্মা বা রস চুষিয়া টানিয়া লইতে বলেন। যেরূপেই হউক শিশুর গলার শ্লেষ্মাদি বাহির করিয়া বা পরিষ্কার করিয়া গরম জলের টবে উহাকে বসাইয়া উহার পেটের উপর ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিতে হয়। ইহার পর টব্ হইতে ছেলেকে তুলিয়া উহার বক্ষ, মেরুদণ্ড এবং পায়ের তলা বেশ ক'রে ঘষিতে হয়। ১০ মিনিট কাল এইরূপ করিলেও যদি ছেলে না হাঁপায় বা নিশ্বাস না টানে, তবে কৃত্রিম ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়।

সুশীলা। দিদি! শ্বাসরোধে "নীল মূর্ত্তির" চিকিৎসা কিরূপ?

সৌদামিনী। ছেলের নাভীরজ্জু কেটে ২।৩ ড্রাম অর্থাৎ ১২০ বা ১৮০ ফোঁটা রক্ত বাহির করিয়া দিয়া তবে উহার নাড়ী বাঁধিয়া দিতে হয়। তাহার পর পূর্ব্বের মত অর্থাৎ শ্বাসরোধে ফেকাসে মূর্ত্তির চিকিৎসার মত চিকিৎসা করিতে হয় এবং উহাতে কিছু না হইলেই কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস (Artificial respiration) করিতে হয়।

সুশীলা। দিদি! কয় প্রকার কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য প্রণালী আছে?

সৌদামিনী। ৪ প্রকার যথা:—১। সিল্‌ভেষ্টার সাহেবের প্রণালী। ২। সুল্‌জী সাহেবের প্রণালী। ৩। নলের মধ্য দিয়া ফুৎকার দেওয়া এবং ৪। ছেলের মুখে মুখ দিয়ে ফুঁ দেওয়া।

সুশীলা। দিদি! এই ৪ রকম কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যের মধ্যে পদ্মমানীর নাতীর বেলা কেবল ঐ শেষের প্রণালীটাই তুমি বলেছ মাত্র। তা হবেনা বোন্, তোমায় ঐ ৪টী প্রণালীই ভাল ক'রে অর্থাৎ আস্তে আস্তে বুঝিয়ে ব'লে আমায় শিখিয়ে দিতে হবে।

সৌদামিনী। তার আর আশ্চর্য্য কি, বলি শোন:—

১। সিল্‌ভেষ্টার সাহেবের প্রণালী (Sylvester's Method)—ছেলেকে গরম কাপড়ে বা ফ্লানেলে ঢাকিয়া তাহার কাঁদ একটু উচু করিয়া চিৎ করিয়া শোয়াইবে। ইহার পর ছেলের দুই বাহু দুই হাতে ধরিয়া তাহার মাথার দিকে তুলিয়া আবার তাহার পার্শ্ব দেশে পাঁজরের নিকট নামাইয়া অন্য একজনকে ছেলের বুক চাপিয়া ধরিতে বলিবে। শীঘ্র শীঘ্র ঐরূপে হাত "তোলা নাবা" করিতে হয় এবং স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়মানুসারে মধ্যে মধ্যে ঐরূপ করিতে হয়; কিন্তু সুশীলা! সিল্‌ভেষ্টার সাহেবের এই কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস প্রণালী বড় সুবিধাজনক নয় অর্থাৎ উহাতে বেশী ফল পাওয়া যায় না।

২। সুল্‌জির প্রণালী (Schultze's Method)—এই প্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ধাত্রীকে বা ডাক্তারকে পাদুখানি ঈষৎ ফাঁক ক'রে চিৎকরা ছেলের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে অল্প সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে এবং দুই হাত ঝুলিয়ে মৃতবৎ ছেলেকে ধরিতে হয়। ছেলেকে চিৎ ক'রে উহার দুই কাঁদের নিচে দিয়ে দুই হাত দিয়ে ধরতে হয়, ডাক্তারের বা ধাত্রীর দুই তর্জ্জনীর উপর ছেলের ভর বেশী থাকা চাই, অন্যান্য

অঙ্গুলিগুলি ছেলের ঘাড়ের উপর ও নিম্নে থাকিবে, এবং তর্জ্জনী দুটী ঘুরে ছেলের বগলের ভিতরে যেন যায়। বৃদ্ধাঙ্গুলি দুটী ছেলের কণ্ঠার হাড়ের উপর থাকিবে। মোট কথা এই যে, ছেলেটি ধনুকের মত বেঁকে ধাই বা ডাক্তারের দুই হাতের ভিতর যেন থাকে এবং উহার মাথা ডাক্তারের

১নং চিত্র। ২নং চিত্র।
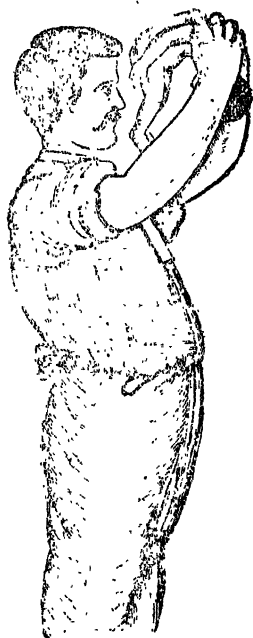
বা ধাইয়ের কব্জি দুটির উপর যেন ভর করে। ১নং চিত্র দেখ। এই অবস্থাকে শ্বাস গ্রহণের অবস্থা কহে। ইহার পর হাত তুলে ছেলেকে হঠাৎ উল্টে দিতে হয় তখন ছেলের মাথা নিচু ও পাছা কিছু উচু হয় এবং লাম্বার বা কটি প্রদেশের কশেরুকা নুইয়ে পড়ে এমতে পেল্‌ভিস্

বা পাছার অংশের ভারে উদর চাপিয়া গিয়া প্রশ্বাস কার্য্যের সহায়তা হইয়া থাকে। ২নং চিত্র দেখ।

৩। নলের মধ্য দিয়া ফুঁ দেওয়া প্রণালী (Insufflation through a tube)—ডিপল্ সাহেবের নল প্রচলিত। প্রথমে ছেলের ঘড়ঘড়ি ভেঙ্গে অর্থাৎ উহার গলার ভিতর শ্লেষ্মাদি সাফ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা ছেলের লেরিংস মধ্যে ডিপাল্ সাহেবের নল পরাইয়া দিতে হয়। এই নলের ভিতর ফুঁ দিবার পূর্ব্বে ছেলের নাক বন্ধ করিতে হয় এবং মুখগহ্বর নলের চারি পাশে চেপে বন্ধ রাখিতে হয়। এক মিনিটে ১০।১৫ বার কিঞ্চিৎ জোরে ফুঁ দিতে হয়। পরে বক্ষ চাপিয়া প্রশ্বাস কার্য্য করিতে হয়। কোন কোন স্থলে এইরূপ ঘণ্টা খানেক করিতে পারিলে তবে ছেলের দম বন্ধ দূর হইয়া থাকে।

৪। মুখে মুখ দিয়া ফুঁ দেওয়া—(Mouth to Mouth Insufflation) ছেলের ঘড়ঘড়ি ভেঙ্গে তাহার মুখে মুখ দিয়া কিঞ্চিৎ জোরে ফুঁ দিতে হয় এবং তাহার বক্ষ ও পাকাশয় স্থান চাপিয়া প্রশ্বাসের সাহায্য করিতে হয়। অনেকে বলেন যে ছেলের মুখে ফুঁ দেবার সময় তাহার নাক বন্ধ করার দরকার হয় না।

প্রসবের পর শিশুর প্রতি কর্ত্তব্য।

RECEPTION AT BIRTH AND CUTTING OF THE CORD.

সুশীলা—দিদি! কাল তোমার অত্যন্ত সাহসের কার্য্যগুলি দেখিয়া আমরা সকলে অবাক হইয়াছি। যে সকল প্রতিবাসিনী কাল পদ্মমাসীর বাড়ীতে উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলে এক মনে তোমাকে ধন্যবাদ ও

আশীর্ব্বাদ করিয়াছে। সে যাহা হৌক দিদি! পোয়াতীরা যত বারই প্রসব হবে তত বারই কি ছেলে মরার মত পড়্‌বে আর বাঁচাইবার ঐরূপ উপায় অবলম্বন কর্‌তে হবে?

সৌদামিনী। না বোন্ তা কেন হবে? প্রসবের পর আপনাপনিই ছেলে কাঁদে ও তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়, আর এইরূপ মৃতবৎ অবস্থা অতি কম হইয়া থাকে। পোয়াতী অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকিলে অথবা প্রসবকালে শিশুর উপর অত্যন্ত চাপ পড়িলে, কিম্বা উহার নাড়ী উহারই অঙ্গে জড়াইয়া গেলে, অথবা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর উহার মুখ ও গলার ভিতর শ্লেষ্মা সঞ্চয় হইয়া থাকিলে ঐরূপ শ্বাসরোধের অবস্থা উপস্থিত হয়। শীঘ্র বাঁচাইবার উপায় না করিলে অনেক শিশু প্রাণ থাকিতে অর্থাৎ বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের ঘড়ীর মত টিক্ টিকানি শব্দ থাকিতেও মারা পড়ে।

সুশীলা। দিদি! সহজ প্রসবের পর শিশুর প্রতি কর্ত্তব্য কি?

সৌদামিনী। প্রসব হইলেই খোকাকে পোয়াতীর লাল-ঝোল হইতে সরাইবে; কারণ, তাহা হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধা হয়। গ্রীবা, হস্তপদ অথবা শরীরের কোন অংশে নাড়ী জড়াইয়া থাকিলে তৎক্ষণাৎ উহা খুলিয়া দিবে, নতুবা চাপপ্রযুক্ত শিশুর রক্ত চলাচল বন্ধ হইলে, নিশ্বাস প্রশ্বাসও আটকিয়া যায়। মুখ ও নাসিকার ভিতর হইতে শ্লেষ্মা মুছাইয়া বায়ু যাতায়াতের পথ পরিষ্কার রাখিবে। একটী অঙ্গুলিতে পাতলা ও পরিষ্কার ন্যাকড়া জড়াইয়া মুখ ও নাসিকার ভিতর হইতে শ্লেষ্মা পরিষ্কার করিয়া লইবে। এইরূপ করিলেই শিশু জোরে কাঁদিয়া উঠে ও গাত্রের বর্ণ ফেরে, অর্থাৎ কাঁদিবার পূর্ব্বে উহার মেটে মেটে ও পাঁশুটে বর্ণ থাকে কিন্তু কাঁদিবার পর উহার বর্ণ ঈষৎ লাল বা গোলাপী হয়। এইরূপে শিশুর বক্ষের ভিতর বায়ু যাতায়াত করিলে, অর্থাৎ শ্বাস কার্য্য সম্পাদিত হইলে, রক্ত চলাচল প্রযুক্ত উহার নাভী-নাড়ীর স্পন্দন বন্ধ হয়, এবং এই সময়ে নির্ভাবনায় অপরের ক্রোড়ে শিশুকে অর্পণ করিতে পারা যায়।

সুশীলা। দিদিমণি! কিরূপে নাড়ী কাটিতে হয় বল না?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! শিশুর নাড়ী হইতে দেড় ইঞ্চি দূরে এক বাঁধন বা গিরা দিবে, তৎপরে এই গিরার প্রায় এক ইঞ্চি তফাতে অপর একটি গিরা বা বাঁধন দিয়া, ঐ দুই বাঁধনের ব্যবধানে একখানি ধারাল কাঁচি দ্বারা নাভী-নাড়ী কুচ করিয়া কাটিয়া ফেলিবে। নাড়ী বাঁধিবার জন্য সেলাই করিবার সূতা কয়েক গাছি একত্রিত করিয়া পাকাইয়া বাঁধন দিবে। এক-পাক ঘুরাইয়া শক্ত গিরা দিবে, এবং গিরা দেওয়া হইলে পর, গিরার দুই মুখের অবশিষ্ট সূতা কাটিয়া দিবে। এইরূপে নাড়ী কাটা হইলে পর, শিশুকে গরম কাপড়ে জড়াইয়া অপরের ক্রোড়ে দিতে পার। (বিস্তৃত বর্ণনা সৌদামিনীর গর্ভিণী ও প্রসূতি চিকিৎসা পুস্তক দ্রষ্টব্য।)

ছেলে ধোয়ান প্রণালী।

WASHING THE CHILD.

সুশীলা। দিদি! ছেলে ধোয়ানটা শিখিয়ে দাও না?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! পেটের ভিতর দশ মাস থাকা প্রযুক্ত শিশুর গাত্রে বড় ময়লা ধরে, অর্থাৎ সাদা সাদা ময়লা শিশুর সর্ব্বাঙ্গে লেপ্টে থাকে, এই জন্য পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ব্যাসম মাখাইয়া, পরে সাবান ঘষিয়া রাখা হইয়াছে এরূপ কুসুম কুসুম গরম জলে শিশুর গাত্র ধৌত করিবে। অবশেষে একখানি শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা শিশুকে উত্তমরূপে মুছাইয়া দিবে।

সুশীলা। দিদি! ভূমিষ্ঠ হইয়াই তো শিশুর স্নান হইল। ইহার পর উহার স্নানের কিরূপ হবে?

সৌদামিনী। কেন? প্রথম প্রথম প্রত্যহই গরম জলে স্নান করাইবে। পরে ক্রমে ক্রমে কাঁচাপাকা জলে এবং অবশেষে শীতল জলে স্নানের ব্যবস্থা দিবে। (গর্ভিণী ও প্রসূতি চিকিৎসা পুস্তক দেখ।)

নাড়ী কাটার পর নাড়ী বাঁধা, নাই পাকা, গৌঁড়।

DRESSING THE NAVEL, UMBILICAL HERNIA.

সুশীলা। দিদিমণি! ছেলের নাড়ী কাটলে পর সেই কাঁচা নাড়ী কি রকমে শুকাবে বল না?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! ফর্‌সা, পাতলা ও নরম এক টুক্‌রা ন্যাকড়া সংগ্রহ পূর্ব্বক উহাকে ৫।৬ পাট করিয়া লইবে। এই ভাঁজ করা ন্যাকড়া ৬।৮ ইঞ্চি লম্বা ৩।৪ ইঞ্চি চওড়া হওয়া চাই। পরে এই ৫।৬ পুরু ন্যাকড়ার মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র করিয়া উহার মধ্য দিয়া কাটা নাড়ী ঢুকাইয়া দিবে। পরে অপর এক টুক্‌রা ফরসা ন্যাকড়া দ্বারা নাড়ী মুড়িয়া শিশুর বক্ষের দিকে হেলাইয়া রাখিবে এবং তদুপরি উদরের দিকের পাট করা ন্যাক্‌ড়া উল্টাইয়া নাড়ীকে ঢাকিয়া এক টুক্‌রা ফ্লানেল পেটি দ্বারা অল্প চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। দেখিও পেটির গেরোটি যেন পিঠের দিকে না পড়ে। ৫ হইতে ৮ দিবসের মধ্যে নাড়ী শুকাইয়া ঝরিয়া যায়।

যদি নাই না শুকায় এবং উহা হইতে রস বা পূঁয বাহির হইতে থাকে কিম্বা নাভীর ভিতরে ঘা হয় তবে কুসম কুসম গরম জলে নাই ধুইয়া দিয়া ক্যালেণ্ডুলা ঔষধের মূল আরক এক ড্রাম এবং এক বা দুই আউন্স সুইট

অয়েল পরস্পর মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ভিজাইয়া নাভী গর্ত্তের ভিতর রাখিয়া দিয়া কচি কলাপাতা বা একটা পান চাপা দিয়া বাঁধিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। তৎসঙ্গে ৩০নং সাইলিসিয়া ঔষধের অনুবটিকা দিবসে ২ বার করিয়া খাওয়াইতে হয়। যদি পূঁয ব রসে দুর্গন্ধ হয় তবে সাইলিসিয়ার পরিবর্ত্তে ৩০নং আর্সেনিক ঔষধের অনুবটিকা উপযোগী হইয়া থাকে। নাভী প্রদেশ ফুলিয়া লাল ও বেদনাযুক্ত হইলে ৬নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী উপকার করিয়া থাকে। জিঙ্ক বা বোরাসিক মলম প্রয়োগ ভাল। নাভী মধ্যে প্রদীপের শিস্ দিলে কিছুই হয় না। ভালরূপে যদি নাই না বাঁধা হয় অথবা যদি বাঁধন কোন গতিকে ছিঁড়ে যায় তবে নাভীর স্থান হইতে রক্তপাত হয় তজ্জন্য হ্যামামেলিস্ ঔষধের মূল অরিষ্ট অথবা সমান ভাগে জল মিশান হ্যামামেলিস্ মূল অরিষ্ট রক্ত পড়ার স্থানে লাগাইলে রক্ত বন্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত, হ্যামা, আর্ণিকা, ইরিজিরণ প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে খাওয়াইলেও রক্ত বন্ধ হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদিমণি! গোঁড় কা'কে বলে?

সৌদামিনী। উত্তমরূপে নাড়ী কাটিয়া পূর্ব্বের মত চাপ দিয়া বাঁধিয়া না রাখিলে এবং ছেলে কোঁতানির সহিত ক্রমাগত কাঁদিলে বা কাসিলে গোঁড় বাহির হয়, অর্থাৎ পেটের নাড়ীভুঁড়ির কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়ে। ইহাতে বিশেষ ক্ষতি না হইলেও কদাকার দেখায়। ঐরূপ অবস্থাকে গোঁড় (Umbilical hernia) কহে। আম্বালাইকেল্ হার্ণিয়া বা গোঁড়ের উপর ন্যাকড়ার গদি ক'রে একটি ব্যাণ্ডেজ দ্বারা চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়। গোঁড় হইলে ৬নং নক্সভমিকার বড়ী সেবন করিতে দিবে। লক্ষণানুসারে আর্ণিকা ৬নং, সাল্ফুরিক এসিড ৬নং এবং শিশু মোটাসোটা হইলে ৬নং ক্যাল্ককার্ব্ব এবং ক্ষীণকায় হইলে ৬নং ক্যাল্ক ফস্ ঔষধ উপকারী হয়।

শিশুর মল বা মিকোনিয়াম।

MECONIUM.

সুশীলা। দিদিমণি! পদ্মমাসী বাহিরে ডাক্‌তে এসেছে, সে বলচে যে, খোকার বাহ্যে হয়নি। চল একবার দেখে ব্যবস্থা কর্ব্বে।

সৌদামিনী। চল যাই।

পদ্মমাসীর বাড়ীতে গিয়া সৌদামিনী দেখিল যে, খোকা বাহ্যে না হওয়ায় অস্থির হচ্চে ও ছট্‌ফট্‌ কচ্চে। তখন সৌদামিনী সুশীলাকে বলিল, দেখ ভগিনী! শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আপনাপনি বাহ্যে হয়। অর্থাৎ খোকা মাই টেনে খেলেই মলত্যাগ হইয়া থাকে। প্রথম বার যে মল বাহির হয়, উহা কাল ও সবুজ বর্ণের বোতলের রঙ্গের মত দেখা যায়। উহাকে ইংরাজীতে মিকোনিয়াম্ কহে।

শিশুর বাহ্যের জন্য প্রথম দুই দিন কিছুই করা উচিত নয়। পূর্ব্বে ছেলে ভূমিষ্ট হবার পরই ক্যাষ্টর অয়েল সেবন করান হইত, ঐরূপ কার্য্য যে কেবল অনাবশ্যক তা নয় উহাতে অনেক সময় অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। স্তনে যে কয় দিন দুধ না নাবে সে কয়দিন ছেলের বেশী দাস্ত হইলে অনিষ্ট হয়; উহার কারণ এই যে, শিশুর মলের নলের ভিতর অর্থাৎ তাহার নাড়ীভুঁড়ির ভিতর এমন কিছু পদার্থ থাকে যাহা তাহার শরীরের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহার ক্ষুধা নিবারণ করে ও তাহার শরীর পুষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং সেই পদার্থটা যদি জোলাপের সহিত শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে ক্ষুধারও শীঘ্র বৃদ্ধি হইবে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইলেই প্রসূতিকে স্তনদুগ্ধ অভাবে ঢোকা দুগ্ধ খাওয়াইতে হইবে এবং ঐরূপ কচি ছেলেকে ঢোকা দুধ খাওয়াইলেই তাহার বেশী বেশী অসুখের সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

অতএব প্রথম প্রথম প্রসূতির আঠার মত চট্‌চটে দুধ খাওয়াইলেই তাহার দাস্ত হয় এবং শিশুর বাহ্যে হইলেই সে সুস্থ থাকে। যদি কোন কারণে বাহ্যের বিলম্ব হয় তবেই খোকা অস্থির হয়ে কাঁদে। এরূপ অবস্থায় অল্প গরম চিনি ও অল্প গরম জল মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলেই বাহ্যে হইয়া যায়। এরূপ করিলেও যদি খোকার বাহ্যে না হয়, অথবা একটু একটু হইয়া পেট কামড়ায় ও বাহ্যে খোলসা না হয় তবে ৩নং নক্সভমিকার বড়ী ২।৩ ঘণ্টান্তর একটী একটী করিয়া শিশুর মুখে ফেলিয়া দিবে। একেবারে বাহ্যে না হইলে ব্রায়োনিয়া ৬নং ও সাল্‌ফার ৩০ নম্বরের ক্ষুদ্র বড়ী ঐরূপে ব্যবস্থা করা যায়। যে ঔষধ শিশুকে খাওয়ান হইবে, সেই ঔষধের ৪টী করিয়া বড়ী পোয়াতীকেও খাওয়াইবে। দেখ সুশীলা! শিশুকে কোনরূপ জোলাপ ব্যবস্থা করিও না। ধাইরা খোকাদের জোলাপ দিয়া পরে পেটের পীড়া আনয়ন করে।

সে যাহা হউক আঠার মত দুধ খেয়েও যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিশুর বাহ্যে না হয়, তবে একটি পানের বোঁটায় সুইট অয়েল বা গ্লিসিরিণ মাখিয়া অল্প তাতিয়ে উহা শিশুর মলদ্বারের ভিতর আস্তে আস্তে ঢুকাইয়া দিতে হয়। ঐরূপ বোঁটা মলদ্বারের ভিতর ঢুকাইলেই বাহ্যে হয়ে যায়। বোঁটা যদি মলদ্বারের ভিতর না ঢোকে তবে মলদ্বারের অবস্থা ভাল ক'রে দেখতে হয় কোন দোষ আছে কিনা। দোষ থাকলে উহার প্রতিকার করতে হয়।

প্রথম প্রথম শিশুর চিটে গুড়ের মত বাহ্যে হয়, তার পর দিন হল্‌দে মতন হয়। শিশু ভূমিষ্ট হবার ৬।৭ ঘণ্টা পরে তবে তাহার প্রথম বাহ্যে হয়, কখনও বা একদিন পরেও বাহ্যে হইয়া থাকে। ক্রমশঃ বাহ্যের বর্ণ হল্‌দে হ'তে থাকে। ইহার পর ঘোলা ডিমের বর্ণের মত বাহ্যে হয়; পেটের অসুখ না থাকলে আরও বেশী বেশী দাস্ত হয়, ঐরূপ দাস্ত ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া হড় হড়ে বা সবুজ বর্ণের মত হইয়া থাকে। আবার ঐরূপ পাতলা

ভেদের সহিত কখন কখন ছানা ছানা দুধ কিম্বা রক্তের ছিটেও দেখা যায়। ঐরূপ স্থলে পেটের অসুখের চিকিৎসা করিতে হয় এবং দুধ খাওয়ানর বিষয়ে বিশেষ ধরাকাট করিতে হয়।—বিশেষ দরকার হইলে ৩ দিনের দিন কি উহার পরে ১৪ ফোঁটা কাষ্টর অয়েল্ একটু গরম জলের সহিত খাওয়াইয়া দিলেই বাহ্যে পরিষ্কার হইয়া যায়। মধুর সহিত মিশাইলেও চক্ চক্ করিয়া খাইয়া থাকে। দাস্ত ঐ সময়ে পরিষ্কার না থাকিলে "পেঁচো চুয়ালে" বা ধনুষ্টঙ্কারের সম্ভাবনা থাকে।

সুশীলাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া ও পোয়াতীকে ও খোকাকে ব্রায়োনিয়ার বটিকা সেবন ব্যবস্থা দিয়া সৌদামিনী বাটী চলিয়া গেল।

মস্তক ফুলা ও লম্বা।

SWELLING AND ELONGATION OF THE HEAD.

সুশীলা। দিদি! পদ্মমাসী এসে বল্‌চে কাল্‌কের ব্রায়োনিয়া ঔষধে খোকার বাহ্যে হয়েছে আর খোকা ভাল আছে; কিন্তু খোকা ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি উহার মস্তক ফুলিয়া লম্বাভাবে রহিয়াছে, পদ্মমাসী সেই জন্য ভাবিত হইয়া তোমার নিকট ব্যবস্থা লইতে আসিয়াছে।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! কষ্টে ও বিলম্বে প্রসব হইলে শিশুর মস্তক এইরূপ ফুলিয়া উঠে ও লম্বাভাব ধারণ করে। কখন কখন মস্তকের তালু অথবা মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ ফুলিয়া একটী বড় আবের মত হইতে দেখা যায়। উহাকে ইংরাজীতে কেপট-সাক্সিডেনিয়ম্ কহে। উহার জন্য বিশেষ ভাবিতে হয় না। কারণ, কয়েক দিনের মধ্যেই উহা কমিয়া যায় এবং মস্তক স্বাভাবিক হয়। অতএব তুমি পদ্মমাসীকে বলগে যে উহা আপনাপনি কমিয়া যাইবে; ভাবনা নাই।

সুশীলা। দিদি! যদি অত্যন্ত ফুলিয়া ওঠে ও শীঘ্র না কমে তবে কি উহার কোন ব্যবস্থা নাই?

সৌদামিনী। মাথা বেশী ফুলিলে কেবল শীতল জলের পটি অথবা ৩।৪ ফোঁটা আর্ণিকা নামক ঔষধের মূল আরক অৰ্দ্ধ গেলাস জলে মিশাইয়া ঐ জলের পটি লাগাইলে শীঘ্র শীঘ্র ফুলা কমিয়া যায়। খাঁটি সরিসার তৈল গরম করিয়া শিশুর মাথায় সেঁক দিলেও বিশেষ উপকার হয়। উহাতেও ২।৩ দিবসের মধ্যে না কমিলে রাসটক্স ঔষধের ছোট ছোট বড়ী সেবন ব্যবস্থা দিতে হয়। এক্ষণে যাও বোন্! পদ্মমাসীকে এই আর্ণিকা লোশন বা ধাবনের পটি দিতে বলগে, তাহা হইলেই ছেলের মস্তক স্বাভাবিক হবে। শেষে দিন কতক ৩০নং ক্যাল্কেরিয়া-কাৰ্ব্ব বা ক্যাল্ক-ফস্ খাওয়াইলে শিশুর বল হইবে।

শিশুকে স্তন ধরান ও পান করান প্রণালী।

PUTTING THE CHILD TO THE BREAST &c.

সুশীলা। দিদি! শিশু ভূমিষ্ঠ হ'লে পর কখন হইতে উহাকে মাই ধরাতে হ'বে? আর যদি স্তনে দুধ না থাকে তবেই বা উপায় কি হয়? এ সমস্ত আদ্যোপান্ত আমায় শিখাতে হবে।

সৌদামিনী। প্রসবের পর শিশুকে পরিষ্কার করিয়া ও তাহার নাড়ী কাটিয়া স্তন ধরাইবে। স্তনে দুগ্ধ না থাকিলেও মাই টানিতে টানিতে শিশুর মাই খাইতে শিক্ষা হয় এবং বারম্বার শিশুর মাই টানা প্রযুক্ত পোয়াতীর স্তনে দুগ্ধ উপস্থিত হয়।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে ২১ দিন পৰ্য্যন্ত উহাকে পাস ফিরাইয়া বিশেষতঃ ডানপাসে কাত করাইয়া শোয়াইতে অভ্যাস করাইবে; চিতভাবে শিশুকে না শোয়ান হয়, ঐরূপ করিলে ধনুষ্টঙ্কারাদি রোগ হইতে পারে।

প্রসব হেতু পোয়াতীর অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে স্তন ধরান কর্ত্তব্য। প্রসবের পর হইতে শিশু স্তন পান আরম্ভ করিলে পোয়াতীর স্তনের বোঁটায় ঘা, স্তন স্ফীতি, ঠুনকো বা দুগ্ধ সঞ্চয় বশতঃ জ্বর এবং অতিরিক্ত রক্তস্রাব প্রভৃতি অসুখ উৎপন্ন হইতে পারে না। স্তন পান করাইলে পোয়াতীর গর্ভ কুঞ্চিত হয়, সুতরাং রক্তস্রাব হয় না। ২।১ দিবস স্তনে দুগ্ধ আসিতে বিলম্ব হইলে, শিশুকে গাভীর টাট্কা দুগ্ধ পান করাইবে। গাভীর দুগ্ধ সমান পরিমাণ গরম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ও তাহাতে কিঞ্চিৎ ভাল চিনি মিশাইয়া শিশুকে পল্তে দ্বারা চুষিতে দিবে। দুগ্ধ সেবিত হইলে পল্তে ভাল করিয়া ধুইয়া রাখিবে যেন গন্ধ না হয়। প্রত্যেক বার নূতন নূতন পল্তে ব্যবহার করিলে উত্তম হয়। শিশুকে প্রত্যহ এক গাভীর দুগ্ধ খাওয়ান ভাল। কচি খোকাগুলিকে কোন প্রকার শ্বেতসার অথবা সিদ্ধ করা সামগ্রী সেবন ব্যবস্থা দিবে না। স্তনের বোঁটায় দুগ্ধ মিশ্রিত জল অথবা চিনির জল লাগাইয়া পরে শিশুকে স্তন পান করাইতে শিখাইবে। শিশুগণকে স্তন পান করাইয়া অল্প শীতল জল পান করিতে দিবে।

মাই না ধরা।

INABILITY TO SUCK THE BREAST.

সুশীলা। দিদি! খোকা যদি মাই ধরিতে বা টানিতে না পারে তবে উপায় কি করিতে হয়?

সৌদামিনী। যদি নবজাত শিশু দুর্ব্বলতা বশতঃ মাই টানিতে না পারে তাহা হইলে ঝিনুকে কিঞ্চিৎ মাই দুগ্ধ গালিয়া ফেলিয়া উহা শিশুকে খাওয়াইতে হয়। দুই তিন বার এই রূপ করিলে অনায়াসে শিশু মাই টানিতে পারে। ঐরূপ করার পরও মাই মুখে দিলে যদি শিশু

মাই না খাইতে বা টানিতে পারে তবে ৬নং চায়না ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে উপকার হইয়া থাকে।

আঁতুড় ঘরের ভিতর শিশু পালন।

MANAGEMENT OF THE INFANT IN THE LYING IN ROOM.

সুশীলা। দিদি আঁতুড় ঘরের ভিতরে এবং আঁতুড় হইতে বেরিয়ে পোয়াতীগণের এবং গৃহস্থের গিন্নাদিগের কিরূপ ও কোন কোন বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া শিশুগণকে পালন করিতে হয় তদ্বিষয়ে কিছু ভাল করিয়া আজ শিক্ষা দাওনা?

সৌদামিনী। সুশীলা! আজি অতি আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রস্তাবনা করিয়াছ; শিশু-পালন-প্রণালী সমস্ত গুছিয়ে আমি বলিতেছি তুমি অতি মনোযোগের সহিত সেগুলি স্মরণ রাখিও :—

দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা।

আঁতুড়ে ছেলের দুধ খাওয়ান সম্বন্ধে বিশেষ তদারক চাই। প্রথম মাই ধরানর পর ১২ ঘণ্টা পরে একবার স্তন পান করাইতে হয়। প্রসবের পর প্রথম দুই দিন স্তনে দুগ্ধ থাকে না বা হয় না ব'লে ব্যস্ত হ'য়ে অনেকে গাভী দুগ্ধ খাওয়ায়। উহা অতি অন্যায় কার্য্য; কারণ অনেক স্থলে ঐরূপ করাতে ছেলের পেটের অসুখ হইয়া থাকে। সদ্য প্রসূতির স্তনে আঠার মত চট্‌চটে যে দুধ থাকে উহাই সদ্য প্রসূত সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়, তাই খেয়েই ছেলে বেশ দুই দিন বাঁচিয়া থাকে। এইরূপ দুধ স্তনে যদি বেশী থাকে তবে অনেক বার শিশুকে উহা পান করান যাইতে পারে

নতুবা স্তনে দুধ নাই অথচ বারম্বার মিছামিছি ছেলেকে মাই টানান ভাল নয়। ঐরূপ করিলে ছেলেরও কষ্ট হয় এবং পোয়াতীরও কষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম দুদিন আঠার মত দুধও পোয়াতীর স্তনে না থাকিলে যতখানি গাই দুধ ততখানি ফুটন্ত জল মিশাইয়া এবং সেই মিশ্রণে অল্প চিনি মিশাইয়া অগত্যা ছেলেকে খাইতে দিতে হয় পরে প্রায় তিন দিনের দিন স্তনে দুধ নামে। তখন দিবসে দুই ঘণ্টান্তর এবং রাত্রিতে তিন ঘণ্টান্তর ছেলেকে দুধ খাওয়ান বা মাই দেওয়া উচিত। ছেলে কাঁদ্‌লেই মাই দেওয়া উচিত নহে। কারণ ছেলে কাঁদ্‌লেই যে তাহার খিদে পেয়েছে এরূপ নহে, অন্য কারণেও ছেলে কাঁদিতে পারে।

সেই সমস্ত কারণ তলিয়ে না বুঝে অনেক পরিমাণে ছেলেকে দুধ খাওয়ালে সেই দুধ হজম হয় না এবং ছানার মত জ'মে গিয়ে পেট কামড়ায় এবং উহার তাড়সে পেটের অসুখ হইয়া থাকে। অতএব ছেলে যতই কাঁদে ততই তাহাকে মাই দেওয়া এবং স্তনে দুধ না থাকিলে গরুর দুধ ক্রমাগত খাওয়ান বড়ই দোষের বিষয় ইহা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিও।

স্তনে দুগ্ধ বেশী থাকিলে শিশুকে আর অন্য কিছু আহার দেওয়া উচিত নয় এবং আবশ্যকও হয় না তবে ছেলেকে মাই খাওয়ানর একটী নিয়ম থাকা চাই। অভ্যাস দ্বারা এই নিয়ম ঠিক থাকে। পোয়াতীর একটু তফাতে ছেলেকে শোয়াইলে ভাল হয়, তাহা হইলে ছেলের সর্ব্বদা মাই টানা অভ্যাস জন্মায় না। ১০।১৫ মিনিট কাল একটি মাই টানাইয়া পরে আর একটী স্তন ঐরূপ সময়ের জন্য পান করাইতে হয় এইরূপে উল্‌টে পাল্‌টে ছেলেকে মাই খাওয়াইলে ভাল হয়। শুয়ে শুয়ে ছেলে মাই টানিলে ছেলের গলায় দুধ আটকাইতে পারে সুতরাং ছেলের পিঠে হাত দিয়ে ধ'রে কোলের উপর আধ বসানর মত ক'রে মাই টানালে ভাল হয়। অর্থাৎ মাই খাওয়ার সময় ছেলের মাথাটা যেন কিছু উচু থাকে।

মাই মুখে ক'রে ছেলেকে ঘুম পাড়ান অভ্যাস বড় ভাল নয়, ঐরূপ করিলে প্রসূতির স্তন ও ছেলের মুখ দুইই অপরিষ্কার হয় এবং তজ্জন্য পোয়াতীর ঠুন্‌কো এবং ছেলের মুখে ঘা হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকে। ঘুমন্ত পোয়াতীর কোলে ছেলে মাই মুখে দিয়ে ঘুমলে যদি কোন গতিকে তাহার নাক চাপা পড়ে তবে সেই ছেলে দমবন্ধ হয়ে মারা পড়তে পারে। স্তন পান করানর পর ছেলের মুখ ও জিহ্বা এক খানা পরিষ্কার ভিজে ন্যাক্‌ড়ার দ্বারা মুছিয়ে দেওয়া ভাল। যদি স্তনে যথেষ্ট দুধ থাকে তাহা হইলে ছেলে মার মাই মুখে ক'রে ঘুমায়ও না এবং বারম্বার কাঁদেও না, মাই খেয়ে পেট ভ'রে গেলেই ছেলে ঘুমিয়ে পড়ে। ছেলে যদি আগ্রহের সহিত মাই চুষে খায়, খেয়ে যদি তাহার ভাল ঘুম হয় এবং দিন দিন ছেলে হৃষ্ট পুষ্ট হয় ও বাড়িতে থাকে তাহা হইলে পোয়াতীর দুধ ছেলের বেশ সহ্য হইতেছে এরূপ বুঝা যায়।

পোয়াতীর রাগ, ভয় অথবা কোন প্রকার দুঃখের সময় বা ঝগড়া কিম্বা কাঁদাকাটি করবার সময় তখনি তখনি মাই দেওয়া ভাল নয় অর্থাৎ পোয়াতীর মন ভাল থাক্‌বার সময় ছেলেকে স্তন পান করাইলে সেই দুধ বেশ হজম হইয়া থাকে। যতদিন শিশু মাই খায় তত দিন পোয়াতীর রাত্রি জাগরণ, বেলায় স্নান ও আহার এবং বেশী টক্‌ বা ঝাল খাওয়া নিষিদ্ধ।

পোয়াতীর স্তনে যথেষ্ট দুধ থাকিলে শিশুকে আর অন্য কিছু দেওয়া ব্যবস্থা নয়। খোকা কেবল মাই খেয়েই থাক্‌বে। যতদিন পর্য্যন্ত না দাঁত উঠ্‌বে ততদিন ছেলে যদি মাই খেয়ে পুষ্ট হইতে পারে তার চেয়ে আর কিছু ভাল নয়। কিন্তু সেরূপ ভাল দুধ ওয়ালা পোয়াতী কজন হয়? সুতরাং অন্য দুধের আবশ্যক হইয়া থাকে।

পোয়াতীর স্তনদুগ্ধ যদি কম হয়, কিম্বা তাহার দুধ যদি খোকার না সহ্য হয়, অথবা পোয়াতীর কোনরূপ অসুখের জন্য যদি স্তন পান বন্ধ

করিতে হয় তবে অন্য প্রকারের দুধ শিশুকে খাওয়াইতে হয়। ঐ স্থলে গাভীর দুধ সমানভাগে জল মিশাইয়া ও কিঞ্চিৎ চিনির দ্বারা মিষ্ট করিয়া খাওয়াইতে হয়। মাইদুধ কম থাকিলে একবার গাভীদুগ্ধ এবং একবার মাতৃদুগ্ধ এইরূপ সেবন ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এইরূপ করিবার কালে যাহাতে মাতৃদুগ্ধ উপযুক্ত পরিমাণে হইতে পারে সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

৪।৫ টা গাব্‌ভেরেণ্ডার বা রেড়ীর পাতা একটী হাঁড়িতে সিদ্ধ করিয়া সেই গরম জল দ্বারা পোয়াতীর স্তনদ্বয় ভাল ক'রে ধুইয়ে দিয়ে পরে সেই গরম গরম পাতাগুলির দ্বারা স্তনদুটী চাপ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিবে। এই-রূপে প্রত্যহ ৩।৪ দিন ধ'রে রেড়ীর পাতাসিদ্ধ জলে আধঘণ্টা কাল মাই ধোয়ান এবং রেড়ীর গরম পাতা বাঁধার দরুণ পোয়াতীর স্তনে শীঘ্র শীঘ্র দুধ নামিয়া থাকে। এই সঙ্গে সঙ্গে পোয়াতীকেও ভালরূপে আহার দিতে হয় যাহাতে তাহার শরীরও পুষ্ট হইতে পারে।

শিশুর গাভীদুধ হজম কর্‌বার শক্তি কমিয়া গেলে উহার সহিত স্ফুটিত জল, কিঞ্চিৎ সোডা বাইকার্ব্ব বা বার্লি সিদ্ধ জল মিশাইয়া সেবন করাইতে হয়। শিশুর বমনে বা মলে যদি টক্ গন্ধ বাহির হয় তবে কিঞ্চিৎ চূণের জল (Lime water) কিম্বা সোডা-জল (Soda water) উহার খাবার দুধের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে দুধ হজম হয়। ১১ চামচে তৈয়ারী দুধে এক চামচ চূণের জল মিশাইলেই ঢের হয়। অথবা তিন পোয়া খাবার মত প্রস্তুত করা দুধে আধ পোয়া চূণের জল মিশিয়ে সেই দুধ খাওয়াইতে হয়। যখনই দুধ খাওয়ানর প্রয়োজন হয় তখনই ঐরূপ চূণের জল মিশান দুধ খেতে দিতে হয়। প্রত্যহ ঐরূপ দুগ্ধ চূণের জলের সহিত প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। একটি ২০ আউন্স পরিষ্কার জলপূর্ণ বোতলের ভিতর এক কাঁচ্ছা গুঁড়ো চূণ ফেলিয়া উহার ছিপি বন্ধ ক'রে উত্তমরূপে ঝাঁকাইয়া ঘণ্টা চারেক্ একটি স্থানে রাখিয়া দিতে হয়

পরে আস্তে আস্তে থিতান চূণজল অন্য বোতলে ঢালিয়া লইলেই চূণের জল প্রস্তুত হয়। যে ছেলে সর্ব্বদা দুধ তোলে তাহাকে ঐরূপ চূণের জল মিশ্রিত দুধ খাওয়ান খুব ভাল। আবার ছেলে যদি ছানার মত জমাট দুধ তোলে তাহার পক্ষেও চূণের জল মিশ্রিত দুগ্ধ সেবন উপযোগী হইয়া থাকে। এইরূপ চূণের জল মিশ্রিত দুধ খাওয়ালে শিশুর অম্বলযুক্ত পেটের অসুখ সারে। শিশুর যদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে তবে দুই আউন্স খাবার দুধে দুই গ্রেণ সোডা-বাইকার্ব্ব মিশাইয়া খাওয়াইলে সেই কোষ্ঠবদ্ধ দূর হয়।

প্রথম প্রথম একভাগ দুধ, একভাগ জল, দুই ভাগ বার্লি জল এবং অল্প চিনি পরস্পর মিশাইয়া এক বলক্ ওঠে এরূপ জ্বাল দিয়েই নামিয়ে নিয়ে কুসুম কুসুম গরম থাক্‌তে থাক্‌তে শিশুকে খাওয়াতে হয়। শিশুকে যে দুধ খাওয়াতে হয় কদাচ উহা বেশী সিদ্ধ করা উচিত নহে, অধিক সিদ্ধ করিলে দুধের কেজিন্ নামক সার পদার্থ জমাট হয়, সুতরাং সেই দুগ্ধ কিছুতেই হজম হয় না। গরম জলের "ভাবে" শিশুর খাবার দুধ তাতিয়ে বা গরম করিলেও উহা সহজে হজম হয়। একটী কেট্‌লি বা শক্ত হাঁড়ীতে জল সিদ্ধ হইতে থাকিলে উহার ভিতর একটি শক্ত সোডাওয়াটারের বোতলে বার্লিসিদ্ধ জল মিশ্রিত দুধ পুরিয়া ও উত্তমরূপে ছিপি আঁটিয়া সেই বোতল দাঁড় করিয়া বুড়াইয়া রাখিতে হয়; হাঁড়ী বা কেট্‌লির জল ফুটিয়া উঠিলেই উহার মধ্যস্থিত দুধের বোতল তুলিয়া উহার ছিপি খুলিয়া কুসুম কুসুম গরম অবস্থায় খাওয়াইলে সেই দুধ শীঘ্র হজম হয়। ঠাণ্ডা দুধ কখনই শিশুকে খাওয়ান উচিত নহে। যখনই শিশুকে দুধ খাওয়ানর দরকার তখনই উহা কিঞ্চিৎ তাতিয়ে খাওয়াইতে হয়। বেশী গরম ও সিদ্ধ না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। বেশী তাতালে বা ফোটালে বিস্বাদ হয় এবং সহজে হজম হয় না। প্রত্যেকবার দুধ নূতন প্রস্তুত করিয়া খাওয়ানই ভাল। নতুবা তৈয়ারী দুধ গরম জলের ভাবে পূর্ব্বে বর্ণিত মত

তাতিয়ে নিয়ে খাওয়ানর দরকার হয়। বাসি দুধ কখনও ছেলেকে খেতে দিবে না। ঐরূপ করিলে পেটের অসুখ করে। সকাল বেলার দুধ বৈকালে খাওয়ান উচিত নয়; বৈকালের দুধ রাত্রিতে খাওয়ান ভাল নয় এবং রাত্রির দুধ পরদিন সকালে খাওয়ান আরও দোষের কথা।

ছেলে ১০।১২ দিনের হ'লে তাহাকে সমস্ত দিন ও রাত্রিতে ৮ বারের অধিক স্তন পান করান নিষেধ। ২।৩ ঘণ্টান্তর মাই বা দেওয়া অভ্যাস রাখা ভাল। অধিক রাত্রিতে ছেলেকে মাই দেওয়া দুধ খাওয়ান ভাল নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ছেলেকে পোয়াতীর কোলের ভিতর না শোয়াইয়া কিঞ্চিৎ দূরে শোয়াইলেই ছেলের রাত্রিতে ক্রমাগত মাই খাওয়ার অভ্যাস হয় না। অর্থাৎ মাই খাবার জন্য যদিও ছেলে উস্‌খুস্ করে তথাপি দূরে থাকার দরুণ সে পোয়াতীর মাই হাতেও পায় না এবং কাজেই আপনি একটু বাদে ঘুমিয়ে পড়ে। ছেলে ও পোয়াতী কিঞ্চিৎ তফাতে থাকিলে দুই জনেরই শরীর ভাল থাকে।

নল লাগান বোতলে দুধ খাওয়ান প্রথা ভাল নহে। একান্ত যদি খাওয়াতে হয় তবে মাকুর মত যে লম্বা শিশি হয় এবং যাহার মধ্যস্থলের ছিদ্রে ছিপি দেওয়া থাকে সেই শিশিতে দুধ পূরিয়া এবং উহার মুখে একটী ছোট রবারের মাই লাগাইয়া শিশুকে টানিতে দেওয়া উচিত। লম্বা নল লাগান বোতলে কদাচ শিশুকে দুধ খেতে দিবে না। লম্বা নল লাগান ও দুধ পূরা বোতল দূরে রেখে ঐ নল শিশুকে টানান সুবিধে বলে অনেকে ঐরূপ বোতল বা শিশি পছন্দ করে কেননা ঐরূপ করিয়া প্রসূতি বা দাই অন্য মনে অন্য কাজকর্ম্ম করিতে পারে, বোতল ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না কিন্তু ঐরূপ লম্বা নল লাগান বোতলের অনেক দোষ আছে যথা :—

১। ঐরূপ শিশি বা বোতল শীঘ্র বা ভালরূপে পরিষ্কার করা যায় না

অনেক ময়লা রহিয়া যায় তজ্জন্য অনেক শিশুর মুখে শাদা শাদা ঘা হয়, এবং পেটের অসুখও হয়।

২। শিশু ইচ্ছামত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপ নল টেনে টেনে খায় সুতরাং প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক দুধ খে'য়ে ফেলে।

৩। ক্রমাগত টান্‌তে টান্‌তে বেশী বেশী জোর লাগে উহাতে শিশুর বুকের ভিতর অসুখ হ'তে পারে।

৪। যদি বোতলের দুধ খাওয়াতে হয় তবে খাওয়ান হলেই বোতল, নল ও বোঁটা গরম জলে উত্তম ক'রে ধুয়ে সাফ্ ক'রে পরিষ্কার জলে ডুবিয়ে রাখ্‌তে হয় যেন দুই এক ফোঁটা দুধও লেগে না থাকে। যদি দুধ থাকে বা জ'মে তবে উহা হইতে চিম্‌সে গন্ধ বাহির হয় এবং উহা পচিয়া বিষ হয় সুতরাং সেই বোতলে দুধ খাওয়াইলেই শিশুর সাংঘাতিক পীড়া জন্মিয়া থাকে।

তিন দিনের ছেলেকে দুই ঘণ্টান্তর ফি বারে এক আউন্স বা আধ ছটাক ক'রে ৮।১০ বার দুধ সেবন করান যায়। উহাতে এক পোয়া বা পাঁচ ছটাক দুধ ছেলের পেটে পড়ে। ১৫ দিন পর্য্যন্ত অল্প অল্প বাড়িয়ে সমস্ত দিনে ও রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত প্রায় আধসের পর্য্যন্ত জল মিশান দুধ খাওয়ান দরকার। এক মাস পূর্ণ হয়ে গেলে কিছু কম বা একসের পর্য্যন্ত খেতে পারে।

সকল শিশুই যে এই পরিমাণ দুধ খাবে তাহা নহে। যদি খেয়ে হজম কর্‌তে পারে তাহা হইলে আরও কিছু কিছু বাড়াতে পারা যায়। কিন্তু খাওয়া অতিরিক্ত হইলেই ছেলে ন্যাকার করে এবং কম হইলে শিশু খাবার জন্য কাঁদে এবং মাই বা বোতল ছাড়ে না; কিম্বা আপনার আঙ্গুল চুস্‌তে থাকে।

১০।১২ দিনের পর সকল শিশুকেই একবার দুধ পূর্ণ বোতল বা শিশি ধরান উচিত। ঐ সময় হইতে না শিখালে পরে আবশ্যক হইলেও

ধরে না, রবারের বোঁটা চিবিয়ে চিবিয়ে ছেড়ে দেয়। যদি অভ্যাস রাখিবার দরকার হয় তবে এক ভাগ দুধ এবং ৫ভাগ বার্লিজল বা শুধু জল ফুটিয়ে ও একটু চিনি মিশিয়ে বোতল বা শিশিতে পূরে এবং একটী রবারের বোঁটা সেই শিশির মুখে লাগিয়ে প্রত্যহ একবার করিয়া টান্‌তে দিতে পারা যায়। এইরূপ করিলেই বোঁটা টানার অভ্যাস থাকে।

কৃত্রিম আহার (Artificial food)—গাভী দুগ্ধ, জল বা বার্লি মিশিয়ে খাওয়াইলেও অনেক ছেলের পেটে সয় না, সে স্থলে বিবিধ কৃত্রিম আহার বা তৈয়ারী দুগ্ধ খাওয়ানর প্রয়োজন হইয়া থাকে যথা ঃ—

(১) বেঞ্জার্স ফুড্, (২) মেলিন্সফুড্, (৩) হলিক্সমল্টেড্ মিল্ক, (৪) অ্যালেন্‌বারিজ ফুড্ (৫) কন্‌ডেন্সড্ মিল্ক, (৬) পার্ফেক্‌সন লিকুইড্ ফুড্ ইত্যাদি।

গাভী দুগ্ধ হজম না হ'লেই প্রথমে বেঞ্জার্স ফুড্ দিয়ে দুধ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতে হয়। ২।১ সপ্তাহ এইরূপ বেঞ্জার্সফুড মিশ্রিত দুধ খাওয়াইয়া যখন শিশুর হজম শক্তি ফিরিয়া আসে তখন উহা বন্ধ করিতে হয়। কারণ অধিক দিন বেঞ্জার্সফুড মিশ্রিত দুধ খেতে খারাপও লাগে এবং স্তনদুগ্ধ তারপর খাওয়াতে গেলে উহা হজমও হয় না। সে কারণ ক্রমশঃ বেঞ্জার্সফুড মিশ্রিত দুধে অল্প অল্প ক'রে বার্লিজল মেশান দুধ মিশিয়ে খাওয়াতে হয়, এইরূপে গাভী দুগ্ধ আবার অভ্যাস করার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

বেঞ্জার্স ফুড্ প্রস্তুত করণ প্রণালী।—প্রথমতঃ এক ঝিনুক বেঞ্জার্সফুড আর ৪ ঝিনুক ঠাণ্ডা দুধ একটী পাত্রে ভাল করে মেড়ে কাই কাই ক'রে রাখতে হয়। তারপর দশ ঝিনুক দুধ আর ১০ ঝিনুক ফুটন্ত জল অল্প মিছরী বা চিনি মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বের তৈয়ারী বেঞ্জার্সফুড়ের উপর ঢেলে একটী পরিষ্কার কাটি (কাঁচের কাটি হলে ভাল হয়) দিয়ে

নাড়্‌তে বা ঘাঁট্‌তে হয় যাহাতে উহারা উত্তম রূপে মিশিতে পারে। তারপর ঐ মিশ্রিত দুধের বাটী উননের কাছে ১৫ মিনিট রেখে দিলে উহা অর্দ্ধেক হজম হবার মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, শেষে উহাকে উননে চড়িয়ে অল্প তাপে গরম করিতে হয় এবং কাটি দিয়া নাড়িতে হয়। অবশেষে ঐ দুধের একটা বলক্ উঠিলে নামিয়ে নিয়ে অল্প গরম থাক্‌তে থাক্‌তে উহা শিশুকে খাওয়াইতে হয়। শিশুর যদি একেবারে হজম শক্তি না থাকে অথবা ছেলে যদি বড় কচি হয় তবে ৩ ঝিনুক দুধে ৭ ঝিনুক ফুটন্ত জল ঢালিয়া পূর্ব্বের বেঞ্জার্স ফুড উহাতে মিশাইতে হয় এবং ঐরূপ তৈয়ারী দুধ উননের কাছে আধ ঘণ্টা রেখে দিতে হয় তাহা হইলে উহা খাওয়ার পূর্ব্বে অনেকটা কৃত্রিম ভাবে পরিপাক পাইয়া লঘু হইয়া থাকে।

অ্যালেন্‌বারি সাহেবের কৃত দুধ প্রস্তুত করণ প্রণালী ঃ—উহা ১, ২ ও ৩নং পর্য্যন্ত কিনিতে পাওয়া যায়।

১নং অ্যালেন্‌বারি দুধ এইরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, যথা ঃ— ৪ ড্রাম বা এককাঁচ্চা কিম্বা বড় চামচের এক চামচ পরিমাণ ১নং অ্যালেন্‌বারি গুঁড়া অল্প জলে গুলিয়া কাই কাই ক'রে প্রথমে একটী বাটীতে রাখিতে হয়, পরে উহাতে ৫ চামচ গরম জল ঢেলে কাটি দিয়ে নাড়্‌তে হয় তাহলেই ১নং অ্যালেন্‌বারি দুধ প্রস্তুত হলো। ২ মাসের ছোট ছেলেকে ঐ দুধ প্রত্যেক বারে এক ছটাক ; ২ মাসের ছেলেকে প্রত্যেক বারে দেড় ছটাক এবং ৩।৪ মাসের ছেলেকে প্রত্যেক বারে ২ ছটাক ক'রে দুধ খাওয়াতে হয়। ৩ মাসের উপর বয়সের ছেলেকে ২নং অ্যালেন্‌বারি দুগ্ধ সেবন করাইতে হয়।

২নং অ্যালেন্‌বারি দুগ্ধ প্রস্তুত প্রণালী।—বড় চামচের ২ চামচ অর্থাৎ আধ ছটাক পরিমাণ অ্যালেনবারি গুঁড়ো আধ ছটাক জল দিয়ে কাই কাই ক'রে উহাতে আড়াই ছটাক জল আস্তে আস্তে ঢাল্‌তে হয় ও কাটি দিয়ে নাড়তে হয়। এইরূপ দুধ ৪ মাসের ছেলেকে প্রত্যেক

বারে আড়াই ছটাক ক'রে এবং ৫।৬ মাসের ছেলেকে ৩ ছটাক করে খেতে দিতে হয়। ছেলে ৬ মাসের উপর হলে তাহাকে ৩নং অ্যালেন্‌বারি ফুড্‌ দিতে হয়।

৩নং অ্যালেন্‌বারিফুড্‌ প্রস্তুত প্রণালী।—বড় চামচের দুই চামচ অর্থাৎ এক আউন্স বা আধ ছটাক পরিমাণ অ্যালেন্‌বারি গুঁড়ো, কিঞ্চিৎ চিনি ও কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া কাই কাই ক'রে উহাতে আস্তে আস্তে গরম জল ঢাল্‌তে হয় আর কাঠি দিয়া উত্তমরূপে নাড়িতে হয়। এরূপ করিলেই দুধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই দুধের সহিত গাভী দুগ্ধ মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। ৬ মাসের উপর যে সব ছেলেদের বয়স তাহারাই এই ৩নং অ্যালেন্‌বারি ফুড্‌ খাইয়া থাকে।

হর্লিক্স মল্টেড্‌ মিল্ক্‌ প্রস্তুত প্রণালী ঃ—১। চা চামচের এক চামচ অর্থাৎ এক ড্রাম বা ৬০ গ্রেণ বা উহার ডবল পরিমাণ হর্লিক্সফুড্‌ আধপোয়া বা এক পোয়া গরম জলে মিশাইয়া যে দুধ প্রস্তুত হয় উহা তিন মাসের ছেলেকে পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়।

২। চা চামচের ৩।৪ চামচ পরিমাণ হর্লিক্সফুড্‌ পাঁচ ছটাক গরম জলে মিশাইয়া দুই মাসের ছেলে থেকে তিন মাসের ছেলেকে পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়।

৩। চা চামচের ৪।৬ চামচ পরিমাণ হর্লিক্সফুড্‌ পাঁচ ছটাক গরম জলে মিশাইয়া ছয় মাস থেকে বার মাসের ছেলেকে পর্য্যন্ত খাওয়ান যায়।

৪। ৪ ড্রাম বা বড় চামচের এক চামচ বা দেড় চামচ পরিমাণ হর্লিক্সফুড্‌ পাঁচ পোয়া গরম জলে মিশাইয়া এক বৎসরের উপর ছেলেদের খাওয়ান যায়। ফুটন্ত জল দিয়ে হর্লিক্সফুড্‌ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য নহে। গরম জল হইলেই হইবে। হর্লিক্সফুড্‌ যদি ঠাণ্ডা ভাবে খাওয়ানর দরকার হয় তবে ঐরূপ দুধের ভিতর বরফ না দিয়ে পাত্রের বাহিরে বরফ দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়াইতে হয়।

প্রত্যেক বারে নূতন প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতে হয়।

মেলিন্স ফুড্ প্রস্তুত প্রণালী ঃ—১। চা চামচের দুই চামচ মেলিন্স ফুড্ লইয়া আড়াই ছটাক গরম জলে মিশাইয়া এবং উহাতে আড়াই ছটাক গরম দুধ মিশাইয়া সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ ছটাকের কিছু উপর করিয়া তিন মাসের ছোট ছেলেকে কিম্বা কোন রোগা ছেলেকে খাওয়ান যায়। প্রত্যেক বার নূতন করিয়া খাওয়াইতে হয়। খেয়ে যদি বাকি থাকে তবে উহা ফেলিয়া দিতে হয়।

২। চা চামচের ৪ চামচ ফুড্ এক ছটাক গরম জলে মিশাইয়া এবং উহাতে গরম দুধ দিয়া সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ ছটাক করিয়া তিন মাসের উপর বয়সের ছেলেকে খাওয়ান হইয়া থাকে।

কণ্ডেন্সড্ মিল্ক্ ঃ—চা চামচের এক চামচ পরিমাণ কণ্ডেন্সড্ মিল্ক্ প্রথম প্রথম ২।৪ চামচ গরম জলে মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। পরে সহ্য হইলে ক্রমশঃ জলের ভাগ কমাইয়া সাত চামচ জলে মাত্র মিলাইতে হয়।

এই বিলাতী টিনের দুধ টাট্কা দুধের চেয়ে অধিক হজম হয়। কিন্তু টাট্কা গাভী দুগ্ধে যেরূপ রক্ত পরিষ্কার হয় ও জোর হয় টিনের দুধে সেরূপ হয় না। টিনের দুধ বেশী দিন খেলে রক্ত খারাপ হইয়া যায়। তবে দূরে কোথাও যাইতে হইলে এবং পথিমধ্যে টাট্কা দুধ না পাইলে মধ্যে মধ্যে খাওয়ান চলে।

গাভীদুগ্ধ—গাভীদুগ্ধ জল ও মিষ্টি মিশাইয়াই হউক অথবা বিবিধপ্রকার কৃত্রিম দুগ্ধই হউক, কোন প্রকারের দুগ্ধ যদি শিশুর সহ্য না হয় তবে কিছু দিন গাধার দুধ খাওয়ান চলে। গাধার দুধ গাভী দুগ্ধের মত পুষ্টিকর নহে এবং সহজে ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়াও দুষ্কর।

ছাগীদুগ্ধ—ছাগীদুগ্ধ শিশুর পেটের অসুখে ব্যবহৃত হয়। গাভী দুগ্ধ সহ্য না হইলে ছাগী দুগ্ধ ব্যবহৃত হয়। ছাগী দুগ্ধ কিন্তু গাভী দুগ্ধ

অপেক্ষা ভারি। বেঞ্জাস ফুডের সহিত ছাগী দুগ্ধ কিছুদিন ব্যবহার করা যায়।

অন্য প্রসূতির স্তন-পান প্রণালী।

WET NURSE.

গাভী দুগ্ধ সহ্য না হইলে অথবা শিশুর মার স্তনে দুগ্ধ না থাকিলে শিশুকে অন্য প্রসূতির স্তনপান করাইলে ভাল হয়। যাঁহাদের সামর্থ্য আছে তাহারা ঐরূপ দাই বা "মাই দিওনি" অক্লেশে রাখিতে পারেন। দাই রাখিতে হইলে এই কয়েকটি বিষয় তদারক করিতে হয়, যথা :— ১। দাইয়ের বয়স ২০ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে হইলে ভাল হয়। ২। যেন তাহার প্লীহা ও লিভার বা অন্য কোন রোগ না থাকে এমন কি তাহার গাত্রে খোস পাঁচড়া বা কোন ফুস্কুড়িও না থাকে। অর্থাৎ তাহার শরীর যেন বলিষ্ঠ হয়। তাহার দাঁতের যেন কোন দোষ না থাকে, মুখে দুর্গন্ধ না থাকে, গলায় কি কুচ্‌কিতে কোনরূপ বীচি না থাকে। ৩। তাহার নিজের ছেলের বয়স এবং যাহাকে পালন করিতে আসিবে তাহার বয়স যেন সমান সমান হয় অথবা তিন মাসের এদিক ওদিক হয়। ৪। তাহার মাই যেন শক্ত বা কড়া থাকে এবং উহাতে যেন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুধ থাকে। ৫। তাহার দুধের বর্ণ যেন ঈষৎ নীল হয় হয় এবং রাখিয়া দিলে যেন উহাতে সর পরে। ৬। তাহার মেজাজ যেন ঠাণ্ডা হয় এবং সে যেন গোমড়া মুখী না হয় অর্থাৎ সে যেন সদা হাস্যমুখী থাকে। ৭। গর্ম্মি প্রভৃতি রক্ত দূষিত ব্যারাম যেন তাহার ইতিহাসে না পাওয়া যায়, এবং উপস্থিতে যেন তাহার গাত্রে

উপদংশ রোগের কোন চিহ্ন না থাকে। ৮। তার ছেলের মুখের কোণে কি পাছায় কোন ক্ষত না থাকে। ৯। সে যেন নেশাখোর না হয় অর্থাৎ তাহার যেন আফিং বা গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস না থাকে। ১০। তাহাকে আদত পোয়াতীর মত ভালরূপে খাওয়া ও পরিচ্ছদাদি দিতে হবে এবং সে যেন বাটীর মধ্যে পরিশ্রমাদিও করে।

আঁতুড়ে শিশুর স্নান।—যতদিন শিশুর নাই না প'ড়ে যায় ততদিন তাহাকে জলে ফেলে স্নান করান উচিত নহে। ছেলের নাইটি যেন না ভিজে যায় সে বিষয়ে নজর চাই। শিশুর সমস্ত শরীর গরম জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া মুছাইয়া লইতে হয়, নাভীর পেট যেন কোনমতে ভিজিয়া না যায়। নাই যদি না ভিজে তবে প্রায় ৩।৪ দিনে উহা প'ড়ে যায়। হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুস্থানীগণ এবং মুসলমানগণ আঁতুড়ে ছেলেকে বিবিধ লতা পাতা সিদ্ধজলে স্নান করাইয়া শিশুগণের ধনুষ্টঙ্কার আনিয়ে ফেলে, উহাতে বিস্তর শিশু নষ্ট হইয়া থাকে।

প্রসবের পর দিন শিশুর বাঁধা পেটিটী রক্তে ভিজে গেছে কি না দেখিতে হয়, যদি রক্তে ভিজেছে এমত দেখা যায় তবে তৎক্ষণাৎ আর একটী ভালরূপ বাঁধন দিয়া পুনর্ব্বার পেটি বাঁধিয়া দিতে হইবে।

শিশুর নাই প'ড়ে বা খ'সে গেলে এবং উহা শুকুলে পর প্রত্যহই ছেলেকে গরম জলে স্নান করান যায় কিন্তু কোনমতে শিশুকে ঠাণ্ডা না লাগে এরূপ সাবধানতা আবশ্যক। অর্থাৎ ভালরূপে দরজা ও জানালা বন্ধ করিয়া ছেলেকে স্নান করাইলে আর কোন ভয় থাকে না। বাদল বা অন্য কারণবশতঃ যে দিন শিশুর স্নান বন্ধ থাকিবে সেই দিন কেবল তেল মাখিয়ে শিশুর গা, হাত ও পা প্রভৃতি মুছিয়ে দিলেই চলিতে পারে। নাভীর পটি ভিজে গেলে বা আল্‌গা হ'লে পেটির ন্যাকড়াটা কেবল বদ্‌লে দিলেই হ'তে পারে। বাহ্যে ও প্রস্রাব ক'রে বিছানায় শিশু যেন পড়ে না থাকে; টের পেলেই তখনি একটু ভিজে ন্যাকড়া নিংড়ে তদ্দ্বারা

অপরিষ্কার স্থান মুছে ফেলে লেংটি ও বিছানার চাদর বদ্‌লে দিতে হয়। প্রথম দুদিনের মল বড় চট্‌চটে ভাবে বাহির হয় সুতরাং উহা আঠার মত শিশুর পাছায় লেগে যায়, ঐরূপ হইলে তেলে ভিজান ন্যাক্‌ড়া দ্বারা আস্তে আস্তে মুছিয়া ফেলিতে হয় এবং শেষে ঐ সমস্ত স্থানে পাউডার মাখিয়ে দিতে হয়।

নাই প'ড়ে গেলেও মাসাবধি পেটী বেঁধে রাখা উচিত। ভাল রকম বাঁধা থাক্‌লে গোঁড় বাহির হয় না। নাভীছিদ্র হইতে নাড়ী ভুঁড়ির কিয়দংশ ঠেলে বেরুলেই উহাকে গোঁড় বলে। যদি গোঁড় বাহির হয় তবে উহার উপর ন্যাকড়া ভাঁজ ক'রে গদির মত তৈয়ার ক'রে সেই গোঁড়ের স্থান চেপে পেটি বেঁধে দিতে হয় তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে উহার বেরোনো বন্ধ হইয়া যায়।

নাই না শুকালে অর্থাৎ উহার স্থানে ঘা থাকিলে এক আউন্স জলে ফোঁটা দুই কার্ব্বলিক এসিড্‌ মিশ্রিত করিয়া এবং তদ্দ্বারা ধুইয়া ঘায়ের উপর জিঙ্ক অক্সাইড ঔষধের চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া তার উপর স্যালিসিলিক উল্‌ বা বোরাসিক তূলো চাপা দিয়া বেঁধে রাখ্‌তে হয়। ৩ সপ্তাহ এইরূপ করিলেই নাই শুকাইয়া যায়। শিশুকে স্নান করাইলে শীঘ্র ঠাণ্ডা লাগে না। ৫।৭ দিন অন্তর ছেলেকে নাওয়াইলেই তার পরদিন যেন ঠাণ্ডা লাগিবেই লাগিবে। প্রত্যহ স্নানের অভ্যাস থাকিলে প্রায়ই উহাদের কফ্‌ ও কাসি হয় না। গরমীর দিনে ঠাণ্ডা জলে কিন্তু শীতকালে কাঁচা পাকা জলে স্নান করাইতে হয়। যত শীত যাবে তত ঠাণ্ডা জলে স্নান অভ্যাস করাইতে হয়।

শিশুগণের অসুখ হইলে কিম্বা শরীর মেজ্‌মেজে থাকিলে প্রত্যহ স্নান নিষেধ। শিশু যদি ছোট ও দুর্ব্বল হয় তবে তাহার স্নানের জলে কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া স্নান করান ভাল।

শিশুর পরিচ্ছদ—শিশুকে শুধু গায়ে রাখা উচিত নয়, পেটে

থেকে পড়লেই শিশুকে যে একখানা ন্যাক্ড়া ঢাকা দিয়ে রাখা হয় ইহা ঠিক নহে। ঐরূপ করিলে শিশুর জ্বর ও কাসি প্রভৃতি অসুখ হইতে পারে। আবার শিশুকে গরমে রাখিতে হয় বলিয়া অযথা অনেকগুলি জামা ও কাপড় জড়ান ভাল নয়।

আদুড় গায়ে ছেলেকে ঘুম পাড়ালে অসুখ হইতে পারে। যে সমস্ত শিশুর সর্ব্বদা সর্দ্দি ও কাসি হয় তাহাদের গাত্রে সর্ব্বদা জামা ও কাপড় থাকা ভাল। যে ছেলের পেটের অসুখ হয় তাহার পেটে একখানা কাপড় জড়িয়ে রাখার দরকার হয়। জামা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে একখানা ধোয়া মলমলের টুক্রো অর্থাৎ হাতখানেক লম্বা ও ৩ পোয়া চওড়া এরূপ এক টুক্রো মলমল কাপড় লইয়া উহাকে দুমড়াইয়া বুক ও পিটে বসাইয়া যেখানে যেখানে কাঁধ পড়ে সেই দুই কোণের কাছে কাঁচি দিয়ে দুটো হাত ঢোকাবার ঘর কেটে নিতে হয়। পরে গলার দিকে পটি ক'রে এবং সেই পটির ফাঁক দিয়া ফিতে পরিয়ে রাখিতে হয়, পরে একে একে দুই হাত ঢুকাইয়া উহা পরাইয়া দিয়া গলার ফিতে ঘাড়ের দিকে বাঁধিয়া দিতে হয়। এরূপ জামা শীঘ্র পরানো ও খোলা যায়। কচি ছেলের জামার বোতাম দেওয়া ভাল নয়। কচি ছেলের জামা যত ঢিলে হয় ততই ভাল। ঢিলে থাকিলে শিশুর হাত ও পা বেশ খেল্তে পারে। এইরূপ জামার পিটের দিক খোলা রাখ্তে হয় এবং ফালিদিয়া উহার দুই ধার বাঁধিতে হয়। জামার বুকের দিক যেন বেশ ঘেরা থাকে। শীত বা বর্ষাকালে শিশুর এইরূপ জামার উপর একখানা গরম কাপড় বা ফ্লানেল্ চাপা দিতে হয়। শিশুর লালে বা মলমূত্রে ঐরূপ জামা ভিজিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ উহা বদলাইয়া দিতে হয়।

ঘরে হাওয়া খেলার দরকার—যে ঘরে শিশু থাকে সে ঘরে যেন বেশ হাওয়া খেলে। ঘরটি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। দিনের বেলা ঘরের দ্বার ও জানালা খুলিয়া রাখিতে হয় তাহ'লে রোদ ও

বাতাস লাগে। রাত্রিতে ঘর বন্ধ রাখিতে হয় বটে কিন্তু ঘরের ভিতরে যে একটুও বাতাস যাবে না এমন নহে, গ্রীষ্মকালে ঘরের যে দিকে শিশু শু'য়ে থাকে, তার মাথা ও পায়ের দিকের জানালা বন্ধ রেখে অন্য জানালা খুলিয়া রাখিতে হয়। শীতকালে সমস্ত বন্ধ থাকিলেও বিশেষ দোষ হয় না কেননা আমাদের দোর জানালার কিছু না কিছু ফাঁক থাকেই যাহার ভিতর দিয়া ঘরের গ্যাস বাহির হইয়া যায়।

গ্রীষ্মকালে ঘরের ভিতর বড় গরম হইলে দরজা খুলে একেবারে জোর হাওয়ার মুখে ছেলেকে শোয়ান কিছুতেই ব্যবস্থা নহে। ঐরূপ করিলে সর্দ্দি, কাসি, জ্বর এবং পেটের অসুখ হইতে পারে। গরমের জন্য শিশু যদি একান্ত কাঁদে তবে তাহাকে হাত পাখার দ্বারা বাতাস দিতে হয় তবুও জোর হাওয়ার মুখে শোয়ান ঠিক নহে। শীতের সময় যেমন ছেলেকে গায়ে কাপড় দিতে হয় বর্ষাকালেও তদ্রূপ সাবধানে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। বৃষ্টিতে ভিজাইলে ছেলের অনেক রকম অসুখ হইয়া থাকে।

শুকোরুকোর কালে ১০।১২ দিনে ছেলেকেও কোলে ক'রে প্রাতঃকালে আর সন্ধ্যাকালে বাহিরের বাতাসে নিয়ে অল্প অল্প বেড়ান ভাল। এরূপ করিলে শিশুর শরীর সুস্থ থাকে।

শিশুকে বস্ত্র দ্বারা না ঢাকিয়া বাহিরের হাওয়ায় নিয়ে যাওয়া উচিত নহে।

শিশুকে রৌদ্রে রাখা—শিশুকে ঘরের ভিতর বন্ধ না রাখিয়া মধ্যে মধ্যে বাহিরের বাতাসে ও আলোয় আনিয়া রাখা ভাল। কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে রৌদ্রে রাখিয়া পোড়ান ভাল নয়। শিশুকে খোলা বাতাসে ও বাহিরের আলোকে প্রত্যহ আনিয়া বেড়াইলে ও তাহার গাত্রে কিঞ্চিৎ রৌদ্র লাগাইলে তাহার শরীর সবল হয় ও বাড়ে কিন্তু তাহাকে ক্রমাগত ৫।৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রৌদ্রে কুলোর উপর শোয়াইয়া রাখাতে অনিষ্ট

হয়। ছেলের মাথায় ও ঘাড়ে রোদ লাগান বড় দোষের বিষয়। ঐরূপ করিলে মস্তিষ্ক বা মাথা ভাল থাকে না।

শিশুকে তেল মাখান—ছেলেকে প্রত্যহ সামান্য ভাবে তেল মাখাইলে উপকার হয় কিন্তু "ধাইতেলা" করিলে অর্থাৎ ছেলেকে তেলে ডুবিয়া রাখিলে বা জ্যাব্‌জেবে ক'রে তেল মাখাইলে শিশুর গাত্র ক্রমে ক্রমে বড়ই অপরিষ্কার হয় সুতরাং তাহার গাত্রে ফোড়া, পাঁচড়া, চুলকণা, ঘা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

যদি বেশী তেল মাখান যায়, তবে উহা উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া মুছাইয়া দিতে হয়, নতুবা শিশুর সমস্ত বিছানা, বালিস্ ও জামা প্রভৃতি অত্যন্ত অপরিষ্কার হয়ে পড়ে এবং পিপ্‌ড়ের কামড়ে শিশুকে অস্থির করিয়া ফেলে।

শিশুর বিছানা পরিষ্কার রাখা—ছেলের শরীর অপরিষ্কার রাখা যেরূপ দোষ, ছেলের বিছানা পত্র নোংরা রাখা তদপেক্ষা অনিষ্ট-কর। সে কারণ শিশুর বিছানা বালিস, কাঁথা, লেপ, ন্যাকড়া, জামা ও যাবতীয় বস্ত্র প্রত্যহ রৌদ্রে রাখিয়া শুকাইয়া লইতে হয় এবং একদিন অন্তর সাজিমাটী বা ক্ষারযুক্ত সাবান দিয়ে সমস্ত কাচিয়া শুকাইয়া লইলে আরও ভাল হয়।

শিশুর যে কাপড় জামা বা কাঁথাগুলি ভিজে যায় উহাদিগকে প্রত্যহ সাবান দিয়ে কাচার বিশেষ প্রয়োজন হয় কেবল রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে দুর্গন্ধ যায় না।

ছেলেকে তুলে প্রস্রাব করান পোয়াতীর একটি বিশেষকার্য্য। ঐরূপ করিতে পারিলে ছেলে অনেক পরিষ্কার থাকে নতুবা পোয়াতী ঘুমিয়ে কাদা আর ওদিকে ছেলে সমস্ত রাত্রি বিছানায় "মুতে ভাস্‌চে" সেরূপ হ'লে ছেলের চুলকণা, পাঁচড়া, কফ ও কাসি যেন লেগেই থাকে।

আঁতুড়ে ছেলের ঘুম—যতদিন ছেলে আঁতুড় ঘরে থাকে ততদিন দিবারাত্রিই শিশু ঘুমোয় কেবল ক্ষুধা হ'লে বা কোনরূপ কষ্ট পে'লে কাঁদে। ক্ষুধার দরুণ কান্না হ'লে স্তনপান করিলেই চুপ ক'রে বা আবার ঘুমিয়ে পড়ে, নতুবা স্তনপান করেও কাঁদে অথবা মাই ধ'রতেই চায় না। আঁতুড়ে ছেলের ঘুম হওয়া ভাল। তবে যদি একেবারে সাড় না থাকে তবে ছেলের নাভী প্রভৃতি তদারক করিতে হয়। বিছানা শক্ত হলে, কিম্বা অত্যন্ত গরম বা ঠাণ্ডা লাগিলে ছেলে কাঁদে এবং অসুখ হ'লে কাঁদে। ছেলেকে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়ান অভ্যাস ভাল নয়।

আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে শিশু পালন।

MANAGEMENT OF THE INFANT OUTSIDE THE LYING IN ROOM.

সুশীলা। দিদি! একমাসকাল পোয়াতীর আঁতুড় ঘরে থাকার অবস্থায় শিশু প্রতিপালনের জন্য যে আহার, পরিচ্ছদ এবং স্বাস্থ্য রক্ষার বিবিধ নিয়মের কথা বলিলে সে সমস্তই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। এক্ষণে আঁতুড় ঘর হইতে বাহির হইলে পর শিশুগণকে কিরূপ ভাবে প্রতিপালন করিতে হয় সে সকল কথা বিশেষ করিয়া বল?

সৌদামিনী। সুশীলা! বলি শোন:—

দুধ খাওয়ানর ব্যবস্থা—আঁতুড় হইতে বাহির হইলেও শিশুর আহারের পরিমাণ ও সময়ের ঠিক থাকা চাই; কারণ, আহারের অনিয়মেই

শিশুদিগের বিবিধ প্রকার অসুখ হইয়া থাকে। নিম্নলিখিতমত ছেলেকে খাওয়াইতে হয় যথা ঃ—

১ম মাসে দিনে ২ ঘণ্টান্তর আর রাত্রিতে ৩ ঘণ্টান্তর এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ ১০ বার মাই খেতে দিতে হয়।

২য় মাসে দিনে ৩ ঘণ্টান্তর ৫ বার এবং রাত্রিতে ৩ বার এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ ৮ বার মাই খাওয়াইতে হয়।

৩য় মাসে দিনে ৩ ঘণ্টান্তর ৫ বার এবং রাত্রিতে ২ বার এইরূপে ৭ বার মাই খাওয়াইতে হয়।

এই রকম ভাবে শিশুর রাত্রিকালের আহার ক্রমশঃ কমাইয়া আনিতে হয়। এইরূপ করিলে পোয়াতীকে আর বেশী রাত জাগিতে হয় না। রাত্রি ১১টার পর শিশুকে আর দুধ খাওয়ান উচিত নয়।

ঢোকা দুধ বা গাভী প্রভৃতির দুধ, কিম্বা কৃত্রিম দুধ খাওয়াতে হ'লে একমাসের ছেলেকে মাসের শেষাশেষি হইতে প্রত্যহ ২॥৹ কি ৩ পোয়া দুধে জলে তৈয়ারি এরূপ দুধ খাওয়াতে হয়।

দুই মাসের ছেলেকে প্রতিবারে দেড় ছটাক তৈয়ারি দুধ হিসাবে ৩ পোয়া বা একসের দুধ সমস্ত দিন রাত্রিতে খাওয়াতে হয়।

তিন মাসের ছেলেকে প্রতিবারে ২ ছটাক তৈয়ারি দুধ হিসাবে সমস্ত দিন রাত্রিতে একসের বা পাঁচপোয়া দুধ খাওয়াতে হয়।

চারি মাসের উপর ছেলেকে প্রতিবারে এক পোয়া বা পাঁচ ছটাক হিসাবে সমস্তদিন ও রাত্রিতে দেড় সের বা পৌনে ২ সের পর্য্যন্ত দুধ খাওয়ান যাইতে পারে।

দুই মাসের ছেলেকে দুধ একভাগ ও জল দুই ভাগ এইরূপ মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়।

তিন মাসের ছেলের দুধ ও জল সমান সমান ভাগে প্রস্তুত করিতে হয়।

এইরূপে ক্রমশঃ ৪ মাসে ও ৫ মাসে জলের ভাগ কমাইয়া এবং ৬ মাসের ছেলেকে খাঁটি দুধ অথবা অল্প জল মিশাইয়া এক বলক তুলিয়া খাওয়ান যায়।

৩।৪ মাসের ছেলেকে বিলাতী টিনের দুধ খাওয়াইবার আবশ্যক হইলে প্রথমে ২৯ চাম্‌চে জলের সহিত এক চাম্‌চে টিনের দুধ মিলাইতে হয়। ঐরূপ দুধ যদি কিছুদিন খাওয়াইতে হয় তবে ক্রমশঃ জলের ভাগ কমাইতে হয়।

কতক স্তন দুধ এবং কতক ঢোকা দুধ দিতে হ'লে একটা নিয়ম করে দিতে হয়। যদি ঢোকা দুধ দুবার খাওয়াতে হয় তবে দিন রাত্রিতে ২ বার দিতে হয় অর্থাৎ ১২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইতে হয়।

কোন কোন পোয়াতী দিবসে ছেলেকে স্তন পান করায় এবং রাত্রিতে গাভী দুগ্ধ খাওয়ায়; ঐরূপ করা ঠিক নহে। কেননা সমস্ত রাত্রিতে তাহার স্তনে দুগ্ধ জমিয়া থাকে এবং সেই দুধ ছেলেরা পরদিন সকালে খাইলে ছেলেদের পেটের অসুখ করে।

ছেলের ৬ মাস বয়স হ'য়ে গেলে দুধের সঙ্গে বার্লি কি সুজি মিশাইয়া তাহাকে খাওয়ান যাইতে পারে। ৬ মাসের আগে দাঁত না উঠা পর্য্যন্ত দুধ ছাড়া আর কিছুই হজম হয় না। দাঁত উঠিলে তবে বার্লি বা সাগু দুধের সহিত মিশাইয়া খাওয়ান যায়।

জন্মিবার পর হইতে যে সব ছেলেকে সাগু, বার্লি বা এরারুট খাওয়ান হয় তাহাদের বাঁচান সঙ্কট হয়, যদি বাঁচে তবে তাহারা ক্রমশঃ রোগা হয় কিম্বা বাঁকাচুরো হয়ে যায়, শেষে পেটের অসুখ বা অন্য কোন প্রকার রোগ হইলেই মারা পড়ে।

সচরাচর যদি পারা যায় তবে ৯।১০ মাস পর্য্যন্ত কেবল দুধ খাওয়াইয়াই শিশুকে রক্ষা করাই ভাল।

মাই ছাড়ানর সময় ও ব্যবস্থা—যতদিন না শিশুর কসের

৪টী দাঁত বাদে আর সব দাঁত বাহির হবে ততদিন ছেলে কেবল মাই দুধ বা বিশেষ আবশ্যক হইলে ঢোকা দুধ খেয়েই থাকবে। বিশেষ কারণ না থাক্‌লে ৯ মাসের আগে কখনই মাই ছাড়ান উচিত নয়। ৯ মাস থেকে ১২ মাসাবধি শিশুর সাম্‌নের ৬।৭টা দাঁত উঠ্‌লেই মাই খাওয়ান বন্ধ করা যায়।

ঐ সময়ের আগে মাই ছাড়ালে শিশু শুকিয়ে যায় এবং তাহার পেটের অসুখ করে। আবার, সব দাঁত উঠে গেলেও যদি মাই খায় উহাও অবিধি।

দাঁত উঠ্‌তে যদি বিলম্ব হয়, শিশু যদি কাহিল থাকে, তৎসঙ্গে পোয়াতীরও যদি কোন অসুখ না থাকে তবে শিশুকে এক বৎসর বয়সাবধি মাই দুধ খাওয়ান যায়। ইহার পর মাই দিতে গেলে পোয়াতী দুর্ব্বল হয় এবং ঐ সময়ে পোয়াতীর দুধও খারাপ হয়ে যায়।

দাঁত ওঠবার সময় শিশুদের পেটের অসুখ করে সুতরাং ঠিক সেই সময়ে মাই বন্ধ করিলে ছেলে কাহিল হয়ে পড়ে; একারণ যে দাঁত উঠ্‌ছে তাহা উঠে গেলে তবে মাই খাওয়ান বন্ধ করা উচিত।

যদি শিশুর ৯ মাস বয়সের আগে তাহার প্রসূতির ম্যালেরিয়া বা অন্য প্রকার রোগ বশতঃ দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়, যদি তাহার শরীরে যক্ষ্মা, গরমি রোগ অথবা বসন্ত প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগ উপস্থিত হয়, যদি তাহার স্তনে ঠুন্‌কো হয়, যদি মাই দেওয়ার অবস্থায় গর্ভ হয় (গর্ভাবস্থায় মাই খাওয়ালে ছেলের অসুখ হয় এবং পোয়াতীও দুর্ব্বল হয়) এবং যদি প্রসূতির স্তনে দুধ না থাকে অথবা যে দুধ থাকে উহা যদি সহ্য না হয় তবে সেই শিশুকে ৯ মাস বয়সের আগেই মাই ছাড়াতে হবে। ঐ সমস্ত না থাকিলে ৯ মাসের আগে কোন ছেলে বা মেয়েকে মাই ছাড়ান উচিত নহে।

যখন মাই ছাড়াবে তখন হঠাৎ মাই ছাড়ান উচিত নহে। প্রথম

প্রথম দিনের বেলায় বেশী বিলম্বে বিলম্বে মাই দিতে হয় এবং রাত্রিতে শিশুকে আলাদা শোয়াইতে হয়, উহার পরদিন হইতে দিনের বেলায় দুইবার, তার পরদিন একবার এইরূপ মাই দেওয়া কমাইয়া ফেলিতে হয় তাহা হইলে স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া যাইবে। শিশু যদি কিছুতেই মাই ছাড়িতে না চায় এবং উহার পরিবর্ত্তে অন্য কিছু যদি না খাইতে চায় তবে তাহাকে খানিক ক্ষণ ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিতে দিতে হয় তাহা হইলে ক্ষিদের জ্বালায় বাধ্য হইয়া যাহা দিবে উহাই খাইতে হইবে। সুতরাং এই সময় পোয়াতীর সাবধানতা ও ধৈর্য্য চাই, কারণ, মাই ছাড়াইবার সময় শিশুর অসুখ হইতেও পারে এবং ছেলে কাহিল হইয়াও যায়।

এঁড়েলাগা—এই কথার অর্থ আর কিছুই না, হয় শিশু তাহার পুনর্ব্বার গর্ভবতী মাতার খারাপ ও গাঢ় দুধ খেয়ে কাহিল হতে থাকে নতুবা হঠাৎ ছেলেকে মাই বন্ধ করা হেতু আর তখন হইতেই মন্দ খাবার খাওয়ানতে পেটের অসুখ হয়ে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।

মাই ছাড়্‌লে পরে শিশুকে কৈ কিম্বা মাগুর মাছের ঝোল মধ্যে মধ্যে খেতে দেওয়া যায়। যখন সমস্ত কসের দাঁত উঠ্‌বে তখন একবেলা পোরের ভাত ছোট ছোট পোনা, মউরোলা, কৈ অথবা মাগুর মাছের ঝোল দিয়া মেখে খাওয়ান যায়। ঘুঁটের পোড়ে ৩।৪ বৎসরের পুরোণো চাল খুব গলিয়ে সিদ্ধ করিলে যে ভাত হয় উহাকে পোরের ভাত বলে। এইরূপ ভাত মাছের ঝোলে ভাল রূপে চট্‌কে তবে শিশুকে অল্প অল্প খাওয়াইয়া দিতে হয়। ঐরূপ মাছের ঝোলে যে আলু কি কাঁচকলা সিদ্ধ হয়ে থাকে উহাদিগকেও অল্প অল্প লইয়া ভাল করে চট্‌কে ঝোল মাখা ভাতের সঙ্গে দেওয়া যায়। দুধে ভিজিয়ে সুজির রুটীও মধ্যে মধ্যে শিশুকে খাওয়ান যাইতে পারে।

সমস্ত দিনের মধ্যে প্রথম প্রথম একবার পরে দুইবার ক'রে ঐরূপ

ঝোঁল, ভাত ও অল্প অল্প তরকারী খাওয়াইতে হয়। ছেলেকে অল্প ক্ষিদে রেখে খাওয়াইতে হয় "গণ্ডে পিণ্ডে" খাওয়ান ভারি দোষের কথা।

৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে সিদ্ধ করা কাঁচকলা ও মটর সুঁটি ছাড়া অন্য তরকারী খাওয়ান উচিত নহে। যাঁহাদের মাংস না হ'লে চলেনা ২।৩ বৎসরের ছেলেকে তাঁহারা খুব নরম সিদ্ধ মাংস অথবা থেঁতো করা মাংস বা হাড়ের ব্রথ্‌ বা ঝোল করিয়া খাইতে দিয়া থাকেন। ছোট ছোট ছেলেদের শক্ত মাংস খাইতে দেওয়া উচিত নহে; কারণ উহাদ্বারা শিশুগণের দাঁতে পোকা ধ'রে অর্থাৎ দাঁত সমস্ত ক্ষয় হইয়া যায়।

শাক্‌, পেস্তা, বাদাম, পেয়ারা, আনারস্‌ প্রভৃতি ফল, পিঠে বা পরমান্ন, গুড় এবং দোকানের পচা ঘিয়ের খাবার কচি কচি ছেলেদের বড়ই অনিষ্টকর হয়। মোহনভোগ কিম্বা গজা ভাল ঘৃতে ঘরে তৈয়ার করিয়া অল্প অল্প খাওয়ান যাইতে পারে।

অল্প অল্প চিনি বা মিশ্রী শিশুগণকে খেতে দিতে পারা যায় কিন্তু বেশী নহে। বেশী হইলেই অম্বল হয় ও দাঁত খারাপ করে।

চা, পোর্ট প্রভৃতি শিশুগণকে কদাচ খাওয়ান উচিত নহে। চা যদিও মাদক নহে তথাপি উহাতে কোনরূপ পুষ্টিকর পদার্থ নাই বরঞ্চ অযথা শরীর গরম করে। চা অভ্যাস হইলেই মাতাল না হউক শিশু চাতাল হইয়া পড়ে।

খাওয়াইবার অনিয়ম হইলেই শিশুগণ প্রায়ই অসুস্থ হইয়া থাকে। শিশুগণ একবার নিজের খাওয়া খেয়েই হয়ত তার কিছুক্ষণ পরেই বাপ ও খুড়ার পাতে খেতে ব'সে যায়, তার পর হয়ত অন্য কেহ খাইতেছে তাহার নিকট হইতেও কিছু খাবার লইয়া খায়। এইরূপে তাহারা নানা রকম অযোগ্য আহার করে এবং পেট্‌টাকে জিরুতে বা বিশ্রাম করিতে দেয় না, সুতরাং শিশুকাল হইতে ছেলের অম্বলের ব্যারাম হয়,

পেট গ্যাড়্‌গেড়ে হয়, পেটের অসুখ হয় এবং রোগা হয়ে অস্থিচর্ম্ম সার হয়ে পড়ে।

অতএব শিশুগণের খাওয়ার একটি নিয়ম থাকা চাই। প্রত্যহ ঠিক সময়ে ও ন্যায্য মত খাওয়াতে হয় যেন অসময়ে আর খেতে না চায়, চাহিলেও দেওয়া উচিত নহে। না দিলে কাঁদিবে, তা একটু কান্না সহ্য করে থাক্‌লেই ছেলের অভ্যাস্ ঠিক হ'য়ে যায়। কেহ কেহ গাণ্ডেপিণ্ডে শিশুকে খাওয়াইয়া দিতে চাহে। সেটা কিন্তু ভাল নয়।

খাবার রাখার দোষ ও গুণ—খাবার দ্রব্যাদি ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখা উচিত। কারণ ধূলোর ভিতর যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের বিষও থাকে এবং মাছির মুখেও ওলাউঠা প্রভৃতি ভয়ানক রোগেরও বিষ থাকে সুতরাং খাবারে ধূলো না লাগে কিম্বা মাছিও না ব'সে এরূপ তদারক করিবার বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে।

কাঁচের, চিনের বা এনামেলের পাত্রে একটী শীতল স্থানে বা ঠাণ্ডা ঘরে শিশুর খাদ্য ভালরূপে ঢাকা দিয়ে রাখ্‌তে হয়। খাওয়াইবার সময় গরম জলের ভাপে দুধ প্রভৃতি তরল সামগ্রী গরম করিয়া শিশুকে খাওয়ান আবশ্যক।

পোয়াতীর নিয়মে থাকার বিশেষ প্রয়োজন।—যে সব পোয়াতীকে মাই দিতে হয় তাঁহাদিগকে ছেলে ফেলে কোথাও তামাসা দেখিতে বা তাস খেলিতে যাওয়া উচিত নহে। নিয়মিত সময়ে ছেলেকে মাই দিতে হয়। পূর্ব্বেও বলিয়াছি মাই দেবার সময়ে পোয়াতীর মনে রাগ, বিরক্তি, চাঞ্চল্য বা কোনরূপ কষ্টবোধ না থাকে। থাকিলে তখন মাই দেওয়া উচিত নহে। যে সব পোয়াতী ছেলেদের মাই খাওয়ান্ তাঁহাদের খাবার বিষয়েও সাবধানতার দরকার হয় অর্থাৎ তাঁহাদের লঘু আহার যথা মাছের ঝোল ভাত প্রভৃতি খেয়ে থাকাই ভাল। বেশী গরম মসলা দেওয়া আহার খাওয়া উচিত নহে। চালকড়াই ভাজা, চিনের বাদাম, পাঁপর ভাজা প্রভৃতি কড়া জিনিষ খাওয়া উচিত নহে। দুধ এবং জলীয় জিনিষ

বেশী বেশী খেতে হয়। ভাল হাওয়া খে'লে এমন ঘরে শুইতে হয় এবং অল্প অল্প পরিশ্রমও করা কর্ত্তব্য।

বাতাস এবং আলোক—শিশুগণ বাতাস ও আলোক না পেলে বাঁচে না বলিলে বেশী বলা হয় না, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই যে অনেক বড় ঘরের পোয়াতী বা গিন্নীরা আলোককে আর বাতাসকে বড়ই ভয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের শিশু বা নাতী ও নাতিনীদিগকে অযথা অনেক কাপড় জড়াইয়া বা জামা মোজা পরাইয়া ঘরের ভিতরেই রাখিয়া দেন। কেহ কেহ ঘরের জানালার ফাঁক গুলিও হিম বা বাতাস আসিবার ভয়ে হ্যাকড়া দিয়ে বন্ধ রাখেন। এইরূপ করিয়া ছেলেদের রাখিলে উহাকে কয়েদ করা হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঐরূপ আলোক ও বাতাস বন্ধ করিয়া বদ্ধ ঘরে শিশুগণকে রাখিলে তাহাদের প্রায় নিত্যই অসুখে ভুগিতে দেখা যায়। ঐরূপ অবস্থায় ছেলেদের সর্ব্বদা কাসি ও সর্দ্দি লাগে, অর্থাৎ কোন সময়ে বাহিরে এলেই শীঘ্র ঠাণ্ডা লাগে এবং তাহাদের আজ গলার ভিতর ও বাহিরে বীচি আওরাণ ও কাণ কটকটানি এবং কাল সর্দ্দি ও কাসি এইরূপ প্রায়ই শুনা গিয়া থাকে। ক্রমে তাহাদের নানারূপ গুরুতর অসুখের সূত্রপাত হইয়া থাকে।

যে ঘরে শিশুগণ রাত্রিতে থাকিবে সেই ঘরে ভালরূপে যেন বাতাস খেলে, তবে ঘরের এরূপ স্থানে ছেলের শোবার বিছানা করিতে হয় যেন ঠিক মাথার কাছ্‌টিতে দোর ও জানালা দিয়া জোর হাওয়া এ'সে তাহার গায়ে ও মাথায় না লাগে। ২।৪টী ছেলে ও মেয়ে লইয়া যে ঘরে স্ত্রী ও পুরুষ বাস করেন সে ঘরখানি বড় হইলে ভাল হয়। ১০।১২ হাত লম্বা এবং ৬ বা ৮ হাত চওড়া এইরূপ হইলেই চলে। ঘরের দোর ও জানালা দিয়ে যেন আলোক ও বাতাস যাতায়াত করিতে পারে।

শোবার ঘরে রেড়ীর বা নারিকেল তেলের আলোক থাকিলে ভাল

হয়। প্রদীপ প্রভৃতির আলোক শিশুগণ যেন হাত বাড়িয়ে না পায়; কারণ, তাহা হইলে পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

ছেলেদের ঘরের বাহিরেও হাওয়া খাওয়ান উচিত। এক মাসের ছেলেকে কোলে করে মধ্যে মধ্যে বাহিরে আনার দরকার হয়।

খেলা, বেড়ান ও ঘুম—ছেলে খেলা করিবার বয়স পেলেই তাহাদের নিয়ে প্রত্যহ বেড়ান উচিত। শীতকালে অতি প্রত্যুষে বাটীর বাহির হওয়া উচিত নহে। চাকরেরা ছেলেদের হাওয়া খাওয়াইতে নিয়ে গিয়ে কোন স্থানে ব'সে কেবল গল্প ক'রে না আসে সে বিষয়ও লক্ষ্য রাখিতে হয়। বেড়াইতে নিয়ে গিয়ে ছোঁয়াচে রোগ না আনে এরূপ উপদেশও চাকরদিগকে দিতে হয়।

খেলা করিলে শিশুদের শরীর ভাল থাকে। সুতরাং ছেলেদের খেলায় বাধা দিতে নাই। শিশুগণ যত ছুটোছুটি করিবে ও চেঁচামিচি বা গোলমাল করিবে ততই তাহারা দিন দিন বাড়িবে এবং তাহাদের বুক প্রশস্ত বা চওড়া হবে। যেমন খেলা দরকার তেমনি শিশুদিগকে বিশ্রাম করিতে ও দিতে হয়। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা যেন হুড়োমুড়ি না ক'রে উহাও দেখিতে হইবে। সন্ধ্যার পরই শিশুগণকে ঘুম পাড়ান উচিত। জুজুর বা ভূতের ভয় দেখাইয়া ছেলেদের ঘুম পাড়ান উচিত নহে। ঐরূপ করিলে শিশুগণ পরে ভয়-তরাসে বা ভীরু হইয়া পড়ে। তা ছাড়া রাত্রিতে স্বপ্নে ভয় পাইয়া ডরিয়ে ওঠে এবং ভয় প্রযুক্ত ভবিষ্যতে তাহাদের রোগ হইতে পারে। দিনের বেলায় খে'য়ে উঠে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা সময় জিরিয়ে তবে যেন খেলা বা দৌড়াদৌড়ি করে। রাত্রিতেও খেয়েই যেন শু'য়ে না পড়ে।

জলপান—ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি করে ব'লে তাহাদের তৃষ্ণা বেশী হয় সুতরাং জলতৃষ্ণা পেলেই তাহাদিগকে জলপান করিতে দিতে হয়। ঘাম ও প্রস্রাব হয় বলিয়া আবার জলতৃষ্ণা হইয়া থাকে। কলের জল

না পাইলে পল্লীগ্রামে পুকুরের, নদীর বা কুয়ার জল ফিল্টার করিয়া খাওয়ান ভাল। জল সিদ্ধ করিয়া পরে ঠাণ্ডা করিয়া পান করাইলেও চলে। এক কলসী জল সিদ্ধ করিয়া সেইজল ফুটোকরা একটি বালীর কলসী এবং তার নীচে একটী ফুটোকরা কয়লার কলসীর ভিতর দিয়া ক্রমান্বয়ে চোয়াইয়া আনিয়া একটী আস্ত কলসীতে ধরিলেই উত্তম পানীয় জল প্রস্তুত হয়।

পরিচ্ছদ—বাঙ্গালা দেশে সূতার কাপড়ের জামা প্রভৃতির দ্বারা শিশুগণকে আবৃত করিলেই চলে। বেশী শীত পড়িলে বা বর্ষাকালে একটি গরম কোনরূপ কাপড়ের বা ফ্লানেলের জামা পরাইলেই যথেষ্ট হয়। ছেলেদের মাথা ঠাণ্ডা রাখা উচিত, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ঠিক উল্টো অবস্থা দেখা যায়। ছেলেদের মাথায় টুপি ও গায়ে জামা থাকে কিন্তু সমস্ত পা খোলা থাকে; এরূপ করা ভাল নয়। পায়ের দিক গরম রাখাই বেশী দরকার। ছেলের কসা জামা বা পোষাক ভাল নহে।

পরিষ্কার থাকা—শিশুগণকে সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হয়। নোংরা হইয়া থাকিলে পরে অসভ্য স্বভাব হইয়া থাকে। ময়লা কাপড় পরান উচিত নহে। এরূপ করিলে খোস, পাচড়া ও ফোড়া হয়। প্রত্যহ ছেলেদের স্নান করান অভ্যাস করাইতে হয়। ৬ মাস পর্য্যন্ত কাঁচা-পাকা জলে স্নান করান উচিত। ৭ মাসের ছেলেকে অল্প অল্প শীতল জলে স্নান অভ্যাস করাইবে। গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা জলে প্রথম স্নান করাইবে। একবারে হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে না বসাইয়া টবের ভিতরে কুসম কুসম গরম জলে বসাইয়া ছেলের মাথায় গামছায় করে বা স্পঞ্জের সাহায্যে ঠাণ্ডা জল দিতে হয়। ক্রমশঃ এইরূপে ঠাণ্ডা জল সহ্য করাইতে হয়। স্নানের পর শুক্‌নো কাপড় দিয়ে ভাল ক'রে রগড়ে রগড়ে গা মুছিয়া দিতে হয়। এইরূপে ছেলের গা শুকাইয়া গরম করিতে হয়।

যে সমস্ত শিশুর ঠাণ্ডা জল সয় না, অর্থাৎ ঠাণ্ডা জলে স্নান করাইলেই যাদের কম্প হইয়া ঠোঁট ও মুখ পাঙ্গাস বর্ণযুক্ত হইয়া পড়ে তাহাদের কুসম কুসম গরম জলেই নাওয়াইতে হইবে। শিশুকে যে দিন নাওয়ান হবে না সে দিন ভাল ক'রে পরিষ্কার তৈল তাহাকে মাখাইয়া তাহার গা হাত ও পদাদি মুছিয়া দিতে হয়। স্নানের পূর্ব্বে ভাল ক'রে অর্থাৎ ড'লে ড'লে ছেলেকে তেল মাখান উচিত।

শিশুর দেহ যেমন পরিষ্কার রাখিতে হয় তাহার দাঁতগুলিও তেমনি প্রত্যহ পরিষ্কার করিতে হয়। প্রতিদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর কর্পূর ও খড়ির গুঁড়ো দিয়া শিশুর দাঁতগুলি রগড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া দিতে হয়। আহারের পর শিশুকে ভা'ল করে আঁচিয়ে দিতে হয়, এবং তাহার দাঁতের ভিতর ভাত ও তরকারির কোন কুচি না থাকে উহা দেখিয়া লইতে হয়। ছেলের বিছানাও যেন বেশ পরিষ্কার থাকে। যদি গদি বা তোষকের উপর একখানা ওয়েলক্লথ্ পেতে উহার উপর এক খানা চাদর পেতে দেওয়া যায় তবে ছেলের প্রস্রাবে গদি বা তোষক ভিজিতে পায় না, ভিজে চাদর কেচে শুকিয়ে নিলেই হইতে পারে। শিশুকে ছোটবেলা হইতে শিশ্ দিয়ে অভ্যাস করালে বিছানার বাহিরে প্রস্রাব করে। ঐরূপে শিশ্ দিয়া প্রস্রাব করালে শীঘ্র শীঘ্র বিছানা ভিজে যায় না।

শিশু যখন বসিতে শিখিবে তখন হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাহ্যে করানর অভ্যাস করান ভাল, তাহা হইলে যেখানে সেখানে বাহ্যে করিয়া নোংরা করিবে না।

দাঁত উঠিবার সময় সাবধানতা—৬ মাস হইতে ৮ মাসের ভিতর শিশুর নীচের মাড়ীর সাম্‌নের দুটী দুধে দাঁত বাহির হয়। ৮ মাস হইতে ১০ মাসের শিশুর উপরের সামনের দুই দুধে দাঁত বাহির হইয়া থাকে। ইহার পর নীচের দুই দাঁতের গায়ে দুই দাঁত এবং উপরের দুই

দাঁতের গায়ে দুই দাঁত বাহির হয়। ১২ হইতে ১৫ মাসের ভিতর নীচে উপরে ৪টী কসের দাঁত বাহির হয়। ১৬ হইতে ২০ মাসের ভিতর নীচের ও উপরের ৪টী চক্ষুদন্ত বা "কুকুরে দাঁত" বাহির হয়। ২০ হইতে ৩০ মাসের ভিতর নীচের ও উপরের কসের অবশিষ্ট ৪টী দাঁত উঠিয়া থাকে। সর্ব্ব সমেত কুড়িটী দাঁত আড়াই বৎসরের মধ্যে উঠিয়া থাকে।

১০।১২ মাসের মধ্যে যদি শিশুর দাঁত দেখা না দেয় তা হ'লে তদন্ত ক'রে দেখ্‌তে হ'বে উহার কারণ কি। অর্থাৎ শিশুর মাথার তেলোর তলতলে স্থানটা (যাহাকে ফণ্টেনেলি কহে) শক্ত হয়েচে কি না, ছেলে দস্তুর মত বাড়্‌চে কি না, স্তন দুগ্ধ ঠিক মত পায় কি না, অথবা কেবল আরারুট বা বার্লি কিম্বা ভাতের ফেন খেয়ে জীবন ধারণ করিতেছে অথবা যাহা খায় উহা হজম হয় কি না ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে তদারক করিতে হয়।

কোন কোন ছেলের দাঁত স্বভাবতঃই কিছু বিলম্বে ওঠে, উহাতে কিছু বিশেষ ভয় থাকে না। সুস্থ ও সবল ছেলের সময়মতই দাঁত উঠিয়া থাকে, বিশেষ কোন কষ্ট হয় না, কেবল মুখদিয়া লাল ঝরে, যাহা সম্মুখে পায় উহাই কামড়ায় কিম্বা ধরিয়া মুখের ভিতর পুরিয়া থাকে। ঐ সময়ে ঘুম কিছু কম হয়। দাঁত উঠিবার সময় শিশু যদি দুর্ব্বল থাকে এবং শিশুর যদি গরম ধাত হয় তাহা হইলে তাহার জ্বর, অনিদ্রা, ভয়, মধ্যে মধ্যে চীৎকার, পেটের অসুখ, কাসি কিম্বা তড়কা হইয়া থাকে। কোন কোন ছেলের গায়ে হামের মত লাল লাল দাগ কিম্বা চুলকণার মত স্ফোটও বাহির হয়। ক্যানাইন্ বা চক্ষু দন্ত কিম্বা কসের দাঁত উঠিবার সময় ঐরূপ কষ্ট বা লক্ষণের আধিক্য দৃষ্ট হয়। ঐ সময়ে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন হয়, বেঞ্জার্সফুড্, জলবার্লি কিম্বা চূণের জল মিশান দুধ প্রভৃতি খেতে দিতে হয়। শিশুর গাত্রে যেন ঐ অবস্থায় ঠাণ্ডা না লাগে। দাস্ত যেন উহার খোলাসা থাকে এবং সুনিদ্রা হয় এরূপ ঔষধাদি

দিতে হয়। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে দাঁতের মাড়ী কাটিয়া দিতে হয়, নতুবা মিছরির ছোট ছোট দানা বা দোবরা চিনির করকরে দানার দ্বারা মাড়ী রগড়াইয়া দিলে শীঘ্র শীঘ্র দাঁত উঠিয়া থাকে।

রোগ নিবারণ—পূর্ব্ব হইতে এরূপ সাবধান হইতে হয় যাহাতে শিশুকে কোনমতে রোগ স্পর্শ করিতে না পারে। পিতা মাতার দোষে অনেক সময়ে শিশুর ছোঁয়াচে রোগ হয়। কোন গৃহস্থের বাটীতে যদি হাম, বসন্ত, ওলাউঠা, ঘুংড়ি বাল্সা, কর্ণ মূল প্রদাহ, গরমি বা উপদংশ রোগ কিম্বা প্লেগ্ বা যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পায় তবে সেই বাড়ীর শিশুদের স্থানান্তরে পাঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাহাদের বাঁচিবার পথ থাকে। কিন্তু তফাৎ না করিয়া "যা আছে কপালে" বলিয়া যদি পিতা মাতা নিশ্চিন্ত থাকেন অর্থাৎ ছেলেদের সেই ছোঁয়াচে রোগের আবাস স্থান হইতে যদি না সরান, তবে সেই সেই রোগের আক্রমণ হইতে শিশুগণকে রক্ষা করা দুষ্কর হয়; পূর্ব্বে সাবধান না লওয়াতে রোগের সময় বিস্তর অর্থ ব্যয় হয়। সুতরাং কার্ব্বলিক এসিড্ বা রসকর্পূর লোশন প্রভৃতি বাড়ীতে ছড়াইলে অনেক রোগের বিষ নষ্ট হয়। ইংরাজি টীকা দিলে বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে শিশুগণ রক্ষা পায়, পাড়ায় বসন্ত রোগ দেখা দিলে যাহাতে শিশুগণের ইংরাজী টীকা হয় এরূপ বন্দোবস্ত তৎক্ষণাৎ করিতে হয়। কারণ, কচি ছেলের বসন্ত হ'লে বড়ই ভয় থাকে। শিশুগণের দাঁত উঠ্বার সময় কিম্বা তাহাদের অন্যকোন অসুখ থাক্তে **টীকা দেওয়া উচিত নহে।** কিন্তু শিশুদের দেহ যদি সুস্থ ও সবল থাকে তবে তাহাদের দাঁত উঠ্বার আগে কিম্বা পরে ২।১ বৎসরের ভিতর টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য। পরিচিত অথবা অপরিচিত চাকর ও চাক্রাণীরা যাহার যখন ইচ্ছা শিশুগণের যে মুখ চুম্বন করে উহাতে অনেক সময়ে তাহাদের মুখ হইতে রোগের বিষ শিশুর শরীরে প্রবিষ্ট হয়, অতএব সে বিষয়ে চক্ষু লজ্জা ত্যাগ করিয়া

চাকর চাকরাণীদের সে বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে সাবধান করিতে হয়। ঐরূপ চুমো খাওয়াতে কত ছেলের গরমির ব্যারাম, যক্ষ্মা এবং আরও কত কি ছোঁয়াচে রোগ শিশুদের জন্মে যায়। ছেলেদের বাঁশী কিনে দিয়ে সেই বাঁশীকে কার্ব্বলিক লোশনে ভাল ক'রে ধুয়ে তবে তাহাদিগকে বাজাতে দিতে হয়। নতুবা এমনি বাজিয়ে অনেকের গরমি প্রভৃতি রোগ হইয়াছে।

শিশুর চক্ষু প্রদাহ।

SORE EYES—CONJUNCTIVITIS.

সুশীলা। দিদি! আঁতুড় ঘরের ভিতরে এবং আঁতুড় হইতে বেরিয়ে যেরূপে শিশু প্রতিপালন করিতে হয় উহার বিস্তৃত বর্ণনা শুনিয়া আজি আমি দিব্য জ্ঞান পাইলাম। দেখ দিদি! পদ্মমাসীর বাড়ীতে কাল বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পদ্মমাসী আমার দুটী হাত ধরিয়া আজ তোমাকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের বাড়ীতে লইয়া যাইতে বলিয়াছে। খোকার চক্ষু যোড়া লাগিয়া রহিয়াছে, বোধ হয় উহার চক্ষু দুটী টাটিয়াছে। তুমি এক বার না দেখ্‌লে হবে না।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! শিশুদিগের চক্ষু ও চক্ষুর পাতা প্রায়ই প্রদাহিত হয়, অর্থাৎ উহারা টাটায় ও ফুলিয়া ওঠে। অনেক স্থলে অগ্রে চক্ষুর পাতা ফুলিয়া ওঠে ও বেদনা করে কিন্তু এই অবস্থায় গ্রাহ্য না করিলে চক্ষুর ভিতর বেদনা বিস্তৃত হয়।

সুশীলা। দিদি! ওরূপ ছোট ছেলের কি রকমে চোক্ ওঠে?

সৌদামিনী। পোয়াতী খালাস হবার সময় লাল ঝোল লাগিয়া অথবা শিশুকে রৌদ্রে শুকাইতে দিলে সেই প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণ চক্ষুতে

লাগিয়া অথবা বর্ষা বাদ্‌লার দিনে ঠাণ্ডা লাগিয়া শিশুর চক্ষু প্রদাহিত হইতে পারে।

সুশীলা। দিদি! খোকাদের চোক্ উঠ্‌লে কি ভয় আছে?

সৌদামিনী। বল কি সুশীলা! ভয় নাই? চক্ষুতে যদি অনেক পরিমাণে পূঁয সঞ্চয় হয়, তবে শিশুর চক্ষু নষ্ট হইতে পারে। আবার "চোক ওঠা" বড় ছোঁয়াচে রোগ। রস বা পূঁয লাগিলেই অপর চক্ষুও ঐরূপ হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! তবে কি হবে? পদ্মমাসীর নাতীর চক্ষু দুটী কি ভাল হবে না?

সৌদামিনী। সুশীলা! চল যাই, দেখিগে খোকার চক্ষুর অবস্থা কিরূপ।

সৌদামিনী পদ্মমাসীর বাড়ীতে গিয়া খোকার চক্ষু আস্তে আস্তে অঙ্গুলি দ্বারা টানিয়া সুশীলাকে বলিল, দেখ সুশীলা! ভয় নাই, রোগের এই প্রথম সূত্রপাত।

সুশীলা। দিদি! কি উপায়ে খোকা ভাল হবে?

সৌদামিনী। একটী কাঁচের বাটীতে গরম জল রাখিবে। সর্ব্বদা চক্ষুর ভিতর হইতে ঐ গরম জলে ফরসা ন্যাকড়া ভিজাইয়া পূঁয পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। পদ্মমাসীকে ডাকিয়া বল, যেন চক্ষুর ভিতর পূঁয জমিয়া না থাকিতে পায়।

সুশীলা। দিদি! ঔষধের বন্দোবস্ত যদি থাকে তবে সে সব গুলি আমায় শিখাইয়া দাও না?

সৌদামিনী। হোমিওপ্যাথি মতে চোক্ ওঠার ভাল ভাল ঔষধ আছে; লক্ষণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়, বলি শোন :—

যদি অধিক আলোকে চক্ষু প্রদাহিত হয় এবং তৎসঙ্গে সমস্ত চক্ষু লালবর্ণ হয় ও প্রচুর অশ্রুপাত হয় তবে প্রথমেই ৬নং একোনাইট

ঔষধের একটী করিয়া ক্ষুদ্র বড়ী ৩ ঘণ্টান্তর খোকার মুখে ফেলিয়া দিবে।

একোনাইট সেবনের পরও যদি চক্ষুর সাদা জমি অত্যন্ত লালবর্ণ থাকে তৎপরে চক্ষুর পাতা হইতে রক্তপাত হয় ও চক্ষুতে আলোক সহ্য না হয় তবে পূর্ব্বের মত ৬নং বেলেডোনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বড়ী ৩ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা করিবে।

চক্ষুর পাতা ফুলিলে, চক্ষুর পাতা হইতে রক্তপাত হইলে এবং প্রাতঃকালে হলদে বর্ণের পূঁযের দ্বারা চক্ষুর পাতা যুড়িয়া গেলে ১২নং ক্যামোমিলা ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে।

যদি চক্ষু ও চক্ষুর পাতা নীলবর্ণ হয়, চক্ষুর পাতার ধারে ধারে ঈষৎ হলদে বর্ণের ঘা হয়, এবং চক্ষু হইতে অল্প অল্প হলদে বর্ণের পূঁয পড়ে তবে ৬নং মার্কুরিয়াস্—ভাইভাসের বড়ী ব্যবহার করিবে।

সমস্ত চক্ষু ও চক্ষুর পাতার ভিতর ঘোর লালবর্ণ হইলে এবং চক্ষু হইতে গাঢ় পূঁয বাহির হইলে ৬নং পাল্‌সেটিলার বড়ী ব্যবহার্য্য। সরের মত গাঢ় পূঁয পড়া ও চক্ষুর পাতা ফুলা থাকিলে ৬নং আর্জেণ্টম নাইট্রিকাম ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা হয়। যদি অক্ষিপুটের ভিতর দিকে প্রদাহ হয় এবং হঠাৎ চক্ষু বুজিলে ও খুলিলে ভিতর হইতে লালবর্ণ ফুলা বাহির হয় এবং উহা হইতে হলদে বর্ণের শ্লেষ্মা বা পূঁয বাহির হয় তবে ৬নং রাসটক্সের বড়ী ব্যবহার্য্য।

যদি চক্ষু হইতে প্রচুর পিচুটি ও উগ্র অশ্রুপাত, চক্ষুর পাতা কুঞ্চিত, আরক্ত চক্ষু ও আলোকাতঙ্ক প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ৬নং ইউফ্রেসিয়া ঔষধের বটিকা ব্যবস্থা করিবে। চক্ষুর কোলে ঘা হইলে বা কাল জমিতে সাদা দাগ পড়িলে ৬নং ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ঔষধের বটিকা ব্যবস্থা দিও। সর্ব্বশেষে ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করা ভাল।

শিশুর নাক বন্ধ।

OBSTRUCTION OF THE NOSE.

সুশীলা। দিদি! সেদিন তুমি পদ্মমাসীর নাতীর লক্ষণ দেখে দেখ যে বেলেডোনার বড়ী দিয়ে এলে, শুনিলাম তাহাতেই খোকার চক্ষু দুটী আরোগ্য হইয়াছে। আবার শুনছি, খোকার নাকি নাক বুজে যায়। এর কিছু কি ঔষধ আছে দিদি? থাকে ত দাও আমি দিয়ে আসি।

সৌদামিনী। আগে একবার তাহাদের বাড়ী যাও, গিয়া আমি যে যে ঔষধ ও লক্ষণ বলি তাদের একটী না একটীর সহিত মিলিয়ে এস তবে ত ঔষধ ব্যবস্থা কর্ব্বে? হোমিওপ্যাথি ঔষধ তেমন নয়, যতক্ষণ না ঠিক মিল হবে অর্থাৎ যতক্ষণ ঔষধ লক্ষণ ও রোগ লক্ষণ পরস্পর ঠিক বা অনেক বিষয়ে না মিলিবে ততক্ষণ কোন ঔষধই খাটিবে না। অতএব ঔষধের লক্ষণের সহিত রোগের লক্ষণ মিলাইয়া তবে ঔষধ লইয়া যাইও।

সুশীলা। তবে বলে দাও কি কি ক'র্‌তে হবে।

সৌদামিনী। রাত্রিতে ৩নং নক্স ভমিকার ২।১ বড়ী খোকাকে খাওয়াইলে প্রাতে উহার "নাক বন্ধ" ভাল হয়। যদিও কিঞ্চিৎ থাকে তবে ৬নং স্যাম্বুকাস ঔষধের ২।১ বড়ী সেবন করাইলেই ভাল হয়।

যদি নাক বুজে থাকে এবং তৎসঙ্গে নাসাভ্যন্তর হইতে মধ্যে মধ্যে জলবৎ শ্লেষ্মা ত্যাগ হয় তবে ১২নং ক্যামোমিলা ঔষধ বড়ই উপকার করে।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় নাক বুজিলে ৬নং কার্ব্বো-ভেজ্‌ ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা দিতে হয়।

খোলা বাতাসে নাক বুজিলে ৬নং ডাল্কামারা ঔষধের বড়ী ভাল।

অত্যন্ত হাঁচি ও নাসিকা হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা বাহির হইলে ৬নং মার্কু-রিয়াস ঔষধের বড়ী উপযোগী। বক্ষের ভিতর ঘড়ঘড়ানি (রাত্রিকালে

বৃদ্ধি), তৎসঙ্গে নাসাস্রাব ও নাক বদ্ধ থাকিলে ৬নং এণ্টিমটার্ট ঔষধ উপযোগী হয়।

মুখের ভিতর ও জিহ্বায় বিজগুড়ি ঘা।

SORE MOUTH ; CATARRHAL STOMATITIS.

সুশীলা। দিদি! তোমার নক্স ভমিকা ঔষধে খোকার নাক বদ্ধ ভাল হয়ে গেছে। কিন্তু আবার তার মুখের ভিতর ও জিহ্বায় ঘা হয়েছে। খোকা দুধ খাবার সময় বড় কাঁদে। এর কি ব্যবস্থা হবে দিদি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! ছেলেদের আহারের দোষে মুখে ঘা হয়। বিশেষতঃ টোকা দুগ্ধ পান দ্বারা ঐরূপ হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর মুখে ঘা কম হইয়া থাকে। দুগ্ধ পান করাইয়া এক ঝিনুক শীতল জল পান করান ভাল।

সুশীলা। দিদি! মুখের ও জিবের ঘার কি কি ঔষধ আছে?

সৌদামিনী। প্রথমতঃ মুখের ভিতর ঘা হইলে ও অনবরত লালাস্রাব হইলে, দন্তমাড়ী ফুলিলে ও গলার বীচি আওরাইলে ৬নং মার্কুরিয়াস ভাইভাস্ ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিতে হয়। যদি ঘার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর থাকে তবে ৩ দশমিক একোনাইট ব্যবস্থা হয়।

যদি মুখের ভিতর লাল হয় ও মুখ শুকাইয়া যায় তবে ৩ দশমিক বেলেডোনা ব্যবহার করাইতে হয়।

মুখের ভিতর লালবর্ণ, বেদনা ও জ্বালাকর ক্ষতে ১নং এরাম-ট্রাইফিলাম নামক গুলের আরোক বড়ই উপকারী। কিছুদিন মার্কুরিয়াস সেবনের পরও ঘা ভাল না হইলে ৩০নং সালফার ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিতে হয়।

উক্ত দুই ঔষধই ব্যর্থ হইলে এবং ঘা লালবর্ণ হইলে ও তৎসঙ্গে দুর্ব্বলতা ও পেটের অসুখ থাকিলে ৩০নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী ব্যবহার্য্য।

অজীর্ণ বশতঃ মুখে ও জিবে ঘা হইলে ৬নং মিউরিয়েটিক-এসিড, ব্রায়োনিয়া ও নক্সভমিকা উপকার করিয়া থাকে।

সোহাগা চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া জিহ্বায় লাগাইলেও বিশেষ উপকার হয়। ভেড়ার দুগ্ধ লাগান ভাল। সর্ব্বদা মুখগহ্বর পরিষ্কার রাখিতে হয়, সাবধান! জোরে বা রগ্‌ড়ে মুখের ভিতর ধোয়া না হয়। ১০ গ্রেণ বোরাসিকএসিড্ এক আউন্স জলে মিশাইয়া সেই জলে মুখ ধোয়ান ভাল। কখন কখন ঠাণ্ডা সামগ্রী সহজে খাওয়া যায়। কখন বা গরম গরম খেলে সোয়াস্তী বোধ হয়।

মুখগহ্বরের ভিতর ছোট ছোট ক্ষত।

APTHOUS STOMATITIS.

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! মুখের পর্দ্দাতে অথবা জিহ্বায় বা দন্তমাড়ীতে বিজগুড়ি অপেক্ষা স্পষ্ট স্পষ্ট ও ছোট ছোট ঘা দেখা গিয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! উহাদের কিরূপে চিকিৎসা করিতে হবে?

সৌদামিনী। শোন বলি। চিকিৎসা পূর্ব্বেরই মত তবে অন্য দুই একটি ঔষধেরও প্রয়োজন হইতে পারে যথা :—

বোরাক্স ৩X—মুখের ভিতর যদি সাদা সর পড়ার মত অবস্থা হয় ও উহার নিচে ছোট ছোট ঘা থাকে এবং সেই জন্য মুখের ভিতর গরম থাকা,

বেদনা হওয়া, এবং সহজে রক্তপাত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তৎসঙ্গে যদি পিপাসা ও বমন বর্ত্তমান থাকে তবে বোরাক্স উপযোগী হয়।

কেলিক্লোর ১X—কিছুতেই সারে না এরূপ মুখে ঘা (obstinate follicular stomatitis) হইলে তৎসঙ্গে মুখের ভিতর অত্যন্ত দুর্গন্ধ, চিম্‌সে ও সূতার মত লম্বাটে লালা বা থুথু, মুখগহ্বরের ঝিল্লী বা পর্দ্দা লালবর্ণ ও ফুলা, এবং ঈষৎ ধূসর বর্ণের ক্ষত প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ১ বা ৩ ক্রমের কেলিক্লোর উপকার করিয়া থাকে।

হাইড্রাসষ্টিস্ ২X—মুখের ভিতর যদি ফোস্কার মত ক্ষত, তৎসঙ্গে স্ফীত জিহ্বা ও জিহ্বার হল্‌দে বর্ণের ময়লা, সরপড়া এবং আঠার মত রস বাহির হওন প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তাহা হইলে ২ দশমিক হাইড্রাষ্টিস্ উপযোগী হয়।

স্থানিক চিকিৎসা (Local treatment)—এইরূপ ক্ষতেও মুখগহ্বর অত্যন্ত পরিষ্কার রাখিতে হয়। ১০ গ্রেণ বোরাসিক এসিড এক আউন্স জলে মিশাইয়া অথবা কেলিক্লোর ৫ গ্রেণ এক আউন্স জলে মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে কুল্লি করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

থ্রাস নামক মুখক্ষত।

THRUSH, STOMATITIS MYCOSA.

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! ফাঙ্গাস্ বা পরাঙ্গ পুষ্ট এক প্রকার ক্ষুদ্র কীটানু কখন কখন মুখের ভিতর আসিয়া মুখ ও জিহ্বার মধ্যে কষ্ট উৎপাদন করে। উহাতেও মুখে বেদনা ও ঘায়ের মত হয়। ঐ পরাঙ্গপুষ্ট কীটাণুর নাম স্যাকারোমাইসিস-এল্‌বিকান্স (Saccharomyces albicans)। বোতলের মাই (nursing bottle or nipple) কিম্বা প্রসূতির মাই হইতে ঐ কীটাণু খোকাদের মুখের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

রোগ নিরূপণ ও লক্ষণ (Diagnosis and Symptoms)—মুখের শ্লেষ্মাস্রাবী পর্দ্দাতে প্রথমতঃ ঈষৎধূষরবর্ণের ও সাদা একটি বিন্দু দৃষ্ট হয়, অথবা দুধের সরের মত অবস্থা দেখা যায়, উহা মুখের ভিতর একটু উচু হইয়া উঠে, উহাকে জোর না করিলে ওঠে না, যদি উঠে তবে এপিথিলিয়াম্ নামক সর্ব্বোপরি পর্দ্দাটি উঠিয়া যায় এবং নীচে ছোট বিন্দু বা বড়ীর মত থাকিয়া যায়। ঐ পরাঙ্গপুষ্ট কীট শীঘ্র বিস্তৃত হয় এবং শেষে উহাকে দেখিতে দুগ্ধ জমাট একটি খণ্ডের মত হয়। অতি ক্ষীণকায় ও দুর্ব্বলতা প্রধান শিশুগণের ঐরূপ হইয়া থাকে।

স্থানিক চিকিৎসা (Local Treatment)—দুধ বা অন্য কিছু খাওয়ানর পরই নিম্নলিখিত ক্ষার দ্রাব দিয়া শিশুর মুখগহ্বর ধুইয়া ও আস্তে আস্তে কোমল ন্যাকড়া দিয়া সাফ্ করিয়া দিতে হয় যথা:— সোডিয়াম্-সাল্ফাইট এক ড্রাম আর জল ৪ আউন্স। অথবা সোডা-বাইকার্ব্ব এক ড্রাম এবং জল এক আউন্স।

গলা বেদনা।

SORE THROAT.

সুশীলা। দিদি! খোকার কি হয়েচে, দুধ খাচ্চে না, শীঘ্র দেখ্‌বে এস।

সৌদামিনী। খোকার তবে গলায় ব্যথা হ'য়ে থাক্‌বে। গলা বেদনা হ'লে ছোট ছোট ছেলে মাই খায় না। মাই ধরিবার জন্য ব্যস্ত হয়, হয়ত মাই চুস্‌তে আরম্ভ করে, কিন্তু ২।৪ ফোঁটা দুধ গিল্‌তে গেলেই কেঁদে উঠে অথবা গিল্‌তে না পেরে মুখের ভিতর ঘড় ঘড় ক'রে ফেলে দেয়। এরূপ অবস্থায় ছেলের স্বর ভঙ্গ হয়।

সুশীলা। দিদি! কি কি ঔষধ দিলে ভাল হতে পারে?

সৌদামিনী। যদি ছেলে ছটফট্ করে, প্রস্রাব করিবার আগে কাঁদে, এবং উহার গাল দুটী লাল থাকে তবে ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী ২।৩ ঘণ্টান্তর দিবে।

সমস্ত মুখ লাল হইলে ৬নং বেলেডনা অথবা রাসটক্স ঔষধ দিবে। গলার ভিতর যদি কালাটে লাল বর্ণ হয়, গাত্রে ঘর্ম্ম না হইয়া যদি সমস্ত রাত্রি খোকার গাত্র গরম ও শুষ্ক থাকে তবে রাসটক্স ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

রাসটক্স ব্যর্থ হইলে ৬নং ব্রায়োনিয়া ঔষধ উপযোগী হয়। খোকা বড় ঘামিলে ৬নং বেলেডোনা অধিক উপকার করে। বেলেডোনা ব্যর্থ হইলে ৬নং মার্কুরিয়াস্ ঔষধ ভাল।

ন্যাবা বা কামল রোগ।

JAUNDICE.

সুশীলা। দিদি! তোমার বেলেডনা ঔষধের বড়ীতে পদ্মমাসীর নাতীর গলা বেদনা সেরে গেছে শুনে, পাড়ার ময়রা বৌ তাহার কচি খোকার জন্য ঔষধ নিতে এসেছে। সে বল্‌ছে যে তার খোকা হল্‌দে হয়ে আস্‌ছে।

দিদি! খোকা হল্‌দে হ'লে কি কি ঔষধ দিতে হয়?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! দুচার দিনের ছেলের কখনও কখনও ন্যাবার মত সমস্ত শরীর হল্‌দে হ'য়ে যায়, কিন্তু সে ঠিক ন্যাবা রোগ নয়; কেবল শরীর হল্‌দে হ'লে ভয়ের কোন কারণ নাই, অমনি সেরে যায়, কিন্তু আদত ন্যাবা শিশুদিগের একটী প্রধান রোগ। প্রথমে খোকার

চক্ষুর সাদা জমি ও প্রস্রাব হল্‌দে হয়, তৎসঙ্গে সমস্ত গাত্র হল্‌দে হ'য়ে পড়ে। এই রোগে কখন কখন মল বদ্ধ হয় এবং কখন কখন পেটের অসুখ হইয়া থাকে। ন্যাবা হইলে মল প্রায়ই মেটে মেটে বর্ণের হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা লাগিলে এই রোগ হইতে পারে অথবা জন্মের পর জোলাপাদি ব্যবস্থা করিলে এই রোগ হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! কি কি ঔষধে ন্যাবা বা কামল রোগ ভাল হইতে পারে?

সৌদামিনী। প্রথম হইতে ১২নং ক্যামোমিলা ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে বড়ই উপকার হয়।

ক্যামোমিলার দ্বারা কতক উপকার হইলে অথবা কোন উপকার না হইলে ৬নং মার্কু্রিয়াস ঔষধের বড়ী উপযোগী হয়। পরে কিছু ছিট বা অবশিষ্ট থাকিলে ৬নং চায়না ঔষধের বড়ী দিবে। যদি খোকা বড় খিট্‌খিটে হয় ও উহার বাহ্যে না হয় তবে ৬নং নক্সভমিকার বড়ী বেশ উপকার করে।

সুশীলা। দিদি! ছেলেদের ইহা একটী প্রধান ব্যারাম; অতএব তুমি এই রোগের যত ভাল ঔষধ আছে সব গুলির প্রয়োগ লক্ষণ ভাল রূপে শিখিয়ে দাও।

সৌদামিনী। যদি জ্বর, যকৃতে চিড়িক বেদনা, হল্‌দে ত্বক্, অল্প ও ঘোর বর্ণের প্রস্রাব, কাদার মত বাহ্যে, প্রাদাহিক লক্ষণ, অথবা অবসন্নতা, বমন, বুকে চাপ বোধ, নীল বর্ণের নখ, শীতল হস্ত ও পদ, ক্ষীণ নাড়ী ও হিমাঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং একোনাইট খাওয়ান ভাল।

যদি যকৃতের নিকটবর্ত্তী দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ নাড়ী ভুঁড়ীর প্রাদাহিক সর্দ্দি হয় এবং সেই প্রদাহ পিত্তের নলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং সম্পূর্ণ ন্যাবা, ত্বক্ গাঢ় হরিদ্রা বর্ণ, অত্যন্ত ময়লাযুক্ত জিহ্বা, বমনেচ্ছা, বমন,

আহারে অনিচ্ছা, পাঁশুটে সাদা বাহ্যে, অথবা উদরাময়, পেট কামড়ানি, স্বল্প ও ঘোর বর্ণের প্রস্রাব এবং যকৃৎ স্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং মার্কুরিয়াস-ভাইভাস ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকারী। কোন কোন স্থলে ১ বা ৩ নং ঐ ঔষধের গুঁড়া খাওয়ান খুব ভাল। এই ঔষধে সদ্যপ্রসূত শিশুর হল্‌দে ভাব বা ন্যাবা ভাল হইয়া থাকে। ন্যাবার সঙ্গে জ্বর থাকুক বা নাই থাকুক এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পার।

যদি চোক্ ও গা হল্‌দে, যকৃত ও ডান কাঁদে বেদনা, তিক্ত আস্বাদন, পরিস্কার জিহ্বা, অথবা ঘোর লাল বর্ণের জিহ্বা, সাদা বর্ণের বাহ্যে, কালাটে লাল বর্ণের প্রস্রাব, যকৃতে ফুলা ও বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৩নং চেলিডোনিয়াম ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। যকৃতের উত্তেজনা হেতু প্রথমে হল্‌দে বাহ্যে ও শারীরিক দুর্ব্বলতা, তৎপরে হল্‌দে বর্ণের পেটের অসুখ উপস্থিত হইলে ৬নং চেলিডোনিয়াম ঔষধের বড়ী দিবে, কিন্তু যকৃতের পিত্তনলী বদ্ধ হেতু সাদা বাহ্যে এবং চোক্, মুখ ও প্রস্রাব হল্‌দে বর্ণ হইলে ঐ ঔষধের মূল আরোক হইতে ৩নং পর্য্যন্ত ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

শরীর হইতে কোন রূপ স্রাব হেতু অথবা ম্যালেরিয়া ঘটিত ন্যাবা রোগে যদি মাথাধরা, ক্ষুধা মান্দ্য স্বত্বেও দুষ্ট বা রাক্ষুসে ক্ষুধা, মেটে ছোট ও হল্‌দে হল্‌দে আকৃতি; স্ফীত, কঠিন ও বেদনাযুক্ত যকৃত এবং মধ্যে মধ্যে উহাতে আক্ষেপিক ও চিড়িক যন্ত্রণা থাকে এবং ন্যাবা ভাল হয়েও যদি ফের হয় তবে ৬নং চায়না ঔষধের বড়ী অতি উত্তম।

যদি পিত্তনলীর শর্দ্দি বশতঃ ন্যাবারোগে পাকাশয়ে খালি ও দুর্ব্বলতা বোধ হয় ও অত্যন্ত বুক ধড়ফড় করে এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তবে ২নং হাইড্রাষ্টিস্ ঔষধের বড়ী খাওয়াইতে হয়।

বড় যকৃত ও উহাতে অত্যন্ত বেদনা, অল্প ও কালাটে হল্‌দে বর্ণ প্রস্রাব, মেটে ছোট বাহ্যে, বমনেচ্ছা ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং

পডোফিলাম ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল। দূষিত ন্যাবা রোগে পিত্ত নষ্ট বা খারাপ হইয়া যদি সর্ব্ব শরীরকে বিষাক্ত করে ও যকৃতকে বিকৃত করে, এবং ত্বকে কাল বা নীল বর্ণের দাগ উৎপন্ন করে তবে ৬নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী ব্যবহার করিতে হয়।

দূষিত ন্যাবারোগে, বমনেচ্ছা, পাকাশয় স্থানে বেদনা, অবশ প্রায় হস্ত ও পদ, স্ফীত যকৃৎ, চাপিলে বেদনা, শীতবোধ, দুর্ব্বল ও মৃদু নাড়ী, তন্দ্রা বা মোহ এবং শীঘ্র শীঘ্র যকৃতের শুষ্কতা প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং ফস্ফারাস ঔষধের বড়ী বা আরোক উপকার করিয়া থাকে।

পুরাতন ন্যাবা রোগে বড় ও শক্ত যকৃৎ, অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ, ঘোর বর্ণের ও দুর্গন্ধ যুক্ত প্রস্রাব এবং পাকাশয় স্থানে তীক্ষ্ণ বেদনা থাকিলে ৬নং নাইট্রিক এসিডের বড়ী বিশেষ ফলপ্রদ হয়। দূষিত ন্যাবারোগে সর্ব্ব শরীর হল্‌দে হ'য়ে পড়িলে ৬ বা ৩০নং ক্রোটালাস ঔষধের বড়ী উপযোগী হয়।

দন্তোদ্গম কালে সাদা বাহ্যে, কোষ্ঠবদ্ধ অথবা পাতলা সাদা বাহ্যের সহিত গা হল্‌দে হ'লে ৬নং ক্যাল্ককার্ব্ব ভাল। বড় দুর্ব্বল হইলে ৬নং ক্যাল্কআর্স ঔষধের বড়ী দিও।

পুরাতন ন্যাবা রোগে এবং অতিশয় পারদ সেবন জনিত ন্যাবা রোগে ৬নং আয়োডিন্ ঔষধ বড় উপকারী।

ভয় অথবা রাগ প্রযুক্ত হঠাৎ ন্যাবা প্রকাশ পাইলে ১২নং ক্যামোমিলা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

পুরাতন ন্যাবা ও যকৃতের যান্ত্রিক-বিকার বশতঃ ন্যাবা রোগে ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী উপকার করে। বহুদিন হইতে কোষ্ঠ বদ্ধ ও আলস্য পরায়ণ অবস্থায় ন্যাবা প্রকাশিত হইলে ৬নং নক্সভমিকার বড়ী ব্যবস্থা করিবে।

বড় যকৃৎ ও পিত্তনলী বদ্ধ হেতু ন্যাবারোগে ৩ ঘণ্টান্তর ৫ ফোটা

মাত্রায় চিয়োন্যান্থাস ঔষধের মূল আরোক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে চমৎকার ফল দর্শে।

ন্যাবা রোগে ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধ ও দুর্ব্বলতা এবং অধিক কুইনাইন সেবন জন্য ন্যাবারোগে চেলোন ঔষধের মূল আরোক ২।৫ ফোটা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে উত্তম ফল হয়।

পিত্ত নিঃসরণ বদ্ধ না হওয়া প্রযুক্ত (পিত্তনালী আটকিয়া নহে) ন্যাবা হইলে এবং এইরূপ ন্যাবা প্রযুক্ত উদরী হইলে তৎসঙ্গে ঝাঁঝাল প্রস্রাব হইলে ২নং বেঞ্জয়িকএসিড্ বা বেঞ্জয়েট্-এমোনিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

ন্যাবা রোগে বড় যকৃৎ, কাশি লক্ষণ ও সাদা বাহ্যে থাকিলে কার্ড্ুয়াস্ ঔষধ উপকার করে।

প্রস্রাব আটকান বা কষ্টকর প্রস্রাব।

RETENTION OF URINE.

সুশীলা। দিদি! ময়রা বৌয়ের খোকাকে ১২নং ক্যামোমিলা ঔষধের বড়ী খাওয়াতে খাওয়াতে উহার চোক্ হল্‌দে এবং পা হল্‌দে সব সেরে গেছে, আর অন্য কোন ঔষধ দিতে হয় নি। আজ পদ্মমাসী এসে বল্‌চে, যে তাহার নাতীর ২ দিন হইতে প্রস্রাব হচ্চে না। একটু কিছু ঔষধ বলে দাও, যাতে খোকার প্রস্রাব সরল হয়।

সৌদামিনী। খোকাকে ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী দুই ঘণ্টান্তর ২টী ক'রে খেতে দাওগে। যদি খোকা সর্ব্বদা প্রস্রাবের স্থান টানে ও প্রস্রাব না হওয়া প্রযুক্ত কাঁদে, এবং যদি উহার রক্তবর্ণ ও ফোঁটা

ফোঁটা প্রস্রাব হয় তবে একোনাইট ঔষধের বড়ীতেই উপকার হবে, যদি উহাতে একান্ত কোন উপকার না দর্শে, তবে ৬নং কাম্ফারিয ঔষধের বড়ী দিও, তাহা হইলেই প্রস্রাব হ'য়ে যাবে।

তলপেটে চাপ ও বেদনা অথবা ঐ স্থান লাল ও উত্তপ্ত হইলে, এবং অত্যন্ত বেগের সহিত ও অধিক কষ্ট না হইয়াও অল্প অল্প প্রস্রাব হইলে ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী ফলপ্রদ হয়।

কোন প্রকার আঘাত প্রযুক্ত প্রস্রাব আটকাইলে ৬নং আর্ণিকা ঔষধের বড়ী চুস্‌তে দিবে।

শিশুদের বাহ্যে আটকাইলে অথবা মধ্যে মধ্যে কোঁতানির সহিত একটু একটু বাহ্যে ও তৎসঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হইলে ১নং বা ৩নং নক্সভমিকার বড়ী বড়ই উপকারী হয়।

আক্ষেপ, কোঁতানি বা টান বশতঃ প্রস্রাব আটকাইলে নক্সভমিকা ঔষধের মত ১ বা ৩নং জেল্‌সিমিয়াম ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকারী।

যদি প্রস্রাব করিবার সময় তীব্র চীৎকার, অস্থিরতা ও অন্ত্রশূল থাকে তবে ৬নং বেলেডনা ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা দিবে। বেলেডনা দ্বারা ক্ষণিক উপকার হইলে ৬নং হেপার-সাল্‌ফারের বড়ী দিবে।

যদি কোঁতানির সহিত সর্ব্বদা প্রস্রাব করিতে চেষ্টা, সরু ধারে প্রস্রাব, প্রস্রাব কালে ঘর্ম্ম, এবং ফোঁটা ফোঁটা লাল ও দুর্গন্ধ প্রস্রাব হয় তবে ৬নং মার্কু্যরিয়াস্‌ ভাইভাস্‌ ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে বড় উপকার হয়।

কড়া প্রস্রাবের পর রক্ত পড়িলে ৬নং হেপার ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

অত্যন্ত কষ্টের সহিত আটার মত প্রস্রাব হইলে ৬নং কলোসিন্থ ঔষধের বড়ী দিবে।

শিশুগণের গাত্রে ফোড়া বা পাচড়া হঠাৎ মিলিয়া গেলে যদি গাত্রের

স্থানে স্থানে জ্বালা, শূলনি ও চুলকানি থাকে, সমস্ত পেট টাটায়, খোকা নড়িলে চড়িলে শীতে কাঁপে এবং উহার হাই ওঠে অথচ নিদ্রা না হয় তবে ৬নং এপিস ঔষধের বড়ী উপকার করে।

যদি ঠাণ্ডা লাগা প্রযুক্ত প্রস্রাব আটকায়, তল পেট চাপিলে শিশু চীৎকার করে এবং যদি ঘন ঘন বেগের সহিত উজ্জ্বল লাল ও জ্বালাকর প্রস্রাব হয়, তবে ৬নং সিপা ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

পোয়াতী রাগিলে বা ভয় পাইলে পর যদি শিশু মাই খায় তাহা হইলে শিশুর বাহ্যে ও প্রস্রাব বন্ধ হইয়া পেট ফুলিয়া যায়। সে অবস্থায় ৬নং ওপিয়াম ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে বড় উপকার হয়।

প্রস্রাব না হইলে অথবা ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হইলে তৎসঙ্গে প্রস্রাবে জ্বালা ও পেটের মধ্যে জ্বালা বোধ হইলে ২।১ ফোঁটা কর্পূরের আরোক চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে উত্তম ফল হয়।

কোষ্টবদ্ধ।

CONSTIPATION.

সুশীলা। দিদি! তোমার একোনাইট বড়ীতেই পদ্মমাসীর নাতীর প্রস্রাব হইয়াছে। অপরাপর ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়নি। কিন্তু আবার বড় ভাবনার বিষয় দেখ্‌চি?

সৌদামিনী। কি ভাবনা বোন্?

সুশীলা। দিদি! পদ্মমাসীর বৌয়ের খোকার ভাল করিয়া বাহ্যে হয় না, বাহ্যে খোলসা না হওয়াতে একটা ভারি রোগ হবে বোধ হয়। সেই জন্যই বড় ভাবনা হচ্চে।

সৌদামিনী। সুশীলা! এর আবার ভাবনা কি? পোয়াতীর কিম্বা খোকার খাবার দোষে কিম্বা উহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালনের ত্রুটী হইলে ছেলেদের প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ হয়, একি তুমি জাননা?

সুশীলা। দিদি! বাহ্যে খোলাসা না হলে কি করতে হবে শীঘ্র বলে দাও, বোধহয় আজই পদ্মমাসী আমায় ডাকতে পাঠাবে।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! শিশুগণের দিবসে একবার বাহ্যে হওয়া চাই। যদি ১।২ দিন বাহ্যে না হয় অথবা প্রতিদিন বাহ্যে খোলাসা না হয় তবেই সতর্ক হইতে হয়।

সুশীলা। দিদি! বাহ্যে হবার জন্য কি অনেক ঔষধ দিতে হয়?

সৌদামিনী। না না, শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধের জন্য অথবা খোলাসা বাহ্যে না হইলে ৪।৫টী ঔষধ ব্যবস্থা হইয়া থাকে যথা ঃ—

যদি গ্রীষ্মকালে কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তৎসঙ্গে খিটখিটে মেজাজ ও গাত্রে বেদনা থাকে জানা যায় তবে ৬নং ব্রায়োনিয়া ঔষধের বড়ী দিবে। কাল কাল ও ইট্‌পোড়ার মত শক্ত বাহ্যে হইলে ব্রায়োনিয়া বেশ খাটে। যদি অধিক আহার অথবা পাঁচ রকম সামগ্রী খাওয়ান বশতঃ কোষ্ঠ বদ্ধ হয় অথবা কোঁতানির সহিত বাহ্যের বেগ হইলেও বাহ্যে খোলাসা না হয়, তৎসঙ্গে জিহ্বায় ময়লা থাকে ও উহার মেজাজ খিট খিটে হয় তবে ৩ বা ৬নং নক্সভমিকার বড়ী দিলে বিশেষ উপকার হয়। যদি পেটের ফাঁপ, বাহ্যের চেষ্টা থাকিলেও মল দ্বার কোঁকড়ান ও বাহ্যের স্পষ্ট বেগ না থাকে, তৎসঙ্গে মুখ শুকিয়ে তৃষ্ণা পায় ও ক্ষুধা না থাকে তবে ৬নং ওপিয়াম ঔষধের বড়ী দিবে।

আদৌ বাহ্যের চেষ্টা না থাকিলে ১২নং নেট্রাম-মিউর ঔষধের বড়ীতে উপকার করে।

ঘন ঘন বাহ্যের বেগ থাকিলেও যদি বাহ্যে খোলাসা না হয় তবে ৩০নং সালফার ঔষধের বড়ীতে উত্তম ফল হয়। সকালে সাল্‌ফারের

বড়ী আর রাত্রিতে নক্সের বড়ী খাওয়াইলে এই দুই ঔষধের ক্রিয়া দ্বারা বাহ্যে বড়ই খোলাসা রাখে।

সামান্য উদরাময় বা পেটের অসুখ।

SIMPLE DIARRHŒA.

সুশীলা। দিদি! কাল পদ্মমাসীর বৌ লোক দিয়ে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়াছিল ও খোকার বাহ্যে ভাল খোলাসা হচ্চিল না বলে আমায় ঔষধ দিতে বলেছিল, আমি তোমার উপদেশ মত সকালে ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের একটী ছোট বড়ী ও রাত্রিতে ৬নং নক্সভমিকার একটী ছোট বড়ী সেবন ব্যবস্থা দিয়ে এসেছিলাম। শুনিলাম খোকার আর বাহ্যের কষ্ট ও কোঁতানি কিছুই নাই, খুব সরল বাহ্যে হয়েছে। দেখ দিদি! তোমার এই হোমিয়োপ্যাথি ঔষধের বড়ীতে ছোট ছোট ছেলেদের বড় উপকার হয়েছে এই কথাটা গ্রামে বড় রাষ্ট হয়েছে; তার সাক্ষী এই দেখ, ওপাড়ার প্রসন্ন গোয়ালিনী তাহার এক মাসের খোকাকে কোলে করে তোমায় দেখাতে এনেচে। দেখ দিদি! শুন্‌চি খোকার পেটের-ব্যামো হয়েছে। আমাদের বাটীতে এসেও খোকা তাহার মায়ের কোলে দুবার বাহ্যে করেচে। দিদি! একবার দেখে কি ঔষধ দিতে হবে বলে দাও।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! ব্যস্ত হইও না, কোলের ছেলে যতদিন মাই খায় ততদিন প্রায়ই সুস্থ শরীরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার ২।৪।৬ বার পাতলা অথবা ঘন বাহ্যে হইতে পারে। অতএব সহজে বাহ্যে বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। তবে যদি অধিক পাতলা বাহ্যে হয় ও নম্বরে ৮।১০ বার বা ততোধিক বাহ্যে হয় তবেই তাহা নিবারণের জন্য চেষ্টা পাইবে। আর

এক কথা, বাহ্যে না দেখিয়া কখনও ঔষধ ব্যবস্থা করিবে না। অর্থাৎ মল সবুজ, পীত, কটা, সাদা, ফেনাযুক্ত, জলবৎ, অথবা শ্লেষ্মা ও রক্ত মিশ্রিত কি না এই সমস্ত তদারক করিয়া হোমিয়োপ্যাথি মতে ঔষধ খাইতে দিলে বড়ই উপকার পাইবে।

সুশীলা। দিদি! কি কি ঔষধের কি কি লক্ষণ মিলাইতে হয়, আমায় শিখিয়ে দাওনা?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! যদি অতিরিক্ত আহার বশতঃ ভেদ, তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা, বমন, ফেকাসে মুখ, সর্ব্বদা ক্রন্দন; পিত্তমিশ্রিত, আমাশয় অথবা সবুজ ও পীত বর্ণ মিশ্রিত ভেদ, ফেনাযুক্ত ভেদ, এবং কখন কখন কালাটে অথবা রক্তের ছিট ও দুর্গন্ধ যুক্ত ভেদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে ৬নং ইপিকাক ঔষধের বড়ী দিবে।

যদি অম্ল হইতে ভেদ উৎপন্ন হয়, তৎসঙ্গে পেট ফাঁপা ও শূল বেদনা থাকে ও ভেদের পূর্ব্বে ও পরে শিশু কাঁদে, কোঁৎ দেয়, আর যদি ভেদ অত্যন্ত ফেনাযুক্ত, আমময়, জলবৎ ও বিশেষতঃ টক্ গন্ধযুক্ত থাকে, তাহা হইলে ৬নং রিয়াম ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি পিত্তযুক্ত, জলবৎ, ফেনাযুক্ত, আমময়, অথবা ঈষৎ সাদা, ঈষৎ সবুজ বা ঈষৎ পীত বর্ণের ভেদ হয় এবং উহা দেখিতে ঘোলা ও শুঁকিতে পচা ডিম্বের মত হয়, তৎসঙ্গে অন্ত্রশূল, ভয়, ক্রন্দন, অস্থিরতা, পেটের দিকে পা গুটাইয়া থাকা এবং একটি গাল লাল প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়, তবে ১২নং ক্যামোমিলা ঔষধের বড়ী বড়ই ফলপ্রদ হয়।

যদি কোঁতানি বা বেদনা না হয়ে পড় পড় শব্দের সহিত জলবৎ বাহ্যে হয়, এবং দেখিলে হজমের বাহ্যে নয় বলে ঠিক হয়, তবে ৬নং চায়না ঔষধের বড়ী বড় উপযোগী হয়।

শিশু যদি সর্ব্বদা ঘুমায় অথচ অস্থির হয়, মধ্যে মধ্যে চমকে ওঠে এবং ঈষৎ সবুজ বর্ণের বাহ্যে হয়, তবে প্রথমে ৬নং বেলেডোনার বড়ীতে উপকার হইতে পারে।

পেটের অসুখের সহিত জ্বর থাকিলে ৬নং একোনাইটের বড়ী ভুলিও না। ভয়প্রযুক্ত উদরাময় হইলে একোনাইট ও ওপিয়াম্ এই দুইটী ঔষধই ভাল।

শূল বেদনা।

COLIC.

সুশীলা। দিদি! গয়লা বৌয়ের খোকার বাহ্যে দেখে এবং গাত্রের ও মলের গন্ধ শুঁকে রিয়াম ঔষধের বড়ী দিয়াছিলাম। বল্‌বো কি দিদি! সকালে ও বিকালে ঘণ্টায় ঘণ্টায় একটী করে ৪ বার খেতেই সব অসুখ সেরে গেছে। দিদি! তোমার এসব চমৎকার ঔষধ দেখচি।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! পেটের অসুখের কত যে ঔষধ আছে, তা বলা যায় না। আর হোমিয়োপ্যাথি মতে পেটের অসুখ শীঘ্র সারে বলেই ত লোকে হোমিয়োপ্যাথি বিশ্বাস করে, তা কি তুমি শোননি?

সুশীলা। দিদি! তুমি এবারে বাপের বাড়ী এসে প্রতিবাসী-দের যে কত উপকার করিতেছ তাহা এক মুখে বলিতে পারি না। দিদি! তোমার ঔষধে ভাল হয়েচে বলে ময়রাদের বৌ দু থালা ভাল সন্দেশ এবং এক হাঁড়ী চিনিপাতা দৈ ও উত্তম ক্ষীর এক হাঁড়ী নিয়ে তোমায় দিতে এসেচে।

সৌদামিনী। সুশীলা! তুমি যত্ন করে তাদের বসাওগে আর বলগে এসব আনিবার প্রয়োজন কি ছিল?

সুশীলা। দিদি! পদ্মমাসীর ছেলেটা বড় রোগা; পদ্মমাসীর নাতী পেট বেদনায় একবারে অস্থির হচ্চে, থেকে থেকে এমনি কাঁদ্‌চে যে কিছুতেই বাড়ীর লোক খোকাকে থামাতে পাচ্চেনা। এর কি ঔষধ আছে দিদি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! ছেলেদের পেট বেদনা প্রায়ই হয়ে থাকে। পোয়াতীরা নিমন্ত্রণ গিয়ে অত্যন্ত খেয়ে আসে। পরে তাহাদের শিশুগণ স্তন পান করিলেই উহাদের পেট বেদনা করে, অথবা ছেলেদেরও জোর করে অক্ষুধার উপর দুগ্ধ বা অন্য কিছু খাওয়াইলেও খোকাদের পেট বেদনা করে। ঠাণ্ডা লাগিলেও শিশুদের অন্ত্রশূল হয়। পেট বেদনার সহিত পেটের অসুখও হয়।

সুশীলা। দিদি! আমি যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে ছেলে বাঁচা ভার দেখ্‌ছি, শীঘ্র করে পেট বেদনার ঔষধ বলে দাও।

সৌদামিনী। যদি পেট বেদনার সহিত পেট ফুলা থাকে, শিশু অত্যন্ত কাঁদে, বেদনা বশতঃ পা দুটী গুড়িয়ে পেটের দিকে তোলে, এবং তৎসঙ্গে পা দুটী হিম হয়, তবে ১২নং ক্যামোমিলা ঔষধের বড়ী ১৫ মিনিট অন্তর খাওয়াইলে ভাল হয়। ক্যামোমিলা ঔষধের উপকার না দর্শিলে ৬নং কলোসিন্থ ঔষধের বড়ী খাওয়াইলেই উপকার হয়।

যদি পেট বেদনার সহিত বমনেচ্ছা, ও ভেদ হয় এবং ভেদে বড় দুর্গন্ধ হয় এবং ভেদে ফেনা থাকে তবে ৬নং ইপিকাক বড়ী উপকার করে।

যদি পেট বেদনা থাকে ও পেট ফুলে শক্ত হয় এবং সন্ধ্যাবেলা বৃদ্ধি রাখে ও বেদনায় চীৎকার করিয়াই হাসে তবে ৬নং চায়না ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

বাহ্যে খোলাসা না হইয়া অথবা বাহ্যে বন্ধ হেতু পেট বেদনা করিলে ১ বা ৩নং নক্সভমিকার বড়ী ভাল।

পেট বেদনার সহিত ফাঁপ ও পেট গড় গড়ানি, কম্প ও মুখ মালিন্য থাকিলে ৬নং পাল্‌সেটিলার বড়ীতে উপকার হয়।

শিশুর ক্রন্দন।

CRYING OF INFANTS.

সুশীলা। দিদি! অত যে কষ্ট ও পেট বেদনা, তোমার ক্যামোমিলা ১২নং খাওয়াইতেই নরম পড়িল। আচ্ছা দিদি। ছেলে কাঁদলেই কি পেট বেদনা বুঝিতে হবে?

সৌদামিনী। না তাহা নহে। ক্ষুধা হইলে, পাশ ফিরিবার ইচ্ছা হইলে, বিছানায় প্রস্রাব করিলে, অথবা গাত্রে কিছু ফুটিলে বা কামড়াইলে শিশু সর্ব্বদাই কাঁদিয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! বিশেষ কোন কারণ না থাকা প্রযুক্ত যদি শিশু কাঁদে, তবে কি করতে হবে?

সৌদামিনী। যদি ছেলে ঘুমাতে ঘুমাতে হঠাৎ চমকে ওঠে ও অত্যন্ত কাঁদে তবে ৩নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

বেলেডনা দ্বারা উপকার না হইলে যদি কান্নার সহিত অস্থিরতা ও গাত্রে তাপ থাকে, তবে ৩০নং একোনাইট অথবা কফিয়া ঔষধের বড়ীর ব্যবস্থা করিতে হয়।

কর্ণ বা মস্তক কামড়ানি বশতঃ ছেলে কাঁদলে ১২নং ক্যামো-মিলার বড়ীতে বেশ উপকার হয়।

অস্থিরতা ও অনিদ্রা।

RESTLESSNESS AND WAKEFULNESS.

সুশীলা। দিদি! ছেলেরা প্রায়ই ছট্‌ফট্‌ করে ও ঘুমায় না, ইহার কারণই বা কি, আর কি ঔষধ দিলে ভাল হয়?

সৌদামিনী। পোয়াতী ও ছেলে, দুজনেরই খাবার দোষে শিশুগণের অস্থিরতা ও অনিদ্রা হইতে পারে। উচু বালিশের উপর ছেলেকে শোয়ালেও ঐরূপ হইতে পারে।

সুশীলা। দিদি! ঐরূপ অবস্থার বা অসুখের কি ঔষধ আছে?

সৌদামিনী। অস্থিরতা ও গা গরম থাকিলে ৩০নং কফিয়ার বড়ী দিবে।

কফিয়া ঔষধে বিশেষ উপকার না হইলে ও মুখ লালবর্ণ থাকিলে ৩০নং ওপিয়াম ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

অস্থিরতা, পেটের ফাঁপ, পেট কামড়ানি, চম্‌কে চম্‌কে ওঠা, হাত পা হঠাৎ কেঁপে ওঠা, জ্বরবোধ ও এক গাল লাল থাকিলে ১২নং ক্যামো-মিলার বড়ী উপকারী। ছেলে তন্দ্রাভিভূত থাকে, অথচ হঠাৎ চম্‌কে উঠে কাঁদে, এরূপ অবস্থায় ৩০নং বেলেডোনার বড়ী ভাল।

অস্থিরতা ও আহারীয় সামগ্রীতে পেট ভার থাকিলে ৬নং পাল্‌-সেটিলা অথবা ইপিকার বড়ী দিবে। পোয়াতীর কফি ও মাদক দ্রব্য সেবন জন্য শিশুর অস্থিরতায় ৬নং নক্‌সভমিকার বড়ী উপকারী।

শিশুর স্তন ফুলা।

SWELLING OF THE BREASTS.

সুশীলা। দিদি! অনেক কচি ছেলে ও মেয়ের মাই ফুলে থাকে কেন? ঐরূপ অবস্থা বড় মন্দ দেখায়, উহার প্রতিকার কি?

সৌদামিনী। প্রসবের পরই অথবা কিছুদিন বাদে ঐরূপ ফুলা কোন কোন ছেলে মেয়ের দেখা যায় বটে। অশিক্ষিত ধাইগুলো অকারণ মাই টিপিয়া প্রায়ই মাই ফুলাইয়া দিয়া থাকে। যাহাতে ধাইরা মাই টিপে রস বাহির করিতে চেষ্টা না করে, তদ্বিষয়ে সকল পোয়াতীদিগের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

যে কারণেই হউক, মাইতে ঘুটি বা ফুলা হইলে, সুইট্‌ অয়েলে ন্যাক্‌ড়া ভিজাইয়া সেই ন্যাক্‌ড়া মাইতে চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলেই প্রায়ই রোগ সারে। যদি ইহাতে না সারে, এবং রোগ বাড়ে অর্থাৎ মাই টাটায়, ফোলে ও লাল হয়, তবে ৬নং ক্যামোমিলা ও বেলেডোনার বড়ী উল্টে পাল্টে খাওয়াইতে পারিলে উপকার হয়। যদি একান্ত পাকিবার সম্ভাবনা থাকে, তবে রুটীর পুল্‌টিস্‌ করিয়া লাগাইতে হয়, এবং ফোড়ার চিকিৎসার মত মার্কুরিয়াস্‌, হেপার ও সাইলিসিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়াইতে হয়। এই সব ঔষধের নাম ও সেবন ব্যবস্থা, ফোড়ার বিষয়ে আবার বলা যাইবে। যদি টেপার দরুণ মাই ব্যথা করে ও ফুলিয়া ওঠে, তবে ৬নং আর্ণিকা ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

শিশুর হিক্কা।

HICCOUGH.

সুশীলা। দিদি! খোকাদের হেঁচ্‌কি হ'লে কি করতে হয়?

সৌদামিনী। কোনরূপ ঠাণ্ডা লাগিলেই হিক্কা হয়। শিশুকে বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখিলে অথবা কোলে করিয়া স্তন পান করাইলে হিক্কা দূর হয়। ইহাতেও উপকার না হইলে এক ঢোক্‌

চিনিরপানা খাওয়াইয়া দিবে। ঠাণ্ডা জলে উপকার না হইলে অল্প গরম জল পান করাইলেও হিক্কা দমন হয়। এতদ্ব্যতীত, ঔষধ ব্যবস্থা করিবে যথা ঃ—

বাহ্যে খোলাসা না হওয়ার জন্য হিক্কা হইলে ৬নং নক্সভমিকার বড়ী খাওয়াইবে। কোন কোন সময়ে ৬নং নক্সমশ্চেটা ঔষধ বড়ই উপকার করে।

রাত্রিতে হিক্কা হইলে ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী ভাল।

বমনেচ্ছার সহিত হিক্কা থাকিলে ৬নং ইপিকা দিবে। বারম্বার হাই ওঠা ও দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত হিক্কা হইলে ৬নং ইগ্নেসিয়া ভাল।

ঝাঁকুনি ও কাঁপুনির সহিত হিক্কায় ৬নং হায়োসায়েমাস্ ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা আছে।

হিক্কা প্রযুক্ত চক্ষু ও মুখ নীলবর্ণ এবং ক্রন্দন হইলে ৬নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী প্রয়োগ করিবে।

মস্তকে শক্ত মামড়ী।

SCURF ON THE HEAD.

সুশীলা। দিদি! ধোপাদের বৌয়ের ছেলের মাথায় একরূপ শক্ত মামড়ীর মত কি হয়েছে দেখাতে এনেচে।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! কখন কখন অপরিষ্কারতা হেতু মাথায় এরূপ হয়। ঐ খোলস বা শক্ত মামড়ী তুলিলেই নীচের চামড়া বড় লাল ও প্রদাহিত দেখায়। উহাতে দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং উহাতে বেদনা ও চুলকণা হইয়া থাকে। অপরিষ্কারতা ও ছেলেকে সর্ব্বদা গরমে রাখা প্রযুক্ত এইরূপ হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! কি উপায়ে তবে খোকার মাথায় এইরূপ মামড়ী ভাল হবে?

সৌদামিনী। প্রত্যহ প্রাতে শিশুদিগের মাথা ধুইয়া ও পুঁছিয়া দিলে এরূপ হ'তে পারে না।

মামড়ী হলে কয়েক দিন ৬নং সাল্‌ফারের বড়ী সকালে ও বৈকালে খাওয়াইলে ধাত পরিষ্কার হয় আর নূতন মামড়ী পড়ে না।

মামড়ীতে তৈল লাগাইয়া নরম করিয়া মামড়ী খুলিতে হয়, তৎপরে উহার স্থানে সোডার জল দিয়া কয়েক দিন ধুইলে সমস্ত ভাল হইয়া যায়।

দুধে ব্রণ বা মামড়ী।

MILK CRUST.

সুশীলা। দিদি! ধোপা বৌয়ের ছেলের মাথাতে যে শক্ত শক্ত মামড়ী পড়িতেছিল, উহা তোমার উপদেশ মত ঔষধ ব্যবহার করাতে আরাম হইয়াছে। কিন্তু উহার গায়ে আবার কি বেরিয়েছে তাই দেখাতে এনেচে।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! স্তন্যপায়ী শিশুর গায়ে প্রায়ই ঐরূপ সাদা সাদা ব্রণের মত বাহির হয়। প্রথমতঃ গালে ও কপালে অনেকগুলি সাদা সাদা ব্রণ বাহির হয়। ব্রণের তলদেশ লাল বর্ণ থাকে। মুখ হইতে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে বাহির হইয়া থাকে। কিছুদিন পরে উহারা হলদে বা কাল হইয়া ফাটিয়া যায় এবং উহাদের স্থানে হল্‌দে মামড়ী পড়ে।

ব্রণের স্থান লাল ও ফুলিয়া ওঠে, অত্যন্ত চুলকণা বশতঃ শিশুর

মেজাজ অস্থির ও খিটখিটে হয় এবং সর্ব্বাঙ্গ চুলকাইয়া ব্রণের ত্বক্ ওঠাইয়া ফেলে ও রোগ বাড়িয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! কি কি ঔষধে এরকম ব্রণের চুলকণা ভাল হয়?

সৌদামিনী। ব্রণের তলায় প্রদাহ থাকিলে এবং শিশু অস্থির ও অসুস্থ থাকিলে ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী দিবে। কয়েক দিবস পরে ৬নং রাসটক্স ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে ভাল না হইলে ৩০নং সালফার ঔষধের বড়ী ভাল। ৬নং ভায়োলাট্রাইকোলার ঔষধের বড়ীতে বিস্তর আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। কিছুতেই আরোগ্য না হইলে ৩নং হেপার, আর্সেনিক অথবা লাইকোপডিয়াম ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

মস্তকে দাদ।

TINEA TONSURANS (RINGWORM OF THE SCALP).

সুশীলা। দিদি! ধোপা বৌয়ের খোকার গায়ের ফুস্কুড়ি গুলি প্রথমে একোনাইট পরে সাল্‌ফার ও সর্ব্বশেষে রসটক্স দিতেই সেরে গেচে। দেখ দিদি! ওপাড়ার নকড়ি মিস্ত্রি যে সেদিন আমাদের নূতন পুকুরের বাঁধা ঘাট প্রস্তুত করেছিল সে তার খেকোকে এনেচে। আমি দেখে এলেম খোকার মাথায় দাদ হয়েচে। কি করে ভাল হবে দিদি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! দাদ রোগ শীঘ্র সারে না। বিশেষতঃ গোড়ায় চিকিৎসা না করিলে অথবা নানা রকম মলম প্রভৃতি লাগাইলে

দাদ আরাম করিতে বড়ই বেগ পেতে হয়। মাথার দাদে ট্রাইকোফাইটন্ টন্সুর‍্যান্স নামে এক প্রকার পরাঙ্গ পুষ্ট (fungus) কীট থাকে, তজ্জন্য চুলের গোড়ায় প্রথমে একটি বড়ীর মত (papule) হয়, ক্রমে উহা ১বা ২ ইঞ্চি বেড়ে গোল হয়, ক্রমে চুলের গোড়া ভঙ্গ প্রবণ হইয়া ক্রমে ভেঙ্গে যায় তখন সে স্থলে টাক পড়ে। সর্ব্ব প্রথমে ৬নং রাসটক্স ঔষধের বড়ী সেবন করিতে দিলে বড় উপকার হয়? তৎপরে দাদের দাড়গুলি শুকিয়ে খোলস উঠিতে থাকিলে ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী দিবে। দাদে রস বেশী থাকিলে ও উহাতে দুর্গন্ধ হইলে এবং বড় চুলকণা হইলে প্রথমে ৬নং ষ্টাফিসিগ্রিয়া ঔষধের বড়ী দিন কতক খাওয়াইয়া পরে আবার রাসটক্সের বড়ী খাওয়াইবে। এই সকল ঔষধ যদি ব্যর্থ হয় এবং রোগ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ দাদ হইতে জালাকর রস বাহির হয় অথবা উহাতে ঘা হয় তবে ৬নং আর্সেনিকের বড়ী দিন কতক খাওয়াইয়া আবার রাসটক্সের বড়ী দিবে। কপালে, মুখে, ঘাড়ে ও চক্ষুর পাতায় দাদ হইলে ৬নং হেপার ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল। দাদের সঙ্গে গলার ভিতর ও বাহিরের বীচি ফুলে বেদনা করিলে ৬নং ব্রায়োনিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়াবে, আর বীচি শক্ত ও ফুলিয়া থাকিলে ৬নং ডাল্কামারা ঔষধের বড়ী ভাল।

মস্তকের দাদে পুরু মামড়ী পড়িলে এবং সমস্ত মুখের দাদ হইলে ও তাহাতে চুলকণা থাকিলে ৬নং এণ্টিম ক্রুডের বড়ী ভাল। ৬নং সিপিয়া ঔষধের বড়ী দাদের পক্ষে একটী ভাল ঔষধ বলিয়া স্মরণ রাখবে।

বহু দিনের দাদে ৩০নং ক্যাল্ককার্ব্ব, লাইকোপডিয়াম অথবা সাল্‌ফার ব্যবস্থা করিতে হয়।

সুশীলা। দিদি! মাথায় দাদ হইলে কি করিতে হয়।

সৌদামিনী। বলি শোন ঃ—

যতদিন না দাদ ভাল হয়, তত দিন মস্তকের কেশ কেটে ছোট ছোট করে রাখ্‌তে বল্‌বে এবং প্রত্যহ দুবেলা গরম জলে মস্তক ধোয়াইতে হইবে। অথবা কার্ব্বলিক সোপ দিয়া একদিন অন্তর মাথার দাদ ভাল রূপে ধুইয়া তদুপরি কোন প্রকার কীটনাশক ঔষধ যথা টিংচার আয়োডাই, মার্ক-বাইক্লোরাইড্‌ কিম্বা ইক্‌থিয়োল লাগাইয়া শেষে এক ভাগ অলিভ্‌ অয়েল্‌ ও তিন ভাগ ভ্যাসেলিন পরস্পর মিশ্রিত করিয়া মাথায় লাগাইতে

তড়কা।

CONVULSIONS.

সুশীলা। দিদি! রাসটক্স ও সালফার ঔষধ দ্বারা নকড়ি মিস্ত্রির খোকার মস্তকের দাদ সমস্ত সেরে গেছে। দিদি! আমাদের জেলে বৌ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এসে বল্‌চে যে তাহার ৬ মাসের খোকা চোক কপালে তুলে খাবি খাচ্চে। আর বল্‌ছে, ওগো! কি হবে গো? তোমাদের ওষুধের বড়ী খেয়ে সবাই ভাল হচ্চে; ওগো যাতে আমার খোকা ভাল হয়, তাই কর গো! দিদি! কি হবে দিদি?

সৌদামিনী। সুশীলা! ঔষধের বাক্স নিয়ে শীঘ্র চল। ভয় নেই, ভয় নেই। ও তড়কা রোগ, শীঘ্রই ঔষধে ভাল হবে। দেখ সুশীলা! সহ্য হয়, এরূপ গরম জলে ৫ হইতে ১০ মিনিট খোকাকে হাঁটু পর্য্যন্ত কখন কখন গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিবে; পরে খেঁচুনি একটু নরম পড়িলেই উহার গা, হাত ও পা উত্তমরূপে মুছাইয়া উহাকে গরম বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। একবার ডুবাইলে যদি উপকার না হয়, তবে ২।৩ বার ঐরূপ করিবে এবং মস্তকে ঠাণ্ডা জল লাগাইবে।

খোকার উপর ও নীচের পেটের ভিতর অর্থাৎ পাকযন্ত্রে ও নাড়ী ভুঁড়িতে কিছু উগ্র পদার্থ থাকা সম্ভব বোধ হইলে কিম্বা উহার কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, কিঞ্চিৎ গরম জলের কিম্বা গ্লিসিরিণ ঔষধের পিচ্‌কারী করিবে, তাহাতে খোকার বাহ্যে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। সম্মুখে যদি ভাল ঔষধ না পাওয়া যায়, তবে কর্পূর আঘ্রাণ করাইবে, অথবা এক বিন্দু কর্পূর অরিষ্ট চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। দন্তমাড়ী যদি অত্যন্ত ফুলিয়া থাকে, একখানি ছুরি দ্বারা তাহা চিরিয়া দিবে। আক্ষেপ বা খেঁচুনির সময় ১ নং এমিল-নাইট্রাস্ ঔষধ আঘ্রাণ করাইলে বিশেষ উপকার হয়। শিশুর পূর্ব্ব হইতে পেটের অসুখ থাকিলে অধিকক্ষণ গরম জলে রাখিবে না ও মাথায় ঠাণ্ডা জল দিবে না, বরং উহাকে সুরা-মিশ্রিত দুগ্ধ খাইতে দিবে।

সুশীলা। দিদি! এরূপ তড়কা বা খেঁচুনি কেন হয় দিদি?

সৌদামিনী। নানা কারণে তড়কা হইতে পারে। খোকার মা ও বাপ দুর্ব্বল থাকিলে খোকার তড়কা হয়, অর্থাৎ বালককালে বা বার্দ্ধক্যে বিবাহ হইয়া সন্তান হইলে উহার তড়কা হয়। গর্ভাবস্থায় অত্যন্ত ভয় পাইলে ও মানসিক উদ্বেগ থাকিলে প্রসবের পরই শিশুর তড়কা হইতে পারে। খালাস হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইলে শিশুর তড়কা হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, পোয়াতীর লজ্জা ও রাগ বশতঃ খোকার তড়কা হয়। কসিয়া কাপড় পড়িলে, উচ্চ শব্দে, উজ্জ্বল আলোক থাকিলে, উষ্ণ ও অপরিষ্কার বায়ু সেবনে, অথবা ঠাণ্ডা লাগিলে এই রোগ হয়। পোয়াতীর স্তনদুগ্ধ খারাপ হইলে খোকার তড়কা হয়। এতদ্ব্যতীত, দাঁত উঠিবার সময়, অজীর্ণ ও ক্রিমিরোগে, বিবিধ স্ফোট দ্বারা শরীর দুর্ব্বল ও রক্তহীন হইলে, খোস পাচড়া হঠাৎ চাপিয়া গেলে ও মস্তকে আঘাত লাগিলে তড়কা হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের প্রকৃত রোগে এইরূপ আক্ষেপ বা খেঁচুনি হইলে উহা বড়ই সাংঘাতিক হয়।

সুশীলা। দিদি! এরূপ কঠিন রোগের কিরূপে ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হবে?

সৌদামিনী। আক্ষেপ প্রযুক্ত যদি অত্যন্ত তড়কা বা উগ্রতা, রাগ ও বাতিক বৃদ্ধি হয়, পেট ফুলে ওঠে, যদি হাত ও পা থেকে থেকে কাঁপে বা নাচে, মুখের ও চক্ষুর মাংস সূত্রগুলিও নড়ে ও কাঁপে, তৎসঙ্গে খোকা মাথা চালে, ও পরেই ঝিমায়ে পড়ে, চক্ষু অর্দ্ধ-মুদ্রিত থাকে, জ্ঞান না থাকে, এক গাল লাল ও অপর গাল ফেকাসে থাকে, সর্ব্বদা অস্থির হইয়া গোঁয়ায় এবং পিপাসার জন্য হা করে বা মুখ খোলে তবে ৬ বা ১২নং ক্যামোমিলার বড়ী দিবে।

যদি মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হয়, মুখ লাল ও গরম থাকে, গলার ধমনী দপ্ দপ্ করে, খোকা ঘুমন্ত অবস্থায় চমকে চমকে উঠে, উহার চক্ষুর তারা বড় থাকে, হাত, পা অথবা সর্ব্বশরীর আড়ষ্ট থাকে, কপালে ও হাতের তালুতে শুষ্ক ও জ্বালাকর তাপ থাকে, জ্ঞান হইবার পর অসাড়ে প্রস্রাব হয়, অল্প স্পর্শে যদি খেঁচুনি ফিরে আসে এবং খেঁচুনির পূর্ব্বে খোকা হাসে, তবে ১০০ অথবা ২০০নং বেলেডনা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। তড়কা রোগে বেলেডনা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যদি তড়কা রোগের কোন কারণ জানিতে না পারা যায়, অথচ অল্প তন্দ্রাবস্থা হইতে খোকা হঠাৎ অত্যন্ত চীৎকার করিয়া ওঠে, সেই সময় সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠে, মধ্যে মধ্যে একটী অঙ্গের এক সময়ে খেঁচুনি হয়, যদি প্রত্যেক দিন অথবা এক দিবসান্তর এক সময়ে দীর্ঘ স্থায়ী (tonic) খেঁচুনি আরম্ভ হয় এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও ঘর্ম্ম হয় তবে ৬নং ইগ্নেসিয়া ঔষধের বড়ী খেতে দিবে। ভয়, শোক ও দন্তোদ্গম প্রযুক্ত খেঁচুনি এবং বাতিক ধাতু ইগ্নেসিয়া প্রয়োগ লক্ষণ।

সুশীলা। যে কয় প্রকার কারণে আক্ষেপ তড়কা বা খেঁচুনি হইতে পারে সে সমস্ত কারণ তালিকাকারে তোমায় বলি শোন ঃ—

পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ যথা ঃ—১। পোষণ ক্রিয়ার বিকৃতি বা ব্যতিক্রম জন্য যে সব রোগে তড়কা বা আক্ষেপ হয় সে সব রোগের নাম যথা ঃ—ক। বাল্যকালের অস্থি রোগ (rickets), খ। রক্ত-হীনতা (anaemia), গ। পুষ্টির দোষ বা অভাব (malnutrition), ঘ। উপদংশ (syphilis), ঙ। বিবিধ দুর্ব্বলকর ব্যাধিজনিত দুর্ব্বলতা। ২। পুরুষানুক্রমের ফল (Heridity) এবং স্নায়ু প্রধান ধাতু (nervous temperament).

উদ্দীপক কারণ (Exciting cause)—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উত্তেজনা যেমন ক। মস্তিষ্ক ঝিল্লী প্রদাহ (cerebral meningitis), খ। রক্তস্রাব (haemorrhage), গ। আব (Tumour), ঘ। স্ফোটক (abscess), ঙ। রক্ত চাপ প্রস্তুত হওন (Thrombosis and Embolism).

প্রত্যাবর্ত্তক উত্তেজনা বা কারণ (Reflex irritation):—

ক। অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য এবং কৃমি।

খ। প্রস্রাব আটকান।

গ। মুদো (phymosis)।

ঘ। পোড়া বা ঝলসান।

ঙ। থাইমাস্ গ্রন্থির বৃদ্ধি।

চ। দন্তোদ্গম কাল।

ছ। রাগ প্রভৃতি মানসিক উদ্বেগ।

রক্তের বিষাক্ততা বা টক্সিমিয়া (Toxemia) যথা ঃ—আরক্ত জ্বর, নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া, গ্যাস্ট্রো-এন্টিরাইটিস্, মিজল্স্ বা হাম জ্বর, টাইফয়েড্, ডিপ্থিরিয়া ও পার্টুসিস্ বা হুপিং কাশি রোগে আক্ষেপ বা তড়কা হইয়া থাকে।

আক্ষেপিক রোগ ধরিবার উপায় (Diaognostic Hints).

যদি দুর্ব্বল, শীর্ণকায় ও অনেক দিন হইতে ভুগিতেছে এরূপ রোগীর আক্ষেপ বা তড়কা হয় তাহা হইলে মস্তিষ্কের উত্তেজনা ঐরূপ আক্ষেপের সম্ভব কারণ বলিয়া বুঝিতে হয়; আর সবল ও সুস্থকায় বালক ও বালিকা-দের ঐরূপ আক্ষেপ হইলে উহার রিফ্লেক্স (reflex) বা প্রত্যাবর্ত্তক বা কোনরূপ তাড়স বা কারণ অনুমান করিতে হয়।

মূত্র পরীক্ষা (Urine)—প্রত্যেক আক্ষেপিক রোগীর মূত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবে উহাতে এল্‌বুমিন্ আছে কি না।

দন্তোদ্গম (Dentition)—দাঁত উঠিবার সময় ও স্নায়ুর উত্তেজনায় তড়কা হয়। যে সব ছেলেদের হাড় ভালরূপে বিকাশ না হয় তাহাদের প্রায়ই তড়কা হইয়া থাকে।

রোগের আক্রমণ (Onset of Acute Disease)—ভাল ছেলে, কোন অসুখ নাই, যদি হঠাৎ তাহার আক্ষেপ বা খেঁচুনি হয় তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার ফুস্‌ফুস প্রদাহ (pneumonia), আরক্ত জ্বর প্রভৃতি কোন তরুণ বা প্রবল জ্বর রোগের সম্ভাবনা হইতেছে।

মস্তিষ্ক রোগ (Brain disease)—মাথার মগজের রোগ-বশতঃ আক্ষেপ বা তড়কা কিম্বা খেঁচুনি হইলে বুঝিতে হইবে যে কোন স্থানে পক্ষাঘাত কিম্বা কাঠিন্য, বা চক্ষুর তারার পরিবর্ত্তন, অথবা চক্ষুর বিকৃতি প্রভৃতি কোনরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা আছে। মাস্তক ঝিল্লীর (Acute meningitis) তরুণ প্রদাহ হইলে সকল রোগীর প্রথম হইতেই জ্বর না হইলেও ঐ রোগ প্রযুক্ত আক্ষেপ হইতে পারে বুঝিতে হইবে।

পাকাশয় ও অন্ত্র (Stomach and Intestines)—খাদ্য-বাহী নলীর উত্তেজনা বা তাড়সে প্রায়ই তড়কা বা খেঁচুনি হয় ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। সুতরাং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, অনুপযুক্ত আহার ও কৃমি প্রভৃতি দোষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

মৃগী রোগ (Epilepsy)—ছোট ছেলেদের মৃগী রোগের

আক্ষেপ প্রায়ই হয় না, তবে পূর্ব্ব ইতিহাস অর্থাৎ পিতা মাতার মৃগীর ধাত কি না সন্ধান লইতে হয় এবং হঠাৎ খেঁচুনি তৎসঙ্গে কান্না বা প'ড়ে যাওয়া, জিহ্বা কামড়ান, প্রথমে দীর্ঘস্থায়ী খেঁচুনি এবং শেষে থেকে থেকে আক্ষেপ থাকিলে মৃগী রোগ বলিয়া অনেকটা স্থির হইতে পারে। জ্বরের সহিত তড়কা বা খেঁচুনি হইলে উহা মৃগী রোগ নয় বলিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে।

কৃমি (Entozoa)—যদি ফিতার মত ক্রিমি, গোল গোল ক্রিমি অথবা ছোট ছোট ক্রিমি বশতঃ আক্ষেপ বা খেঁচুনি হয় তাহা হইলে ক্রিমি বাহির হইয়াছে কি না জানিতে হয়। যদি বাহির না হইয়া থাকে তবে বাহির করিতে হয় তাহা হইলে রোগ ঠিক নিরূপণ হয়।

শ্বাসরোধ (Asphyxia)—এইরূপ আক্ষেপ সদ্যপ্রসূত শিশুর, হুপিং কাসি রোগে, লেরিংসের প্রদাহিক রোগে, লেরিংসের আক্ষেপিক রোগে, এবং নিউমোনিয়া রোগের শেষাবস্থায় শ্বাস বন্ধের আক্ষেপ দৃষ্ট হয়।

ভাবিফল (Prognosis)—ছেলেদের তড়কা বা খেঁচুনি হইলে প্রাণের আশঙ্কা বড় হয় না, তবে দীর্ঘস্থায়ী আক্ষেপ অথবা ঘন ঘন আক্ষেপ হওয়া, তৎসঙ্গে অত্যন্ত অবসন্নতা, ক্ষীণ নাড়ী, নীল মূর্ত্তি এবং তন্দ্রা বা আচ্ছন্ন ভাব থাকিলে মৃত্যু ঘটিতে পারে।

সুশীলা। দিদি! সে যাই হোক্ তুমি যেমন তড়কা রোগের চিকিৎসা বল্‌ছিলে তেম্নি বল এবং জেলে বৌয়ের খোকাকে শীঘ্র বাঁচাও।

সৌদামিনী। যদি দুর্ব্বলতা ব্যতীত তড়কার অপর কোন কারণ টের পাওয়া না যায়, তবে ৩০ বা ২০০নং কফিয়ার বড়ীতে উপকার পাওয়া যায়।

যদি হাঁপানিগ্রস্থ খোকার তড়কা হয় ও তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা, কষ্টকর বমন, পেটের অসুখ এবং তড়কার পূর্ব্বে, সঙ্গে ও পরে আলস্য ভাঙ্গার মত হাত ও পা প্রভৃতি ছড়ায় তবে ৬নং ইপিকার বড়ী উপকারী।

যদি তড়কাগ্রস্ত খোকার পেটে কৃমি থাকে, সেজেমোতা অর্থাৎ বিছানায় প্রস্রাব করা রোগ থাকে, প্রথমে বুকে খেঁচুনি হ'য়ে পরে হাত পা ও সর্ব্বশরীর আড়ষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে খোকার পূর্ব্ব হইতে নাক ও মলদ্বারে চুলকানি থাকে তবে ৬, ৩০, ১২ অথবা ২০০নং সিনা ঔষধের বড়ী ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দেখিতে পাওয়া যায়। ১ দশমিক স্যাণ্টনিন্ ক্রিমি রোগের অব্যর্থ ঔষধ।

যদি কৃমি থাকাতে আক্ষেপ বা খেঁচুনি হয়, তৎসঙ্গে পেট শক্ত ও ফুলা, হাত পা আড়ষ্ট ও নাড়া, ঢেকুর উঠা, লালপড়া, জ্বর ও ঘাম, এবং খেঁচুনির পর দুর্ব্বলতা থাকে তবে ৬নং মার্কুরিয়াস-ভাইভাস ঔষধের বড়ী ভাল। সিনা ঔষধের পূর্ব্বে ও পরে মার্কুরিয়াস খাটে ভাল।

যদি ভয়প্রযুক্ত খেচুনি হয়, তৎসঙ্গে সর্ব্বশরীর কম্পন, হাত পা নাড়া, খেঁচুনির সময় উচ্চ চীৎকার, অচৈতন্য, ঘড় ঘড়ে ও কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, পেট ফুলা ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং মুখ নীলবর্ণ প্রায় হয় তবে ৩ বা ৬নং ওপিয়াম ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

হঠাৎ ভয় পেয়ে আক্ষেপ তৎসঙ্গে মুখে বিকৃত ভঙ্গী ও ফেনা বা গাঁজলা থাকিলে ৬ বা ৩০নং হায়োসায়েমাস ঔষধের বড়ী দিবে।

উরু ও কুচকি প্রদেশ কেবল নাচিলে ৬নং রিয়াম ঔষধ ভাল।

ভয় প্রযুক্ত হঠাৎ আক্ষেপ ও জ্বর বশতঃ অথবা খোস পাচড়া হঠাৎ বন্ধ হওন হেতু খেঁচুনি হইলে তৎসঙ্গে হাত পা নাড়া ও অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ হইলে ৩০নং ষ্ট্রামোনিয়াম ঔষধের বড়ী উপকারী।

পুরাতন চর্ম্ম রোগ হঠাৎ মিলাইয়া গেলে যে আক্ষেপ হয় তাহাতে ৩০নং সাল্‌ফার ও ৩নং কুপ্রাম ঔষধের বড়ী খাওয়াইতে হয়।

তড়কা বা আক্ষেপ রোগের সংক্ষিপ্ত সার চিকিৎসা—

ভয় প্রযুক্ত আক্ষেপে ৩× ওপিয়াম; আঘাত প্রযুক্ত আক্ষেপে ৩×

সাইকুটা; কৃমির আক্ষেপে ১× স্যাণ্টনিন্; অজীর্ণ প্রযুক্ত আক্ষেপে ১× নক্সভমিকা; চর্ম্ম স্ফোট হঠাৎ বন্ধ হেতু আক্ষেপে ৩× কুপ্রাম; নিউমোনিয়া বা ফুসফুস প্রদাহের অঙ্কুরাবস্থায় আক্ষেপ হইলে ভেরেট্রাম ভিরিডি ১×; রাগ প্রযুক্ত আক্ষেপে ১২নং ক্যামোমিলা; দুঃখপ্রযুক্ত আক্ষেপে ৩নং ইগ্নেসিয়া; রক্তাধিক্য ও মস্তিষ্কের উত্তেজনা আক্ষেপে ৩ নং বেলেডনা এবং বালাস্থি রোগ (rachitis) বশতঃ আক্ষেপে ২× ফসফোরাস ঔষধ প্রয়োগ বিধি।

হঠাৎ মস্তিষ্কের উত্তেজনা বশতঃ আক্ষেপে মাথার জোড় উচু হইয়া উঠিলে গ্লনয়িন ৩×; আক্ষেপ বশতঃ মাথার জোড় বসিয়া গেলে ৬নং জিঙ্কাম ও ক্যাম্ফার; পৃষ্ঠমজ্জার (Spinal) উত্তেজনা হেতু আক্ষেপ হইলে ইগ্নেসিয়া ৩× এবং ষ্ট্রামো ৬নং; কৃমির আক্ষেপ হইলে ৩নং ইগ্নেসিয়া ও সিনা (স্যাণ্টনিনের মত) দন্তোদ্গম কালের আক্ষেপে ৩নং ইগ্নেসিয়া ও ১২নং ক্যামোমিলা; শিশুকালের আক্ষেপে কেলি-ব্রোম্ ঔষধের বিশেষ সুখ্যাতি আছে (আধা আধি আরোগ্য); খেঁচুনির সহিত কামড়ানিতে (Cramps) ৩নং ভেরেট্রাম-এল্বাম্ এবং ৬ নং কুপ্রাম; মস্তিষ্ক রোগ বশতঃ কাঠিন্যে ১× জেল্‌সিমিয়াম্ এবং বিনা কারণে (idiopathic) আক্ষেপ হইলে ৩নং হেলিবোরাস্ ঔষধ প্রয়োগ বিধি। একভাগ ক্লোরোফর্ম ২ ভাগ অলিভ্ তেলে মিশাইয়া পিটের শির দাঁড়ায় মালিস্ ফলপ্রদ হয়। ১৫ মিনিট অন্তর ২ বিন্দু ক্লোরোফর্ম গঁদ ভিজান জলে সেবন করান ভাল।

অন্যান্য উপায় দ্বারা চিকিৎসা।

GENERAL MEASURES.

রোগীর ঘর (Room)—অন্ধকার ঘরে ও নিস্তব্ধ ভাবে রোগীকে রাখিতে হয়।

স্নান (Bath)—৯০ ডিগ্রি তাপের গরম জলে ছেলেকে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া উহার মাথায় ঠাণ্ডা জলের পটি বসাইতে হয়। ১০ মিনিট কাল জলে রোগীকে রাখিতে হয়। প্রয়োজন হইলে সেই গরম জলে খানিকটা সরিষা চূর্ণ ফেলিয়া জল নাড়িয়া লওয়া যায়।

মস্তক (Head)—যদি ছেলের মাথা ঠাণ্ডা থাকে এবং মুখ মণ্ডল মলিন থাকে তবে কথনই ছেলের মাথায় ঠাণ্ডা জলের পটি দিবে না।

মাষ্টার্ড প্যাক (Mustard pack)—এক কোয়ার্ট গরম জলে ৪ ড্রাম সরিষা চূর্ণ উত্তম রূপে মিশাইয়া একখানা বড় তোয়ালে উহাতে ভিজাইতে হয়; পরে ঐ তোয়ালে উঠাইয়া উহার জল অনেকটা ঝরিয়া গেলেই উহার দ্বারা ছেলের পা থেকে গলা পর্য্যন্ত উত্তম রূপে ঢাকা দিয়া ১০।১৫ মিনিট রাখিতে হয়। ছেলের গাত্র লাল হইলেই তোয়ালে খুলিয়া আস্তে আস্তে গা মুছাইয়া দিতে হয়। প্রয়োজন হইলে এইরূপ ২।৩ বার করা যায়। মাষ্টার্ড ব্যাথ্‌ অপেক্ষা মাষ্টার্ড প্যাক্‌ ভাল।

অজীর্ণ (Digestive disorder)—পাকাশয়ে অজীর্ণভুক্ত দ্রব্য থাকিলে গলায় আঙ্গুল দিয়া ওয়াকার করাইয়া দিবে। বমন কারক ঔষধ খাওয়াইয়াও বমন করান যাইতে পারে। ডুস্‌ বা এনিমা দ্বারা দাস্ত করাইলে নীচের পেটের দোষ যায় অর্থাৎ দাস্ত খোলোসা হইয়া অন্ত্রের উত্তেজনা দূর হয়।

ক্লোরোফর্ম আঘ্রাণ (Chloroform)—উপরোক্ত বহুবিধ উপায় দ্বারাও যদি আক্ষেপ বা তড়কা দীর্ঘ স্থায়ী হয় তবে অগত্যা সাবধানে ক্লোরোফর্ম আঘ্রাণ দ্বারা আক্ষেপ নিবারণ করা যাইতে পারে।

ক্লোরাল্‌-হাইড্রেট্‌ (Chloral hydrate)—আক্ষেপ দীর্ঘ স্থায়ী হইলে অথবা ঘন ঘন আক্ষেপ বা তড়কা হইতে থাকিলে ক্লোরাল্‌-হাইড্রেট্‌ ব্যবহার করা যায়। মাত্রা—৬ মাসের ছেলেকে ৪ গ্রেণ

মাত্রা দেওয়া যায়। এক বৎসরের ছেলেকে ৬ গ্রেণ এবং ২ বৎসর ছেলেকে ৮ গ্রেণ মাত্রা ব্যবস্থা করা যায়।

প্রয়োগ প্রণালী—এক আউন্স গরম দুগ্ধে ক্লোরাল্ গলাইয়া একটি সোজা ক্যাথিটার বা নলের ভিতর দিয়া রেক্টামের কিঞ্চিৎ উপরে পিচকারী করিতে হয়, তৎপরে ছেলের দুই পাছা চেপে ধরিয়া রাখিতে হয়, যাহাতে পিচকারী করা ঔষধ না শীঘ্র বাহির হইতে পারে। প্রয়োজন হইলে এক ঘণ্টা বাদে আবার ক্লোরাল দুধে মিশাইয়া পিচকারী করা যাইতে পারে।

এমিল নাইট্রাইট্—মৃগীগ্রস্ত রোগীকে এমিল নাইট্রাইট্ আঘ্রাণ করাইলে ফিট্ বা আক্ষেপ কমিয়া যায়।

গ্লনয়িন্—মাথায় অত্যন্ত রক্তাধিক্য বশতঃ আক্ষেপ হইলে গ্লনয়িন্ উপকারী হয়।

শেষের চিকিৎসা (After treatment)—নিয়মিত ভাবে আহার দিতে হইবে, অতিরিক্ত আহার নিষিদ্ধ। কোষ্ঠ বদ্ধ দূর করিতে হয়। র‍্যাকিটিক্ ছেলেদের অর্থাৎ যাহাদের হাড় পলকা তাহাদের পুষ্টিকর আহার, বিশুদ্ধবায়ু সেবন, রৌদ্রে বেড়ান প্রভৃতি ব্যবস্থা করার বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে।

দাঁতওঠার কষ্ট।

DISORDERS OF DENTITION.

সুশীলা। দিদি! জেলে বৌয়ের খোকাকে গরম জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ও মস্তকে ঠাণ্ডা জলের পটি দিয়া আর বেলেডনার বড়ী খাওয়াতে খাওয়াতে কিছুক্ষণ বাদে খোকার চৈতন্য হইয়াছে। সে ক্রমে

ক্রমে ভাল হইয়া গিয়াছে। দেখ দিদি! তোমার চিকিৎসায় মুগ্ধ হ'য়ে জেলে বৌ এক জোড়া গঙ্গার টাট্‌কা ইলিস্ বাটীতে ফেলে দিয়ে গেছে।

সৌদামিনী। সুশীলা! প্রতিবাসীরা যেন কোন জিনিষ পত্র আর না আনে তুমি ভাল ক'রে বলে দিও।

সুশীলা। দিদি! পদ্মমাসীর খোকা দেখ্‌তে দেখ্‌তে আট মাসে পড়্‌লো এখনও তাহার দাঁত উঠিল না আর তাহার নানা রকম অসুখ হচ্চে। পদ্মমাসী ব্যবস্থা জান্‌তে এসেছে।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! ছেলেদের দাঁত উঠিবার সময় উহাদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না। এই সময় উহারা বড় অস্থির হয়। রাত্রিতে বড়ই অস্থির হইয়া থাকে। মুখ কখন ফেকাসে এবং কখন লাল ও গরম থাকে, দন্তমাড়ী ফোলে ও গরম থাকে, স্তন পান করতে পারে না, শিশু স্তনের বোঁটা ধরে ও তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দেয়, প্রত্যেক পদার্থ বিশেষতঃ স্তনের বোঁটা কামড়ায়, অনেক বার পাতলা পাতলা বাহ্যে যায়। এই সময়ে পেটের অসুখ এক রকম ভাল, কারণ মস্তিষ্ক ও ফুল্‌কো বা ফুসফুসে রক্ত জমিতে পারে না।

প্রথমতঃ ৬ মাসে নিচের মাড়ীর সাম্‌নে ২টী দাঁত বাহির হয়, মাস খানেক পর উপরের মাড়ীর সাম্‌নে দুটী দাঁত উঠে। ইহার পর নীচের দুই দাঁতের গায়ে আর ১টী দাঁত বাহির হয়, তৎপরে উপরের দুটী দাঁতের গায়ে আর ২টী দাঁত উঠে, ১০।১১ মাসের মধ্যে উপরের ৪টী ও নিচের ৪টী দাঁত উঠে। ১২ হইতে ১৫ মাসের ভিতর নীচে ও উপরের কসের ৪টী দাঁত প্রথম দেখা দেয়, ১৬ হইতে ২০ মাসের ভিতর চক্ষু দন্ত বা "কুকুরে দাঁত", এবং ২১ হইতে ৩০ মাসের ভিতর নিচের ও উপরের বাঁকি ৪টী কসের দাঁত উঠিয়া থাকে। অনেক স্থলে দাঁত উঠিবার সময় ঠিক থাকে না, কোন শিশুর জন্ম হইতেই দাঁত উঠিয়া থাকে, কাহারও বা জন্মের পর ২।৩ সপ্তাহে দাঁত উঠে, আবার কাহারও বা ১ বৎসর বয়স

হইলেও উঠে না। সুস্থ শিশুদিগের আহারাদির বিষয় তদারক করিলে দাঁত উঠিবার সময় বড় কষ্ট হয় না, শিশুদিগের দাঁত উঠিবার কালে পোয়াতীদের সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ কোন প্রকার গুরুপাক আহার একেবারে নিষিদ্ধ।

সুশীলা। দিদি! কি কি ঔষধ ব্যবহার করিলে দাঁত ওঠার কষ্ট নিবারণ হইবে।

সৌদামিনী। যদি জ্বর, অস্থিরতা, অনিদ্রা ও বেদনা থাকে তবে ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী সেবন করাইবে।

যদি তড়কা, তড়কার পর গভীর নিদ্রা, ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেয়ে চমকান ও চতুর্দ্দিকে ফেল্‌ফেলে দৃষ্টি, চক্ষুতে স্থির দৃষ্টি, চক্ষুর তারা বড়, সর্ব্বশরীর আড়ষ্ট, হাতের তালু ও রগে জ্বালা থাকে তবে ৬নং বেলেডনার বড়ী ব্যবস্থা।

পেট-মোটা ছেলের দাঁত উঠিতে বিলম্ব হইলে ৬নং ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী বড় উপকারী।

যদি রাত্রিতে অস্থিরতা, সর্ব্বদা জল তৃষ্ণা, নিদ্রাবস্থায় হাত ও পায়ের থেকে থেকে কম্পন ও আড়ষ্টভাব, অল্প শব্দে চমকান, সর্ব্বাঙ্গে তাপ, এক গাল ও চক্ষু লালবর্ণ, ফোঁফান ও গোঁয়ান, শীঘ্র শীঘ্র ও শব্দের সহিত শ্বাস প্রশ্বাস, থক্‌থকে কাশি, শুষ্ক ও গরম মুখ গহ্বর, পেটের অসুখ, মল জলবৎ, আমাশায় ও ঈষৎ সবুজ বর্ণ, (রাত্রিকালে বৃদ্ধি) প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ১২নং ক্যামোমিলা ঔষধের বড়ী ধন্বন্তরী। যদি সেজেমোতা, ঘুমন্ত অবস্থায় দাঁত কড়মড়, পেট শক্ত ও ফুলা, নাক খোঁটা, ও অত্যন্ত শুষ্ক কাশি থাকে তবে ৩, ৬, ৩০ অথবা ২০০নং সিনা ঔষধের বড়ী বড়ই উপযোগী। যদি এক সময়ে শিশু অত্যন্ত খিট খিটে থাকে ও না ঘুমায় কিন্তু অপর সময় শান্ত থাকে তবে ৩নং কফিয়া ঔষধের বড়ী ভাল।

যদি একটী একটী অঙ্গের কম্পন, সর্ব্বদা তাপাধিক্য, তৎপরে ঘর্ম্ম, এবং অল্প ঘুমন্ত অবস্থায় তীক্ষ্ণ চীৎকার ও সর্ব্ব শরীর কম্পন থাকে তবে ৬নং ইগ্নেসিয়া ঔষধের বড়ী উপযোগী। যদি বমনেচ্ছা ও বমন প্রবল থাকে ও সবুজ ও ফেনা যুক্ত ভেদ হয় তবে ৬নং ইপিকা ঔষধের বড়ী সেবন বিধি। যদি দন্তগাড়ী লালবর্ণ, সবুজ ভেদ ও সর্ব্বদা কোঁতানি থাকে তবে ৬নং মার্কুরিয়াস ঔষধের বড়ী ভাল।

মল সাদাটে অথবা গরম ও টক্ গন্ধ বিশিষ্ট হইলে তৎসঙ্গে মল দ্বার হাজিয়া গেলে ৩০নং সাল্‌ফার প্রয়োগ করিবে।

কাণপাকা।

DISCHARGE FROM THE EARS.

সুশীলা। দিদি! তোমার ক্যামোমিলা ও ক্যাঙ্কেরিয়া ঔষধে পদ্মমাসীর নাতীর দন্তোদ্গমের সুবিধা হয়েছে। খোকা এখন বেশ হাস্‌চে ও খেল্‌চে। দিদি! তেলী বৌ ছেলে নিয়ে এসেছে। সে বল্‌চে যে তাহার খোকার কাণ পেকেচে। দিদি! কাণ পাকার ঔষধ কি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! শিশুদের কাণের ভিতর প্রথমে খোল জন্মে। খোল জন্মিলে কাণ কট্‌কট্ করে, সুতরাং শিশুগণ চীৎকার করে, মাথা চালে ও ঘুমন্ত অবস্থায় চমকে ওঠে। এই সঙ্গে উহার জ্বরও হয়।

কাণের ভিতরের সঞ্চিত খোল বা ময়লা ক্রমে পাকিয়া পূঁয হয় ও সেই পূঁয ঝরিতে থাকে। বেদনা বা কাণের কট্‌কটানি নরম পড়ে। প্রচুর পরিমাণে পূঁয বাহির হইতে পারে; পূঁয প্রায়ই পীতবর্ণের হয়, কখন কখন ঈষৎ সবুজ ও কাল বর্ণের হইয়া বড়ই দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

সুশীলা। দিদি! কাণপাকা কিরূপে সারে?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! প্রথম বেদনা বা কট্‌কটানির সময়,

লক্ষণানুসারে ৬নং বেলেডনা, মার্কুরিয়াস, ক্যামোমিলা ও পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে।

যখন কাণ পাকিয়া উঠে, তখন লক্ষণানুসারে ৬নং মার্কুরিয়াস, পাল্‌সেটিলা, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব, রসটক্‌স ও সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী সেবন বিধি। যদি কাণের ভিতর ও বাহিরে চিড়িক্ মারে, গলা পর্য্যন্ত বেদনা হয়, কাণ স্পর্শ করিলে অথবা মাথা নাড়িলে বেদনা বাড়ে এবং বেদনা হঠাৎ আসে ও হঠাৎ ছাড়ে এরূপ হয়, এবং বেদনার তাড়সে মুখ চোক লাল হয়, তবে ৬নং বেলেডনার বড়ী দিবে।

যদি ঘাম হয়েও উপকার না হয়, কাণ হইতে গাল পর্য্যন্ত বেদনা, ও বেদনার সহিত অল্প অল্প হলদে বর্ণের রসগড়ানি থাকে, তবে ৬নং মার্কুরিয়াস ঔষধের বড়ী ভাল। মার্কুরিয়াসের পর ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী বেশ খাটে।

যদি কর্ণের ভিতর খোঁচানির মত বেদনা, কাণের ভিতর খোল না থাকা প্রযুক্ত শুষ্কতা এবং খিট্‌খিটে স্বভাব বশতঃ কান্না ও সর্ব্বদা কোলে বেড়াইবার ইচ্ছা থাকে, তবে ১২নং ক্যামোমিলার বড়ী উত্তম।

যদি কাণে অত্যন্ত বেদনা হয় ও এইরূপ বেদনার সঙ্গে সর্ব্বদা চক্ষু হইতে জল পড়ে, তবে ৬নং পাল্‌সেটিলার বড়ী ভাল।

যদি কাণের ভিতর ফোড়া হয় তবে প্রথমে ৬নং আর্ণিকা ও ৬নং বেলেডনার বড়ী খাওয়াইবে। তাহাতে বেদনা যদি নিবারিত না হয় ও সেই ফোড়া পাকে তবে ৬নং হেপার সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। শরীরের যেখানে ফোড়া হউক না কেন এই নিয়মানুসারে ব্যবস্থা করিবে।

সুশীলা। দিদি! কাণে ফুলা, বেদনা ও ফোড়ার প্রধান প্রধান ঔষধগুলি ত শিখাইলে, এক্ষণে কাণ পেকে গেলে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হবে শিখিয়ে দাও।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! কাণের প্রদাহ অর্থাৎ ফুলা ও বেদনাদি দূর হইলে অথবা ঐরূপ যন্ত্রণাদি থাকিলেও যদি কাণ পাকে এবং পূঁয বা রসানিতে গন্ধ না থাকে তবে ৬নং পাল্‌সেটিলার বড়ী খাওয়াইবে। কাণের ভিতর হইতে বেদনা যেন বাহিরে আসে, কাণ গরম ও লাল হয়, কাণে খোলষসংযুক্ত চুলকণা হয়, এই সমস্ত লক্ষণেও পাল্‌সেটিলা ঔষধ ভাল। হাম জ্বরের পরে কাণ বেদনা বা কাণ পাকায় পাল্‌সেটিলা বিশেষ উপযোগী হয়। উহাতে উপকার না হইলে ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে। আরক্ত জ্বরের পর কাণ পাকিলে প্রথমে ৬নং বেলেডনা ঔষধের বড়ী ব্যবহার্য্য। পরে মার্কুরিয়াস আবার কিছুদিন বাদে বেলেডনা উল্টেপাল্টে ব্যবহার করিবে। ইহাতেও উপকার না হইলে ৩০নং হেপার-সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকারী।

বসন্ত রোগের পর কাণ পাকিলে এবং পূঁযের সহিত রক্ত, কানের ভিতর বেঁদার মত যন্ত্রণা, কাণের বাহিরে ঘা ও কাণের পূঁযে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকিলে ৬নং মার্কুরিয়াস ঔষধের বড়ী ভাল। কিন্তু মার্কুরি বা পারা ঘটিত ঔষধ অনেক সেবিত হইলে ৬নং হেপার-সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। যদি অনেক পরিমাণে সাল্‌ফার ঔষধ সেবন করান হইয়া থাকে তবে প্রথমে ৬নং পাল্‌সেটিলা এবং কিছুদিন পরে ৬নং মার্কুরিয়াস ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে।

এইরূপ করিলেও যদি কাণ পাকা না সারে, তবে ছুরীর ডগায় যতটুকু পটাস ধরে ততটুকু গ্রহণ করিয়া এক বোতল বৃষ্টির জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ কাণ ধুইবার পর এক ড্রাম বা ছোট চামচের এক চামচ পরিমাণ ঐ ঔষধের জল কাণের ভিতর ঢালিয়া দিবে তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে।

দেখ সুশীলা! বিবিধ রোগের পর কাণ পাকার চিকিৎসা বলিলাম

কিন্তু সহজ কাণ পাকায় এইরূপ করিবে যথাঃ—যদি বহুদিন হইতে পূঁজের মত স্রাব হয় তবে ৬নং মার্কুরিয়াস ঔষধের বড়ী আট দিন খওয়াইবে। পরে ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাইতে দিবে। ইহাতেও উপকার না হইলে ৩০নং কাল্কেকার্ব্ব ঔষধের বড়ী সেবন করিতে দিবে। কাণ পাকার সহিত মাথাধরা থাকিলে ৩০নং মার্কু-রিয়াস, অথবা সাল্‌ফার, প্রথমে ব্যবস্থা করিবে, পরে ৩০নং বেলে-ডনা এবং ৩০নং লেকেসিস্ ঔষধের বড়ী খাইতে দিবে। ইহাতেও উপকার না হইলে ৩০নং সাইলিসিয়া ঔষধের বড়ী দুই দিন প্রাতে খাওয়াইয়া, এক বা দুই সপ্তাহের পর প্রয়োজন হইলে আবার খাওয়া-ইলে তাহাতে কাণ পাকা ও মাথাধরার উপকার হয়। বাত জনিত কাণ-পাকা-রোগ হইলে ৩০নং কষ্টিকাম ঔষধের বড়ীও উপকার করে। এরূপ পুরাতন কাণ পাকা রোগে পটাস দ্রাবের মত অল্প বোরাক্স ঔষধ ঐরূপ এক বোতল জলে মিশ্রিত করিয়া কাণের ভিতর অল্প ঢালিয়া দিবে।

সুশীলা। দিদি! কাণ পাকার গোড়া হইতে কি কাণের ভিতর পিচকারী দেওয়া ভাল নয়?

সৌদামিনী। অতি সাবধানে প্রথম হইতেই কাণ পরিষ্কার করিয়া রাখা ভাল। প্রত্যহ ২।৩ বার গরম জলে আস্তে আস্তে কাণের ভিতর পিচকারী করিবে। পিচকারী দেওয়ার পর অল্প তূলা দিয়া রাখিবে, কারণ, তাহা হইলে কাণের ভিতর ঠাণ্ডা বাতাস যায় না ও পোকা মাকড় ঢুকিতে পারে না। কাণ পাকিলে কাণের ভিতর কোন প্রকার তেল দেওয়া নিষিদ্ধ। যতক্ষণ কাণে খোল জমা থাকে ততক্ষণ কাণের ভিতর কেবল গ্লিসিরিণ ২।৪ ফোঁটা দিলে খোল গলিয়া যায়।

গরমী কালের ঘামাচি।

PRICKLY HEAT SPOTS.

সুশীলা। দিদি! তেলী বৌয়ের ছেলের কাণ পাকা তোমার পাল্‌সেটিলার বড়ীতেই সেরে গেছে। দিদি! ধোপা বৌ আমাদের কাপড় কেচে এনেচে। সে বল্‌চে যে তাহার ছোট ছেলের বড় ঘামাচি হয়েছে, একটু ঔষধ চাচ্চে।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! গ্রীষ্ম কালের গরমে ও ছেলেদের কাপড় জড়াইয়া রাখ্‌লে গায়ে বড় ঘামাচি হয়। ঘামাচির জন্য বড় ঔষধ খেতে হয় না। আপনাপনি ভাল হয়। তবে যদি সর্ব্বাঙ্গে অধিক পরিমাণে ঘামাচি হয় ও পেকে পেকে মামড়ী পড়ে অথবা সমস্ত লেপ্টে গিয়া ঘা হয়, তবে শিশু বড় গা চুলকায় সুতরাং জ্বালাতে সে বড় কাঁদিতে থাকে।

সুশীলা। দিদি! তুমি যা বোল্‌চো তাই হয়েচে।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! ঐরূপ হইলে ছেলেকে সর্ব্বদা স্নান করাইতে হয় অথবা গরম জলে গা ধুইয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার বাতাসে ছেলেকে লইয়া বেড়াইতে হয়; আর যদি জ্বর ভাব হয়, তবে ৬ বা ১২নং একোনাইট ও ক্যামোমিলার বড়ী দিতে হয়, অত্যন্ত বিজগুড়ি বাহির হইলে ৬নং রাসটক্স ঔষধের বড়ী দিবসে ৩ বার খাওয়াইতে হয়। উহাতে উপকার না হইলে ৩০ নং আর্সেনিক ও সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী ব্যবহার করিতে হয়। ঘামাচিগুলি পাকিয়া গেলে কয়েক দিবস ৩০ নম্বরের সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে আর শীঘ্র ঘামাচি হইতে পারে না।

ছোটমেয়েদের প্রদর।

WHITES OR LEUCORRHŒA OF CHILDREN.

সুশীলা। দিদি! ধোপা বৌয়ের ছেলের ঘামাচিগুলি রাসটক্স ও সাল্‌ফার সেবনে ভাল হয়েছে। বাগ্দী বৌয়ের মেয়ের প্রস্রাবের দ্বার দিয়া সাদা পূঁযের মত শ্লেষ্মা বাহির হয় ব'লে, সে তাঁহার মেয়ের জন্য ঔষধ নিতে এসেচে।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! কচি মেয়েদের পেটে কৃমি বা অজীর্ণ বশতঃ অথবা অপরিষ্কার থাকা বশতঃ এরূপ অসুখ হয়। এইরূপ স্থলে গরম জলে প্রস্রাবের দ্বার পরিষ্কার করিলে ও ৬নং ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ও তৎপরে প্রয়োজন হইলে ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দেখিতে পাওয়া যায়। বড় কৃমি থাকিলে ৬ বা ২০০নং সিনা এবং ছোট কৃমি থাকিলে ৬নং টিউক্রিয়াম ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

সুশীলা। দিদি! শুনেচি এই রোগ শীঘ্র থামেনা, অতএব তুমি এই রোগের যত ভাল ভাল ঔষধ আছে সব গুলির লক্ষণ উত্তমরূপে ব'লে শিখিয়ে দাও।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! যদি অনেক পরিমাণে হল্‌দে হল্‌দে ও জ্বালাকর স্রাব হয় এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে তবে ৩০ নং এলুমিনা ঔষধের বড়ী দিও।

যদি জলবৎ অথবা দুগ্ধবৎ ও জ্বালাকর স্রাব হয় আর মেয়ে যদি কাহিল থাকে তবে ৬ নং এমোন-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী দিবে।

যদি প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধবৎ অথবা ঈষৎ হল্‌দে স্রাব হয় ও মেয়ের যদি পা দুটী সর্ব্বদা ঠাণ্ডা থাকে তবে ৬ নং ক্যাল্ক-কার্ব্বের বড়ী খেতে দিবে।

গাঢ় সর বা ঘন দুধের মত স্রাব হইলে আর মেয়ের যদি অজীর্ণ লক্ষণ থাকে তবে ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ীতে বিশেষ উপকার করে।

যদি তলপেটের মধ্যে ও পাশে ব্যথা ও তৎসঙ্গে গাঢ়, ঈষৎ হল্‌দে ও দুর্গন্ধি স্রাব হয় তবে ৬নং সিপিয়া ঔষধের বড়ী উপকারী।

যদি শারীরিক কোন প্রকার স্রাব বশতঃ দুর্ব্বলতা হেতু প্রদর হয়, তবে ৬নং হেলোনিয়াস ঔষধের বড়ী ভাল।

যদি চট্‌চটে ও দড়ির মত এবং অত্যন্ত হল্‌দে স্রাব হয়, তৎসঙ্গে যকৃত ও পাকাশয়ের দোষ থাকে তবে ৬নং হাইড্রাষ্টিস ঔষধের বড়ী বড়ই উপকারী। এতদ্ব্যতীত, শীতল জল অথবা ক্যালেণ্ডুলা কিম্বা হাইড্রাষ্টিস ঔষধের জলে প্রদর পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য।

সেজে মোতা বা বিছানায় প্রস্রাব।

WETTING THE BED.

সুশীলা। দিদি! চাটুর্য্যেদের মেয়ে বের কনে হয়ে উঠলো এখনও রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে বিছানায় প্রস্রাব করিয়া ফেলে। তাহার মা আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছেন, ঐ দেখ তিনি এই দিকে তোমার সহিত দেখা কর্‌তে আসচেন, বোধ হয় ঐ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন।

চাটুর্য্যে গিন্নী। ওমা সৌদামিনী! শ্বশুর বাড়ী গিয়া কি নূতন চিকিৎসা শিখে এসেছ? বাছা! পাড়ায় তোমার সুখ্যাতি ধরে না, গরিব প্রতিবাসিনীগণ যখন তখন তোমার নূতন হোমিওপ্যাথি

চিকিৎসার প্রশংসা করে। সে যাহোক বাছা! আমার ত বড় বিপদ, আমার মেয়ে প্রমদা প্রত্যহ রাত্রিতে বিছনায় প্রস্রাব করে, এই সেজে মোতা রোগের কি কিছু ঔষধ পালা আছে?

সৌদামিনী। আপনি ভাবিত হবেন না, আমি সুশীলাকে দিয়ে ঔষধ পাঠিয়ে দিব, সেই ঔষধ খাওয়াইলেই ঐ রোগ ভাল হবে সন্দেহ নাই।

চাটুর্য্যে গিন্নী। দিও বাছা! একটু ঔষধ দিও, তোমার যেরূপ হাত যশ পাড়ায় শুনলাম, তাহাতে তোমার ঔষধে প্রমদা আমার নিশ্চয়ই শীঘ্র ভাল হবে।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা? নিম্নলিখিত কারণে মূত্র ধারণে অক্ষমতা হয়। যথা:—

১। স্নায়বিক (neurosis) কারণে অর্থাৎ বাতিকবৃদ্ধি হইলে ছেলেদের মূত্র ধারণে অক্ষমতা উপস্থিত হয়।

২। স্নায়ুর বিশেষ উগ্রতা হেতু রক্তহীনতা, মৃৎপাণ্ডু, পোষণ বিকৃতি, স্নায়ু বেদনা, তাণ্ডব, মৃগী, গুল্ম, বায়ু, শিরঃপীড়া এবং স্নায়ুশূল (Anaemia, Chlorosis, Epilepsy, Hysteria, Headache and Neuralgia) রোগে মূত্র ধারণে অক্ষমতা (enuresis) হয়।

৩। আবার সিষ্টাইটিস্, (মূত্রথালী প্রদাহ), ক্যাল্‌কুলাস্ (পাথুরি), অম্লযুক্ত প্রস্রাব (acid urine) মুদা (phymosis,) ব্যালানাইটিস্ বা লিঙ্গাবরণের ভিতর ক্লেদ বা ময়লা সঞ্চয়, মূত্রপথের সঙ্কীর্ণতা, ভাল্‌ভো-ভেজাই নাইটিস্ অর্থাৎ যোনির ভিতর প্রদাহ এবং ক্লাইটোরিস্ জুড়ে থাকা, পিন্ ক্রমি, মলদ্বার ফাটা, মলদ্বারে পলিপাস্ এবং পৈত্রিক ধাতু বশতঃও মূত্রধারণে অক্ষমতা উপস্থিত হয়।

সুশীলা। দিদি! সেজেমোতার বা মূত্রধারণে অক্ষমতার ঔষধ বলনা?

সেজে মোতা ছেলে ও মেয়েদিগকে শসা, তরমুজ প্রভৃতি সামগ্রী খাইতে নিষেধ করিবে। কেননা, ঐ সকল সামগ্রী আহার করিলে অধিক প্রস্রাব হয়। টক, ঝাল ও লবণাক্ত সামগ্রী খাইতে নিষেধ করিবে। প্রাতে দুগ্ধ ও জল পান করান ভাল। রাত্রিতে জলীয় পদার্থ পান করিতে দিবে না। দিনের মধ্যে সর্ব্বদা জল পান করিলে হানি নাই, কারণ, জল পান করিলে প্রস্রাবের অম্লত্ব নষ্ট হয়। রাত্রিকালে মাখন খাইতে বলিবে। রাত্রিকালে আহারের পরই শয়ন করিতে নিষেধ করিবে। বিলম্বে বিলম্বে প্রস্রাব করান ভাল, কিন্তু অত্যন্ত বিলম্বে প্রস্রাব করান বড় দোষের হয়।

চিত হইয়া শুইলেই যদি বিছানায় প্রস্রাব করে, তবে পাল্‌-সেটিলা, রাসটক্স, ফেরাম, সাল্‌ফার, ক্যাল্কেরিয়া এবং ব্রায়োনিয়া, চায়না, নক্সভমিকা অথবা ইগ্নেসিয়া ঔষধ উপকার করিয়া থাকে। আবার পাশ ফিরিয়া শুইয়া যদি প্রস্রাব করে, তবে বেলেডনা, মার্কুরিয়াস্‌, সাইলিসিয়া, সিনা অথবা কষ্টিকাম ঔষধ ভাল।

বেলেডনা ৩X—রাত্রিতে সেজে মোতার অভ্যাস পাওয়া, স্ফীংটার ভেসিকি নামক মূত্রথলীর মুখে যে পেশী মূত্র আটক রাখবার জন্য থাকে উহার শিথিলতা, অস্থির নিদ্রা ও পেশী কম্পন বেলেডনা প্রয়োগ লক্ষণ।

যদি খোকা ঠাণ্ডা ও কাঁদুনে হয়, সহজেই ফেকাসে বা লাল হয়, এবং উহার চোক ও চুল কাল থাকে, তেল বা ঘির সামগ্রী সহ্য না হয়, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ হয়, ছোট মেয়েদের প্রদর থাকে, রাত্রিতে প্রচুর ও জলবৎ প্রস্রাব অসাড়ে হয়, শিশুগণ যদি সর্ব্বদা পেটে ও মাথায় হাত দেয়, তবে ৩X বা ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী সেবন করাইবে।

যদি সেজে মোতা শিশুগণ সর্ব্বদা উপুড় হয়ে শয়ন করিয়া থাকে,

তবে ৬নং ক্যাল্কেরিয়া, কলোসিন্থ অথবা বেলেডনা ঔষধের বড়ী ব্যবহার করিতে হয়। অত্যন্ত রাগী ও খিট্ খিটে ছেলেরা সেজে মুতিলে ৩০নং নক্সভমিকার বড়ী উপযোগী। যদি ছেলের পাতলা চুল ও নীলবর্ণ চক্ষু হয়, তবে ৬নং রাসটক্সের বড়ী ভাল (বেলেডনার মত)। ছেলের মেজাজ বড়ই খিট্‌খিটে হইলে ও রাসটক্সে উপকার না দর্শিলে ৬নং ব্রায়োনিয়া ঔষধের বড়ী ভাল।

ফেকাসে ও পাতলা ছেলের যদি সর্ব্বদা শীত করে, তাহার হাত ও পা প্রায়ই ঠাণ্ডা থাকে, সমস্ত দিবস বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে ঘুমায়, ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে, প্রাতে উঠিতে চায় না, সর্ব্বদাই নাক দিয়া শর্দ্দি ঝরে, দুর্ব্বল চক্ষু, বাহিরের বাতাসে সর্ব্বদা জলপূর্ণ চক্ষু, শর্দ্দি বা ঠাণ্ডা লাগিলেই ভেদ অথবা কাশি প্রভৃতি লক্ষণ থাকে, তবে ৬নং ফেরাম ঔষধের বড়ী ভাল।

যদি ফেরাম দ্বারা উপকার না হয়, আর শিশু যদি অল্প কারণেই লালবর্ণ হয়, এবং সে মাথার উপর সর্ব্বদা হাত রাখে ও রাত্রিতে অস্থির হয়, তবে ৬নং চায়না ঔষধের বড়ী বড়ই উপকারী।

ফেকাসে ও রোগা ছেলের যদি পেটমোটা থাকে এবং সর্ব্বদা অসুস্থ হয়, স্নান করিতে বা গা ধুইতে চায় না, বরং অত্যন্ত কাঁদে, তবে উহাকে ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে।

যদি এস্‌ক্রুফুলা ঘটিত ছেলে মোটা হয় ও ফরসা থাকে, পেট্‌টা মোটা বেশী হয়, মুখ লাল থাকে, সর্ব্বদা জল পান করে সুতরাং সহজেই ঘর্ম্ম হয়, রাত্রিতে জাগিলেই মাথা চুলকায়, রাত্রিতে অনেকবার প্রস্রাব করে, দিবসে অনেক বার প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা থাকিলেও ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয়, তবে ৩০নং ক্যাল্ক-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী ব্যবহার করিবে। সাল্‌ফার ব্যর্থ হইলে এবং শিশু উপুড় হইয়া শুইলে অথবা সর্ব্বদা হাত মাথায় রাখিলে ক্যাল্ককার্ব্ব ঔষধের বিশেষ উপযোগীতা দৃষ্ট হয়।

যদি শিশু চিত হয়ে শয়ন করে, একগুঁয়ে ও কাঁদুনে হয়, উপুড় হয়ে শয়ন করে, দিবারাত্রি অসাড়ে প্রস্রাব করে, সর্ব্বদা ও অধিক পরিমাণে ফেকাসে প্রস্রাব হয়, সহজে ঘাম হয় ও ঠাণ্ডা লাগে তবে ৬নং বেলেডনা ঔষধের বড়ী উপকারী।

যদি শিশুর সহজে ঘাম হয়, সর্ব্বদা মাখন খাইতে ইচ্ছা হয় এবং প্রস্রাব গরম, জ্বালাকর ও টক্ গন্ধবিশিষ্ট হয়, তবে ৬নং মার্কুরিয়াস ঔষধের বড়ী খাওয়াইতে হয়।

পাতলা চুল, নীলবর্ণ চক্ষু, গলায় ফুলা ও ফোড়া, নখে ঘা, টীকা দিবার পর অসুখের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ৩০নং সাইলিসিয়ার বড়ী খাওয়ান ভাল।

যদি শিশু ঘুমন্ত অবস্থায় মাথা পশ্চাৎ দিকে হেলায় এবং ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পায় ও স্বপ্ন দেখে, নাক চুলকায় ও দাঁত কড়মড় করে তবে ৬, ৩০ বা ২০০নং সিনা ঔষধের বড়ীতে উপকার করে। এক দশমিক চূর্ণ সাণ্টনিন ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

কাল চুল, কাল চক্ষু, প্রথম ঘুমে সেজে মোতা, দিবারাত্রি অনেক বার প্রস্রাব, কড়া প্রস্রাব, কাশিলে বা হাঁচিলে প্রস্রাব, কেবল দিবা-ভাগে দাঁড়ান অবস্থায় মল মূত্র ত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণে ৩X, ৬ বা ৩০নং কষ্টিকাম ঔষধের বড়ী বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

প্রস্রাব গরম ও দুর্গন্ধ হইলে এবং ছেলে মাথায় হাত দিয়া চিত হইয়া শয়ন করিলে কখন কখন ৩০নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী উপকার করে।

গরম ও কড়া প্রস্রাব হইলে এবং মাথা পশ্চাদ্দিকে হেলাইয়া ঘুমাইলে ৬নং হেপার সালফারের বড়ী ব্যবস্থা হয়।

মূত্রে বড়ই দুর্গন্ধ হইলে ৬নং কার্ব্বোভেজ ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকার করে।

দুর্গন্ধ প্রস্রাব এবং মূত্রথালীর পূর্ব্ব রোগ বশতঃ সেজে মোতারোগে ৬নং ডাল্কামারা ব্যবহৃত হয়।

চট্‌চটে প্রস্রাব, শিয়রের কাছে বাতি রেখে উপুড় হ'য়ে শয়ন প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং কলোসিন্থ ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করা যায়।

যে সব ছেলেদের সহজে নিদ্রাভঙ্গ হয় না, অথচ বিছানায় প্রস্রাব করে, উহাদিগকে ৬নং ক্রিয়োজোট ঔষধের বড়ী দেওয়া ভাল।

যাহারা রাত্রিতে প্রস্রাব করিয়া বিছানা ভাসিয়ে দেয় তাহাদিগকে ৬নং এসিড্-ফসের বড়ী খাওয়াইবে।

প্রস্রাবের পর কাঁতায় লাল গুড়ার মত দাগ লাগিলে ১২নং লাইকোপোডিয়াম ঔষধের বড়ী দিবে।

প্রথম ঘুমের কালে যদি সেজে মোতা রোগ থাকে তবে ৬নং সিপিয়া ঔষধের বড়ী ভাল।

ইকুয়িসিটাম্—যদি মূত্রথালীর উপর বেদনা, ঘন ঘন মূত্র বেগ, প্রস্রাবের পর বেদনা, বৃদ্ধগণের অসাড়ে মূত্রত্যাগ, পাগলদের মূত্রঝরা, দিবা ও রাত্রি প্রস্রাব ঝরা প্রভৃতি লক্ষণে ইকুয়িসিটাম মূল অরিষ্ট উপযোগী হয়। প্রয়োজন হইলে ৬ বিন্দু মাত্রায়ও মূল অরিষ্ট প্রয়োগ বিধি আছে।

বেঞ্জয়িক্ এসিড্—রাত্রিকালে অসাড়ে প্রস্রাব এবং কাল ও দুর্গন্ধ যুক্ত প্রস্রাব ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। মাত্রা—১ দশমিকের ৩ বিন্দু। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়েদের অসাড়ে প্রস্রাব হইলে ১০ বিন্দু মাত্রায় ভেলেরিয়ানেট্ অব্ এমোনিয়া ব্যবস্থা হয়।

জেল্‌সিমিয়াম্ মূল আরোক অথবা ৩× —বাতিক বৃদ্ধিযুক্ত ছেলেদের মূত্রথালীর গ্রীবার অর্থাৎ স্ফীংটার ভেসিকির আংশিক বা সম্পূর্ণ অসাড়তা বশতঃ মূত্র ধারণে অক্ষমতা হইলে জেল্‌সিমিয়াম্ উপযোগী হয়।

সাধারণ উপায় দ্বারা চিকিৎসা।

GENERAL MEASURES.

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে হয়, যথা—বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিশ্রম করা, অভ্যাস গুলি নিয়মে রাখা, কোনরূপ উত্তেজনা না হয়, নিদ্রা প্রচুর যাহাতে হয় সেই নিয়ম মত স্নান, দাম্ভ পরিষ্কার রাখা, নরম বিছানায় শয়ন না করা, বেশী গরম বস্ত্রাদি ব্যবহার না করা প্রভৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পথ্য—সহজে হজম হয় এরূপ আহার করিতে হয়, রাত্রিতে কম খাওয়া ভাল। অপরাহ্নে অল্প পরিমাণে জল পান করা যায়; মাংস, মিষ্টান্ন, মসলা, চা ও কফি সেবন নিষিদ্ধ।

অস্ত্রচিকিৎসা—সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধেক মুদো (Para phymosis), লিঙ্গাবরণ যুড়িয়া থাকিলে (adherent prepuce), মূত্রনালী সঙ্কুচিত হইয়া গেলে (constricted meatus) এবং মূত্রথালীতে পাথুরী হইলে যদি মূত্র ধারণে অক্ষমতা হয় তবে সুশীলা দিদি! আমার এই ফোঁটায় কিছু হবেনা। যথাযোগ্য অস্ত্রচিকিৎসা করিতে হইবে।

কৃমি।

WORMS.

সুশীলা। দিদি! চাটুয্যেদের মেয়ে প্রমদার প্রায় কলসী কলসী মুত হয় শুনে তোমার ৬নং এসিড্-ফসের বড়ী খেতে দেওয়াতে, টুক্ করে লেগে গেছে। শুনছি, সে ঔষধ খেয়ে অবধি পাঁচ দিন বিছানায় প্রস্রাব করেনি। সে যাহা হোক্ দিদি! যে চাষা-বৌ আমাদের তরকারী যোগান দেয়, সে কেমন করে তোমার এই নূতন চিকিৎসার কথা শুনে তাহার ছেলে নিয়ে এয়েছে? কিন্তু দিদি গো! বল্‌তে গা

শিউরে ওঠে! শুন্‌লাম তার সাপের মত কৃমি বেরিয়েছে। উঃ মাগো! বেরিয়ে যেন কিল্ বিল্ করে, বোল্‌ছিলো। দিদি! কিসে কৃমি হয় আর তা নিবারণের উপায় কি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! অনেক কারণে পেটে ক্রিমি জন্মায়। ছেলেরা গুড়, পিটে, কলা, প্রভৃতি বদ হজমি জিনিস খেলে অথবা পোয়াতীরা যদি শোল মাছ বা পচা মাছ, মাংস অথবা তেল বা চর্ব্বিযুক্ত কোন প্রকার সামগ্রী আহার করে, তবে তাহাদের স্তন্যপায়ী শিশুদের পেটে কৃমি জন্মায়। আবার শিশুগণকে অত্যন্ত গরমে রাখিলে অথবা বাহিরে বেড়াইতে না দিলে এবং সর্ব্বদা কৃমির ঔষধ ও জোলাপাদি ব্যবস্থা করিলেও কৃমির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কৃমিরোগ হইতে অনেক রোগের উৎপত্তি হয়, কৃমি দূর করা সহজ, কিন্তু কৃমিজনিত যে সব রোগ হয় সে সব দূর করা বড় কঠিন।

সুশীলা। দিদি! কৃমি হইতে কি কি রোগ হয়?

সৌদামিনী। তড়কা, অনেক প্রকার খেঁচুনি রোগ, মৃগীরোগ, হাতঘুরান তাণ্ডবরোগ, ঘুমন্ত চ'লে যাওয়া, মাঝে মাঝে পক্ষাঘাত ও উন্মাদ প্রভৃতি স্নায়ুরোগ হইতে পারে।

কৃমি হইতে জ্বর, নাড়ীভুঁড়িতে রক্ত জমা, রজস্রাব, চর্ম্ম রোগ প্রভৃতি রোগ হইতে পারে।

কৃমি হইতে প্রদর, উদরাময়, রক্তামাশয়, ও কৃমিশূল উৎপন্ন হয় ইত্যাদি।

সুশীলা। দিদি! এই ভয়ানক কৃমিশত্রু দূর করিবার উপায় কি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! যে সকল শিশু সর্ব্বদা কৃমিতে কষ্ট পায়, উহাদিগকে রুটী, অধিক লবণ ও অখাদ্য খাইতে নিষেধ করিবে। পাকা ফল খাইতে উপদেশ দিবে।

সুশীলা। দিদি! ওসব যাক্, তুমি এখন ঔষধ বল?

সৌদামিনী। যদি শিশুর পেটে ক্রমি আছে এরূপ নিশ্চয় বলিতে পার, অথবা যদি দেখ যে খোকা দিন দিন রোগা হইয়া যাইতেছে ও সর্ব্বদা ন্যাকার করিতেছে তবে ৬নং ইপিকাক ঔষধের বড়ী খাইতে দিবে। যদি জিহ্বায় ময়লা থাকে ও মেজাজ বড় রাগী হয় তবে ৬নং কার্ব্বোভেজ ঔষধের বড়ী দিও, যদি তাহাতে কোন ফল না ফলে তবে ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী পরীক্ষা করিবে। যদি জোলাপ দেওয়া প্রযুক্ত পেটের অসুখ থাকে তবে ৬নং চায়না ঔষধের বড়ী দিও; আর যদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে তবে ৬নং নক্সভমিকার বড়ী ব্যবস্থা করিতে ভুলিও না। কিন্তু যখন ২।১টী ক্রমি বাহির হইয়াছে শুনিবে এবং যদি ছেলের বয়স বেশী হইয়া থাকে তবে তখনি ৩ ঘণ্টান্তর ২ গ্রেণ বা এক কুঁচ ওজনে ২নং স্যাণ্টনিন্ ঔষধের গুঁড়ো খাওয়াইতে বলিবে। প্রয়োজন হইলে ছেলেদের ¼ হইতে ½ গ্রেণ এবং যুবাদের ১ হইতে ২ গ্রেণ মাত্রায় স্যাণ্টনিন্ প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু শিশুর বয়স যদি অল্প হয় তবে ৬ বা ২০০নং সিনা ব্যবস্থা করিবে। ৩ হইতে ১৫ গ্রেণ মাত্রায় ন্যাপ্‌থালিন্ ব্যবস্থাও আছে।

ক্রমিশূল, সর্ব্বদা বমনেচ্ছা, মুখে সর্ব্বদা জল উঠা, সমস্ত পেট বিশেষতঃ নাভীর চারিপাশ শক্ত ও কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে অল্প অল্প আমের মত বাহ্যে প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে প্রথমে ৬নং একোনাইট; কয়েক ঘণ্টা বাদে ৬নং সিনা এবং তাহাতে কিছু না হইলে ৬নং মার্কুরিয়াস ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। ক্রমি প্রযুক্ত সকল অসুখের গোড়ায় একোনাইট ঔষধ দিতে ভুলিও না। একোনাইট বা অন্যান্য ঔষধ ব্যর্থ হইলে মার্কুরিয়াস ঔষধের পর ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী হয়। কখন কখন ক্রিমি রোগে যদি অত্যন্ত পিপাসা এবং চমকান ও ভয় বর্ত্তমান থাকে তবে ৬নং বেলেডনা ঔষধের বড়ী

দরকার হয়। দুরারোগ্য স্থলে কখন কখন ৩০নং লেকেসিস ঔষধের বড়ীও প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! ক্রমি কিসে জন্মায় আর তাহা নিবারণের উপায় কি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! নাড়ী ভুড়ির ভিতরের গাত্রে যে পর্দ্দা আছে, সেই পর্দ্দা যখন খারাপ হয় তখন উহার গাত্র হইতে অনেক পরিমাণে চটচটে শ্লেষ্মা বা আম বাহির হয় সেই আমে ক্রমির জন্ম হয়। পূর্ব্বে যে সব ঔষধের কথা শুনিলে, সেই সব ঔষধে ক্রমি মরিয়া বা বাহির হইয়া গেলেও ঐ আম বা শ্লেষ্মা শীঘ্র যায় না সুতরাং উহা দূর করিবার জন্য অবশেষে ৬নং মার্ককর, মার্ক-ডাল্‌সিস্, এণ্টিক্রুড্ বা ষ্টানাম ঔষধের বড়ী লক্ষণ অনুসারে খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

ছোট ক্রমি ও মলদ্বার সড়সড়ানি।

PIN WORMS, ANAL ITCHING.

সুশীলা। দিদি! চাষা বৌয়ের খোকাকে সিনা ঔষধ দেওয়াতে উপকার হয়েচে। সে খুব খুসী হয়ে আজ অনেক তরকারী দিয়ে গেছে; আচ্ছা দিদি! ছোট ছোট ক্রমির ঔষধ শিখিয়ে দাওনা।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! যদি মলদ্বারের ভিতর ও বাহিরে চুলকায়, বসিয়া থাকিলে অথবা চলিলে সড়সড়ানি বাড়ে তবে ৩নং নক্সভমিকার বড়ী খাইতে দিবে।

যদি নক্সভমিকা ঔষধে উপকার না হয়, আর ছেলের জ্বর ও রাত্রি-কালে অস্থিরতা হয়, তবে ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে উপকার না হইলে পরদিন প্রাতে

৬নং ইগ্নেসিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। পূর্ণিমার সময় মলদ্বারের সড়সড়ানি বাড়িলে ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী এবং অমাবস্তার পর অধিক চুলকণা হইলে ৩নং সাইলিসিয়ার বড়ী উপকার করে। এইরূপ করিয়াও যদি আবার পূর্ণিমার সময় বাড়ে ও রোগীর শ্লেষ্মার ধাতু হয় তবে ৩০নং ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী ভাল। এই সকল ঔষধ ব্যর্থ হইলে ৬নং ফেরাম ঔষধের বড়ী ভাল। মলদ্বারের সড়সড়ানির সহিত পেটের অসুখ থাকিলে ৬নং চায়না ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি সূত্রবৎ কৃমি বশতঃ মলদ্বারে চুলকণা ও টাটানি, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, পাকাশয় স্থানে বেদনা, নাক খোটা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, বাহ্যের সহিত কোঁতানি, নিদ্রার ব্যাঘাত এবং সার্ব্বাঙ্গিক অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৩নং টিউক্রিয়াম ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী।

এই সব ঔষধ পরীক্ষা করেও যদি মলদ্বারের চুলকণা বা সড়সড়ানি না যায় তবে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা করিতে হবে, যথা ঃ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি-পূর্ণ পাতলা পাতলা আম বাহির হইলে ৬নং এসারাম। ক্ষুদ্র ক্রিমি বশতঃ মলদ্বারে চুলকণায় ৬নং আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম। ক্রিমি-জ্বরে শূল ও খেঁচুনি থাকিলে ৬নং সাইকুটা। সন্ধ্যাকালে অনেকগুলি ছোট ছোট ক্রিমি বাহির হইলে ৬নং ডিজিটেলিস। মলদ্বারে চুলকণা এবং আমময় মলের সহিত কৃমি বাহির হইলে ৬নং ফেরাম-এসিটিকাম। রাত্রিতে মলদ্বারে চুলকণা ও খেঁচুনি হইলে ৬নং ইগ্নেসিয়া। প্রাতে ঘুমভাঙ্গার পর বা রাত্রিতেনিদ্রাবস্থায় মলদ্বারে চুলকণার জন্য ৩০নং ল্যাকেসিস। কৃমি বশতঃ পেট ভুট ভাট করিলে, প্রস্রাব শুকালে ও উহাতে লাল গুঁড়া থাকিলে ১২নং লাইকো-পডিয়াম। মলদ্বার হইতে কৃমি গুড় গুড় ক'রে বাহির হইলে ও পেট স্ফীত ও কঠিন থাকিলে ৬নং মার্কুরিয়াস। নাক খোঁটা,

অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, শেষ রাত্রিতে অনিদ্রা ও পেট বেদনা থাকিলে ৬নং নক্সভমিকা। সন্ধ্যায় মলদ্বারে চুলকণা ও চীৎকারের জন্য ৬নং ফস্‌ফরাস্‌। শ্লেষ্মা ও জল বমন, মুখে দুর্গন্ধ, এবং আমাশয় থাকিলে ৩নং পাল্‌সেটিলা। মলদ্বার, নাক ও কাণ চুলকাণ এবং পেটে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে এবং ৪ দিন অন্তর বাড়িলে ৬নং স্ব্যাবাডিলা। পেটমোটা ছেলের মাথায় ঘাম হইলে ও অমাবস্যার পর ক্রমি লক্ষণ থাকিলে ৬নং সাইলিসিয়া।

যদি জ্বর, পেটফোলা, কোষ্ঠবদ্ধ, নাভীতে বেদনা ও অত্যন্ত বুক ধড়ফড়ানি হয় তবে ৬নং স্পাইজিলিয়া।

পেট সেঁটে ধরা, বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা ও জাগিবামাত্র কুণ্ঠিত ভাব হইলে ৬নং ষ্ট্রামোনিয়াম। মলদ্বার হইতে ছাল উঠিয়া লাল ও পূর্ণিমায় বৃদ্ধি হইলে ৩০নং সাল্‌ফার। মলদ্বারে চুলকণা ও স্থানে স্থানে হুল ফুটান বোধ হইলে ৬নং আর্টিকা-ইউরেন্স। রাত্রিতে চুলকণা ও অঙ্গের খেঁচুনি এবং অনিদ্রার জন্য ৬নং ভ্যালেরিয়ান্‌। ভেদ, বমি ও ক্রমি লক্ষণ থাকিলে ১২নং ভেরেট্রাম-এল্‌বাম্‌। সিনার লক্ষণ থাকিলেও যদি উহাতে কোন উপকার না হয়, তবে ৬নং ভায়োলা-ওডোরেটা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

সুশীলা। দিদি! বাহিরে কিছু লাগাইলে কি উপকার হয় না?

সৌদামিনী। মলদ্বারে সুইট অয়েল রগড়াইলে চুলকণা কম হয়; অথবা আদত চর্ব্বি দিয়া রগড়াইলে চুলকণা নরম পড়ে, পোকা মরিয়া যায় এবং আর নূতন ক্রমির উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে শীতল জলের পিচকারী করাও ভাল। মলদ্বার সড়সড়ানি পৈত্রিক হইলে, লবণ জলের পিচকারী অথবা ইহাতে যদি উদরাময় হয় তবে শির্কা ও জল মিশ্রিত করিয়া পিচকারী করা যায়।

বোরাসিকএসিড চূর্ণ—ইহা দ্বারা মল দ্বার রগড়াইলে ঐ স্থানের সড়সড়ানি শীঘ্র সারিয়া যায়।

প্রত্যহ দুই এক বার লেবুর রস দ্বারা রগড়াইলে মলদ্বারের চুলকণা অত্যন্ত কমিয়া গিয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! ছোট ও বড় ক্রমির অনেক রকম ঔষধ বলিয়াছ। এক্ষণে ফিতের মত লম্বা ও মধ্যে মধ্যে গাঁটযুক্ত ক্রিমির বিষয় ও চিকিৎসা বলনা দিদি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! আমবস্তা ও পূর্ণিমার সময় চৌকো, চ্যাপ্টা ও কড়ে আঙ্গুলের মত ক্রমি ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাহির হইলে প্রথমে দুই দিন প্রাতে ৬নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইয়া, পূর্ণিমার সময় দুই দিন ৬নং মার্কুরিয়াস ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। আট দিবস পরে আবার দুই দিন ৩০নং সাল্‌ফার খাওয়াইবে। ৩০নং ক্যাল্ক-কার্ব্ব ঔষধ সেবন করাইলেও ফিতের মত ক্রিমি বাহির হয়। শূকরের মাংস প্রভৃতি আহার করিলে ফিতার মত ক্রিমি জন্মায়; সুতরাং আমাদের হিন্দুর ঘরের ছেলেরা এই ক্রিমিতে প্রায়ই কষ্ট পায় না। এই রোগে ফিলিকস-মাস্ ও রট্‌লেরিয়া বা কামালা ঔষধের আরোক ১ বা ২ ড্রাম কিঞ্চিৎ সিরাপের সহিত খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। শীঘ্র শীঘ্র বাহির করিতে ইচ্ছা থাকিলে, ছেলেকে এক বেলা উপবাস রাখিয়া, ৩০ বিন্দু ফিলিকস্-মাসের মূল আরোক খাওয়াইয়া পরে জোলাপ দিতে হয়। রট্‌লেরিয়া আরোকও ঐরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। পিউনিকা গ্র্যান্ অর্থাৎ দালিমের শিকড়ের ছাল চূর্ণ ১ হইতে ৫ গ্রেণ জল ও চিনির সহিত খাওয়াইয়া পরে জোলাপ দিলে ক্রমি বহির্গত হয়।

পাম্পাকিন্। অর্থাৎ লাউ বা কদুর বীচির শাঁস চিনি দিয়া বাটিয়া দুগ্ধে গুলিয়া পান করাইলে এবং পরে জোলাপ দিলে ফিতার মত ক্রমি বাহির হয়।

মাই-দুধ ছাড়ান।

WEANING.

সুশীলা। দিদি! আজ কেহই ছেলে নিয়ে আসেনি দেখ্‌চি। বোধ হয় সবাই ভাল আছে। এক্ষণে শিশুগণকে কত দিনে ও কিরূপে মাই ছাড়াতে হয় বল?

সৌদামিনী। ১০।১২ মাস শিশুর বয়স হইলেই মাই ছাড়াতে পারা যায়। কারণ, ঐ কালের মধ্যে প্রায় সব দাঁত ওঠে এবং ছেলেরা শক্ত জিনিস চিবাইতে পারে।

যদি ঐ কালের মধ্যে ছেলের মার স্বাস্থ্য ভাল না থাকে, অথবা উহার স্তনদুগ্ধ কম বা খারাপ হয়, এবং পোয়াতী অশুদ্ধ হয়, তবে আরও অগ্রে মাই ছাড়াতে হবে, নতুবা শিশুর অসুখের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

আবার, যদি শিশু দাঁতের তাড়সে অথবা অন্য কোন অসুখে কষ্ট পায় তবে শীঘ্র শীঘ্র দুধ ছাড়ান অন্যায়। কিন্তু এরূপ স্থলেও পোয়াতীর অসুখ থাকিলে মাই ছাড়ান কর্ত্তব্য।

শিশুর দাঁত উঠিলেই টুক্ টাক্ সামগ্রী খাওয়ানর অভ্যাস করান ভাল। কারণ, দুধ ছাড়াইবার সময় সহজেই কঠিন সামগ্রী হজম হয়।

বসন্ত ও শরৎ কালে দুধ ছাড়ান ভাল।

ছেলেকে দুধ ছাড়াবার পর সহজে হজ্‌মি ও পোষ্টাই হয় এরূপ আহার দিতে সুরু করাইবে, যথা—দুধ, রুটী, আরারুট, বার্লি, সন্দেশ, আলুসিদ্ধ ইত্যাদি।

পোয়াতী শিশুকে মাই দেওয়া বন্ধ করিলেও সাবধানে আহারাদি করিবে। যত দিন না তাহার দুধ বন্ধ হয় ততদিন সে গুরুপাক সামগ্রী আহার করিবে না। যদি মাই ছাড়ান প্রযুক্ত মাই ফোলে ও বেদনা করে তবে স্তনে গরম ঘি মাখাইয়া তূলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে, কখন

কখন বেশী তুধ আসিলে মাই গেলে ফেলা ভাল। ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিলে শীঘ্রই পোয়াতীর স্তনের তুগ্ধ বন্ধ হইতে পারে।

শিশুর অজীর্ণ।

INDIGESTION.

সুশীলা। দিদি! মুখুয্যেদের গিন্নী বড় মেয়েকে দিয়ে তাঁর কোলের ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। শুন্‌চি খোকার বড় অজীর্ণ হয়, যা খায় তা হজম করিতে পারে না। ছেলেটিকে দেখে একটা ব্যবস্থা কর। কিসে অজীর্ণ হয় দিদি! আর তার ঔষধ কি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! পোয়াতীদিগের দোষে ছেলেদের অজীর্ণ রোগ হয়। তাহারা সর্ব্বদা শিশুদিগকে আহার করাইয়া এই রোগ ডাকিয়া আনে। শিশুদিগের ক্ষুধা না থাকিলেও তাহার ছেলে মোটা হবে বলে খাওয়ায়। এমন কি খোকা কাঁদিলেই পোয়াতী মনে করে যে খোকার খিদে পেয়েছে। আবার কোন কোন পোয়াতীর বার বার খাওয়াইবার পরিশ্রম বা কষ্ট হইতে এড়ান পাইবার জন্য ছেলের ক্ষুধা না থাকিলেও একেবারে ২।৩ বারের তুধ খাওয়াইয়া বসে। তাহারা এক বারও ভাবেনা যে কচি ছেলেরা একবারে অনেক পরিমাণে খাইতে পারে না। ছেলেদের মাঝে মাঝে অথচ অল্প পরিমাণে খাওয়ানই ভাল।

২।৩ ঘণ্টান্তর খাওয়ান উচিত। তুধ প্রভৃতি খাওয়াতে খাওয়াতে যদি শিশু আর খেতে না চায় তবে উহাকে আর খাওয়ান উচিত নহে। আহারেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অর্থাৎ কখন তুধ, কখন বার্লি, কখন এরারুট এরূপ খাওয়ান ভাল। তুধ জ্বাল দিয়ে খাঁটি বা গাঢ় করে খাওয়ান বড় দোষ। আবার সর খাওয়ান আরও দোষের কথা। এরূপ খাঁটি

বা ঘন দুধ ও সর খাওয়াইলে অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, পেটের অসুখ, লিভার অর্থাৎ যকৃত বৃদ্ধি প্রভৃতি হরেক রকমের ব্যাধি উপস্থিত হয়। এক বলকে দুধ ঠাণ্ডা ক'রে শিশুকে খাওয়ান কর্ত্তব্য। ভাল বার্লি উত্তমরূপ সিদ্ধ ক'রে ও ছেঁকে এবং অল্প মিষ্ট ক'রে মাঝে মাঝে খাওয়ান বড় ভাল।

সুশীলা। দিদি! খাওয়ানর দোষে এতদূর হয়? সে যাহা-হোক, অজীর্ণ রোগের ঔষধ কিরূপ? আর এই মুখুয্যে গিন্নীর খোকার উপায় কি তবে? দেখ দিদি! বড় মানুষদের ঘরে ছেলেদের প্রায়ই অজীর্ণ রোগ প্রবল, গরিবের ঘরে অনেক সময় খোকাদের প্রায়ই উপবাসে থাকিতে হয় কিন্তু তাতেও তাদের ছেলেদের এরূপ পেট মোটা ও হাত পা নলী নলী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। দিদি! অজীর্ণ রোগের ঔষধ বল না?

সৌদামিনী। অধিক আহার বশতঃ অজীর্ণ রোগে প্রবল বমনেচ্ছা, বমন ও তৎসঙ্গে ফেনাযুক্ত ভেদ থাকিলে ও চেহারা ফেকাসে হইলে ৬নং ইপিকাক ঔষধের বড়ী দিবে। উহাতে উপকার না হইলে এবং পেট ভারবোধ, বমনেচ্ছা, কাঁপুনি বা শীত হইলে, মুখ শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা না থাকিলে এবং সন্ধ্যাকালে অজীর্ণ বৃদ্ধি পাইলে ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিতে হয়। তেল বা ঘির সামগ্রী খেয়ে অসুখ হইলে এবং উহাদের ঢেঁকুর উঠিলে পাল্‌সেটিলা ঔষধ ভাল। মলে অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য বাহির হইলে, প্রত্যহ অপরাহ্নে নিয়মিত ভাবে এক সময়ে পেট বেদনা করিলে এবং জোলাপাদি দ্বারা শিশু দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ৬নং চায়না ঔষধের বড়ী ভাল।

কোষ্ঠবদ্ধের সহিত পেট বেদনা, অথবা অল্প অল্প মলত্যাগ, রাগে হাত পা ছোড়া, এবং তৎসঙ্গে বমন থাকিলে ৩নং নক্সভমিকা ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকার করে। বমনেচ্ছার সঙ্গে গা বিশেষতঃ মাথা গরম এবং অস্থিরতা থাকিলে ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী উপযোগী হয়।

সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও অত্যন্ত পেট বেদনা থাকিলে ৬নং ভেরেট্রাম-এল্‌বাম্ ভাল। মাথা ভার, পেট ভার ও পেট বেদনায় ১২ নং ক্যামোমিলা এবং ইহাতে উপকার না হইলে ৬নং নক্স ব্যবস্থা হয়।

এই সকল ঔষধে উপকার না হইলে এবং যদি প্রাতে আহারে অনিচ্ছা, বমনেচ্ছা, মুখের ভিতর বিস্বাদ ও আহারের দুর্গন্ধ ওঠা এবং জিহ্বা সাদা ও পেটের অসুখ থাকে, তবে ৬নং এণ্টিমক্রুড ঔষধের বড়ী দিবে; যদি মুখে তেতো জল ওঠে, অথবা তিক্ত আস্বাদন হয় আর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে তবে ৬নং ব্রায়োনিয়া ভাল। মুখের ভিতর দুর্গন্ধ হইলে ৬নং নক্স উপকারী। মুখের ভিতর পচা ডিমের মত গন্ধ হইলে ৬নং আর্ণিকা এবং মুখ উগ্র ও তিক্ত থাকিলে ৩০নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী প্রয়োজন হয়। গরম গরম রুটী ও পিটে প্রভৃতি আহার করিয়া পেট ফেটে যাবার মত হইলে ৬নং বেলেডনার বড়ী উপযোগী। কুল্‌পি বরফ সেবন জনিত অজীর্ণ হইলে ৬নং আর্সেনিক এবং বরফ জল সেবন জনিত অজীর্ণ তৎসঙ্গে উপর পেটে ফাঁপ ও উদরাময় থাকিলে ৬নং কার্ব্বোভেজ ঔষধের বড়ী ভাল। অত্যন্ত গরম সামগ্রী আহারে অসুখ হইলে ৬নং কষ্টিকাম ঔষধের বড়ী প্রয়োজন হয়।

অজীর্ণ সত্ত্বে বালি ও এরারুট্ ব্যতীত, অন্য কিছু আহার করিতে দিবে না।

রক্তামাশয়।

DYSENTERY.

সুশীলা। দিদি! মুখুয্যে গিন্নীর খোকাকে ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী ২টী ক'রে দিনে ৩ বার খেতে দিয়েছিলাম। তিন দিন খাওয়ান হইয়াছিল, শুনচি তার আর কোন অসুখ হয় না।

দিদি! বাঁড়ুযোদের বড় বৌয়ের ছোট ছেলেটি আজ ২০।২৫ বার রক্ত ও আম বাহ্যে যাচ্চে, তাহার মার হাতের জল শুকাচ্চে না; আর ছেলে বাহ্যের সময় কেঁদে অস্থির হচ্চে; শীঘ্র করে একটু ঔষধ দাও।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! উহাকে রক্তামাশয় রোগ বলে।

সুশীলা। দিদি! কি কারণে এই রোগ হয়?

সৌদামিনী। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিলে বিশেষতঃ ছেলেরা ঠাণ্ডা মাটীতে উপুড় হয়ে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িলে; দিনের বেলায় বড় গরম কিন্তু রাত্রিতে ঠাণ্ডা এরূপ কালে; এইকালে গরমের অবস্থায় হঠাৎ স্নানাদি করিলে কিম্বা অন্যরূপে হঠাৎ ঠাণ্ডা করিলে; যে সমস্ত সামগ্রী সহজে পরিপাক পায় না সেই সব সামগ্রী আহার করিলে; কাঁচা ফল ভক্ষণ করিলে; ভিজা ও সেঁথসেঁথে ঘরে বাস করিলে এবং প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাচুর্ভাব কালে এইরূপ রক্তামাশয় রোগ হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণ কি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! পেটের ভিতর যে নাড়ী-ভুঁড়ী থাকে উহার দুই অংশ আছে। উপরের দিকে ছোট ও নীচের দিকে বড় নাড়ী-ভুঁড়ি থাকে। এই দুই নাড়ী-ভুঁড়ী আলাদা নহে; একই নাড়ীর দুই অংশ মাত্র। ঐ বড় নাড়ী ভুঁড়ীর খোলের ভিতর যে পর্দ্দা আছে তাহাতেই প্রথমে ক্রমে ক্রমে টাটানি, ফুলা ও ঘা হয়। এই রোগে সর্ব্বদা কোঁতানির সহিত বাহ্যের চেষ্টা হয়। উক্ত নাড়ী-ভুঁড়ির ভিতর এরূপ যন্ত্রণা হয় যেন কাটিতে থাকে। অল্প ও ঈষৎ সাদাটে কিম্বা রক্ত ও আম মিশ্রিত বাহ্যে হয়, আদত মল বাহির হয় না।

এই রোগে অনেকবার বাহ্যে হয় বলিয়া অনেকে এই রোগকে পেটের ব্যারাম মনে করে কিন্তু তাহা নহে। বরঞ্চ এই রোগকে কোষ্ঠবদ্ধ রোগ বলা

উচিত, কারণ, এই রোগে যখন মল বাহির হয় তখন এই রোগ সারিতে থাকে। এই রোগে নানা বর্ণের বাহ্যে হয়। মলে বড় দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে রক্তামাশয়ের সহিত জ্বর হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই কষ্টকর রোগের ঔষধ কি কি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! যদি রোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর অর্থাৎ শুষ্ক তাপ, তৃষ্ণা ও অস্থিরতা, কোঁতানির সহিত রক্তমিশ্রিত, আমময়, অল্প ও ঘন ঘন বাহ্যে, রাত্রিতে বৃদ্ধি, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, সর্ব্বদা প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা এবং প্রস্রাব ঘোর লাল ও গরম থাকে তবে ৩নং একোনাইট ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি রক্তামাশয় হইবার পূর্ব্বে খোকার কোষ্ঠবদ্ধ ছিল এরূপ শোন, তবে ৬নং নক্সভমিকা, ব্রায়োনিয়া ও প্লাটিনাম অথবা মার্কুরিয়াস্, ষ্টাফিসিগ্রিয়া ও নেট্রাম্ নিউরিয়াটিকাম ঔষধের বড়ী লক্ষণানুসারে খাওয়াইবে।

যদি প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার আগে অথবা শয্যা হইতে উঠিলে বৃদ্ধি, নীচের পেট অপেক্ষা উপর পেটে বেদনা, অত্যন্ত কোঁতানির সহিত ঘন ঘন ও অল্প পরিমাণ বাহ্যে, কোমর ও উহার অল্প নীচে পর্য্যন্ত বেদনা, যেন ভেঙ্গে যায় এইরূপ বোধ, তাপ, পিপাসা ও আরক্ত-মুখ এবং প্রত্যেকবার বাহ্যের পর বেদনা ও খোঁচানির হ্রাস প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং নক্সভমিকা ঔষধের বড়ী খাওয়ান খুব ভাল। যদি বাহ্যে করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা, বাহ্যের সময় নাড়ি ভুঁড়ি সমস্ত বাহির হইয়া আসে এইরূপ বোধ, অত্যন্ত কুঁতিয়ে রক্তবর্ণ বা সবুজবর্ণ ভাঙ্গা ভাঙ্গা মল মিশ্রিত রক্ত, বাহ্যের পর কোঁতানির বৃদ্ধি (আগে তত নহে), বাহ্যের পর খোকাদের কান্না ও চীৎকার, স্তন পান করিতে অনিচ্ছা এবং অতি অল্প গরম ও রক্তবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ৬নং মার্কুরিয়াস্-ভাইভাস ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। যদি

বাহ্যে যাবার সময় অথবা পূর্ব্বে বড় কোঁতানি ও কষ্ট হয় তবে ৩নং নক্সভমিকা ঔষধের বড়ী উপযোগী হয়।

যদি প্রবল জ্বর, প্রস্রাব আটকান, বমনেচ্ছা, বমন, অত্যন্ত কোঁতানিতে অল্প ও আমরক্ত মিশ্রিত বাহ্যে, পেট ফুলা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং বেলেডনা ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল। কাঁদুনে ছেলে, ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পাওয়া, ঘুমিয়ে উঠে আবল তাবল বকা, শয্যা হইতে উঠিয়া অপর ঘরে যাইবার ইচ্ছা, শুষ্ক নীলবর্ণ জিহ্বা প্রভৃতি বেলেডনা ঔষধ প্রয়োগের লক্ষণ বলিয়া স্মরণ রাখিবে। একোনাইট ঔষধ ব্যর্থ হইলে বেলেডনা খাওয়াইতে হয়। জ্বর, তৃষ্ণা, মাথায় বাত বেদনা, বমনেচ্ছা, ময়লা জিহ্বা, তিক্ত আস্বাদ, হঠাৎ ঘর্ম্মরোধ হেতু রোগের উৎপত্তি ও অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণে ১২নং ক্যামোমিলা ঔষধের বড়ী ব্যবহার করিবে।

পালাজ্বর কালীন রক্তমাশয়, একদিন অন্তর বৃদ্ধি ও পঞ্জরের নিম্নে বেদনা এবং রক্তহীনতা প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং চায়না ঔষধের বড়ী উপকার করে।

জলবৎ বাহ্যের উপর রক্ত ও আম ভাসিয়া থাকিলে, এবং তৎসঙ্গে টক বমন, অত্যন্ত পিপাসা, পেটে কাটার মত বেদনা, প্রস্রাব বন্ধ, মলিন ও চোপসান মুখ, দুর্ব্বলতা ও পায়ের ডিমে খিল ধরিলে ৬নং ভেরেট্রাম-এল্‌বাম্‌ ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকার করে।

যদি পেটের মধ্যে গড় গড় শব্দ, বাহ্যের পূর্ব্বে তলপেটের নীচে ভারবোধ, বাহ্যের পর মূর্চ্ছা, রক্ত ও আটার মত বাহ্যে ও অত্যন্ত কোঁতানি এবং প্রাতঃকালে বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৩০নং এলোজ ঔষধের বড়ী উপকারী।

এইরোগে যদি অত্যন্ত পেট বেদনা করে, এমন কি যদি এরূপ বোধ হয় যে দুই পাতরের মধ্যে নাড়ী ভুঁড়ি রাখিয়া চাপিতেছে, রোগী

কোঁয়াইয়া পড়ে ও অস্থির হয় বাহ্যের সহিত রক্ত ও আম বাহির হয়, ঢোলের মত পেট ফোলে, পেটে চাপ বোধ হয়, পেট হইতে কম্প হইয়া সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হয়, জিহ্বায় সাদা ময়লা পড়ে এবং রাগ হইতে রোগ উৎপন্ন হয় তবে ৬নং কলোসিন্থ বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা লাগিয়া বা ভিজিয়া এইরোগ হইলে ৬নং ডাল্কামারা ঔষধের বড়ী দিবে।

ঘর্ম্মাবস্থায় বৃষ্টিতে ভিজিয়া বা স্নান করিয়া আমরক্ত বাহ্যে হইলে এবং বাহ্যের উপরিভাগে নানাপ্রকার আম ও রক্ত ভাসিয়া থাকিলে ৬নং রাসটক্সের বড়ী খাওয়াইবে।

আমরক্ত, পেট বেদনা, বাহ্যের পর শীত, অল্প ও রক্তবর্ণ প্রস্রাব প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং ক্যান্থারিষ ঔষধের বড়ী ভাল। আমময় মলে কাল-বর্ণের রক্তের ছিটা, পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা, পিঠে টেনে ধরার মত বেদনা, জল পান করিলে কম্পন, প্রস্রাবের থলী সেঁটেধরা ও রক্ত প্রস্রাব থাকিলে ৬নং ক্যাপ্সিকাম ঔষধের বড়ী উপযোগী।

দুর্গন্ধযুক্ত আম ও কাল রক্তের মত বাহ্যে, মলদ্বারে জ্বালা ও কোঁতানি, অসাড়ে বাহ্যে, দুর্গন্ধ প্রস্রাব, মুখে দুর্গন্ধ, অস্থিরতা, মৃত্যু ভয় ও নিশ্বাস ঠাণ্ডা এবং দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী বিশেষ ফলপ্রদ। আর্সেনিক দ্বারা উপকার না হইলে ৬নং কার্ব্বোভেজ ঔষধের বড়ী দিবে। কার্ব্বোভেজ সেবন করাইয়াও যদি দুর্গন্ধ থাকে তবে ৬নং চায়না ঔষধের বড়ী কয়েক দিবস খাওয়াইয়া আবার কার্ব্বোভেজ ঔষধ দিতে হয়। বরফ প্রভৃতি শীতল পানীয়ের পর রক্তামাশয় হইলে কার্ব্বোভেজ ও আর্সেনিক এই দুই ঔষধ উপযোগী হইয়া থাকে। গরম মশলাযুক্ত আহার এবং দুগ্ধ সেবন জনিত রক্তামাশয় হইলে কার্ব্বোভেজ যেমন উপযোগী, ফল প্রভৃতি ভক্ষণ জনিত আমরক্ত রোগে আর্সেনিক তেমনি উপকার করিয়া থাকে।

প্রত্যেক বার অন্নপ্রাস বা অন্য কোন কিছু আহারের পর অথবা কিছু পান করিলে পর যদি রক্তামাশয় রোগের বৃদ্ধি দেখা যায়, অর্থাৎ বাহ্যের সময় কোঁতানি প্রভৃতির বৃদ্ধি রাখে তবে ৬নং ষ্টাফিসিগ্রিয়া ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধের সহিত ৬নং কলোসিন্থ উল্টে পাল্টে কয়েক ঘণ্টান্তর খাওয়াইলে উপকার হইয়া থাকে। এই দুই ঔষধ দ্বারা কয়েকদিন উপকার হইয়া আর কোন উপকার না হইলে ৩০নং কষ্টিকাম ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকার করিয়া থাকে।

পেট কামড়ানি বা খোঁচানির সহিত অত্যন্ত রক্ত বাহ্যে হইলে ৬নং আর্ণিকা ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

প্রত্যেক বার বাহ্যের পর গোগোল্ বা সরলান্ত্র বাহির হইলে ৩নং পডোফিলাম ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

এইরোগে অত্যন্ত বমনেচ্ছা, বমন, এবং রক্ত বাহ্যে হইলে ৬নং ইপিকা ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

এই রোগ সারিতে বিলম্ব হইলে অথবা অন্যান্য ঔষধ দ্বারা অনেক উপকার হইয়া আর কোন উপকার করিতে না পারিলে, অথচ কোঁতানি প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এবং দুগ্ধ, মিষ্ট ও টক্ সামগ্রীতে ঘৃণা থাকিলে ৩০নং সাল্ফার ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকারী।

সুশীলা। দিদি! এই ভয়ঙ্কর রোগের পথ্য কিরূপ হবে?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! এই রোগে অত্যন্ত শীতল জল পান করিতে দিবে না, তাহা হইলে কোঁতানি ও শূল বেদনা বাড়িবে। ঘন ও কঠিন পদার্থ বা গুরুপাক সামগ্রী এককালীন নিষিদ্ধ। ফল মূল, উদ্ভিদ পদার্থ ও উত্তেজক পদার্থ প্রভৃতি খাইতে নিষেধ করিবে। কেবল পাতলা ঝোল, দুগ্ধ, এরারুট ও বার্লি খাওয়াইয়া রাখিবে।

গোগোল বা সরলান্ত্র বহির্গমন।

PROLAPSUS OF THE RECTUM.

সুশীলা। দিদি! বাঁড়ুয্যেদের বৌয়ের খোকাকে মার্কুরিয়াস্ ভাইভাস্ ঔষধের বড়ী খাওয়াতে রক্তামাশয় সারিয়া গিয়াছে। কিন্তু দিদি! খোকার বাহ্যের সময় মলদ্বার দিয়া কি একটী রাঙ্গাপানা বাহির হয় আবার কিছুক্ষণ বাদে ঢুকিয়া যায়। দিদি! ওটা কি দিদি? আব কি করে ওটা ভাল হবে?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! উহাকে গোগোল বেরোনো বলে, অর্থাৎ নাড়ী ভুঁড়ীর শেষ সরল অংশটী দুর্ব্বলতা হেতু বাহির হইয়া থাকে। পেটের ব্যারাম বা রক্তামাশয় রোগের কালে অনেক বাহ্যে হইলে রোগী দুর্ব্বল হয় বিশেষতঃ নাড়ী ভুঁড়ীর জোর থাকে না তাই কোঁতালে ঐরূপ গোগোল বাহির হয়।

সুশীলা। দিদি এর ব্যবস্থা কি?

সৌদামিনী। দাঁত উঠিবার সময় এইরূপ হইলে এবং খোকা বাহ্যের সময় বড় কাঁদিলে বা কোঁতাইলে ৬নং ইগ্নেসিয়া বা নক্সভমিকা ঔষধের বড়ী দিবে। যদি নাড়ী ফুলিয়া উঠে ও দেখিতে নীল ও লালবর্ণ মিশ্রিত হয় এবং বাহ্যের কালে উহা হইতে রক্ত পড়ে ও বেদনা করে. তবে প্রথম দিন ৬নং মার্কুরিয়াস এবং পরদিন ৬নং ইগ্নেসিয়া ব্যবস্থা করিবে। রক্তামাশয় রোগের পর এইরূপ হইলে ৬নং রুটা খাওয়াইবে। ৩০নং পডোফিলাম ঔষধের বড়ীও এই রোগে বিশেষ উপকার করে। বেড়াইবার কালে নীল ও লালবর্ণ মিশ্রিত গোগোল বাহির হইলে ৬নং আর্ণিকা ঔষধের বড়ী দিবে। সাদা ও লালবর্ণের গোগোল বাহির হইলে ও তাহাতে চুলকনা থাকিলে ৬নং এপিস ঔষধের

বড়ী বড় উপকারী। রোগ পুরাতন হইলে ৩০নং ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী সেবন ব্যবস্থা দিবে।

কর্ণমূলগ্রন্থি প্রদাহ।

MUMPS.

সুশীলা। দিদি! গাঙ্গুলীদের গিন্নীর ছোটছেলের কর্ণমূল ফুলেছে, তারা ছেলে নিয়ে এসেছে ও ঔষধ চাচ্চে।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! কর্ণমূল ফোলা কাণের ব্যারাম নয়। কাণের নীচে ও সাম্‌নে একটী বড় বীচি আছে, সেই বীচি হইতে প্রধানতঃ মুখে লালা আসে। ঠাণ্ডা লেগে, এই বীচিতে প্রায়ই ফুলা, রক্তাধিক্য, টাটানি ও যন্ত্রণা হয়। অধিক প্রদাহ হইলে খোকারা চিবাইতে বা ঢোক্ গিলিতে পারে না। এখানকার ফুলা ক'মে গিয়ে অন্য স্থানে ফুলা দেখা যায়। ৩।৪ দিন ফুলা ও যন্ত্রণা বাড়িয়া পরে কমিতে থাকে। অনেক সময় ঔষধাদি ব্যবস্থা না করিলে পাকিবার সম্ভাবনা থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের চিকিৎসা কিরূপ?

সৌদামিনী। খোকাকে ঠাণ্ডা না লাগে তজ্জন্য সাবধান হওয়া উচিত। খোকাকে ঘরের বাহিরে আসিতে দিবে না। তুলা বা কাপড় দ্বারা কর্ণমূল ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য। রেসমী বা পশমী কাপড় ঢাকা দিতে বারণ করিবে। সাগু বা এরারুট ব্যতীত ২।৪ দিবস কিছুই খাইতে দিবে না।

সুশীলা। দিদি! খেতে কি কি ঔষধ দিতে হয়?

সৌদামিনী। যদি ঠাণ্ডা লেগে কর্ণমূল ফোলে, রাত্রিতে কেঁপে জ্বর হয়, তৃষ্ণা ও ঘর্ম্ম থাকে, গিলিতে কষ্ট ও মুখ হইতে সর্ব্বদা লাল পড়ে তবে ৬নং মার্কুরিয়াস ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি গ্রন্থি বা বীচি অত্যন্ত ফোলে, লাল হয় ও বেদনা করে এবং চোয়াল আড়ষ্ট হয় তবে ৩ বা ৬নং মার্ক-আয়োড্ ব্যবস্থা করা যায়।

যদি জ্বর হয় অর্থাৎ গা গরম ও শুষ্ক এবং জিহ্বা ময়লাযুক্ত হয়, তবে ১ বা ৬নং একোনাইট ঔষধ দিবে।

যদি দক্ষিণ দিকের বীচিতে অত্যন্ত প্রদাহ হয় অথবা বীচি ঘোর লাল হ'য়ে বিসর্প বা নারাঙ্গার মত হয়, তৎসঙ্গে হঠাৎ ফুলা কমিয়া গিয়া মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, অজ্ঞানতা এবং প্রলাপ উপস্থিত হয়, তবে ১ বা ৬নং বেলেডনা ঔষধের বড়ী ২।৪টী করিয়া শীঘ্র শীঘ্র খাওয়াইবে।

যদি বামদিকের কর্ণমূল ফোলে এবং ফুলার বর্ণ কালাটে লাল হয় ও বিসর্পের মত শোথ বিশিষ্ট আকৃতি হয় তবে ৩ বা ৬নং রাসটক্স ঔষধের বড়ী ভাল।

যদি কর্ণমূলের ফুলা কমিয়া স্তন বা বীচি ফোলে তবে ৬নং পাল্‌সেটিলা। ঔষধের বড়ী দিবে। ইহার কয়েক দিন পরে আবার মার্কুরিয়াস ও সাল্‌ফার ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়।

হঠাৎ ফুলা কমিয়া মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশিত হইলে ৬নং ব্রায়োনিয়া ঔষধের প্রয়োজন হয়। পাকিবার সম্ভাবনা হইলে ৬নং হেপার-সাল্‌ফার।

যদি খোকার অল্প অল্প জ্বর হয় ও কর্ণমূলের বীচি কঠিন হ'য়ে থাকে, শীঘ্র মিলিয়ে না যায়, এবং যদি পূর্ব্ব হইতে ছেলের শরীরে পারার দোষ থাকে তবে ৬নং কার্ব্বোভেজ ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী হয়। কার্ব্বোভেজ ব্যর্থ হইলে ৬নং ককুলাস ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

বেলেডনার মত লক্ষণ আছে অথচ বেলেডনায় উপকার হচ্চে না, যদি এরূপ হয় তবে ৬নং হায়োসায়েমাস ঔষধের বড়ী উপকারী।

যদি বীচি বা গ্রন্থি শক্ত হইয়াই থাকে তবে ৬নং ব্যারাইটা-কার্ব্ব উপযোগী হয়।

হাম, বসন্ত, জ্বর ও পারার দোষহেতু কর্ণমূল-প্রদাহ হইলে অন্যান্য ঔষধের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সাধারণ উপায় দ্বারা চিকিৎসা।

GENERAL MEASURES.

রোগী (Patient)—রোগীকে বাটীর বাহির হইতে দেওয়া উচিত নহে। যদি বেশী অসুখ হয় তবে বিছানাতেই শোয়াইয়া রাখা কর্ত্তব্য।

স্থানিক ব্যবস্থা (Local)—সামান্য ফুলা হইলে কেবল তূলা বা গরম কাপড় দিয়া ঢাকিয়া বাঁধিয়া রাখা উচিত। যদি বীচিতে বেশী বেদনা হয় তবে ভেরেট্রাম-ভিরিডি ঔষধের মূল অরিষ্টে জল মিশাইয়া (এক ড্রাম ঔষধ ১৫ ড্রাম জল) সেই জল গরম করিয়া ন্যাকড়ায় ভিজাইয়া পটির মত বাঁধিতে হয়। মধ্যে মধ্যে ঠাণ্ডা হইয়া গেলে বদলাইয়া দিতে হয়।

অণ্ডকোষ (Testicle) বীচি ফুলিলে লেঙ্গুটি পরিতে হয় এবং রোগীকে শোয়াইয়া রাখিতে হয়।

স্তন (Mammæ) ফুলিলে রুমাল দিয়া উহা টানিয়া তুলিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

পথ্য (Diet)—এই রোগে গিলিতে কষ্ট থাকে, তজ্জন্য তরল পদার্থ আহার করা কর্ত্তব্য। যেমন দুগ্ধ, সুজি, ঝোল ইত্যাদি।

মস্তিষ্কে রস বা জল-সঞ্চয়।

TUBERCULAR MENINGITIS—ACUTE HYDROCHEPHALUS.

সুশীলা। দিদি! কামারদের বৌয়ের ছেলের কি হয়েছে দেখ? আমি ত এরূপ রোগ কখন দেখিনি।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা। এটি বড় শক্ত রোগ, খোকার মাথার ভিতর যে ঘির মত সামগ্রী আছে উহাতে প্রথমে রক্ত জমে, ক্রমে উহা হইতে রস বাহির হইলেই এরূপ মাথা বড় হয়। মাথা-মোটা কচি-ছেলেদের গায়ে খোস্, পাচড়া এবং বীচি আওরান প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে, উহাদের এরূপ রোগের সম্ভাবনা হয়?

সুশীলা। দিদি! কিসে এরূপ শক্ত রোগ হয়?

সৌদামিনী। সামান্য পেটের দোষ, হঠাৎ ঋতুপরিবর্ত্তন অর্থাৎ ঠাণ্ডা লাগা, দাঁত উঠবার সময়, কিম্বা হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগের পর এইরূপ রোগ হয়। যদি সময়ে চিকিৎসা না হয় তবে ছেলে প্রায়ই মারা পড়ে।

এই রোগ দুই প্রকার। অর্থাৎ কোন কোন রোগ আস্তে আস্তে প্রকাশ পায়, আবার কোনটী শীঘ্র ও প্রবল ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! আস্তে আস্তে প্রকাশ পাইবার লক্ষণ কিরূপ?

সৌদামিনী। কয়েক দিন হইতে প্রথমে ছেলের ক্ষুধা মান্দ্য, গায়ের স্থানে স্থানে বেদনা, বাহ্যের গোলমাল, মাথাধরা ও দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। এই সব লক্ষণের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে শীতবোধ, ফেকাসে মুখ ও মেজাজ বিকৃত হয়। পরে মাথা ব্যথার জন্য শিশু সর্ব্বদা মাথায় হাত দেয় ও সর্ব্বদা মাথা চালে। ইহার পর বমন, আলোক ও শব্দে বিরক্তি বোধ, অল্পেই শান্ত, আলস্য ও জ্বর প্রকাশ পাইতে থাকে। ক্রমে বমন বৃদ্ধি পায়, বাহ্যে হয় না, এবং ঘন ঘন অল্প প্রস্রাব হইতে থাকে। দিনে দিনে খোকা বোকার মত হয় এবং শীর্ণ হইয়া পড়ে। উহার নাড়ী দ্রুত বহে, রস জমিয়া মস্তিষ্কে চাপ পড়ে এবং শিশু চম্‌কায় ও চীৎকার করে, অথবা উহার অল্প বা অধিক বার তড়কা হয় এবং তৎসঙ্গে অজ্ঞানতা, চোক্ মিট্‌মিটানি, ও চক্‌চকে চক্ষু হইয়া থাকে। ২।৩ দিন এইরূপ অবস্থার পর প্রকৃত খেঁচুনি অথবা একেবারে মোহ বা অচৈতন্য উপস্থিত হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! শীঘ্র শীঘ্র এই রোগ প্রকাশ পাইবার লক্ষণ কিরূপ?

সৌদামিনী। হঠাৎ এই রোগের সঞ্চার হইলেই প্রবল জ্বর হয়। মাথায় অত্যন্ত যাতনা হয় সুতরাং শিশু আপন হস্ত দ্বারা সর্ব্বদা মাথা চাপে এবং ক্রমাগত ও প্রবল ভাবে মাথা চালিয়া থাকে। কিম্বা এরূপও হয় যে খোকা বোকার মত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে ও থেকে থেকে একরূপ বিকট চীৎকার করে। চক্ষু দুটী কখন কখন ভার ও মেটে মেটে বর্ণের হইতে পারে কিন্তু প্রায়ই চোক দুটী উজ্জ্বল লাল হয়, দৃষ্টি ফেলফেলে হয় এবং সর্ব্বদা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখিতে থাকে। চক্ষুতে অস্থিরতার প্রকাশ পায়। শিশু প্রায়ই ঘুমায় না, অথবা অল্প তন্দ্রা অবস্থা হইতে যেন ভয় পে'য়ে কেঁদে বা উচ্চ চীৎকার করিয়া ওঠে। এই সময় কিছুই ক্ষুধা থাকে না। বমনেচ্ছা ও বমন বর্ত্তমান থাকে, অবশেষে প্রবল জ্বর বশতঃ প্রবল শিরঃপীড়া, প্রলাপ এবং উচ্চ চীৎকার হইয়া থাকে। চক্ষু উজ্জ্বল থাকিলেও বসিয়া যায়, তারা ছোট হয়, আলোক সহ্য হয় না, এবং শব্দেও বিরক্তি বোধ হইয়া থাকে। নাড়ী কখন দ্রুত, কখন অসমান এবং কখন পর্য্যায়শীল হয়, বমন বন্ধ হয় না কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে। ক্রমে মস্তিষ্কের ভিতর যত অধিক পরিমাণে রস সঞ্চয় হইতে থাকে ততই অবসন্নতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। মাথাব্যথা কমিয়া আসে, মাথা চালিলেও তত কষ্ট হয় না, বকুনি কমিয়া যায়, চোকে ভাল দেখিতে পায় না, কাণেও ভাল শুনিতে পায় না, চকের তারা বড় হয়। খেঁচুনি বৃদ্ধি হয়, একদিকে খেঁচুনি ও অপরদিকে পক্ষাঘাত হইতেও পারে।

শিশু এই সময় থেকে থেকে তীক্ষ্ণ চীৎকার করে এবং সর্ব্বশরীরে অবসন্নতার লক্ষণ উপস্থিত হয়। বমন প্রায়ই বন্ধ হইয়া থাকে, কখন অসাড়ে বাহ্যে হয় কিন্তু প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। অবশেষে খেঁচুনি অথবা অচৈতন্য অবস্থায় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এইরূপ তরুণ ব্যাধির স্থিতি কতদিন? আর ইহার সুলক্ষণ কি?

সৌদামিনী। ৩ ঘণ্টা হইতে ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত। ঘাম ও প্রস্রাব বেশী হইলে সুলক্ষণ জানিবে।

সুশীলা। দিদি! মস্তিষ্কে রস বা জল সঞ্চার হইলে চিকিৎসা কি?

সৌদামিনী। আয়োডোফর্ম ২× চূর্ণ—প্রতি ঘণ্টায় এই ঔষধের একটী করিয়া চাকৃতি (tablet) সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। মাথা কামাইয়া তদুপরি আয়োডোফর্ম মলম লাগাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

প্রথম হইতে মাথায় ঠুলি করে বরফ দিবে। জ্বরের জন্য ১নং একোনাইট ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। মাথা যদি গরম, রগ দপদপানি, মাথা ব্যথা, বালিসের নীচে মাথা রাখা, আলোক ও শব্দে বিরক্তি, লাল, চকচকে ও বেরিয়ে পড়া চোক, প্রবল প্রলাপ বা বকুনি, তন্দ্রা বা মোহ, তৎসঙ্গে মধ্যে মধ্যে চীৎকার, তড়কা বা খেঁচুনি, বমন, এবং মধ্যে মধ্যে অসাড়ে ভেদ হইলে ৬নং বেলেডনার বড়ী ব্যবস্থা করিবে। মস্তিষ্কে রস বা জল জমিবার পূর্ব্বে এই ঔষধটী খাওয়াইবে। যদি প্রবল খেঁচুনি, সংজ্ঞালোপ, প্রলাপ, লালবর্ণ মুখ, ফেলফেলে ও স্থিরদৃষ্টি ও বিছানা হাতড়ান থাকে তবে ৬নং হায়োসায়েমাস্ ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

অত্যন্ত আক্ষেপ বা খেঁচুনি হইলে ষ্ট্রামোনিয়াম্ উপযোগী হয়।

এপিস্ ৩X—প্রথমাবস্থায় খেঁচুনি, তন্দ্রাযুক্ত নিদ্রা, মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ চীৎকার, চক্ষু মিট্‌মিট্ ও দাঁত কড়মড় প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে এপিস্ উপযোগী হইয়া থাকে।

যদি রস সঞ্চয় নিকট বলিয়া বোধ হয় বা হইয়া থাকে তৎসঙ্গে

যদি মুখমণ্ডল কালাটে লাল, শুষ্ক ওষ্ঠ, শুষ্ক ও কটা জিহ্বা, শীঘ্র শীঘ্র জলপান ও ঢোকগেলা, কোষ্ঠবদ্ধ, মূত্রবদ্ধ, মস্তকে শুষ্ক তাপ, তন্দ্রা এবং সর্ব্বদা চর্ব্বণ বা চিবান স্বভাব প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ৬নং ব্রায়োনিয়া ঔষধের বড়ী দিবে।

যদি মস্তিষ্কে রস সঞ্চয় হইলে পর মাথাচালা, বালিসের নীচে মাথার পেচুনটা গোঁজড়ান, গরম মাথা, এক বাহু ও এক পদের কম্পন, তন্দ্রার অবস্থায় চীৎকার, গোঁয়ান ও চমকান কিম্বা চোয়াল ঝুলে পড়া, সর্ব্বদা চর্ব্বণ বা চিবান. চোক কপালে তোলা, মিটমিট করা, আধবোজা চক্ষু, চক্ষুর তারা বড়, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ও কোঁকড়ান কপালে শীতল ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ৩x বা ৬নং হেলিবোরাস ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

মস্তিষ্কে রস সঞ্চয় হইলে যদি নাড়ী মৃদু, দুর্ব্বল ও অসমান, তন্দ্রা, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, নিদ্রায় চমকান ও খেঁচুনি থাকে তবে ৬নং ডিজিটেলিস ঔষধের বড়ী কখন কখন প্রয়োজন হইয়া থাকে।

তন্দ্রা, ঘড়ঘড়ে শ্বাস প্রশ্বাস ও জাগিলে মাথা ঘোরা প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং ওপিয়াম ঔষধের বড়ী উপকার করে। ঘোর কোমা বা সংজ্ঞাহীনতায় ৩x ওপিয়াম ভাল।

মাথাভার, মাথাব্যথা ও মাথাঘোরা, মাথার পশ্চাদ্ভাগে ব্যথা বা কামড়ানি ও পিপীলিকা চলনের ন্যায় সড়সড়ানি, তন্দ্রা, খেঁচুনি ও রাত্রিকালে অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং রাসটক্সের বড়ী ব্যবস্থা হয়।

সর্দ্দিজ্বর অথবা অন্যবিধ জ্বরের পর মস্তিষ্কে রস সঞ্চয় হইলে এবং তৎসঙ্গে মাথা গরম, গাঢ় তন্দ্রা, হস্তপদের কম্পন, ঠাণ্ডা হাত এবং নীলবর্ণ নখ প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং কিউপ্রাম ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

উপরোক্ত ঔষধগুলি শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য করিতে না পারিলে ৩নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী ২।৪ বার খাওয়াইয়া আবার ঠিক ঔষধ দিবে।

সুশীলা। দিদি! পুরাতন ভাবে মস্তিষ্কে জল বা রস সঞ্চয় হইলে কি কি ঔষধ দিতে হয়?

সৌদামিনী। গণ্ডমালা ধাতু থাকিলে ৩০নং ক্যাল্ক-কার্ব্ব ও ক্যাল্ক-ফস্‌ এবং গুটিকারোগ থাকিলে ৬নং সাল্‌ফার বিশেষ উপকার করিয়া থাকে।

সাধারণ উপায় দ্বারা চিকিৎসা।

GENERAL MEASURES.

রোগীর ঘর (Sick Room)—রোগীর ঘর নিস্তব্ধ, অন্ধকারযুক্ত এবং উত্তমরূপে যেন বায়ু সঞ্চালিত থাকে।

রোগী (Patient)—রোগীকে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্রাম করিতে দিবে। রোগীর মাথা কামাইয়া যতক্ষণ গরম থাকিবে ততক্ষণ মাথায় বরফের ঠুলি বসাইতে হইবে। রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে আর কিছুতেই মাথায় শৈত্য প্রয়োগ করিবে না। হাত ও পা ঠাণ্ডা থাকিলে থলিতে গরম জল পুরিয়া কিম্বা ফ্লানেল গরম করিয়া সেঁক দিতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি কামানো মাথায় উত্তম করিয়া আয়োডোফর্ম মলম মাখাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

পথ্য—রোগীকে টুক্‌রা টুক্‌রা বরফ অথবা শীতল জল পান করিতে দিতে হয় এবং দুগ্ধ ও সুরুয়া প্রভৃতি পথ্য দিয়া রোগীর বল বিধান করার আবশ্যক হয়।

মাথায় ও নাকে সর্দ্দি।

NASAL CATARRH & COLD IN THE HEAD.

সুশীলা। দিদি! কামারদের বৌয়ের খোকাকে ব্রায়োনিয়া দেওয়াতে সুবিধা হয়েছে। আজ চক্রবর্ত্তীদের বৌ ছেলে নিয়ে এসেছে। তার নাক দিয়া কাঁচা জল পড়চে। একটুকু ঔষধ দিতে হবে।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! খালি পায়ে বেড়িয়ে ও ঠাণ্ডা লাগিয়ে প্রায়ই ছেলেদের এইরূপ সর্দ্দি হয়। সর্দ্দিতে নাকের ভিতরের পর্দ্দা প্রদাহিত হয় অর্থাৎ উহা অল্প ও অধিক পরিমাণে লাল হয়, টাটায় ও ফুলিয়া থাকে এবং অবশেষে উহার গাত্র হইতে প্রচুর পরিমাণে জলবৎ শ্লেষ্মা বাহির হয় তজ্জন্য ছেলে নিশ্বাস ফেলিতে ও মাই টানিতে অথবা অন্য কিছু সামগ্রী খেয়ে ঢোক গিলিতে কষ্ট পায়। শিশুগণ সর্দ্দিতে প্রায়ই ফোঁৎ ফোঁৎ শব্দ করিয়া থাকে। সর্দ্দি পাকিয়া গেলে শ্লেষ্মা প্রায়ই গাঢ় ও হলদে বর্ণের হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! সর্দ্দি রোগের ঔষধ বলনা?

সৌদামিনী। সর্ব্ব প্রথমে একখানি ছোট চামচেতে এক বা দুই ফোঁটা কর্পূরের মূল আরক ফেলিয়া সেই চামচেখানি উহার নাকের কাছে একমিনিট ধরিবে। ২০ মিনিট অন্তর ৩।৪ বার ঐরূপে কর্পূরের আঘ্রাণ করাইলে শিশুর সর্দ্দির উপকার হয়। বড় ছেলে ও মেয়েদিগকে অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর ২।৪ বিন্দু কর্পূরের আরোক চিনিতে মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

এইরূপে সর্দ্দিতে সর্ব্ব প্রথমে কর্পূর আঘ্রাণ ও সেবন করাইতে পারিলে সর্দ্দি প্রায়ই দমন হয় অর্থাৎ ঠাণ্ডা কাটিয়া যায় ও বাড়িতে পায় না। কর্পূর ব্যর্থ হইলে লক্ষণানুসারে অন্যান্য ঔষধ চেষ্টা করিবে।

যদি প্রথমে শীত ও পরে জ্বর হয় তবে ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি উগ্র ও প্রচুর সর্দ্দি হয় তৎসঙ্গে জ্বালাকর অশ্রুপাত ও আলোকাতঙ্ক থাকে তবে ৬নং ইউফ্রেসিয়া ঔষধের বড়ী দিবে।

যদি নাকবদ্ধ বোধ হইলেও উহার ভিতর হইতে জলবৎ ও জ্বালাকর শ্লেষ্মা স্রাব হয়, নাকের ভিতর ও বাহিরে হেজে যায়, রাত্রিতে নিদ্রা না হয়, রাত্রিতে নাক দিয়া রক্তপাত হয় ও রোগী ছট্ ফট্ করে তবে ৬নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

প্রচুর পরিমাণে পাতলা, গরম ও জ্বালাকর শ্লেষ্মা স্রাব হইলে এবং তৎসঙ্গে সর্ব্ব শরীরে জ্বালা ও অবসন্নতা অনুভব হইলে ৬নং আর্স-আয়োড্ ঔষধ ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

দেশব্যাপী সর্দ্দি অর্থাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা নামক সর্দ্দি-জ্বরে সর্ব্বদা হাঁচি, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত নাসিকার ভিতর হইতে সর্ব্বদা জলবৎ শ্লেষ্মাস্রাব, দুর্গন্ধ প্রশ্বাস, মস্তকে ও গালে বেদনা, রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম্ম, প্রাতে সর্দ্দির বৃদ্ধি ও পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ৬নং মার্কুরিয়াস ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি মার্কুরিয়াস ঔষধ সেবন করাইয়া সর্দ্দির উপশম হইয়া আবার সর্দ্দি বাড়ে, তবে ৬নং হেপার ঔষধের বড়ী দিবে। ঘাম বন্ধ হইয়া ছেলেদের সর্দ্দি হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও শরীরের স্থানে স্থানে বেদনা থাকিলে হেপার-সাল্ফার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পূর্ব্বে ছেলের শরীরে পারা থাকিলে, অথবা অল্প ঠাণ্ডা লাগিলেই যদি সর্দ্দি ও মাথা ব্যথা হয়, এক নাক বুজে থাকে, এবং নাড়িলে মাথা ব্যথা বাড়ে তবে হেপার ভাল। এরূপ স্থলে হেপার ব্যর্থ হইলে ৬নং বেলেডনার বড়ী দিও।

ঘন ঘন হাঁচি, নাক বেদনা, গাঢ় শ্লেষ্মা স্রাব পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রের

নিকট শ্লেষ্মা সঞ্চয়, নাসা স্রাব, গলা বেদনা ও প্রচুর ঘর্ম্ম হইলে ৬নং মার্ক-আয়োড ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

অনেক ছেলের এক সঙ্গে সর্দ্দি হইলে, ভিজিয়া ও ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি পাইলে, প্রথমে বাম নাক, পরে দক্ষিণ নাক আক্রান্ত হইলে প্রচুর হাঁচি ও উগ্র শ্লেষ্মা স্রাব, নাকের ছিদ্র হইতে উপরের ওষ্ঠ পর্য্যন্ত শ্লেষ্মা গড়ান হেতু হাজা ও বেদনা, অশ্রুপাত, মাথা ব্যথা, কাশি, পিপাসা, তাপ, সমস্ত দন্তে বেদনা, রাত্রিতে ঘরের ভিতর বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে উপশম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ৬নং সিপা ঔষধের বড়ী ফলপ্রদ।

কোন কোন প্রবল সর্দ্দিরোগে নাক হইতে প্রচুর ও জলবৎ স্রাব হইলে এবং তৎসঙ্গে নাকে বেদনা ও ফুলা থাকিলে ৩০নং লেকেসিস্ ঔষধের বড়ী উপকার করে।

যদি দিবাভাগে তরল ও রাত্রিতে শুষ্ক সর্দ্দি, মুখগহ্বর শুষ্ক থাকিলেও কম তৃষ্ণা, বক্ষে চাপ বোধ, কোষ্ঠবদ্ধ, শরীরে পর্য্যায়ক্রমে তাপ ও শীত বোধ, এবং মাথায় ও মুখে অত্যন্ত গরম বোধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং নক্সভমিকা ঔষধের বড়ী ব্যবহার্য্য।

যদি সর্দ্দিতে কতক আর্সেনিক এবং কতকগুলি নক্সভমিকা ঔষধের লক্ষণ দেখা যায়, এবং সেই সর্দ্দি বিশ্রাম কালে বাড়ে ও কাজকর্ম্ম করিলে নরম থাকে ও অল্প ঠাণ্ডা লাগিলেই নাকবদ্ধ হয় তবে ৬নং ডাল্কামারা ঔষধের বড়ী ব্যবহার করিবে।

যদি আর্সেনিক ও নক্সভমিকার লক্ষণ থাকিলেও উহাদের দ্বারা কোন উপকার না হয়, তবে ৬নং ইপিকা ঔষধের বড়ী দিবে।

যদি সর্দ্দিতে নাক বেদনা কম, ক্ষুধা ও ঘ্রাণশক্তির এককালীন অভাব, ঘন ও পীতবর্ণের শ্লেষ্মা স্রাব, অথবা কখন কখন সবুজ ও দুর্গন্ধ স্রাব হয়, তবে ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী খেতে দিও।

যদি গাঢ় ও ঈষৎ হল্‌দে বর্ণের শ্লেষ্মা স্রাব হয় এবং নাক ও কাণ রাঙ্গা হয় এবং নাসারন্ধ্রে মামড়ী পড়ে, তবে ৬নং রাসটক্স ঔষধের বড়ী দিবে।

যদি ঘর্ম্ম রোধ হেতু উগ্র সর্দ্দি, নাকে ঘা, ওষ্ঠে হাজা, এক গাল লাল ও অপর গাল ফেকাসে, তৎসঙ্গে শীত ও পিপাসা থাকে, তবে ১২নং ক্যামোমিলার বড়ী খাওয়াইবে।

যদি সর্দ্দি অনেক দিন থাকে অথবা শীঘ্র শীঘ্র উহার পুনরাক্রমণ হয়, এবং কাণ ও নাক বুজে থাকে, অথবা কখন রস গড়ায়, তবে প্রথমে ৩০নং সাইলিসিয়া এবং তৎপরে ৩০নং কাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী দীর্ঘকাল খাওয়াইবে। শিশুগণের দাঁত উঠিবার সময় এইরূপ হয়।

সর্দ্দি বসিয়া গিয়া মাথা ব্যথা হইলে ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী ভাল। সর্দ্দি বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র আবার না গড়ালে ৬নং পাল্‌সেটিলা ও ৬নং চায়না ঔষধের বড়ী উপকারী। সর্দ্দি প্রযুক্ত বাম নাসিকার উপর অত্যন্ত বেদনা হইলে ৬নং স্পাইজিলিয়া ঔষধের বড়ী দিবে। যদি সর্দ্দিতে সমস্ত কপালে বিশেষতঃ উহার দক্ষিণ দিকে দপদপে বেদনা হয়, এবং অত্যন্ত হল্‌দে বর্ণের পূঁযের মত শ্লেষ্মা বাহির হয়, তবে ৬নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী দিতে ভুলো না। যদি সন্ধ্যাকালে কয়েক ঘণ্টার জন্য সর্দ্দি প্রযুক্ত মাথা ব্যথা হয়, তবে ৩০নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী দিবে। সর্দ্দিতে শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইলে ৬নং ইপিকা দিবে। উহাতে উপকার না হইলে ৬নং ব্রায়োনিয়া বা ৩০নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। এই সমস্ত ঔষধে উপকার না হইলে, ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

সর্দ্দি হইলে গরম জল ও গরম গরম দুগ্ধ সেবন করিতে বলিবে। গরম জলের ধূম আঘ্রাণ করিতে বলিবে। ঠাণ্ডা করিয়া অথবা ঔষধ খাওয়াইয়া হঠাৎ সর্দ্দি বন্ধ করিবে না। রক্ত অপরিষ্কার হইলেই সর্দ্দি হয়, সুতরাং সর্দ্দি ঝরিয়া রক্ত সাফ হয়। অজীর্ণ বশতঃ সর্দ্দি হয়।

অধিক মিষ্ট সামগ্রী সেবন বশতঃ সর্দ্দি হয়। নাকের ভিতর ধূলা ঢুকিলে যেরূপ হাঁচি হইয়া ধূলা বাহির হয়, সেইরূপ রক্ত অপরিষ্কার হইলে সর্দ্দি হইয়া রক্ত সাফ হয়।

শিশুগণকে শীঘ্র শীঘ্র স্নান করাইয়া মুছিয়া দিবে, পা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া সর্ব্বদা বাহিরের পরিষ্কার বায়ুতে বেড়াইতে দিলে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় নাক দিয়া নিশ্বাস টানিবার অভ্যাস করাইলে শীঘ্র সর্দ্দি হয় না।

কাসি।

COUGH.

সুশীলা। দিদি! কর্পূর খাওয়াইতেই চক্রবর্ত্তীদের বৌয়ের ছেলের সর্দ্দি অঙ্কুরেই ভাল হয়েচে। আজ দত্ত-বৌ ছেলের জন্য কাসির ঔষধ নিতে এসেছে। দিদি! কাসির ঔষধ কি বল না?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! মাথায় ঠাণ্ডা লাগিলে যেরূপ সর্দ্দি হয়, বুকে ঠাণ্ডা লাগিলে সেইরূপ কাসি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, শারীরিক বহুবিধ রোগ হইতে কাসি হয়। অতএব কাসিরোগের চিকিৎসা বড় শক্ত। কাসি প্রকৃত রোগ নয়, বহুবিধ রোগের একটী প্রধান লক্ষণ মাত্র।

সুশীলা। দিদি! সচরাচর যে সহজ কাসি ছেলেদের হয়, সেইরূপ কাসির চিকিৎসা বল, অন্যান্য রোগের কাসি সেই সং রোগ, বলিবার সময় বলিও।

সৌদামিনী। শ্বাসনলীর পর্দ্দাতে ধূলিকণা বা ঠাণ্ডা প্রভৃতি লাগিয়া উহাদের তাড়সে যে কাসি হয়, অথবা অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে যেরূপ কাসিতে ছেলেদের অস্থির করে, তাহার মোটামুটি চিকিৎসা বলি শোন।

যদি ঠাণ্ডা লাগিয়া কঠিন ও শুষ্ক কাসি এবং জ্বর হয়, তবে প্রথম হইতেই ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

রাত্রিতে প্রথম ঘুমের পরই কাসি হইলে ৩নং এরেলিয়া ঔষধের বড়ী চুষিতে দিবে।

তরল কাসি, প্রচুর শ্লেষ্মা ওঠা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও বমনেচ্ছা কিম্বা বমন থাকিলে ৬নং এণ্টিমটার্ট ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে।

শুষ্ক কাসি, বক্ষে চিড়িক্ বেদনা ও পীতবর্ণের শ্লেষ্মা থাকিলে ৬নং ব্রায়োনিয়া ঔষধের বড়ী উপকার করে। কৃমিপ্রযুক্ত শুষ্ক অথবা তরল কাসিতে ৬নং কিম্বা ২০০নং সিনা ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকারী।

আক্ষেপিক কাসি রাত্রিকালে বৃদ্ধি হইলে ৬নং ড্রসেরা ঔষধের বড়ী ভাল।

শুষ্ক কাসি রাত্রিতে শয়ন করিলেই বৃদ্ধি হইলে ৬নং হায়োসায়েমাস ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা দিবে।

আক্ষেপিক কাসিতে শ্লেষ্মা উঠিলে ও গা বমিবমি করিলে ৬নং ইপিকাক ঔষধের বড়ী খাওয়াইতে হয়। কর্কশ কাসি ও বক্ষের মধ্যস্থলের অস্থির নিম্নে বেদনা হইলে এবং রক্তমিশ্রিত বা ইষ্টক চূর্ণের মত শ্লেষ্মা উঠিলে ৬নং ফস্ফরাস ঔষধের বড়ী ব্যবহার্য্য।

রাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে তরল কাসি উঠিলে ৬নং পাল্সেটিলা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

শুষ্ক কঠিন ও কুকুর ডাকার মত কাসি, স্বরভঙ্গ এবং শ্বাসনলীর মধ্যে জ্বালা ও সুড়সুড়ি থাকিলে ৬নং স্পঞ্জিয়া ঔষধের বড়ী উত্তম কার্য্য করে। লেরিংস নামে শ্বাসনলীর প্রথম অংশের বাম দিকে হুল ফুটান বা চিড়িক মারা বোধ (যেন ঘা আছে) এবং ঐ স্থানের পুরাতন কাসি ও কিছুই শ্লেষ্মা না উঠা এই সমস্ত লক্ষণে ৬ ও ৩০ নং নাইট্রিক-এসিড ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকার করিয়া থাকে।

উগ্র কাসি, স্বরভঙ্গ, ঠাণ্ডায় কাসির বৃদ্ধি, গলায় শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি, এবং গিলিবার কালে গলার ভিতর এক চাপ শ্লেষ্মা বা ফুলা রহিয়াছে এরূপ অনুভব প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং হেপার সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

পুরাতন শুষ্ককাসি, কর্কশ ও শুষ্ক কণ্ঠ, বক্ষে টাইট বোধ, অথবা তরল কাসিতে সাদা বা ঈষৎ হলদে শ্লেষ্মা ওঠা প্রভৃতি লক্ষণে ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকারী।

কাসিতে গলা সাঁইসাঁই করে ও পরে সূতার মত লম্বা লম্বা ও চটচটে শ্লেষ্মা বাহির হয়, তৎপরে শ্বাসকষ্ট ও মাথা ঘোরা বর্ত্তমান থাকে এরূপ অবস্থায় ৬নং কেলি-বাইক্রম ঔষধের বড়ী বড়ই উপকারী।

পুরাতন সরল কাসি, রাত্রিতে বৃদ্ধি হইলে ৬নং মার্কুরিয়াস্ ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

অল্প অল্প শুষ্ক, ফাঁপা ও আক্ষেপিক কাসি, রাত্রিতে বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে গলায় সুড়সুড়ি বোধ, আরক্ত মুখ, মাথাব্যথা ও মাথায় রক্ত জমা প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী ফলপ্রদ।

সর্দ্দিতে জ্বর থাকিলে লঘু আহার ব্যবস্থা। প্রতিদিন সকালে স্নান করাইয়া পরে বেশ ক'রে গা রগড়াইয়া ও কাপড় জামা পরাইয়া রাস্তায় বেড়াইতে দিলে সহজে কাসি হয় না। প্রাতে খোকাদের ঠাণ্ডা জল পান করাইলে এবং উহাদের খেলার পর জল পান করাইলে কাসির উপশম হয় এবং সহজে কাসি হয় না। কাসি চেপে রাখিতে পারিলে কাসির কষ্ট কম হয়।

কেপিলারী ব্রংকাইটিস্।

CAPILLARY BRONCHITIS.

সুশীলা। দিদি! ছেলেদের জ্বর সংযুক্ত এক প্রকার শক্ত কাসি রোগ হয় আজ সেই বিষয় বল শুনি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা। ছেলেদের সেই জ্বর সংযুক্ত কাস রোগের নাম কেপিলারী ব্রংকাইটিস্। বয়প্রাপ্ত লোকদের ঠিক ঐরূপ হ'লে ব্রংকোনিউমোনিয়া নাম প্রাপ্ত হয়। কেপিলারী ব্রংকাইটিস রোগের বিষয় বলি শোন :—

অপর নাম (Synonym)—ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া শ্বাসবদ্ধকারী সর্দ্দি।

পরিচয় Definition—ক্ষুদ্রতর হইতে ক্ষুদ্রতম ব্রংকাই নলী-দিগের ভিতর শ্লেষ্মা সঞ্চয়, তৎসঙ্গে প্রবলজ্বর, শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যাবৃদ্ধি ও শ্বাস অবরোধ, রক্ত সঞ্চালনের বিঘ্ন, প্রথমে অল্প কাসি ও পরে অধিক শ্লেষ্মা বাহির হইলে কেপিলারী ব্রংকাইটিস্ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কারণ Causes—শৈত্য প্রযুক্ত এবং তাপের হঠাৎ পরিবর্ত্তন হেতু শিশুদিগের এই রোগ প্রধানতঃ হইয়া থাকে। হামরোগ ও হুপিং কাসির সহিত কেপিলারী-ব্রংকাইটিস্ অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নৈদানিক পরিবর্ত্তন Anatomical changes—ক্ষুদ্রতম ব্রংকাই নলীগুলির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে রক্তাধিক্য ও স্ফীতি দৃষ্ট হয়, উহা লাল হয় ও ফুলিয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে চিম্‌সে ও আঠাযুক্ত শ্লেষ্মা জড়াইয়া থাকে।

এই রোগে বায়ুকোষ প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে উহারা আক্রান্ত হইলে ক্যাটারাল-নিউমোনিয়ার অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যে কেপিলারী ব্রংকাইটিস্ রোগে বায়ুকোষ আক্রান্ত না হয়, সেস্থলে শ্লেষ্মাপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ব্রংকিয়াল নলীর ভিতর দিয়া ফুসফুসের বায়ুকোষ মধ্যে নিশ্বাস দ্বারা ভূবায়ু প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু প্রশ্বাসকালে উহা উক্ত রস পূর্ণ নলীর ভিতর দিয়া আর বাহির হইতে পারে না (শ্লেষ্মায় বাধা প্রাপ্ত হয়); সুতরাং বায়ুকোষগুলি পূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎ স্থানব্যাপী এম্ফিসিমা হয়; এরূপ এম্ফিসিমা অর্থাৎ বায়ুকোষের বায়ুপূর্ণাবস্থাকে ক্রিয়াবিকারজনিত এম্ফিসিমা কহে। যদি এরূপ হয় যে, ক্ষুদ্রতম ব্রঙ্কিয়োল গুলির শ্লেষ্মা পূর্ণতা হেতু উক্ত বায়ু আদৌ বাহির হইতে না পারে, তবে সেই বায়ু ফুস্ফুস্ মধ্যে শোষিত হয় এবং সেই ফুস্ফুস্ অংশ চুপ্‌সিয়া যায়। এই কলাপ্‌স অবস্থাকে এটেলেক্‌টেসিস্ কহে।

ব্রংকাইটিস্ রোগের প্রদাহ যদি ফুস্ফুসের এল্‌ভিয়োলাই পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় তবে ব্রংকোনিউমোনিয়া উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থা প্রায়ই শিশু ও বৃদ্ধদিগের হইয়া থাকে। এরূপ প্রদাহ ফুসফুসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ব্যাপিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং উহাকে লবিউলার নিউমোনিয়া কহে।

লক্ষণ Symptoms—তরুণ রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া কেপিলারী ব্রংকাইটিস্ উপস্থিত করিলে ব্রংকাইটিস্ লক্ষণগুলিই প্রকাশিত হইবে; কিন্তু প্রথম হইতেই যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেপিলারী ব্রংকাইগুলি আক্রান্ত হয়, তবে অগ্রেই শীতবোধ অর্থাৎ কম্প, শিরোবেদনা ও বমন হইয়া থাকে।

কেপিলারী ব্রংকাইটিস্ রোগের প্রধান প্রধান কয়েকটী লক্ষণ যথাঃ—

১। বক্ষের ভিতর অত্যন্ত বেদনা হয় অথবা আদৌ বেদনা হয় না, কিন্তু কাসি প্রযুক্ত বক্ষের পেশীতে প্রবল বেদনা হইয়া থাকে।

২। শ্বাস প্রশ্বাস এরূপ দ্রুত হয় যে প্রত্যেক মিনিটে গণনায় উহা ৫০ বার হইতে পারে। শ্বাস প্রশ্বাসের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ উহা হুইজিং বা ঝিঁ ঝিঁ শব্দের মত ও ক্রিপিটাস্ বা কেশমর্দ্দনবৎ কুরকুরে শব্দ মত হইয়া থাকে। নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং বোধ হয়

যে বক্ষের ভিতর ভূবায়ুর অভাব আছে ইত্যাদি। নাড়ী ও শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ আড়াইবার নাড়ী স্পন্দিত হইলে একবার শ্বাস প্রশ্বাস হয়। রোগ বাড়িলে সর্ব্বদা অথবা থেকে থেকে অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হয় এমন কি প্রবল শ্বাস অবরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে।

৩। অত্যন্ত ঘন ঘন ও প্রবল কাসি হয়, এবং কাসির আক্ষেপ হইলে রোগী উঠিয়া বসে ও সম্মুখে ঝুঁকিয়া থাকে এবং হাত দিয়া বক্ষ চাপিয়া ধরে।

৪। অতি কষ্টে গয়ার তুলিয়া থাকে। প্রথমে অল্প অল্প, পরে প্রচুর, আঠাযুক্ত ও ক্ষুদ্র ফাইব্রিণ-কাষ্ঠ সংযুক্ত শ্লেষ্মা বাহির হইয়া থাকে।

৫। সাধারণ লক্ষণ যথাঃ—প্রবল জ্বর হয়, ১০৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত শ্রান্তি ও দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়া থাকে। মূত্রে কদাচ সামান্য পরিমাণ অণ্ডলাল ও শর্করা দৃষ্ট হয়।

রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে ধীরে ধীরে শ্বাস-অবরোধ এবং শিরায় রক্ত সঞ্চয় আরম্ভ হয়।

এরূপ স্থলে শোণিত শোধিত হইতে না পারা প্রযুক্ত নাড়ী দুর্ব্বল ও কম্পনশীল হয়, এবং মুখ, ওষ্ঠ ও নখ প্রভৃতি নীলবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে; গাত্র শীতল, আঠাযুক্ত ও ঘর্ম্মাক্ত, মন অলস, এবং শিশুদিগের তন্দ্রা, অজ্ঞানতা ও আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া থাকে। শরীর নীলবর্ণ ধারণ করিলে কাসি ও শ্লেষ্মা ওঠা বন্ধ হয়, এবং শ্বাসকষ্ট ও দুর্ব্বলতায় মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে!

ব্রংকাই নলীগুলি শীঘ্র শীঘ্র শ্লেষ্মায় পূর্ণ হইলে কখন কখন দ্রুত বা হঠাৎ শ্বাস অবরোধ হইয়া থাকে, এরূপ স্থলে কাসি কম পড়ে, শ্বাস অগভীর হয়, এবং প্রশ্বাস শীতল হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে সান্নিপাতিক লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

শিশুদিগের কেপিলারী ব্রংকাইটিস রোগে দৌর্ব্বল্য, অপুষ্টি ও

রিকেট রোগ থাকিলে সহজে শ্লেষ্মা তুলিতে পারে না সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র রক্ত শোধিত হয় না। শিশুগণ গয়ার তুলিয়া গিলিয়া ফেলে, একারণ কাসির পর উহাদের জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ কাপড় দ্বারা মুছিয়া শ্লেষ্মা পরীক্ষা করিতে হয়। যুবকদিগের এইরূপ রোগ অতি বিরল। দুর্ব্বল ও বৃদ্ধদিগের ঐ রোগ হইলে জ্বর লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

রোগ নিরূপণ (Diagnosis)—শিশু-রোগীর বক্ষে চোঙ্গা (Stethoscope) বসাইয়া পরীক্ষা করিলে সমস্ত বক্ষের ভিতর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুড়পুড় বা কুর্‌কুর্ শব্দ শোনা যায়। ঐরূপ শব্দ আগুণে লবণ ছড়ানর মত শ্রুত হয়। উহাকে সাব্-ক্রিপিটাণ্ট রাল্‌স্ কহে। এতদ্ব্যতীত, বক্ষে কাণ পাতিলে বা চোঙ্গা দিয়া শুনিলে বক্ষের ভিতর স্বাভাবিক ভাবে যে সহজ শ্বাস প্রশ্বাস শব্দ থাকে (Distinct Respiratory murmur) উহা সেরূপ ভাবে আর শুনা যায় না। উহার বেগ বা সুর অতি ক্ষীণ হইয়া পড়ে (Weak respiratory murmur) এবং ঐ সময়ে বক্ষে ঠোকর মারিয়া পরীক্ষা করিলে ভাঙ্গা হাঁড়ী বাজার মত (Cracked pot) শব্দ শুনিতে পাওয়া গিয়া থাকে। যতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসনলীতে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়, অথবা ফুসফুসে রক্তাধিক্য, শোথ ও চোপসান অবস্থা হয় ততই ফুসফুসের তলদেশে স্বাভাবিক ফাঁপা শব্দের হ্রাস হয়। এতদ্ব্যতীত, জ্বর, দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস, সর্ব্বদা তন্দ্রাভিভূত থাকা, হাঁপিয়ে নীলবর্ণ হওয়া, ক্ষীণ ও দ্রুতনাড়ী এবং চটচটে ও শীতল ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ দেখিয়াও কেপিলারী ব্রংকাইটিস্ চেনা যায়। তৎপরে ব্রংকো-নিউমোনিয়া হইলে অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসনলীর প্রদাহ ফুসফুস পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ভাবী ফল (Prognosis)—বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক এই রোগের চিকিৎসা করিতে না পারিলে অথবা রোগের স্বতঃবৃদ্ধি হইলে ৬ হইতে ১২ দিনে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

এক মিনিটে ৬০ ও তদূর্দ্ধবার শ্বাসপ্রশ্বাস উঠিলে ও পড়িলে এবং এক মিনিটে ১৫০ বার নাড়ীর বেগ হইলে তৎসঙ্গে নাড়ী ক্ষুদ্র, সূত্রবৎ ও অসমান হইলে এবং মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ধারণ করিলে অশুভ লক্ষণ জানিতে হইবে।

সুশীলা। দিদি! কেপিলারী ব্রংকাইটিস্ ত সহজ রোগ নয়? বল বল, শীঘ্র এই রোগের চিকিৎসা বল শুনি।

সৌদামিনী। বলি শোন ঃ—

১। একোনাইট ১×,৩×,৩০—কেপিলারী ব্রংকাইটিস্ রোগে সর্ব্ব প্রথমে একোনাইট প্রয়োগ করিতে পারিলে কৈশিকা ব্রংকাইগুলিতে অধিক রক্ত সঞ্চয় হইতে পারে না এবং স্নায়ুর তাড়সও কমাইয়া বেদনা দূর করিয়া থাকে (Removes tension of the arteries and nerves)। সুতরাং ঐ রোগের প্রথমাবস্থায় ঠাণ্ডা ও পশ্চিমে বাতাস লাগিয়া কিম্বা কোন কারণে হঠাৎ ঘাম বন্ধ হইয়া যদি শীত, জ্বর, শুষ্ক ও উত্তপ্ত গাত্র, অস্থিরতা, পিপাসা, ঘন ঘন কঠিন ও গলা শুড় শুড় করিয়া কাসি, তৎসঙ্গে সর্ব্বদা লেরিংসে উত্তেজনা, তামাক সেবন করিলে, জল পান করিলে এবং রাত্রিকালে কাসির বৃদ্ধি, কাসিতে কাসিতে অল্প ও ফেনাযুক্ত গয়ার ওঠা এবং কদাচ রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা স্রাব প্রভৃতি একোনাইট প্রয়োগ লক্ষণ। রোগী অবসন্ন হইলে নিম্ন-ক্রম কিন্তু অস্থির হইয়া পড়িলে উচ্চক্রম ব্যবস্থা হয়।

ডাক্তার হিউজ বলিয়াছেন, এবং ঐ কথাই ঠিক, যে প্রদাহের প্রথমা-বস্থায় একোনাইট বিলক্ষণ উপযোগী হয় কিন্তু প্রদাহ বদ্ধমূল হইলে ও শ্লেষ্মা, রস বা পূঁয জমিলে একোনাইট কোন কাজেরই হয় না।

২। বেলেডোনা ২×—ডাক্তার বেয়ার বলিয়াছেন যে কেপি-লারী ব্রংকাইটিস্ রোগে প্রবল জ্বর ও ফুসফুসে রক্তাধিক্য হইলে একো-নাইট অপেক্ষা বেলেডোনা ঔষধের দ্বারা সেই জ্বরের শীঘ্র সাম্য হয়। তড়কা,

সরস ও উত্তপ্ত গাত্র, পর্য্যায় ক্রমে প্রলাপ ও মোহ, আরক্ত চক্ষু, গলার কেরোটিড্ ধমনীতে দপ্‌দপানি, শুষ্ক, কষ্টদায়ক ও আক্ষেপিক কাসি. ঘন ঘন ও অল্পক্ষণ স্থায়ী কাসি, কাসিতে কাসিতে গলার ভিতর গরম বোধ, সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত কাসির বৃদ্ধি, কুকুর ডাকার শব্দের মত কাসি, কাসিবা-কালে ক্রন্দন, তন্দ্রাযুক্ত অথচ অনিদ্রা, নিদ্রাবস্থায় চমকান, গয়ার না ওঠা, অথবা অত্যল্প গয়ার ওঠা, রক্তমিশ্রিত গয়ার ওঠা, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত কষ্টকর ও অসমান, বক্ষের ভিতর পূর্ণতা বোধ ও ফুসফুসে রক্ত সঞ্চয় এবং প্রাতে অধিক শ্লেষ্মা স্রাব প্রভৃতি বেলেডোনা প্রয়োগ লক্ষণ।

রক্তাধিক্যের অবস্থায় কেবল বেলেডোনা ব্যবহার্য্য।

৩। কেলি-বাইক্রম ৩× —যদি ট্রেকিয়াতে জ্বালাযুক্ত বেদনা, কর্ক্কশ ও শীশ দেওয়ার মত কাসি, তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও গলা সড়সড়ানি, কাসিতে কাসিতে দড়ির মত চিমসে শ্লেষ্মা ত্যাগ, গাঢ় শ্লেষ্মা ও পূঁয-মিশ্রিত গয়ার প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে কেলিবাইক্রম উপযোগী হয়।

৪। ইপিকাক্ ৩× —বক্ষের ভিতর সরস বা মিউকাস্ রাল্‌স্ বা শব্দ, গলা শুড়শুড় করিয়া আক্ষেপিক কাসি, তৎসঙ্গে শ্বাসকষ্ট, অত্যন্ত ও কষ্টকর বমনেচ্ছা ও বমন, কাসিবার কালে নীলবর্ণের মুখ হওয়া, শ্বাসপ্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ, তৎসঙ্গে উচ্চ শব্দবিশিষ্ট মিউকাস বা সরস রাল্‌স্ বা শব্দ হওন প্রভৃতি ইপিকাক প্রয়োগ লক্ষণ।

৫। কষ্টকর বমনেচ্ছা ও বমন ইপিকাক প্রয়োগের বিশেষ নিদর্শন। শীতল গাত্র, নীলবর্ণ ও অবসন্নতা এই তিনটি লক্ষণ অপেক্ষা এণ্টিম-টার্ট ঔষধের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ।

৬। এণ্টিম-টার্ট ৩× —কেপিলারী ব্রংকাইটিস্ রোগের ইহা একটি প্রধান ঔষধ। বক্ষের ভিতর বড় বড় বা জোর আওয়াজবিশিষ্ট রাল্‌স্ শ্রবণ, প্রবল শ্বাসকষ্ট, দমবন্ধ হওনের আশঙ্কা, বক্ষের ভিতর সাঁই সাঁই ও ঘড়ঘড়ে শ্লেষ্মা সঞ্চয়ের শব্দ, নীলবর্ণ, শীতল ঘর্ম্ম,

তন্দ্রা বা অজ্ঞানতা (Coma), ফুসফুসের পক্ষাঘাতের আশঙ্কা এবং অবসন্নতা, কাসির পর হাই তোলা, শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি, শিশুর সর্ব্বদা বেড়াইবার ইচ্ছা প্রভৃতি এণ্টিম-টার্ট ঔষধের বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ।

৭। ভেরেট্রাম এল্‌বাম ১×,৩×—যদি বক্ষের ভিতর ফুসফুসে শ্লেষ্মার ঘড়্‌ঘড়ানি, গাত্রে শীতল ঘর্ম্ম, নীলবর্ণ, অত্যন্ত স্নায়বিক অবসন্নতা, হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, কাসিতে কাসিতে অসাড়ে মূত্র-ত্যাগ, কোন কোন স্থলে ভেদ ও বমনের সহিত রোগের আক্রমণ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ভেরেট্রাম-এলবাম্ উপযোগী হইয়া থাকে।

অত্যন্ত অবসন্নতা, শীতল ও নীলবর্ণের গাত্র, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা এবং কোলাপ্স বা হিমাঙ্গাবস্থার সম্ভাবনা এই কয়েকটি ভেরেট্রাম প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ।

৮। আর্সেনিক ৩×—যদি শীতলবায়ু লাগিলেই গলা শুড়্‌শুড় করিয়া কাসি, কাসির সহিত শ্বাস কষ্ট; দুই প্রহর রাত্রিতে, শীতল পদার্থ পান করিলে, শয়ন করিলে, মানসিক উত্তেজনায় ও শারীরিক অঙ্গ সঞ্চালনে কাসির বৃদ্ধি, কঠিন ও আক্ষেপিক কাসি, কষ্টে অল্প অল্প চিম্‌সে ও ফেনাযুক্ত শ্লেষ্মা ত্যাগ, শ্লেষ্মা লবণাক্ত ও রক্তের ছিটযুক্ত, কাসিবার সময় কোমর হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত বেদনার বিস্তৃতি তৎসঙ্গে মানসিক উদ্বেগ, ধূসর বর্ণের স্ফীত ও চোপসান মুখ, সর্ব্বদা অস্থিরতা, কোল থেকে বিছানায় এবং বিছানা হইতে শিশুর ধাত্রীর কোলে যাওয়া, জ্বালাযুক্ত তাপ এবং অত্যন্ত পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে আর্সেনিক উপযোগী হয়।

৯। এমোন কার্ব্ব—কেপিলারী ব্রংকাইটিস্ রোগের অত্যন্ত বাড়াবাড়ির অবস্থায় বা শেষে যদি ফুসফুসে অত্যন্ত শ্লেষ্মা জমে, সর্ব্বদা কাসি হয় অথচ কিছুই না ওঠে, শ্লেষ্মা সঞ্চয় বশতঃ উচ্চ ঘড়্ঘড়ানি (rattling of large bubbles of mucus) অত্যন্ত অবসন্নতা, শীতল

ও নীল বর্ণের গাত্র, অত্যন্ত দুর্ব্বল বা ক্ষীণ নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় তবে ১ গ্রেণ এমোন কার্ব্ব ৬ আউন্স জলে গলাইয়া ও উত্তমরূপে ঝাঁকাইয়া অল্প অল্প সেবন করাইলে কথন কথন বিশেষ ফল দর্শে।

এণ্টিমটার্ট ব্যর্থ হইলে তবে এমোন-কার্ব্ব ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

১০। কুপ্রাম-আর্স ২x—কেপিলারী-ব্রংকাইটিস রোগের উপসর্গ স্বরূপ বমন, বেদনা এবং উদারময় নিবারণার্থে কুপ্রাম-আর্স ব্যবহৃত হয়।

১১। সেনেগা ২x—সর্ব্বদা বা প্রায় অবিরাম কাসি, অত্যন্ত চিমসে শ্লেষ্মা সঞ্চয় কিন্তু কিছুতেই কিছু ওঠে না, অনেক পরিশ্রম করিয়া কাসিয়া তবে তুলিতে হয় তৎসঙ্গে বক্ষের সকল স্থানে বেদনা প্রভৃতি সেনেগা প্রয়োগ লক্ষণ।

১২। ফেরাম-ফস্ ২x—দুর্ব্বল রোগীর প্রথমাবস্থায় (Cachectic subjects lst stage) ফেরাম-ফস্ ব্যবহৃত হয়।

১৩। জিঙ্কাম্ ৬, ৩০,—কাসিতে কাসিতে যদি শিশু সর্ব্বদা জননেন্দ্রিয়ে হাত দেয় তবে জিঙ্কাম ফলপ্রদ হয়।

১৪। সাল্‌ফার ৩০—সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে পা ঠাণ্ডা কিন্তু ব্রহ্মতালু গরম এবং গাত্রে কণ্ডুয়ন প্রভৃতি সাল্‌ফার প্রয়োগ লক্ষণ।

১৫। ফস্‌ফরাস্ ৬—কেপিলারী ব্রংকাইটিস্ রোগের সহিত ফুস-ফুস প্রদাহ (Pneumonia) হইলে ফস্ উপযোগী হয়। প্রাতঃকালে গয়ার বৃদ্ধি, গয়ার চটচটে ও রক্ত মিশ্রিত, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত জোর কাসি প্রভৃতি ফস্‌ফারাস্ প্রয়োগ লক্ষণ।

১৬। ষ্ট্রীক্‌নিয়া ৬—যদি হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার লোপ হইবার সম্ভাবনা হয় তবে তৎক্ষণাৎ ৪ বা ৮ ঘণ্টান্তর ষ্ট্রীক্‌নিয়া ঔষধের এক গ্রেণের ১।১০০ হইতে ১।৬০ ভাগ মাত্রায় ক্ষুদ্রক্ষুদ্র চাকৃতি যাহা কিনিতে পাওয়া

যায়, উহা অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে পারিলে অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়া থাকে। উহার ৬ ক্রমও ব্যবহার হইয়া থাকে।

অন্যান্য উপায় দ্বারা চিকিৎসা।

GENERAL MEASURES.

রোগীর ঘর Sick Room—ঘরের তাপ যেন ৭২ ডিগ্রি থাকে। কোন প্রকার যন্ত্র দ্বারা ঘরের ভিতর জলীয় বাস্প প্রবিষ্ট করিয়া ঘরের বায়ু সরস রাখিতে হয়। ঘরের ভিতর যেন বিশুদ্ধ বায়ু যাতায়াত করিতে পারে (ventilation)।

রোগী (Patient)—শিশুকে কখন কোলে এবং কখনও বা শয্যায় পাশ ফিরাইয়া শোয়াইতে হয় (change of position)। যখন বক্ষের ভিতর শ্লেষ্মা জমিয়াছে টের পাওয়া যাইবে তখনই ছেলেকে কিঞ্চিৎ মাথা নিচু করিয়া ধরিতে হয় তাহা হইলে বুকের শ্লেষ্মা গলার কাছে আসিবার সুবিধা হয়। আর যদি শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে বুঝা যায় তবে বক্ষের মাংশপেশীগুলি এমন ভাবে সাবধানে চট্‌কে বা টিপে দেবে (massage) যাহাতে উহাদের কার্য্য বাড়ে। প্রয়োজন হইলে এমন ভাবে টিপিতে হয় যাহাতে ছেলে কাঁদে।

পথ্য (Diet)—সাবধানে খাওয়াইয়া ছেলের পুষ্টি রাখিতে হয়। প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়াইতে হয় অর্থাৎ সর্ব্বদাই অল্প অল্প জল পান করান কর্ত্তব্য। ছেলের পাকাশয়ে বা উদরে যেন গ্যাস্ না জন্মায়। কোষ্ঠবদ্ধ যেন না থাকে। যদি মলনালীর নিম্নাংশে (rectum) মল জ’মে থাকে তবে ১ বা ২ ড্রাম গ্লিসিরিন্ অম্‌নি বা কিছু জল মিশাইয়া পিচকারী করিলে তৎক্ষণাৎ দাস্ত হইয়া যায়। বকুলবীচির শাঁস ঘি দিয়ে

বাটিয়া একটু ছোট বড়ীর মত করিয়া মলদ্বারের ভিতর দিলে তৎক্ষণাৎ বাহ্যে হইয়া থাকে।

বক্ষে পুল্‌টিস প্রয়োগ (Poultice)—বক্ষে পুল্‌টিস না দেওয়াই ভাল। ফ্লানেলের জামা পরিয়ে রাখিলেই যথেষ্ট হয়। ফুসফুসের আবরণে (pleura) বেদনা হইলে শুষ্ক ফ্লানেল গরম করিয়া তাপ দিলে উপকার হয়।

স্নান (Bath)—শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া পড়িলে সুতরাং রোগী নীলবর্ণ হইয়া পড়িলে ও তন্দ্রাভিভূত হইলে তৎক্ষণাৎ ১০০ ডিগ্রি হইতে ১১০ ডিগ্রি গরম জলে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য ছেলেকে রাখিয়া উহার পরই ভাল ক'রে মুছাইয়া, গরম লেপ বা কম্বলে বা ফ্লানেলে মুড়িয়া রাখিলে উপকার হয়। প্রয়োজন হইলে কয়েকবার ঐরূপ করা যায়।

উত্তেজক সুরা প্রভৃতি ব্যবহার (Stimulation)—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ হইলে তৎসঙ্গে নাড়ী কম্পনশীল ও ক্ষীণ হইলে অর্দ্ধ আউন্স ১নং ব্রাণ্ডি বা ভাল হুইস্কি, ৩ আউন্স জলে মিশাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর ঐ মিশ্রণের ২ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়।

অক্সিজেন গ্যাস ঘ্রাণ (Oxygen inhalation)—শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া ক্ষীণ হইয়া দমবন্ধ হইয়া আসিলে অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত করিয়া ঘন ঘন ও অবাধে ঘ্রাণ করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

স্বরভঙ্গ।

HOARSENESS.

সুশীলা। দিদি! দত্তদের বৌয়ের ছেলেকে একোনাইট ও পরে ব্রায়োনিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়াতে খাওয়াতে উহার কাসি ভাল হইয়াছে। দেখ দিদি! বোস্‌গিন্নীর নাতীর কেসে কেসে গলা ভেঙ্গে গেছে। একটু ঔষধ দিতে হবে।

সৌদামিনী। যদি সর্দ্দিতে গলা ভাঙ্গে এবং তৎসঙ্গে গলার ভিতর চিম্‌সে শ্লেষ্মা সঞ্চয়, জ্বালা, পিপাসা, গলা সুড়সুড় করিয়া কাসি, সন্ধ্যাকালে জ্বর এবং খিটখিটে রাগী স্বভাব থাকে তবে ১২নং ক্যামোমিলা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

রাগী ছেলেদের স্বরভঙ্গের সহিত শুষ্ক কাসি, গলা বেদনা ও পর্য্যায়ক্রমে শীত ও তাপ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ৬নং নক্সভমিকার বড়ী ব্যবস্থা হয়।

স্বরভঙ্গের সহিত গলায় এবং তালুতে হুলফোটার মত বেদনা, ঢোক্ গিলিতে বেদনা, হল্‌দে বর্ণের ও তরল শ্লেষ্মা ওঠা, পিপাসার অভাব, প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

স্বরভঙ্গের সহিত সহজেই অত্যন্ত ঘাম হইলে ৬নং মার্কুরিয়াস ঔষধের বড়ী ভাল।

স্বরভঙ্গের সহিত গলার শ্বাসনলীতে অত্যন্ত ব্যথা থাকিলে ও সন্ধ্যায় বেদনা বাড়িলে ৬নং ফস্‌ফরাস ঔষধের বড়ী উপযোগী হয়।

স্বরভঙ্গের সহিত নাক চুলকান ও নাক বন্ধ এবং কাসিলে শরীরের স্থানে স্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং ক্যাপ্সিক্যাম ঔষধ ভাল।

স্বরভঙ্গ, অত্যন্ত সর্দ্দি না হইলেও হাঁচি ও নাকদিয়া প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব এবং নিশ্বাস কষ্ট থাকিলে ৬নং রাস্‌টক্স ঔষধের বড়ী দিতে পারা যায়।

যদি স্বরভঙ্গের সহিত গলার ভিতরের শ্বাসনলীতে অত্যন্ত ব্যথা এবং নড়িলেই শ্বাস কষ্ট হয় তবে ৬নং এপিস্ ঔষধের বড়ী প্রয়োগ করা যায়।

দেখো সুশীলা! কখনও এপিস্ ও রসটক্স একত্রে ব্যবস্থা করিও না? স্বরভঙ্গ, শুষ্ক কাশি, হাই তোলা, অসুখ বোধ ও তৃষ্ণা একত্রে বর্ত্তমান থাকিলে ৬নং স্যাম্বুকাস ঔষধের বড়ী উপকার করে।

পুরাতন স্বরভঙ্গ, সাঁজে সকালে ও কথা কহিলে বৃদ্ধি ও হামের পরবর্ত্তী স্বরভঙ্গ হইলে ৬নং কার্ব্বোভেজ ঔষধের বড়ী উপকার করিয়া থাকে।

পুরাতন সর্দ্দি রোগের সহিত স্বরভঙ্গ থাকিলে ৩০নং সাইলিসিয়া ঔষধের বড়ী ভাল।

স্বরভঙ্গের সহিত ফাঁপা ও গভীর স্বর থাকিলে ৬নং ড্রসিরা ঔষধের বড়ী ব্যবহার্য্য।

পুরাতন স্বরভঙ্গ সহজে না সারিলে এবং তৎসঙ্গে সর্দ্দি, কাসি, বক্ষে ও গলায় বেদনা থাকিলে ৩০নং কষ্টিকাম ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

হুপিংকাসি।

WHOOPING COUGH.

সুশীলা। দিদি! বোস্‌গিন্নীর নাতীর অনেকদিন হইতে পুরাতন সর্দ্দিরোগে ভুগিয়া স্বরভঙ্গ হইয়াছিল। এইজন্য সাইলিসিয়া ব্যবস্থা করাতে বড়ই উপকার হয়েছে। দেখ দিদি! আমাদের খিড়কীর নিকটেই যে বামা বৈষ্ণবী আছে তার ছেলের কি হয়েছে দেখ্‌বে এসো; আমি তেমন ব্যামোও দেখিনি ও তেমন যাতনাও দেখিনি দিদি! শীঘ্র এসো, নহিলে খোকা কেসে কেসে দম আট্‌কে যাবে আমি তোমার এই ধন্বন্তরী বাক্স নিয়ে যাচ্চি।

সৌদামিনী। চল যাই।

সুশীলা। এই দেখ দিদি! খোকার অবস্থা দেখ, ইহা কি ব্যারাম দিদি? আর কি করিলে শীঘ্র শীঘ্র ভাল হবে?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! এই রোগকে হুপিংকাসি রোগ কহে। এই রোগের ৩টী অবস্থা আছে:—

১। অঙ্কুরাবস্থা (Incubation)—৭ হইতে ১৪ দিন।

২। দ্বিতীয়াবস্থায় সর্দ্দিজ্বরের মত প্রথম হয়। তখন শীত,

তাপ, অবসন্নতা, প্রচুর অশ্রুপাত, হাঁচি, নাক হইতে শ্লেষ্মাস্রাব এবং শুষ্ক ও শ্রান্তিদায়ক কাসি হইয়া থাকে। এই কাসি থেকে থেকে বড় জোরে আসিয়া থাকে।

কয়েকদিন পর্য্যন্ত এই অবস্থা থাকে। ১৫ দিনের অধিক হইলে আর প্রথমাবস্থা বলা যায় না।

৩য় বা আক্রমণাবস্থায় স্নায়বিক ও খেঁচুনীর লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এই অবস্থায় কাসি অত্যন্ত প্রবল ও কষ্টকর হয়। দিবসাপেক্ষা রাত্রিতে কাসি জোর করে; অর্থাৎ ঘন ঘন ও জোরে জোরে এত কাসি হয় যে শিশু নিশ্বাস টানিবার সময় পায় না। মুখ ফুলিয়া উঠে ও নীলবর্ণ হয়, প্রচুর অশ্রুপাত হয়, গলার শিরা ফুলিয়া যায়, প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং শ্বাস বন্ধ হ'য়ে শিশু হাঁপিয়ে ওঠে। কতক্ষণ কাসির পর প্রথমে অল্প নিশ্বাস টানে, পরে দীর্ঘ ও কষ্টকর নিশ্বাস টানে এবং সেই নিশ্বাসে এক রকম কিরকিরে ছানা দাঁড়কাক ডাকার মত শব্দ হয়। সেই বিশ্রী শব্দে এই রোগ চেনা যায়! কোন কোন স্থলে ৫।১০ মিনিট অন্তর কষ্টকর কাসি হয় অথবা কখন কখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪।৫ বার কাসির বেগ হইয়া থাকে। কাসির পর প্রায়ই দড়ির মত শ্লেষ্মা ওঠে অথবা বমি হইয়া থাকে। বড় জোরে কাসি হইলে নাক মুখ ও কাণ দিয়া রক্ত পড়ে এবং চোক ফেটে উহার সদা জমিতে রক্ত জমে যায়। ২।৩ সপ্তাহ এই অবস্থা থাকিতে পারে। কিম্বা কোন কোন স্থলে ২।৩ মাস ঐরূপ অবস্থা চলিতে পারে। ১৫ হইতে ৩০ দিনের অধিক এরূপ অবস্থা প্রায় থাকে না। তৃতীয় অবস্থায় কাসির বেগ কমিয়া আসে, কিরকিরে শব্দ বিলীন হয় এবং সর্দ্দির মত কাসি রহিয়া যায়। দেখ সুশীলা! শিশুদিগের ইহা একটী প্রধান রোগ। এই রোগ ছোঁয়াচে ও দেশব্যাপী হইয়া থাকে।

২য় ও ৩য় অবস্থায় ইহা অধিক সংক্রামক বা ছোঁয়াচে হইয়া বিস্তৃত হইয়া থাকে। ৩ মাস পর্য্যন্ত এই রোগের সংক্রামণ শক্তি থাকে।

উপসর্গ (Complication) যথা ;—ব্রংকো-নিউমোনিয়া, এম্ফিসিমা বা ফুসফুসে বায়ুপূর্ণতা, ফুস্‌ফুসের কোলাপ্স বা চোপসান অবস্থা, নাক দিয়া রক্তপাত, রক্তওঠা এবং তড়কা বা খেঁচুনি। বেশী জ্বর হইলেই ব্রংকো-নিউমোনিয়া হইবার সম্ভাবনা থাকে।

সুশীলা। দিদি! তুমি শীঘ্র শীঘ্র এই ভয়ঙ্কর রোগের চিকিৎসা বল ও বৈষ্ণবীর খোকার কিছু উপায় কর।

যদি প্রথমাবস্থায় শুষ্ক ও সীস দেওয়া শব্দের মত কাসি, জ্বর এবং গলার শ্বাসনলীতে জ্বালাকর বেদনা ও শুড়শুড়ি থাকে তবে ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী উপকার করে।

যদি ঠাণ্ডা বশতঃ এই রোগ হয় এবং প্রচুর ও তরল শ্লেষ্মা ওঠে ও গলা ভাঙ্গিয়া যায় তবে ৬নং ডাল্কামারা ঔষধের বড়ী দিবে।

তরল কাসির সহিত বমন হইলে ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধ ফলপ্রদ।

যদি শুষ্ককাসি, নীলবর্ণ মুখ, শ্বাসরোধের ভয়, দুই প্রহর রাত্রির পর হইতে কাসি উপস্থিত হয় এবং কাসি সকাল অবধি থাকে তবে ৬নং নক্সভমিকা ঔষধের বড়ী উপকার করে।

নক্স সেবনের পর কাসি তরল হইয়া উঠিলে ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

বমন বন্ধ হইয়া যদি শ্বাস রোধের আশঙ্কা হয় তবে ৬নং ইপিকাক ঔষধের বড়ী সেবন ব্যবস্থা দিবে।

ইপিকা ঔষধ দিয়াও যদি কষ্টকর কাসি, ফাঁপা আওয়াজ, প্রাতে ও দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে কাসির জোর হয়, ঢোক্‌ গিলিতে গলা বেদনা

করে এবং চক্ষু দিয়া জল পড়ে তবে ৬নং কার্ব্বোভেজ ঔষধের বড়ী

প্রথম হইতেই যদি হঠাৎ প্রবল শুষ্ক এবং ফাঁপা অথবা কর্কশ ও কুকুর ডাকার মত কাসি হয়, রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় ও তৎসঙ্গে মাথায় রক্তজমা, মাথা ব্যথা, গলা বেদনা, নাক হইতে রক্তপাত ও আরক্ত চক্ষু থাকে তবে ১ × বেলেডোনার বড়ী খাওয়াইবে।

২য় বা কাসির টান বা আক্ষেপ অবস্থায় ৬নং ইপিকাক, ভেরেট্রাম, ড্রসিরা ও সিনা ব্যবহার করা যায়।

প্রত্যেকবার জোর কাসির পর ২ × বা ৬নং ইপিকাক ঔষধের বড়ী দিলে বড় উপকার পাওয়া যায়। শ্বাসরোধকারী কাসি, মুখ আড়ষ্ট ও নীলবর্ণ এবং বমন ও কষ্টকর বমনেচ্ছা প্রভৃতি ইপিকা প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ।

যদি অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, জ্বর, কপালে শীতল ঘর্ম্ম, দ্রুত ও ক্ষীণ নাড়ী, পিপাসা এবং কাসির সময় অসাড়ে প্রস্রাব, বুকে ও পেটে বেদনা থাকে এবং দুইবার জোর কাসির মধ্য সময়ে রোগী চুপ করিয়া থাকে, ঘাড় নেতিয়ে পড়ে, কথা না কয়, গাত্রে বিজগুড়ি বাহির হয় তবে ৬নং ভেরেট্রাম-এল্‌বাম্ ঔষধের বড়ী দিবে।

কেবল রাত্রিতে কাসি হইলে ৬নং রাসটক্স উপকার করে।

যদি রাত্রিতে ঘন ঘন উচ্চ শব্দবিশিষ্ট এবং কর্কশ কাসির বৃদ্ধি, কাসিলে বুকে সেঁটে ধরা, শীতের পর তৃষ্ণা, রাত্রিতে গাত্রে গরম ঘাম এবং কাসির পর ভুক্তদ্রব্য ও শ্লেষ্মা বমন হয় তবে ১নং ড্রসিরা ঔষধের বড়ী খাওয়াবে।

ন্যাপথ্যালিন্ ১ × — আক্ষেপিক অবস্থায় প্রবল ও ঘন ঘন আক্ষেপ হইলে ন্যাপথ্যালিন্ উপকার করে।

যদি কাসিবার সময় খোকা আড়ষ্ট হয়, কাসির পর গলা হইতে পেট

পর্য্যন্ত একরূপ ঘড়ঘড়ে শব্দ নামে, ক্রিমি বশতঃ নাক খোঁটে, পেট কামড়ায়, মলদ্বার চুলকায় এবং জ্বরের সময় বড় ক্ষুধা হয় তবে ৬নং সিনা ঔষধের বড়ী ভাল।

এক গুঁয়ে ছেলের পক্ষে ৬নং সিনা ও বেলেডোনা উপকার করে খাবার সময় কাসি হ'লে এবং বমি হইয়া সমস্ত খাবার উঠিয়া গেলে ৬নং কেল্কেরিয়া-কার্ব্ব ব্যবস্থা করিবে।

দাঁত উঠিবার সময় ঐরূপ লক্ষণ থাকিলে ৬নং ককুলাস।

কোকাস্ ক্যাকৃটি ৩× — যদি গাঢ় শ্লেষ্মা ওঠে তবে ইহা ফলপ্রদ হয়।

যদি দুই প্রহর রাত্রির পর বিশেষতঃ সকালে জোর কাসি হয় এবং পূর্ব্ব দিনের আহার বমি করিয়া ফেলে এবং তৎসঙ্গে চক্ষুর উপর পাতা ও মুখ ফোলা থাকে তবে ৬নং কেলিকার্ব্ব ঔষধের বড়ী দিবে।

যদি প্রত্যেকবার কাসির পর সর্ব্ব শরীর অত্যন্ত আড়ষ্ট ও তৎসহ বমন হয় এবং কাসির পর অথবা কাসিতে কাসিতে বুকের ভিতর শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ হয় তবে ৬নং কুপ্রাম-মেটালিকাম ঔষধের বড়ী অত্যন্ত উপকার করে। এই ঔষধের পর ভেরেট্রাম ঔষধ বেশ খাটে।

কুপ্রাম এসিটিকাম্ ২× — প্রবল ও আক্ষেপিক কাসির সহিত তড়কা বা খেঁচুনি, নীলবর্ণ মুখমণ্ডল এবং বমন হইলে ইহা উপযোগী হয়।

যদি রাত্রিতে কাসি হয় এবং বার বার উপরি উপরি জোর কাসির পর অনেকক্ষণ কাসির বিরাম হয়, কাসিতে কাসিতে বমন, নাক দিয়া রক্তপাত, রাত্রে ঘর্ম্ম এবং কৃমি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং মার্কুরিয়াস ঔষধের বড়ী উপকার করিয়া থাকে।

যদি নাক ও মুখ দিয়া প্রচুর রক্তপাত হয়, চোক ফেটে রক্ত পড়ে এবং কাসির পর ছেলে অত্যন্ত কান্দে তবে ৬নং আর্ণিকা ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

কাসি কমিতে আরম্ভ হইলেও যদি শুষ্ক, কর্কশ, ফাঁপা ও বাদ্যজনক কাসি থাকে এবং কাসির পর প্রবল কান্না হয় তবে ৬নং হেপারসাল্‌ফারের বড়ী উপকারী।

এই রোগে ফুলকোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাস নলীর প্রদাহ হইলে তৎসঙ্গে জ্বর, শুষ্ক ও কঠিন কাসি এবং বুকের ভিতর অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শ্লেষ্মা সঞ্চয় জনিত পুড় পুড় শব্দ থাকিলে ৩নং ফেরাম-ফস ঔষধের গুঁড়া ব্যবহার করিতে হয়।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় কোন কোন স্থলে ৬নং এণ্টিমটার্টের বড়ী বিশেষ উপকার করে এবং ঐ রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় বুকের ভিতর শ্লেষ্মা জমিয়া থাকিলেও উহা শীঘ্র শীঘ্র না উঠিলে এবং কাসিতে কাসিতে মুখ নীল বর্ণ হইলে উক্ত এণ্টিমটার্টের বড়ী উপকার করিয়া থাকে।

এই রোগে লঘু আহার দিবে এবং যাহাতে কোন মতে রোগীর চিত্তচাঞ্চল্য না হয় ও ঠাণ্ডা না লাগে এরূপ উপায় অবলম্বন করিবে।

কাসির আক্ষেপের সময় অর্থাৎ যখন কাসির বড় জোর বা টান হয় তখন ৬নং হাইড্রোসিয়ানিক-এসিডের বড়ী বড়ই উপকার করে।

এই রোগের আক্ষেপিক অবস্থায় শুষ্ক কঠিন ও আক্ষেপিক কাসি থাকিলে ২নং কার্ব্বলিক-এসিডের বড়ী খাওয়াইবে।

কাসির প্রবল আক্ষেপ বা টান হইলে ৬নং কোরালিয়াম-রুব্রাম্‌ বিশেষ উপযোগী হয়। শীঘ্র শীঘ্র ও ছোট ছোট এবং ঘণ্টা ধ্বনিবৎ কাসি ইহার অন্যবিধ প্রয়োগ লক্ষণ।

এই রোগে বায়ুনলী ও ফুল্‌কোর একত্রে প্রদাহ হইলে ৬নং ফস্‌ফরাস ঔষধের বড়ী উপকার করে।

যখন হুপিং কাসি প্রবল হয় সেই সময়ে ক্রুপ বা ঘুংড়ী কাসি রোগও প্রবল হইলে ৬নং হেপার সালফার ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

হায়োসায়েমাস্—কেবল রাত্রিতে শয়ন করিলেই যদি কাসির আক্ষেপ হয় তবে ইহা ফলপ্রদ হয়।

সাধারণ উপায় দ্বারা চিকিৎসা।

GENERAL MEASURES.

আঘ্রাণ (Inhalation)—সাবধানতার সহিত ভেপো-ক্রেসোলিন্, টেরিবিন্, ক্রিয়োজোট্ ও কার্ব্বলিক এসিড্ গরম জলে ফেলিয়া উহার ঘ্রাণ লইলে আক্ষেপ নিবারণ হয়।

রোগী (Patient)—রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিবার (Quarentine) বন্দোবস্ত করা ভাল। ঠাণ্ডা কিছুতে না লাগে দেখা উচিত। গরম কাপড় ও জামা ব্যবহার করিতে হয়। আক্ষেপের সময় ছেলেকে কোলে তুলে উঁচু করিয়া ধরিতে হয়।

পথ্য (Diet)—দুগ্ধ, ডিম্ব ও সুরুয়া প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার দিতে হয়। ছেলে নেতিয়ে পড়িলে উত্তেজক ঔষধ দিতে হয়। আবশ্যক হইলে মলদ্বারের ভিতর দিয়া পুষ্টিকর আহার দেওয়া যাইতে পারে।

বিশুদ্ধ বায়ু (Fresh air)—বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করান ভাল এবং রোগীর ঘরে যাহাতে উত্তমরূপে বাতাস খেলে উহার বন্দোবস্ত করিতে হয়।

আরোগ্যের কালে (Convalescence) ঠাণ্ডা লাগিয়া ফুস্ফুস্ প্রদাহ ও যক্ষ্মা না আসে তাহা দেখিতে হইবে। দেশ পরিবর্ত্তনও এই সময়ে করা ভাল।

আক্ষেপিক ঘুংড়ী বাল্‌সা।

Spasmodic Laryngitis or False Croup.

সুশীলা। দিদি! বামা বৈষ্ণবীর খোকাকে লক্ষণ দেখে দেখে প্রথমে একোনাইট এবং পরে কুপ্রাম ঔষধের বড়ী খাওয়াতে খাওয়াতে তাহার হুপিং কাসি রোগের বিশেষ উপকার হয়েছে। দিদি! আমাদের বাড়ীর কাছে হালদার বাড়ীতে একটী ছোট খোকার হঠাৎ দম আট্‌কে যাচ্ছে ও নিশ্বাস টানিবার সময় একরকম উচ্চ ও বিকট শব্দ কর্‌চে। তুমি একবার না দেখলে হবে না। হালদার গিন্নী স্বয়ং তোমায় নিতে এসেছেন।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! এই রোগকে আক্ষেপিক ঘুংড়ী কাসি বলা যায়। প্রথম দাঁত উঠ্‌বার আগে এইরূপ রোগ হয়। এই রোগ প্রকৃত ঘুংড়ী বা কুপি-কাসি নহে। কারণ ইহা হঠাৎ প্রকাশ পায় এবং ইহাতে স্বরভঙ্গ, কাসি ও জ্বর প্রায় হয় না।

গলার ভিতর দিয়া যে নিশ্বাস যাইবার ছিদ্র আছে উহাকে গ্লটিস্‌ বলে; সেই গ্লটিসের আক্ষেপ বা খেঁচুনি অথবা টান বশতঃ নিশ্বাসের ছিদ্র ছোট হয় এবং হঠাৎ দম আট্‌কে পড়ে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের কারণ কি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! শরীরের সর্ব্বস্থানে সাদা সাদা সূতার মত লম্বা লম্বা পদার্থ আছে উহাদিগকে স্নায়ু বলে। ঐ সব সাদা সাদা সূতার মত স্নায়ুর দ্বারা শরীর স্থানের চেতন ও সঞ্চালন বা নড়ন হয়। প্রথমবার দাঁত উঠ্‌বার সময় এবং বিশেষতঃ যে সব শিশু ঢোকা দুধ খায়, তাহাদের দন্তোদ্গম কালে নিশ্বাসের ছিদ্রের গায়ের স্নায়ু বা সাদা সূতাগুলিকে একরূপ তাড়স্‌ বা উত্তেজনা দেয়; সেই তাড়সে ঐ ছিদ্রের মুখ কুঁকড়ে যায় সুতরাং দম আট্‌কে গিয়া থাকে। যে সব ঘরে

বাতাস খেলে না, অথচ অনেক মানুষের নিশ্বাস প্রশ্বাস হয় সেই ঘরের ভিতর শিশুকে সর্ব্বদা রাখিলে সেই খারাপ হাওয়া টেনেও শিশুর এইরূপ আক্ষেপিক ঘুংড়ী হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের লক্ষণগুলি বলনা?

সৌদামিনী। রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় হঠাৎ গলার মাংসপেশীগুলি খেঁচে উঠে, তজ্জন্য শিশুর নিদ্রা ভঙ্গ হয়। নিশ্বাসের ছিদ্র ছোট হয় সুতরাং অল্প পথের ভিতর দিয়া জোরে জোরে বাতাস যাতায়াত হেতু উচ্চ সুরবিশিষ্ট দাঁড়কাক ডাকার মত একরূপ বিশ্রী শব্দ হয়, এবং শিশু দরকার মত হাওয়া টান্‌তে পারে না তজ্জন্য উহার ওষ্ঠ প্রভৃতি নীলবর্ণ হইয়া থাকে। কয়েক মিনিট এইরূপ আটকান ভাব থাকে, তৎপরে আবার নিশ্বাস পথ হঠাৎ মুক্ত হয় ও শিশু সুস্থ বোধ করে। নিশ্বাস পথের অত্যন্ত আরষ্টভাব বা খেঁচুনি হ'লে দম আট্‌কে মৃত্যু ঘটিতে পারে। এতদ্ব্যতীত, কুকুর ডাকার মত কাসি, অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট, শিশুর আপন হাত দিয়া নিজের গলা দৃঢ়রূপে ধরা, আরক্ত মুখ, সরস গাত্র, অর্থাৎ গাত্রে ঘর্ম্ম, দ্রুত নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। রাত্রিতে কয়েকবার ওরূপ দম আটকান মত অবস্থা হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ২।১ মিনিট ঐরূপ দমবন্ধের মত কষ্ট থাকে পরে ক্রমে ক্রমে নরম পড়ে।

দিবাভাগে বড় একটা ঐরূপ আক্ষেপ বা দম বন্ধের ভাব হয় না, এমন কি অন্যান্য লক্ষণও বড় দেখা যায় না, কিন্তু কয়েক রাত্রিতে উপর্য্যুপরি ঐরূপ কষ্টের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভাবিফল। এইরোগ প্রায়ই সারে কদাচ মারাত্মক হয়। কিন্তু শোন সুশীলা ঐ গলার মধ্যে আর এক রকম রোগ হয় যাহাকে যথার্থ ক্রুপ্‌ বলে, সেই ক্রুপ্‌ বড় ভয়ানক রোগ।

রোগ নিরূপণ (Diagnosis)—আক্ষেপিক ঘুংড়ী রোগকে

কৃত্রিম ক্রুপ্ (False Croup) কহে। আর লেরিংস নামক শ্বাসনলীর ভিতর যে কৃত্রিমভাবে পর্দ্দা প্রস্তুত হইয়া দম বন্ধের অবস্থা ঘটে উহাকে যথার্থ ক্রুপ্ (True Croup) কহে। এই যথার্থ ক্রুপ্ রোগের কথা আবার আলাদা বলিব; এক্ষণে ইহা জানিয়া রাখ যে প্রকৃত পর্দ্দা সংযুক্ত ক্রুপ্ রোগে—১। আস্তে আস্তে রোগের আক্রমণ হয়; ২। রোগের লক্ষণ-গুলি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। ৩। দিবা ও রাত্রিতে সমানভাবে লক্ষণ-গুলির জোর থাকে। ৪। প্রথম হইতে ক্রুপি কাসি থাকে এবং শীঘ্র শীঘ্র স্বরভঙ্গ হয়।

কৃত্রিম ক্রুপ্ অর্থাৎ আক্ষেপিক ক্রুপ্ রোগে দিনের বেলায় রোগী ভাল থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই সর্ব্বনেশে রোগের সমস্ত ঔষধ শিখিয়ে দাও আর এই হালদারদের খোকাটী যদি বাঁচে তার কিছু উপায় কর।

সৌদামিনী। সর্ব্বপ্রথমে ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী সেবন করাইলে খেঁচুনি বা আক্ষেপ দূর হয়। গাত্র শুষ্ক ও উত্তপ্ত; নাড়ী কঠিন, পূর্ণ ও দ্রুত এবং প্রবল শ্বাসকষ্ট থাকিলে একোনাইট ঔষধ বিলক্ষণ উপযোগী হয়। ঠাণ্ডা অথচ শুষ্ক বায়ু লাগিয়া এই রোগ হইলে তৎসঙ্গে প্রবল জ্বর, শুষ্ক ও ধাতুবাদ্যবৎ কাসি, পিপাসা ও অস্থিরতা থাকিলে একোনাইট ২ X প্রথমাবস্থায় ধন্বন্তরী।

নাড়ী ও মস্তিষ্কের প্রবল উত্তেজনা হইলে ১ বা ৬ নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। লাল মুখ, মাথায় রক্তজমা; লাল, গরম ও সরস গাত্র এবং ছেলের ঝিমিয়ে থাকা বেলেডোনা প্রয়োগের প্রধান প্রধান লক্ষণ।

একোনাইট ও বেলেডোনা খাওয়ান হইলে পর যদি গলার ভিতর সাঁই সাঁই শব্দ ও স্বরভঙ্গ থাকে তবে ২ বা ৬নং হেপার-সাল্ফার ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে। গলার ভিতর শ্লেষ্মা সঞ্চয় ও ঘড়ঘড়ানি,

দুর্ব্বলতা, সরস গাত্র, কুকুর ডাকার মত কাসি প্রভৃতি হেপার সালফারের প্রয়োগ লক্ষণ।

যদি গলার শ্বাস নলীতে গন্ধকের ধূম পূর্ণ হইয়াছে এরূপ বোধ হয় ও দম আট্‌কে আসে এবং কাসি হয় তবে ১ হইতে ৬নং মস্কাস ঔষধ খাওয়াইবে। খেঁচুনির সময় এই ঔষধের আদত আরোক শুঁকাইলে বড় উপকার হয়।

যদি শ্বাসরোধকারী কাসিতে দুই প্রহর রাত্রিতে শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হয়, তৎসঙ্গে গলা সাঁই সাঁই করে ও শ্বাসকষ্ট হয় কিন্তু প্রকৃত ঘুংড়ী লক্ষণ না থাকে তবে ৬নং স্যাম্বুকাস্-নাইগ্রা ঔষধের বড়ীতে উপকার হয়। লাল ও গরম মুখমণ্ডল, মুখে জ্বালা, ধড় গরম কিন্তু হাত ও পা ঠাণ্ডা, এবং মুখে ও শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম হইলে সাম্বুকাস্ উত্তম খাটে।

এই রোগে ৬নং কুপ্রাম্-মেটালিকাম ঔষধের বড়ী ১০ মিনিট অন্তর সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

একোনাইট ও বেলেডোনার পর কিছুদিন দিবসে ৩ বার করিয়া ৬নং স্পঞ্জিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

যদি নিশ্বাস বায়ু যাবার প্রথম ছিদ্রের আক্ষেপ, প্রত্যেক নিশ্বাসে কয়েকবার পরে পরে ছানা দাঁড়কাক ডাকার মত শব্দ, প্রত্যেক বার নিশ্বাস লইবার পর ভাল করিয়া প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে না পারা, স্ফীত বক্ষ, মুখে রক্তাধিক্য, এবং অচৈতন্য থাকে ও পরে টান বা আক্ষেপ নরম পড়ে তবে ক্লোরিণ গ্যাস জলে নাড়িয়া অল্প গন্ধবিশিষ্ট হইলে ছোট চামচের এক চাম্‌চে পরিমাণ ঐ জল আঘ্রাণ করাইলে বা খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

শিশুর যদি হাড়গোড় ভাল করিয়া বিকাশ না পায় ও উহার গলার বাহিরে অনেক বীচি থাকে, তাহা হইলে ১x বা ৬নং আয়োডিন ঔষধ বেশ খাটে। প্রবল ও আক্ষেপিক কাসি, বোধ হয় যেন দম

বদ্ধ হইবে, নীল বর্ণের মুখ এবং লেরিংসের ভিতর শুষ্কতা আয়োডিন প্রয়োগ লক্ষণ।

আয়োডাইড্-অব্-লাইম্—ডাক্তার গ্যাচেল্ বলিয়াছেন যে আক্ষেপিক ক্রুপ্ রোগে প্রথম হইতেই আদত আয়োডাইড্-অব্-লাইম (ক্যাল্ক-আয়োড্ ঔষধ নহে) এক গ্রেণের ½ হইতে ¼ ভাগ মাত্রায় ১৫ হইতে ৩০ মিনিট অন্তর সেবন ব্যবস্থা দিলে প্রায় সকল রোগ-গুলিই অঙ্কুরে দমন হয়। শুষ্ক কাসি সরস হইলে তবে তিনি অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিতে বলেন।

কেলি-বাইক্রম ৩ × —রস নরম হবার সময় যদি চিম্‌সে ও দড়ির মত শ্লেষ্মা সঞ্চয় হয় তবে কেলিবাইক্রম উপযোগী হয়।

বেন্‌জোইন্ ১ × —যদি স্বরভঙ্গ এবং কোমল তালুতে ও লেরিংসে বেদনা ছাল উঠে যাওয়ার মত বোধ হয় তবে বেন্‌জোইন্ উপকার করে।

সুশীলা। দিদি! ঔষধ খাওয়ান ব্যতীত এই রোগে কোনরূপ মুষ্টিযোগ চলে কি না?

সৌদামিনী। গরম জলে ছেলের ধড়টী ডুবাইবে এবং গলায় গরম জলের স্পঞ্জ করিবে। অথবা নরম তোয়ালে ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া ও নিংড়াইয়া সেই ভিজা ন্যাকড়া গলায় রাখিয়া তদুপরি একখানা শুষ্ক ন্যাকড়া জড়াইয়া রাখিতে হয়, ভিতরের ভিজা ন্যাকড়া আবার গরম হইয়া গেলে পুনর্ব্বার বদলাইয়া দিবে। এমোনিয়া শুঁকাইলে উপকার হয়। গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট শিশুগণকে পূর্ব্ব হইতে ৬নং ক্যাল্ককার্ব্ব ঔষধের বড়ী, আট ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। তড়কা হবার সম্ভব হইলে খোকাদের পূর্ব্ব হইতে ৩নং বেলেডোনার বড়ী ৮ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। হাত ও মুখ ঘোরান ছেলেদের পূর্ব্ব হইতে ৩নং এগারিকাস ঔষধ ৮ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে এবং ভয়প্রযুক্ত এই রোগের সম্ভাবনা থাকিলে ৩নং ইগ্নেসিয়া

৮ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা করিবে। রোগীর ঘরে জলীয় বাষ্প দ্বারা ঘরের বায়ু সরস রাখিতে হয়, কারণ শুষ্ক বায়ুতে লেরিংসের উত্তেজনা হইয়া থাকে।

প্রাদাহিক ঘুংড়ী কাসি।

ACUTE LARYNGITIS.

সুশীলা। দিদি! হালদারদের খোকা ভাল হয়েছে। তোমার একোনাইট ও মস্কাস ঔষধের বড়ীতেই উপকার হলো। দেখ দিদি! চৌধুরীদের খোকার হালদারদের খোকার মত হয়েছে, তবে এর বেশীর ভাগ এক বিশ্রী স্বরবিশিষ্ট কাসি হয়েচে দেখ্‌ছি। তারা খোকাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এসেছে দেখ্‌বে এস। দিদি! এই দুই ছেলের রোগ কি একরূপ?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! এই রোগটী হালদারদের ছেলের মত আক্ষেপিক ঘুংড়ী রোগ নহে। চৌধুরীদের ছেলের রোগকে প্রাদাহিক ঘুংড়ী কাসি রোগ বলা যায়।

সুশীলা। দিদি! এই প্রাদাহিক ঘুংড়ী কাসি রোগে কিরূপ অবস্থা হয় শিখিয়ে দাও না?

সৌদামিনী। গলার ভিতর লেরিংস ও ট্রেকিয়া নামে শ্বাসনলীর যে দুই অংশ আছে উহাদের খোলের ভিতর যে শ্লেষ্মার পর্দ্দা থাকে, সেই পর্দ্দাতে বেদনা বা টাটানি হয়, ক্রমে ঐ পর্দ্দার নীচে রক্ত জমিয়া ফুলিয়া ওঠে ও পর্দ্দার গাত্রে চটচটে শ্লেষ্মার যোগান হয়, সুতরাং গলায় শ্বাসনলীর ছিদ্র ছোট হ'য়ে আসে ও খোকা হাঁপিয়ে পড়ে। এই রোগে ডিপ্‌থিরিয়া নামে একরূপ রক্ত খারাপ রোগের মত শ্বাস-নলীতে নূতন এক শ্লেষ্মার পর্দ্দা প্রস্তুত হয় না।

সুশীলা। দিদি! কি কারণে এই রোগ হয়?

সৌদামিনী। ৩ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুগণের গলার শ্বাসনালী বড় সরু থাকে সুতরাং ঐ বয়সের মধ্যে ঐখানে ফুলা ও বেদনা হওয়ার বড় সম্ভাবনা থাকে। ৩ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে আর বড় ভয় থাকে না। কোন কোন পোয়াতীর ছেলে হ'লেই ৩ বৎসরের মধ্যে এই রোগ হয়ে মারা যায়। ঠাণ্ডা লাগিলে, গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়িলে, খোকা ভালরূপ আহার না পাইলে এবং অন্ধকারের বদ্ধ ঘরের ভিতর সর্ব্বদা খোকা শুইয়া থাকিলে এই রোগ হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের সমস্ত লক্ষণ বলনা?

সৌদামিনী। এই রোগে প্রথম হইতেই জ্বর, স্বরভঙ্গ এবং শুষ্ক ও কুকুর ডাকার মত ঘ্যাং ঘ্যাং শব্দজনক কাসি হয়, ঐরূপ কাসি শুনিলেই রোগ চেনা যায়। ২।৩ দিনের পর ঐরূপ কাসির জোর হয় এবং পোয়াতি কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়ে। আবার, খোকা জোরে নিশ্বাস টানিলে গলার ভিতর একরূপ অতি কর্ক্কশ শব্দ হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! রোগ অত্যন্ত বাড়িলে খোকার কিরূপ অবস্থা হয়?

সৌদামিনী। প্রায়ই রাত্রিকালে হঠাৎ ভয়ানক লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, আর অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হেতু শিশু পশ্চাদ্দিকে আপন মাথা ও পিঠ বিস্তার করে, প্রত্যেক নিশ্বাসে কষ্ট হয় এবং বারম্বার শ্বাস লইতে চেষ্টা করিলেও গলার নলীর সঙ্কীর্ণতা হেতু ফুলকোর ভিতর ভালরূপ বায়ু চালিত হয় না সুতরাং খোকার মুখমণ্ডল ও গ্রীবাপ্রদেশ রক্তপূর্ণ হইয়া ওঠে, কাসি উচ্চ শব্দবিশিষ্ট অর্থাৎ ঘ্যাং ঘ্যাং শব্দের মত হয় এবং স্বরভঙ্গ অথবা এককালীন স্বরবন্ধ হইয়া যায়। নাড়ী দ্রুত হয় এবং চর্ম্ম শুষ্ক ও উত্তপ্ত হইয়া পড়ে।

সুশীলা। এই রোগের কুলক্ষণ কি?

সৌদামিনী। বেগুণিবর্ণের ঠোঁট ও মুখ, দ্রুত সূত্রবৎ নাড়ী,

এবং ফুলকোর মধ্যে রক্তজমা প্রভৃতি কুলক্ষণ বলিয়া জানিবে। কোন কোন স্থানে মৃত্যুর পূর্ব্বে খেঁচুনি হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! শীঘ্র করিয়া এই রোগের ঔষধ বল ও চৌধুরী-দের খোকাকে চিকিৎসা কর।

সৌদামিনী। সর্ব্ব প্রথম যদি খোকার জ্বরলক্ষণ, অল্প শুষ্ক ও ঘন ঘন কাসি, দ্রুতনাড়ী এবং শ্বাসকষ্ট হয় তবে ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি জ্বর, গলা বেদনা, কর্ক্কশ ও কাক অথবা কুকুর ডাকার মত কাসি, অথচ কিছুই গয়ার না ওঠা, কিম্বা চটচটে পীতবর্ণের চাপ চাপ গয়ার ওঠা, উচ্চ শব্দবিশিষ্ট বা সাঁই সাঁই শব্দজনক অথবা করাত কাটা শব্দের মত শ্বাস প্রশ্বাস, মধ্যে মধ্যে দম আটকান, এবং মাথা পশ্চাতে না ফেলিলে নিশ্বাস লইতে অক্ষমতা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ৩নং স্পঞ্জিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি বক্ষে অত্যন্ত চাপবোধ, প্রচুর শ্লেষ্মা সঞ্চয় কিন্তু তুলিতে অক্ষমতা, শ্বাসবদ্ধ, পিপাসার অভাব, কম্পনশীল নাড়ী, গাত্রে চটচটে ঘর্ম্ম, ফেকাসে মুখ, তন্দ্রা ও বমনেচ্ছা বর্ত্তমান থাকে তবে ৬নং এণ্টিমটার্ট ঔষধের বড়ী উপকারী।

একোনাইট ও স্পঞ্জিয়া দ্বারা জ্বর ও প্রদাহ দূর হইলে পর যদি তরল ও থনে থনে শব্দবিশিষ্ট কাসি, স্বরভঙ্গ, বুকের ভিতর ঘড়ঘড়ে শব্দ ও কষ্টে শ্লেষ্মা উঠা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে এবং শীতকালের শুষ্ক ও পশ্চিমে বাতাসে বৃদ্ধি হয় তবে ৬নং হেপার-সালফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

গলার ভিতরে চিম্‌সে ও চট্‌চটে শ্লেষ্মাপূর্ণ হইয়া থাকিলে ৬নং কলিবাইক্রম ঔষধের বড়ী ব্যবহার করিবে।

ঘুংড়ী কাসির পর স্বরভঙ্গ থাকিলে এবং ঐ রোগের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকিলে ৬নং ফসফরাস ঔষধের বড়ী উপকার করে। লেরিংস

হইতে শুড়শুড়ে কাসি, মস্তক ফাটিয়া যাইবে এরূপ শিরঃপীড়া, শুষ্ক ও আক্ষেপিক কাসি, অল্প রক্ত ছিট যুক্ত গয়ার ওঠা, কথা কহিলে এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রভৃতি ফসফরাস প্রয়োগ লক্ষণ।

বেলেডোনা ৩× —আক্ষেপজনক ও কুকুর ডাকার মত কাসি, অর্দ্ধেক রাত্রিতে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ, লেরিংসে বেদনা, শিরঃপীড়া, জ্বর, ঝিমান বা তন্দ্রা, হঠাৎ স্বরলোপ, আরক্ত মুখ, ঘর্ম্ম, অনিদ্রা, শুষ্ক কাসি, লেরিংস মধ্যে ধূলিকণা পড়িয়াছে এরূপ অনুভব এবং গলাধঃকরণ কষ্ট প্রভৃতি বেলেডোনা প্রয়োগ লক্ষণ।

ব্রোমিন ৬—কণ্ঠের ভিতর কর্কশতা ও আঁচড়ানবোধ তৎসঙ্গে শ্বাসকষ্ট, কর্কশ ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বর এবং ঘুংড়ীর মত কাসি হইলে ব্রোমিন উপযোগী হয়।

ব্রায়োনিয়া ৩× —কাসি, নড়িলে ও গরম ঘরে প্রবেশ করিলে সর্দ্দি, পাকাশয় গহ্বর মধ্যে বেদনা এবং ঋতু পরিবর্ত্তনে অসুখ বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্রায়োনিয়া প্রয়োগ লক্ষণ।

ক্যাল্ককার্ব্ব ৩০—শিশুদিগের দন্তোদগম কালে অসুখ, শরীরের ভালরূপ বিকাশ না হওয়া এবং নিদ্রাবস্থায় কাসি প্রভৃতি ক্যাল্ককার্ব্ব প্রয়োগ লক্ষণ।

কার্ব্বোভেজ ৩০—স্বরভঙ্গ, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, অনেকক্ষণ বিলম্বে কাসি প্রভৃতি কার্ব্বোভেজ প্রয়োগ লক্ষণ।

কষ্টিকাম ১,৩—সম্পূর্ণ স্বরলোপ অথবা অত্যন্ত গলা ভাঙ্গা, গলার ভিতর জ্বালা ও ক্ষত বোধ থাকিলে কষ্টিকাম ফলপ্রদ হয়।

ক্যামোমিলা ১২—লেরিংসে শুড়শুড়ি বশতঃ সর্ব্বদা শুষ্ক কাসি, রাত্রিকালে বৃদ্ধি, নিদ্রাবস্থায় কাসি, জ্বরবোধ, অস্থিরতা, অধৈর্য্য উগ্রস্বভাব, এক অথবা উভয় গাল লালবর্ণ এবং মস্তকে গরম ঘর্ম্ম প্রভৃতি ক্যামোমিলা প্রয়োগ লক্ষণ।

ড্রোসেরা ১।৬।৩০—লেরিংস মধ্যে সর্ব্বদা শুড়শুড়ি বশতঃ কাসি ও কাসিতে কাসিতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ১নং ড্রসেরা খাওয়াইবার ব্যবস্থা আছে।

ডাল্কামারা ৩× —প্রত্যেকবার গরমের পর ঠাণ্ডা পড়িলেই যদি এই রোগের পুনরাক্রমণ হয় তবে নিশ্চয়ই ডাল্কামারা ঔষধের দ্বারা উপকার হয়।

আয়োডিন ৬—শুড়শুড়ে কাসি, ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বর, লেরিংসে আক্ষেপ এবং প্রাতঃকালে বৃদ্ধি প্রভৃতি আয়োডিন প্রয়োগ লক্ষণ।

ল্যাকেসিস্ ৩০—শুষ্ক কণ্ঠ, লেরিংসের বামদিকে ক্ষতবোধ, কণ্ঠের ভিতর পুটুলিবোধ, গলার ভিতর দম আটকানবোধ, কথা কহিলে ও হাসিলে প্রবল ও শুষ্ককাসির বৃদ্ধি প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

রুমেক্স ৩—থেকে থেকে শুষ্ক কাসি, জোরে ও গভীর নিশ্বাস লইলে, কথা কহিলে, নিশ্বাস দ্বারা অত্যন্ত ঠাণ্ডা বায়ু টানিলে এবং ট্রেকিয়ার বাহ্যদেশে চাপিলে কাসির বৃদ্ধি প্রভৃতি রুমেক্স প্রয়োগ লক্ষণ।

রোগান্তে ৩০নং সাল্‌ফারের বড়ী বড় উপকার করে।

এতদ্ব্যতীত, খোকার গলায় গরম জলের স্পঞ্জ করিবে, সর্ব্বদা শুষ্ক ফ্লানেল জড়াইয়া রাখিবে। খোকাকে ঘরের বাহির করিবে না। ঘরটী যেন বেশ গরম থাকে। গরম জলের ধূম আঘ্রাণ করান ভাল। রোগের আক্রমণ কালে কেবল জল খাওয়াইয়া রাখিবে; ক্রমে খোকা ভাল হইতে থাকিলে, দুগ্ধ, আরারুট ও বার্লি প্রভৃতি সেবন করাইবে।

কৃত্রিম ঝিল্লিযুক্ত ঘুংড়ী কাসি।

(LARYNGEAL DIPHTHERIA ; TRUE CROUP)

সুশীলা। দিদি! চৌধুরীদের খোকা ভাল আছে। তোমার একোনাইট ও স্পঞ্জিয়া ঔষধ সেবনেই উপকার হ'লো। দিদি! লাহিড়ীদের খোকার আবার ঐরূপ হয়েছে শুন্‌চি। আহা! বাছার মুখপানে তাকান যায় না। দেখ দিদি! খোকার মুখ নীলবর্ণ হয়েছে, হাত ঠাণ্ডা এবং নখের তলা নীলবর্ণ হয়েছে। অজ্ঞানতা ও মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। নাড়ী ক্ষীণ, অসমান ও দ্রুত হইয়া পড়িয়াছে এবং হস্তপদ ক্রমে বরফের মত শীতল হইয়া আসিতেছে। দিদি! লাহিড়ীদের খোকাকে কি বাঁচাতে পারবে?

সৌদামিনী। তাইত, বড়ই শঙ্কার বিষয় দেখ্‌ছি! খোকার ফুল্‌কোর ভিতর রক্ত পরিষ্কার হতে পাচ্চে না, তাই এরূপ ভয়ানক লক্ষণ-গুলি প্রকাশ পাচ্চে। খোকার গলার শ্বাসনলীতে কৃত্রিম পর্দ্দা প্রস্তুত হয়েছে বোধ হয়, নতুবা এরূপ হবে কেন? এক্ষণে তোমায় এই রোগের তাবৎ বৃত্তান্ত বলি শোন।

বিশেষ কারণ। অনেক স্থলে ডিপ্‌থিরিয়া রোগের কীটানু বা বিষাক্ত পদার্থ (Klebs Loeffler bacillus) দ্বারা প্রকৃত সংক্রামণ (infection) হয়, আবার অনেক স্থলে ষ্ট্রেপ্‌টো কোকাস (Strepto coccus) নামক কীটানু দ্বারা ক্রুপ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

রোগ নিরূপণ (Diagnosis)—প্রথমতঃ ধীরে ধীরে এবং মৃদুভাবে লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। ক্রমে লক্ষণ সমূহের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দিবা ও রাত্রিতে লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকে। প্রথম অল্প অল্প জ্বর হয়, ক্রমে কর্ক্কশ স্বর, পরে স্বরভঙ্গ, আস্তে আস্তে দমবন্ধকারী ও কর্ক্কশ কাসি; করাত করার শব্দের মত দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসপ্রশ্বাস, ক্রমে

শ্বাস কষ্টের বৃদ্ধি, এবং লেরিঞ্জিয়াল্ ছিদ্র বদ্ধ হইয়া যায়। শতকরা ৫০টি রোগীর কোমল তালু ও ফেরিংসের ভিতর পর্য্যন্ত কৃত্রিম পর্দ্দা পড়ে। লেরিংসের গহ্বর মধ্যে প্রদাহ, অর্থাৎ লেরিংসের শ্লেষ্মাস্রাবী ঝিল্লীতে রস সঞ্চয় ও চিম্‌সে একপ্রকার কৃত্রিম ঝিল্লী পড়া, স্বরভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট, তীক্ষ্ণ ও ঘণ্টাবাদ্য ধ্বনিবৎ কাসি ও গ্লটিস্ ছিদ্রের আক্ষেপ এবং জ্বর এই কয়েকটি লক্ষণ ত থাকিবেই থাকিবে। কখন কখন ঐরূপ পর্দ্দা যেমন উর্দ্ধে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ নিচের দিকে ট্রেকিয়া ও ব্রংকাই পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই ক্রুপ রোগ শিশুদিগের লেরিঞ্জাইটিস্ এবং ডিপ্‌থিরিটিক্ লেরিঞ্জাইটিস্ রোগ হইতে পৃথক।

অন্যান্য কারণ (Other Causes):—

১। বয়স (Age)—১ হইতে ১০ বৎসর বয়সের মধ্যে এই রোগ অধিক হয়। ইহার পর প্রায়ই হয় না। ২য় ও ৩য় বৎসরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। ২য় বৎসরে হইলে অধিক মৃত্যু হয়। বালিকা অপেক্ষা বালকগণ অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে।

২। বায়ু (Atmosphere)—উত্তর ও পূর্ব্ব হইতে অত্যন্ত শীতল বায়ু বহিলে শিশুগণের এই রোগে আক্রান্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা। পূর্ব্ব দিকের বাতাস এই রোগের বিলক্ষণ সহায়তা করিয়া থাকে। পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে ঠাণ্ডা বাতাস বহিলে তত আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু পূর্ব্ব দিকের বায়ু ক্রুপ্ রোগের অনুকূল।

৩। কাল (Season)—শীত ও বসন্ত কালে এই রোগের অধিক প্রাতুর্ভাব হয়, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে অধিক ভয় থাকে না।

৪। পারিবারিক ও পৈত্রিক কারণে (Heridity), যক্ষ্মাগ্রস্ত ও কর্কট (cancer) রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ছেলেদের ক্রুপ্ রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা।

নিদানতত্ত্ব (Pathology)—লেরিংসের শ্লেষ্মাস্রাবী ঝিল্লীতে অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয়, ক্রমে উহাতে রস সঞ্চয় হইয়া ফুলা বা শোথ হয়। ঐরূপ ঝিল্লীর উপর অল্প ধূসর বর্ণের এক পর্দ্দা পড়ে। সেই পর্দ্দা সর্ব্বস্থানে সমান পুরু থাকে না। ক্রমে উহা পুরু হইয়া উঠিলে উহাকে অস্বচ্ছ কৃত্রিম ঝিল্লী পড়া বলে। স্বররজ্জু ও এপিগ্লটিসের অভ্যন্তর গাত্রে প্রধানতঃ ঐরূপ ঝিল্লী দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম যে রস বাহির হয় তাহা সিরাম দ্বারা নরম হয় ও কাসি বা বমন দ্বারা উঠিয়া যায়। কিন্তু আবার পূর্ব্ববৎ জমিয়া ঝিল্লী নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঐ ঝিল্লী তুলিয়া ফেলিলে লেরিংসে ক্ষতাদি কিছুই দৃষ্ট হয় না।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যায় যে উক্ত কৃত্রিম ঝিল্লী জালবৎ আকার ধারণ করে এবং উহার মধ্যে মধ্যে এল্‌বুমিনাস্ ও ফিব্রিনাস্ শ্বেত রক্তকণা অবস্থিতি করিয়া থাকে।

লেরিংসে এই কৃত্রিম ঝিল্লী আসিতে পারে কিন্তু প্রধানতঃ উহা নিম্নদিকে ট্রেকিয়া ও ব্রংকাই মধ্যে বিস্তৃত হইয়া থাকে এবং ঐ সময়ে শ্লেষ্মা ও পূঁয মিশ্রিত রস বাহির হইয়া থাকে।

লক্ষণ (Symptoms)—এই রোগের আক্রমণ প্রায় রাত্রিকালেই হইয়া থাকে। প্রথমতঃ অত্যন্ত বা অধিক শীতের সহিত জ্বর হইয়া থাকে। এই জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, অল্প স্বরভঙ্গ থাকে, বিশেষ প্রকার কাসি হয়, প্রথম রাত্রিতে শিশুর প্রায়ই নিদ্রা হয়, কেবল ২।১ বার নিদ্রা ভঙ্গ হয় মাত্র কিন্তু ২য় রাত্রিতে জ্বর বৃদ্ধি পায় ও বিশেষ প্রকার কর্কশ ও ঘণ্টার বাদ্য ধ্বনিবৎ কাসি হইয়া থাকে। কিছুই শর্দ্দি লক্ষণ থাকে না। মূত্র কম হয়। ফেরিংস লালবর্ণ হয় ও টন্সিল বৃদ্ধি পায়। উপরোক্ত লক্ষণ গুলিকে প্রথমাবস্থার লক্ষণ বলা যাইতে পারে।

২য় অথবা ৩য় দিবসের রাত্রিতে শিশু হঠাৎ হাঁপাইয়া জাগিয়া ওঠে, শিশু ভয় পাইয়া চমকায় এবং এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। মুখে ভয়ের

লক্ষণ প্রকাশ পায়; সাঁই সাঁই শব্দবিশিষ্ট, দীর্ঘ ও ঘড়ঘড়ে নিশ্বাস হয়। কাসির পর ঐরূপ নিশ্বাস টানিয়া থাকে। প্রশ্বাস দীর্ঘ হয়, মুখ প্রথমে লাল, পরে বেগুনি বর্ণের মত হয় এবং শিশু আপন গলায় হাত দেয় ও বাহু বিস্তার করে। কাসিলেই একপ্রকার কর্ক্কশ, ঘণ্টার বাদ্যবৎ ও কুকুর ডাকার মত শব্দ হয়, ক্রমে গলা ভাঙ্গিয়া কাসির শব্দও লোপ পাইতে পারে। এই অবস্থায় শ্বাসকষ্ট অত্যন্ত প্রবল হইলে শিশু অত্যন্ত অস্থির হয়, ক্রোড়ে লইয়া বেড়াইতে বলে, কিন্তু কিয়ৎকাল বেড়াইলে পর আবার শয্যায় শয়ন করাইয়া দিতে বলে, আবার উঠাইতে বলে ইত্যাদি। শয্যায় শায়িত থাকিয়া শিশু পা দিয়া গাত্রবস্ত্র নিক্ষেপ করে, উহার মুখে উদ্বেগ চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং শিরাগুলি ফুলিয়া ওঠে, চক্ষু যেন বাহির হইয়া পড়ে এবং শ্বাস বন্ধের অবস্থা উপনীত হইয়া থাকে। উপরোক্ত লক্ষণগুলিকে ২য় অবস্থার লক্ষণ বলা যাইতে পারে।

ক্রমে ৩য় অবস্থার লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় যথাঃ—শিশুর শরীর কার্ব্বনিক এসিড্ দ্বারা বিষাক্ত হইয়া উঠে, অর্থাৎ মুখের সে জ্যোতি ও লাবণ্য থাকে না, মুখ ও শরীরের বর্ণ ফেকাসে হয়, চক্ষু মুদ্রিত হয় এবং সর্ব্ব শরীরে আলস্য অনুভূত হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী নীলবর্ণ হইয়া পড়ে। শ্বাস-প্রশ্বাস মৃদু হয় ও গলার ঘড়ঘড়ানি কম হয়। কখন প্রবল ভাবে নিশ্বাস লইবার চেষ্টা হয় কিন্তু পরক্ষণেই আবার মোহ আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সময় নাড়ী দ্রুত, ক্ষীণ ও পর্য্যায়-শীল হইয়া পড়ে। হস্ত ও পদ শীতল হয়, ত্বকের সংজ্ঞা কম হয় এবং গাত্রে শীতল ও চটচটে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। অল্প অল্প অচৈতন্য ও আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া দুর্ব্বলতায় প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া থাকে।

বিশেষ লক্ষণগুলির ব্যাখ্যা—১। শ্বাস-প্রশ্বাস।

লক্ষণ ঃ—সন্ধ্যা উপস্থিত হইলেই অসুখের বৃদ্ধি হয়, দুই বার কাসির ব্যবধানে দম্ আটকাইতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসকারী পেশীগুলির অতিরিক্ত কার্য্যব্যতীত, করাত করার মত এক প্রকার কিরকিরে শব্দ সঙ্কীর্ণ শ্বাস-পথের ভিতর হইয়া থাকে। এইরূপ শব্দ নিশ্বাস ও প্রশ্বাসে শ্রুত হইয়া থাকে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায়। অজ্ঞাতসারে শিশু আপন মস্তক ও গ্রীবা পশ্চাদ্দিকে হেলাইয়া থাকে। যাহাতে শ্বাসনলীতে কোন প্রকার চাপ না পড়ে তজ্জন্য শিশু এইরূপ করিয়া থাকে। নাসিকার ডানা দুটী প্রবল ভাবে উঠিতে ও পড়িতে থাকে। পাকাশয় প্রদেশ সহজ অবস্থায় যেরূপ নিশ্বাস লইলে ফুলিয়া থাকে, এই রোগে উহা সেরূপ ভাবে না থাকিয়া যেন খোলে পড়িয়া থাকে। লেরিংস বদ্ধ হেতু ফুস্‌ফুসে উত্তমরূপে বায়ু প্রবিষ্ট হয় না সেজন্য ঐরূপ হইয়া থাকে। জাইফয়েড্ প্রবর্দ্ধন ও নিম্ন পঞ্জরের উপাস্থিগুলিও ঐ কারণে ভিতর দিকে প্রবল ভাবে ঢুকিয়া থাকে, সুস্থাবস্থার মত উহারা আস্তে আস্তে নীচে নামে না। শ্বাস ও প্রশ্বাস এই দুই কার্য্যই কষ্টে সম্পাদিত হইলে গ্লটিস্ ছিদ্রের মুখে জমাট-রস সঞ্চয় হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। কেবল নিশ্বাস কার্য্য কষ্টে সম্পাদিত হইলে ইহা বুঝা যায় যে কৃত্রিম ঝিল্লী নির্ম্মাণ হেতু নিশ্বাস গ্রহণ কষ্ট হয় না কিন্তু গ্লটিসের পেশী দুর্ব্বলতা হেতু নিশ্বাস কার্য্যে এপিগ্লটিস উত্তোলিত হয় না। প্রশ্বাস কার্য্যের বিঘ্ন ঘটে না, কারণ, অবসন্ন পেশীগুলি অকর্ম্মণ্য থাকে সুতরাং যে বায়ু ফুস্‌ফুসে ঢুকিয়া ছিল উহা আপনাপনি বহির্গত হইয়া থাকে। নিশ্বাস লইবার কালে সীস দেওয়াবৎ, সাঁইসাঁইবৎ অথবা করাত করার মত কিরকিরে শব্দ হয় কিন্তু প্রশ্বাস কালে গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হইয়া থাকে।

স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস শব্দের অত্যন্ত হ্রাস হইয়া থাকে।

২। তাপবৃদ্ধি—প্রথম ও দ্বিতীয় দিবসে তাপ অধিক হয় না। এই রোগে ১০২ বা ১০৩ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ উঠিয়া থাকে। সাধারণতঃ ১০০ ডিগ্রি

পর্য্যন্ত তাপ হয়। ৩য় বা ৫ম দিবসে তাপ স্বাভাবিক হইয়া যায়। ১০৪ বা ১০৫ ডিগ্রি তাপ উঠিলে ফুসফুস প্রদাহ সন্দেহ করা যায়। শারীরিক তাপ এক ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ডিপ্‌থিরিয়া ও লেরিঞ্জাইটিস্ সন্দেহ করা যায়।

৩। নাড়ী—ইহা পূর্ণ ও কঠিন থাকে এবং এক মিনিটে ১২০ হইতে ১৩০ বার স্পন্দিত হইয়া থাকে। ২য় অবস্থায় নাড়ী এইরূপই থাকে কিন্তু শ্বাসবন্ধের অবস্থায় ২০।৩০ বার আরও অধিক স্পন্দন হয়। শেষাবস্থায় ১ মিনিটে ১৬০ বা ১৮০ বার নাড়ী স্পন্দিত হইতে পারে এবং উহা ক্ষুদ্র, চাপনশীল ও পর্য্যায়শীল হইয়া থাকে।

৪। শ্বাসকষ্ট—এই অবস্থায় এক মিনিটে ২৮ হইতে ৩৩ বার শ্বাস প্রশ্বাস হয়। হাঁপানি রোগীর মত শিশু শ্বাস-প্রশ্বাস কালে উপর দিকে মস্তক উঠাইয়া থাকে। যত শক্তি সম্ভব তাহা দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্য্য সম্পন্ন করে। যতই লেরিংস কুঞ্চিত হয় ততই নিশ্বাস কার্য্য কষ্টকর হয়। মুখ হাঁ হইয়াই থাকে। নাকের ডানা উঠে ও পড়ে এবং নিম্ন পঞ্জরের উপাস্থি ও জাইফয়েড্ উপাস্থি ভিতর দিকে ঢুকিয়া যায়।

৫। বিরামকাল—রোগের ২য় অবস্থার লক্ষণের বিরাম দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ ঐ সময়ে শ্বাসকষ্ট কম হয়, কাসি নরম পড়ে, স্বর অনেকটা স্বাভাবিক হয় এবং রোগী সর্ব্বাংশে অনেক পরিমাণে সুস্থ বোধ করিয়া থাকে। জ্বর ত্যাগ হয়, ক্ষুধা ফিরিয়া আসে এবং নিদ্রা হইয়া থাকে। এই বিরাম কাল শুভ লক্ষণ, কারণ এই সময়ে কৃত্রিম ঝিল্লী শ্লেষ্মার সহিত অল্প অল্প উঠিয়া গিয়া থাকে। আক্ষেপের বিরাম হইলে শ্বাসকষ্ট প্রায় থাকে না, কাসি তরল হয় এবং ক্রমাগত শ্লেষ্মা ও পূঁয মিশ্রিত গয়ার উঠিতে থাকে। স্বরভঙ্গ দিন দিন ভাল হয়, জ্বর আদৌ আসেনা, ঘর্ম্ম হয়, এবং রোগী ভাল হইয়া থাকে।

অনেক সময়ে এই রোগে বিরাম কালও শুভ হয় না, অর্থাৎ

এই সময়ে নূতন রস বাহির হইয়া পুনর্ব্বার আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং শ্বাসকষ্ট প্রবল হইয়া শ্বাস অবরোধের অবস্থা উপনীত হইয়া থাকে।

৬। গ্রন্থিবৃদ্ধি—ফেরিংস মধ্যে প্রচুর রস জমিলে চোয়ালের নিম্নস্থিত ও গ্রীবাস্থিত গ্রন্থিগুলি বড় হয়, এই সঙ্গে এলবুমিনুরিয়া রোগ হইয়া থাকে।

৭। বেদনা—এই রোগে লেরিংসে বিশেষ কোন বেদনা হয় না তবে শ্বাস-কষ্ট বশতঃ শিশু গলায় হাত দিয়া থাকে। বড় বড় বালকদিগের কখন কখন লেরিংস মধ্যে ক্ষত বোধ ও চিমটিকাটার মত বেদনা হইয়া থাকে এবং লেরিংস মধ্যে চাপ অনুভূত হয়।

৮। গতি ও পরিণাম—ক্রুপরোগ ৫ হইতে ১০ দিবস অবস্থিতি করে। প্রবল রোগে ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটে। প্রথম হইতে ভাল চিকিৎসা হইলে অনেক রোগী রক্ষা পাইয়া থাকে।

অন্যান্য রোগে এই ক্রুপরোগ উপসর্গ স্বরূপ উপস্থিত হইতে পারে। সেই সকল রোগের নাম যথাঃ—হামজ্বর, আরক্তজ্বর, বসন্ত ও ডিপথিরিয়া, হুপিং কাসি, টাইফয়েড্ জ্বর, নিউমোনিয়া বা ফুসফুস প্রদাহ ও বিসূচিকা।

৯। প্রভেদ ও রোগনিরূপণ—শিশুদিগের তরুণ লেরিঞ্জাইটিস, লেরিংস শোথ, অপ্রকৃত ক্রুপ অর্থাৎ লেরিংসের আক্ষেপ প্রভৃতি রোগ এবং ডিপথিরিয়া রোগের সহিত প্রকৃত ক্রুপরোগের পার্থক্য বিচার করিতে হয়।

অপ্রকৃত ক্রুপ রোগে প্রকৃত রোগের মত প্রবল শ্বাসকষ্ট ও জ্বর থাকে না, যাহা থাকে তাহা শীঘ্র ঔষধ সেবনে দমন হয়। এতদ্ব্যতীত, উহাতে স্বরের ব্যতিক্রম হয়, কিন্তু প্রকৃত ক্রুপ রোগে দিন দিন লক্ষণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

১০। ক্রুপ্ ও ডিপ্থিরিয়া রোগের পার্থক্য।

ক্রুপ্	ডিপ্থিরিয়া।
দুর্ব্বলতা ও স্থানিক প্রদাহ।	দুর্ব্বলতা ও সার্ব্বাঙ্গিক প্রদাহ।
স্পর্শাক্রমক নহে।	স্পর্শাক্রমক।
প্রথমে লেরিংস আক্রান্ত হয়	তালু ও নাসারন্ধ্র প্রথমাক্রান্ত হয়।
পক্ষাঘাত হয় না।	সর্ব্বদা পক্ষাঘাত হয়।
দুই এক স্থানে হয়।	প্রায়ই দেশব্যাপী হইয়া থাকে।
যুবাদিগের হয় না।	যুবকদিগের এই রোগ হয়।
রস বাহির হয়।	রস প্রায় বাহির হয় না।
শ্বাস অবরোধে মৃত্যু।	শ্বাস অবরোধে মৃত্যু ঘটে না।
কৃত্রিম ভাবে অন্যের দেহে উৎপন্ন করা যায় না।	অন্যের দেহে কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

১১। ভাবী ফল—ক্রুপ্ রোগে শতকরা ২৩ হইতে ৭৫ জনের মৃত্যু ঘটে। হোমিওপ্যাথি মতে ইহার সুচিকিৎসা হইয়া থাকে। সবলকায় শিশুদিগের পক্ষে এই রোগ প্রায়ই মারাত্মক হয়।

সুশীলা। দিদি! শীঘ্র করে খোকার কিছু উপায় কর।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! ৬নং একোনাইট সেবনের পরও যদি শুষ্ক ও কুকুর ডাকার মত কাসি, সাঁই সাঁই শব্দবিশিষ্ট অথবা করাত কাটা শব্দের মত শ্বাস-প্রশ্বাস এবং অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হয়, তবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ১ বা ২ নং আয়োডিন ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। ইহাতেও উপকার না হইলে, এবং খোকার শ্বাস লইবার জন্য হাঁপানি, কাসিলে ঘড়ঘড়ানি, অত্যন্ত শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ফুল্‌কো পর্য্যন্ত পর্দ্দার বিস্তৃতি হইলে ১নং ব্রোমিন ঔষধের আরোক বা বড়ী বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। গরম জলে ১নং ব্রোমিন ঔষধের কয়েক বিন্দু ঢালিয়া দিয়া

সেই ব্রোমিন-ঔষধ মিশ্রিত গরম জলের ভাপ্‌রা আঘ্রাণ করান ভাল। মোট কথা এই যে, যতক্ষণ খোকা সবল থাকে, ততক্ষণ আয়োডিন এবং দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে ব্রোমিন উপযোগী হইয়া থাকে।

যদি ক্রুপ্‌ রোগ ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, তৎসঙ্গে কর্কশ, শুষ্ক, কুকুর ডাকার মত কাসি, লাল ও স্ফীত টন্‌সিল ও লেরিংস (গলার ভিতর যে দুই দিকে দুটী সুপারীর মত বীচি আছে উহাদিগকে টন্‌সিল বলে এবং শ্বাসনলীর প্রথম অংশকে লেরিংস বলে) অর্থাৎ শ্বাসনলীর প্রথম অংশে পর্দ্দা হওয়া, ট্রেকিয়া বা শ্বাসনলীর ২য় অংশে সাঁই সাঁই ও ঘড়ঘড় শব্দ, এবং উহাতে ঘন ও আঠার মত পর্দ্দা সঞ্চয় প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে ৬নং কেলি-বাইক্রম ঔষধের বড়ীতে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত, এই রোগে বিশেষ বিশেষ ঔষধের প্রয়োজন হয়। যথা ঃ—গলার ভিতর রক্ত জমিলে সর্ব্বপ্রথমে ৬নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী ব্যবহার দ্বারা জ্বরাদি খাট করিয়া দিবে। গলার ভিতর ও বাহিরে অত্যন্ত ফুলা, নিশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং শীঘ্র শীঘ্র অত্যন্ত দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য ৬নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী ব্যবহার করিবে।

শ্বাসকষ্টের বৃদ্ধি, অস্থিরতা, যন্ত্রণা, ফাঁপা কাসি, বুকের ভিতর শ্বাস-নলী পর্য্যন্ত কৃত্রিম পর্দ্দার বিস্তৃতি ও ফুল্‌কোর মধ্যে রক্ত সঞ্চয় প্রভৃতি লক্ষণে ৩নং ফস্‌ফরাস ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

শ্বাস-রোধের ভয় থাকিলে এবং ক্ষীণ সুরবিশিষ্ট কাসি ও ট্রেকিয়া নামক নিশ্বাসনলীতে ঘড়ঘড় করিলে ৬নং এণ্টিমটার্ট ঔষধের বড়ী বড়ই উপকারী হইয়া থাকে।

রোগ চলিয়া গেলে পর যদি ঘড়ঘড়ে কাসি থাকে, তবে ৬নং হেপার সালফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে এবং আরোগ্যের পর শুষ্ক কাসির জন্য ৩০নং ফস্‌ফরাস ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে।

সুশীলা। দিদি! "সস্তা দামের পুস্তকে" লিখিত ফাঁকি দেওয়া উপদেশ দিবার মত ব'ল্লে চল্‌বে না, তুমি এই রোগের বিস্তৃত চিকিৎসা বল, নহিলে এমন শক্ত রোগের ভাল শিক্ষা হইবে না।

সৌদামিনী। সুশীলা! তুমি বড় চালাক মেয়ে, তোমার যথার্থ শেখ্‌বার চেষ্টা আছে। তবে বলি শোন ঃ—

ক্রুপ্‌রোগের বিস্তৃত চিকিৎসা বর্ণনা।

DETAILED TREATMENT OF CROUP.

এণ্টি টক্সিন—শীঘ্র শীঘ্র রোগ ধরা পড়িলেই ক্রুপ-এণ্টিটক্সিন ৮০০ হইতে ১০০০ ইউনিট এইরূপ মাত্রা ত্বক নিম্নে পিচকারী করিতে হয়।

আয়োডাইড্‌ অব্‌ লাইম—অর্দ্ধ গ্রেণ মাত্রায় ১৫ হইতে ৩০ মিনিট অন্তর সেবন করাইতে হয়। ডাক্তার গ্যাচেল্‌ বলেন যে ক্রুপ রোগের গোড়ায় এই ঔষধ ব্যবহার করাইতে পারিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

এসিটিক্ এসিড—উজ্জ্বল লালবর্ণ মুখ ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। ১০ বিন্দু এসিটিক্-এসিড্‌ বড় গেলাসের অর্দ্ধ গেলাসপূর্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া ও সেই মিশ্রিত জল চিনির দ্বারা মিষ্ট করিয়া ২।৩ ঘণ্টান্তর এক ছোট চামচ পরিমাণ সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

একোনাইট্‌—প্রবল জর, শুষ্কগাত্র, অতিশয় অস্থিরতা, যাতনা এবং এ পাশ ও পাশ করিবার জন্য ব্যগ্রতা। প্রথমাবস্থায় রস বাহির হইতে না হইতে ইহা প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়। মেম্বে নাস্‌-ক্রুপ রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

আর্সেনিক—দুই প্রহর রাত্রির সময় বৃদ্ধি, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও

অতিশয় অস্থিরতা, মুখ ফোলা, শরীরে শীতল ঘর্ম্ম, লেরিংসে শোথ এবং তজ্জন্য শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

বেলেডোনা—করাত করার মত অথবা শীস দেওয়ার ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস, কুকুর ডাকার মত ঘন ঘন কাসি, শুষ্ক ও উত্তপ্ত গাত্র, লাল-বর্ণ মুখ, পূর্ণনাড়ী, অত্যন্ত অস্থিরতা, লালবর্ণ ও স্ফীত টন্‌সিল, কোমল তালুর স্থানে স্থানে অল্প অল্প রস সঞ্চার, দুই প্রহর রাত্রিতে রোগের আক্রমণ ইত্যাদি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ব্রোমিন ২× —একোনাইট ও স্পঞ্জিয়া ঔষধ সেবন দ্বারা কিছু উপকার না হইলে অথচ রোগের বৃদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রবল শ্বাসকষ্ট, শুষ্ক ও সাঁই সাঁইবৎ কাসি, অল্প গয়ার ওঠা এবং কাসিলে লেরিংস মধ্যে ঘড়ঘড়ানি এবং শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা উপযোগী হয়। ইহা টাটকা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

ক্যাল্ক-কার্ব্ব—ইহা কেবল এসক্রফুলা ধাতুতে উপকার করিয়া থাকে।

ক্যাম্ফারিয—স্বরলোপ, সীস দেওয়াবৎ শ্বাস প্রশ্বাস এবং যাতনায় শয্যায় কেবল পার্শ্ব পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

কষ্টিকাম—লেরিংস মধ্যে ক্ষতবোধ থাকিলে ইহা উপযোগী হয়।

হেপার-সাল্‌ফার—লেরিংস মধ্যে অন্য পদার্থ রহিয়াছে এরূপ বোধ, এক কর্ণ হইতে অপর কর্ণ পর্য্যন্ত চিড়িক বেদনা, জ্বর, তরল কাসি থাকিলেও গয়ার না ওঠা; শুষ্ক, কুকুর ডাকার মত কর্ক্কশ ও ঘড়ঘড়ে কাসি; ক্রুপি শব্দ, কষ্টকর নিশ্বাস, সহজ প্রশ্বাস, প্রাতঃকালে কাসি বৃদ্ধি, কাসিবার কালে শিশুর ক্রন্দন, ঠাণ্ডা ও পশ্চিমে বাতাসে রোগের উৎপত্তি প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

আয়োডিন ২×,৬ —স্পঞ্জিয়া ঔষধের পর যেমন ব্রোমিন উপযোগী

হয়, হেপার-সাল্‌ফারের পর তেমনি আয়োডিন্‌ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে শুষ্ক ও সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত কাসির বৃদ্ধি, গলা ঘড়ঘড় করিলেও কাসি না ওঠা, স্বরভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট, প্রাতঃকালে তরল ও কর্কশ কাসি, সরল গয়ার ওঠা, গয়ারে কখন কখন রক্তের ছিট, অস্থিরতা ও মোহের সম্ভাবনা প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। ডাক্তার গ্যাচেল্‌ ২× আয়োডিন ঔষধের ৩ বিন্দু খানিকটা জলে ফেলিয়া টাট্‌কা টাট্‌কা আধ ঘণ্টান্তর উহার কিছু কিছু সেবন ব্যবস্থা দিয়া সুফল পাইয়াছেন। স্ক্রফুলাগ্রস্ত ছেলের শুষ্ক ও সাঁই সাঁই শব্দবিশিষ্ট কাসি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

কেয়োলিন—লেরিংসের নিম্নাংশে এবং ট্রেকিয়ার ঊর্দ্ধাংশে ক্রুপি প্রদাহ হইলে এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত কষ্টকর ও করাত করার মত শ্বাস-প্রশ্বাস থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কেলি-বাইক্রম ৩× বা ৬×—ধীরে ধীরে রোগ প্রকাশ, লেরিংসে অত্যন্ত চেতনাধিক্য, মোটা ছেলেদের অত্যন্ত কর্ক‌শ স্বর, সর্ব্বদা কর্ক‌শ, শুষ্ক ও কুকুর ডাকার মত কাসি, প্রত্যুষে কাসির বৃদ্ধি, প্রদাহিত কোমল তালু ও টন্সিল, চিম্‌সে ও সূত্রবৎ শ্লেষ্মা উঠা, জিহ্বায় পুরু ও ঈষৎ হল্‌দে সর পড়া এবং পাকাশয়ের উগ্রতা প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

লেকেসিস্‌—কণ্ঠে স্পর্শ সহ্য না হওয়া, অপরাহ্নে এবং নিদ্রার সময়ে ও পরে বৃদ্ধি, কোমল তালুতে রস সঞ্চয় ও ফুসফুসের পক্ষাঘাত সম্ভাবনা প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

লাইকোপোডিয়াম—নাকের ডানাগুলির আক্ষেপিক গতি বা উঠা নামা, নিদ্রা ভঙ্গে খিটখিটে মেজাজ, গাত্রাবরণ সহ্য হওয়া ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ফস্‌ফোরাস—ব্রংকাইটিস রোগের সহিত ক্রুপ, অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

বায়ুনলী বা ব্রংকাই পর্য্যন্ত ক্রুপ রোগের বিস্তৃতি, স্নায়ুমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি; চিৎ হইয়া শয়ন করিলেই কাসি প্রভৃতি লক্ষণে ইহা ব্যবহার করা যায়।

স্যাঙ্গুয়িনেরিয়া—শুষ্ককণ্ঠ, লেরিংসের ভিতর পূর্ণতা বোধ, তৎপরে গাঢ় শ্লেষ্মা ওঠা, দীর্ঘস্থায়ী ও প্রবল কাসির পর শ্লেষ্মাত্যাগ, স্বরলোপ অথবা অত্যন্ত গলা ভাঙ্গা, শীশ দেওয়াবৎ অথবা ধাতুবাদ্যবৎ কাসি প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

স্পঞ্জিয়া—অত্যন্ত শুষ্ক ও দাঁড়কাক ডাকার মত কর্কশ শব্দবিশিষ্ট কাসি, সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত বৃদ্ধি, বিরামকালেও কাসিতে করাত করার মত শব্দ প্রভৃতি লক্ষণে ইহা ফলপ্রদ হয়। ইহা হেপার-সাল্ফার ঔষধের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এণ্টিমটার্ট—শীতল ও ঈষৎ নীলবর্ণ মুখমণ্ডল, মুখে শীতল ঘর্ম্ম, অত্যন্ত দ্রুত নাড়ী, বক্ষের ও ট্রেকিয়া নামক শ্বাসনলীর ভিতর ঘড়ঘড়ানি শব্দ (যেন কতই শ্লেষ্মা জমিয়া আছে অথচ কিছুই উঠে না), অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ফুস্ফুসের পক্ষাঘাত উপক্রম, স্বরভঙ্গ (প্রাতঃকালে বৃদ্ধি) ও শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি লক্ষণে ইহা উপযোগী হয়।

ডাক্তার ভন্-গ্রভগল্ সাহেবের মতে নিম্নলিখিত ঔষধগুলীর উপযোগীতা দৃষ্ট হয়ঃ—

কুপ্রাম—কেবল আক্ষেপিক প্রকারে ইহার বিশেষ উপযোগীত দৃষ্ট হয়।

ইপিকা, আয়োডিন ও ব্রোমিন্—মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ থেকে থেকে আক্ষেপ হইলে উহাদের দ্বারা উপকার হয়। ব্রঙ্কিয়াল শর্দ্দি, সন্ধ্যাকালে আক্ষেপিক কাসি, শ্বাসনলী মধ্যে শ্লেষ্মা বাহির হওন প্রযুক্ত শ্বাসরোধাশঙ্কা প্রভৃতি ইপিকাক প্রয়োগ লক্ষণ।

ব্রায়োনিয়া—ষ্টার্ণাম অস্থির নিম্নে বেদনা, ট্রেকিয়া নলীর ভিতর

কর্কশ বোধ, শুষ্ক ও কর্কশ কাসি, পরে শ্লেষ্মা ওঠা প্রভৃতি উহার প্রয়োগ লক্ষণ।

হেপার-সাল্ফার—শীতপিত্ত ও বিসর্প রোগ থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

ডাক্তার সুস্লার সাহেবের মতে নিম্নলিখিত ঔষধগুলির দ্বারা উপকার আশা করা যায়ঃ—

কেলি-মিউর—প্রথমে ব্যবহার করা যায়।

ফেরাম্-ফস্—প্রবল জ্বরাবস্থায় বিশেষ উপযোগী হয়।

ক্যাল্ক-সাল্ফ—ইহা শেষে উপকার করে।

কেলি-ফস্—যদি রোগী বিলম্বে চিকিৎসাধীন হয়, সুতরাং রোগী দুর্ব্বল হয়, কিন্তু উহার মুখমণ্ডল নীলবর্ণ থাকে তবে ইহা উপযোগী হইয়া থাকে।

নিবারক চিকিৎসা—তালু, গ্রীবা ও বক্ষ শীতল ও লবণাক্ত জলে উত্তমরূপে অভিষিক্ত করিয়া রাখিলে এই রোগ হইতে পারে না।

স্থানিক্ চিকিৎসা—গরম জলের ধূম আঘ্রাণ করাইলে বিশেষ উপকার হয়। এক ড্রাম ব্রোমাইড্-পটাস, এক গ্রেণ ব্রোমিন্ ও এক আউন্স জল মিশ্রিত করিয়া আঘ্রাণ করাইলে উপকার হয়। একটী বড় গ্লাসের তলায় এক টুক্রা স্পঞ্জ কয়েক বিন্দু টিংচার আয়োডাই দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়া দিবে, পরে ঐ গ্লাসটি শিশুর নাসিকার নিকট ধরিলে আয়োডিন আঘ্রাণ করান হয় এবং উহাতেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

সাবধানতা (Quarantine)—ডিপ্থিরিয়া রোগ হোক্ বা ক্রুপ্ রোগ হোক্, আগে থেকে সকল প্রকার ছোঁয়াচে রোগকে পৃথক করিয়া রাখিতে হয়।

পথ্য (Diet)—সাবধানে রোগীকে খাওয়াইতে হইবে যদ্দ্বারা

রোগীর সামর্থ বা জোর থাকে। যদি রোগী বড় অবসন্ন হয় তবে উত্তেজক সুরা ব্যবহার করিতে হয়।

যদি মুখ ও ওষ্ঠ নীলবর্ণ ও অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হয় তবে শীঘ্রই নল পরান (Intubation) আবশ্যক হয় এবং উহাতে কিছু না হইলে ট্রেকিওটমি নামক অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! নল পরানর কথা কি বল্ছো? আমি কি এম, বি, ডাক্তার চন্দ্রমুখী? না ললিত লবঙ্গলতার মত পাশ করা ভি, এল্, এম্, এস্? যে তাঁহাদের মত ঐরূপ নল পরান বা কাটা কুটি চিকিৎসা পারবো? আমি যদি কিছু হইত হাতুড়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের মত "হাতুড়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারনি" জোর হবো, আমায় ভাই নল পরান বা কাটা কুটি কিছু শিক্ষা দিও না, সে সব হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণও মানেন না আর আমিও সে সব পারবো না।

সৌদামিনী। সুশীলা! ভগ্নি! অত ভয় করোনা, আমি যেরূপ শিখাইতেছি, সেরূপ শিখিলে তুমিও একজন ওস্তাদ লেডি ডাক্তার হ'তে

সুশীলা। বল তবে, পারি না পারি শিখেও রাখি।

সৌদামিনী। বলি শোন :—

নল পরান প্রণালী।

INTUBATION.

নিদর্শন (Indication)—রোগী নীল মূর্ত্তি হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে না। যদি শ্বাসকষ্ট ক্রমাগত বাড়িতে থাকে এবং তৎসঙ্গে যদি তাপ ক্রমাগত বাড়িয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ ট্রেকিয়া নামক শ্বাসনলীর ভিতর নল পরাইবে (Intubation)।

প্রয়োজনীয় যন্ত্র (Instruments) :—১। নল (Tube)

যথা ঃ—সোণার পাতযুক্ত অথবা অন্য কোন প্রকার কঠিন রবারের নল। ২। নল মাপা যন্ত্র (Gauze); ৩। নল চালাইবার যন্ত্র (Introductor); ৪। মুখ ফাঁক করা যন্ত্র (Mouth Gag); ৫। নল বাহির করা যন্ত্র (Extractor)।

উক্ত যন্ত্রগুলি ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে কার্ব্বলিক প্রভৃতি বিষ নাশক লোশনে ডুবাইয়া উহাদিগকে শোধন করিতে হয়।

রোগী (Patient)—শিশুর দুই হাত তাহার দুই পার্শ্বে রাখিয়া পরে উহাদের উপর দিয়া তাহার সমস্ত বক্ষ ও উদর একখানি কম্বলে জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয় এবং তাহার পা দুখানিও ধরিয়া থাকিতে হয় নতুবা নল চালাইবার সময় নড়িলে ঠিক কার্য্য হয় না।

সহকারী (Assistants)—একজন সহকারীর কোলে ছেলে দিতে হয়। ছেলের মাথা যেন সহকারীর বাম স্কন্ধে ঠেকে থাকে। অপর একজন লোক বা সহকারী ছেলের পশ্চাতে থাকিয়া তাহার মাথাটি যেন দৃঢ়ভাবে ধ'রে থাকে।

নল (Tube)—ছেলের বয়সানুসারে গজ্ নামক মাপের যন্ত্র দিয়া নল ছোট কি বড় ঠিক করিতে হয়। যে নল ঠিক হ'বে সেই নলের গোড়ার দিকের বিঁদের ভিতর এক ফুট লম্বা একটি শক্ত সূতা বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

গ্যাগ্ যন্ত্র (Gag)—ছেলের মুখের ভিতর বাম কোণে গ্যাগ্ পরাইয়া আস্তে আস্তে উহার স্ক্রূপ ঘুরাইলে সমস্ত মুখ গহ্বর ফাঁক হইয়া পড়ে। এইরূপে খুব বড় ক'রে হাঁ করাইয়া ঐ গ্যাগের হ্যাণ্ডেল্ ২য় সহকারীকে ধরিয়া থাকিতে বলিতে হয়।

অস্ত্রকারী (Operator)—ডাক্তারকে ছেলের সাম্‌নাসাম্‌নি একখানা চেয়ারের ধারে বস্‌তে হয়, তাঁর ডান হাতে যেন নল চালাইবার যন্ত্রে (Introductor) পরাবার নল লাগান থাকে।

নল পরান (Introduction of the tube)—ছেলের গলার মধ্যরেখা (middle line) ঠিক করিয়া যতক্ষণ কাজ করিবার দরকার হয় শীঘ্র করিয়া ফেলিতে হয়। বাম হাতের তর্জ্জনী নামক অঙ্গুলিটী রোগীর ফেরিংসের ভিতর ঢুকাইয়া উহা ছেলের সাম্‌নের দিকে ঠেলিলে ছেলের ক্রাইকয়েড্ উপাস্থির সম্মুখ অংশটি একটি কঠিন বড়ীর মত ডাক্তারের ডান হাতে ঠেকিবে। অঙ্গুলির সাম্‌নে লেরিংসের এপিগ্লটিস নামক সাপের চক্রের মত ঢাক্‌নিটা ও লিরিংসের ছিদ্র থাকে। যে আঙ্গুল গলার ভিতর পরান আছে সেই আঙ্গুলের ভিতর গা দিয়ে (palmer surface) তখন শীঘ্র শীঘ্র নলটী যাহা চালাইবার যন্ত্রে যুক্ত আছে উহা লেরিংসের ছিদ্রের ভিতর দিয়া ঢুকাইয়া দিতে হয়; নল চালাইবার যন্ত্রের (Introductor) বাঁট্‌টা উপর দিকে উচু করিয়া তুলিলেই পরনের নল শীঘ্র লেরিংসে চলিয়া গিয়া থাকে। নল লেরিংস মধ্যে গেলেই, চালাইবার যন্ত্রটা হইতে নলের যোগ খুলিয়া দিতে হয়, এবং শেষে মুখ থেকে গ্যাগ্ নামক মুখখোলা যন্ত্রও বাহির করিয়া লইতে হয়।

এইরূপ করিতে পারিলেই দেখিবে যে তৎক্ষণাৎ ছেলের শ্বাসকষ্ট দূর হইবে এবং কাসির আক্ষেপ বা ধমক কমিয়া যাইবে।

নলের সূতা খোলা (Removal of Thread)—যখন দেখিবে যে নল ঠিক স্থানে গিয়েছে তখন নলের গোড়ার সূতা খুলিয়া দিবে। প্রথমে দেখ্‌বে যে সূতায় গেরো পড়েছে কিনা? নলের মুখে তর্জ্জনী মুহূর্ত্তের জন্য রাখিয়া সট্ করে সূতা টানিয়া লইতে হয়। আমার বোধ হয় নলের সূতা না খুলিয়া সূতার দুই থাই মুখের বাহির দিয়া মাথার পশ্চাতে বাঁধিয়া রাখিলে নল সরে যেতে পারে না এবং পরে ঐ সূতা টানিয়া নল বাহির করারও সুবিধা হয়।

সম্ভবপর বিপদ।

POSSIBLE ACCIDENT.

খাদ্যবাহী নলের ভিতর নল যাওয়া (Tube in Esophagus) লেরিংসে নল পরাতে গিয়ে ফেরিংসে নল না যায়, ছেলের মাথা বেশী পেছন দিকে কিম্বা বেশী সামনের দিকে হেলাইলে এরূপ ঘটিয়া থাকে। যদি ফেরিংসে নল ঢুকে পড়ে তাহা হইলে ছেলের শ্বাস কষ্ট যাবে না, সুতরাং আবার নল খুলে (স্তা ধ'রে টান্‌লেই নল বেরিয়ে আসে) নিয়ে ছেলেকে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে দিবে এবং পরে আবার নল ঠিক মত পরাইতে হয়।

লেরিংসের অন্য স্থানে নল যাওয়া (False Passage)— নল পরাতে গিয়ে ঠিক লেরিংসের গর্ত্তে না গিয়া উহার অন্যান্য ঘরের (Ventricles) ভিতর সেই নল চালিত হইতে পারে। ঠিক মাজার বা মধ্যস্থল দিয়া নল ঢুকাইতে না পারিলেই (failure to keep in the median line) এবং জোর ক'রে নল ঢুকাইতে গেলে ঐরূপ বিপদ ঘটিয়া থাকে। আস্তে আস্তে নল চালাইবারই নিয়ম। ঐরূপ করিলে একবারেই নল চলিয়া যায়। নলের মাথাটা এপিগ্লটিসের উপরে উঠিলেই জানা যায় যে নল ঠিক পরান হয় নাই।

নলের সঙ্গে সঙ্গে নীচে পর্দ্দা জমে যাওয়া (Membrane below tube)—নল পরাইবার সময় নলের সঙ্গে সঙ্গে কতকটা কৃত্রিম ঝিল্লীও নলের নীচে গিয়ে জম্‌তে পারে। এইরূপ হইলেই হঠাৎ ও ভয়ানক শ্বাসকষ্ট বা দমবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটে; সুতরাং তখন শীঘ্র শীঘ্র স্তা ধরিয়া নল টানিয়া বাহির করিতে হয় ও মুখ ফাঁক করার যন্ত্র (Gag) খুলিয়া ফেলিতে হয়, পরে ছেলেকে উল্টে উপুর ক'রে দিয়ে তাহাকে কাসাইবার চেষ্টা করাইতে হয়। ইহাতে কিছু উপকার

না হইলে কৃত্রিম ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস করাইতে হয়, তাহাতেও দমবদ্ধ না দূর হলে তৎক্ষণাৎ ট্রেকিয়া নামক শ্বাসনলী চিরিয়া নল পরাইয়া দিতে হয় (Tracheotomy)।

নল খুলে বা স'রে যাওয়া (Dislodgment of the tube)—ছেলে নলটি কাসিয়া তুলিয়া বাহির করিতে পারে অথবা নল গিলিয়া ফেলিতে পারে। ঐরূপ দুটি দুর্ঘটনার কোনটিই মারাত্মক হয় না। কেবল অপেক্ষাকৃত বড় নল পুনর্ব্বার পরাইয়া দিলেই চলিতে পারে। নল গিলিয়া ফেলিলে উহা বাহ্যের সহিত বাহির হইয়া যায়। কাসিয়া নল তুলিয়া ফেলিলে পর পুনর্ব্বার দমবন্ধের ভাব না আসা পর্য্যন্ত নূতন নল পরান উচিত নহে। নলেবাঁধা দুইখাই সূতা মাথার দুই দিক দিয়া আল্‌গা করিয়া বাঁধিয়া রাখাই ভাল বোধ হয়। তাহা হইলে নল স'রেও যায় না।

শ্বাসবদ্ধ (Apnæa)—বার বার অথবা দীর্ঘকাল ধরিয়া নল পরাইতে গে'লে বড়ই শ্বাসকষ্ট হয় অতএব ৫ সেকেণ্ডের মধ্যে নল পরাইবার অভ্যাস করা উচিত।

সুশীলা। দিদি! আমাদের মত অশিক্ষিত লোকে কি ঐরূপে শীঘ্র শীঘ্র নল পরাতে পারে? তোমার মিছে বকাই সার হলো। বা দুর্ব্বা বনে মুক্তা ছড়ান হলো দেখ্‌চি। আমাদের ঐ "ঔষধের কোঁটায় যা করে তাই হবে উহার বেশী চেষ্টা হবে না।"

সৌদামিনী। সেকি সুশীলা! কেন হবে না! দরকার হলেই কর্‌তে হবে; নহিলে ছেলে যে মারা পড়্‌বে, মারা পড়্‌লে চিকিৎসকের বদনাম হবে এবং বোধ হয় পাপ হবে। তবে যদি না পার তবে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ গৃহস্থদের খুলে বলিও যে পাকা অস্ত্রচিকিৎসক বা হাত সেট্‌ওয়ালা ডাক্তারদের দিয়ে নল পরিয়ে নিতে। নতুবা "ভারতবর্ষের কেবল কোঁটা ফেলা শেখা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের মত পাপ ও বদনাম

সঞ্চয় করো না।" হায়! কবে সে শুভদিন ভারতে হবে যখন সমস্ত ভারতের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রয়োজন মত অস্ত্রচিকিৎসা আবার ঝালিয়ে তুল্‌বে অথবা ভাল ক'রে "শিখে" তবে এইরূপ বড় বড় চিকিৎসায় হাত দিবে! সেইরূপ পাকা বা চৌখোস্‌ হোমিওপ্যাথিক ফিজিসিয়ান্‌ ও সার্জ্জন একাধারে দুই গুণবিশিষ্ট ডাক্তারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

পরবর্ত্তী চিকিৎসা।

AFTER TREATMENT.

রোগীকে খাওয়ান (Feeding the patient)—এই কার্য্যে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। স্তন্যপায়ী শিশুর যদি ক্রুপ্‌ রোগ হয় তবে তাহাকে কেবল স্তনপান করাইয়া রাখা যাইতে পারে, বড় বড় ছেলেদের চৌকি বা তক্তপোষের ধারে ধাত্রীকে কোলে ক'রে নিয়ে পাশ ফিরিয়ে এমনভাবে শোয়াইতে হয় যেন ছেলের মাথা ও কাঁধ মেজের দিকে কিঞ্চিৎ ঝুলিয়া থাকে। এই অবস্থায় চামচ বা ঝিনুকে করিয়া ছেলেকে তাহার আহার খাওয়াইতে হয়। নরম অথবা অর্দ্ধেক পাতলা ও অর্দ্ধেক গলা এরূপ আহার, দুগ্ধমিশ্রিত রুটী, দুধ-সুজি, দুধ-সাগু, দুধ-বার্লি ইত্যাদি লঘু ও সহজপাচ্য আহার ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

নল পরান কাল (Time of wearing the Tube)—ক্রুপ্‌ রোগে (Pseudo membranous laryngitis) ৪ হইতে ৭ দিন পর্য্যন্ত নল পরাইয়া রাখিতে হয়। অতি ছোট ছোট ছেলেদের কিছু বেশী দিন নল রাখিতে হয়।

নল বাহির করণ (Removal of the tube)—নল বাহির করিবার ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে রোগীকে কিছু আহার দেওয়া নিষিদ্ধ। নল

পরাবার সময় যেমন করা হইয়াছিল নল বাহির করিবার সময়ও সেইরূপ করিতে হয়। অর্থাৎ বাম তর্জ্জনী দ্বারা মুখের ভিতর নলের মাথা অনুভব বা স্পর্শ করিতে হয় এবং তৎসঙ্গে ঐ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ছেলের গলার বাহিরে লেরিংসের উপর রাখিয়া ভিতরের নলটি দৃঢ় করিয়া রাখিতে হয়। তৎপরে ছেলের গলার ভিতরে তর্জ্জনীর ভিতর গা দিয়া নল বাহির করা যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া নল ধরিয়া শীঘ্র শীঘ্র অথচ সহজে বাহির করিয়া ফেলিতে হয়।

গ্লটিস্ ছিদ্রের স্নায়বিক আক্ষেপ।

LARYNGISMUS STRIDULUS.

সৌদামিনী। সুশীলা! আজ তোমায় আর একটি দমবন্ধের রোগের কথা বলি শোন।

সুশীলা। দিদি! তোমার দমবন্ধের রোগের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমারই যেন দমবন্ধ হ'য়ে আস্‌চে। রোগ ভাল হলে উহার কথা শুনতেও ইচ্ছা করে। তবে বল শুনি।

সৌদামিনী। বলি শোন ঃ—

পরিচয়—যদি ভোকাল্ কর্ডস্ অর্থাৎ স্বররজ্জুদ্বয়ের আক্ষেপ বা খেঁচুনি বশতঃ গ্লটিস্ ছিদ্রের হঠাৎ, আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপ বদ্ধভাব উপস্থিত হয় এবং তৎসঙ্গে শ্বাসকষ্ট, ঘড়ঘড়ে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং পরিশেষে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বদ্ধ হয় তবে উহাকে লেরিঞ্জিস্‌মাস্ ষ্ট্রীডুলাস্ অথবা গ্লটিস্ ছিদ্রের আক্ষেপ বা খেঁচুনি বলা গিয়া থাকে। এই রোগ "ফলস্ ক্রুপ" রোগ হইতে ভিন্ন।

কারণ—শিশুর ৪ মাস হইতে ১৪ মাস বয়সের মধ্যে এই রোগ অধিক হইতে পারে। প্রথম ঋতুকালে এই রোগ হইতে দেখা যায়।

শিশুগণের র‍্যাকাইটিস্ বা ভঙ্গপ্রবণ অস্থি রোগ হইতে প্রধানতঃ এই রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রত্যাবর্ত্তক উত্তেজনায় ও ষ্ট্রুমাস্ ধাতুতে এই রোগ প্রকাশ পাইতে পারে। কিন্তু সুস্থ দেহে দন্তোদ্গমের উত্তেজনায় এবং অন্ত্র মধ্যে ভক্ষিত পদার্থ অথবা কৃমি প্রভৃতির উত্তেজনায় এই রোগ শীঘ্র প্রকাশিত না হইলেও এই রোগের উপযুক্ত ধাতুতে অল্প ঠাণ্ডা লাগিলেই এইরূপ আক্ষেপিক রোগ হইয়া থাকে। ভেগাস স্নায়ুর উৎপত্তি স্থানে রক্তাধিক্য অথবা রক্ত সঞ্চয় হইলে এই রোগ হইতে পারে। ডাক্তার মার্সালহল্ বলেন যে গ্রীবাস্থিত পৃষ্ঠ মজ্জার রোগ হইলে এই রোগ হয়। হাইড্রোকেফালাস্ অর্থাৎ মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়, ভয় ও রাগ প্রভৃতি কারণেও গ্লটিসের প্রবল আক্ষেপ বা খেঁচুনি হইয়া থাকে।

লক্ষণ—এই রোগের ছোট ও বড় আক্রমণ সম্ভব হয়। সামান্য সামান্য আক্রমণে শিশু হঠাৎ হাঁপাইয়া জাগিয়া উঠে এবং ক্রুপ-রোগের মত নিশ্বাস লইবার কালে উহার শ্বাস পথে দাঁড়কাক ডাকার মত এক প্রকার শব্দ হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রিতে এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। রাত্রি ব্যতীত অন্যান্য সময়েও ঐরূপ গলার শব্দ হইতে পারে। সুচিকিৎসায় অথবা শিশু বলিষ্ঠ থাকিলে লেরিংসের ঐরূপ আক্ষেপ চলিয়া যায় এবং শিশুর কোন কষ্টই থাকে না, কিন্তু সেই শিশু দুর্ব্বল থাকিলে অথবা ষ্ট্রুমাস ধাতুবিশিষ্ট হইলে সেই সামান্য আক্রমণও গুরুতর হইয়া উঠে, অথবা উক্ত রোগ প্রথম হইতেই ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া থাকে। গুরুতর আক্রমণে শিশু হঠাৎ অত্যন্ত হাঁপাইয়া উঠে, নিশ্বাস অত্যন্ত দীর্ঘ হয় ও উহার সহিত সীস দেওয়ার মত, কাক ডাকার মত, অথবা কিরকিরে এক প্রকার শব্দ হয়, নিশ্বাস লইবার কালে এত কষ্ট হয় যে নিশ্বাস গ্রহণোপযোগী যাবতীয় পেশীর প্রবল কুঞ্চনে আক্ষিপ্ত গ্লটিস্ ছিদ্রের ভিতর দিয়া বায়ু ফুস্ফুসে নীত হয়, প্রশ্বাস কার্য্য প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে ও কিয়ৎকালের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস

কার্য্য স্থগিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় শিশুর মুখ দেখিলেই উহার অত্যন্ত যন্ত্রণা ও শ্বাসকষ্ট বুঝা যায়, উহার মুখ মণ্ডল বেগুনের বর্ণের মত নীলবর্ণ হয়, কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়, গ্রীবার শিরাগুলি ফুলিয়া উঠে এবং বক্ষ যেন অচল ও নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ঐরূপ অবস্থায় শিশুর অক্ষি গোলক ঘুরিতে থাকে, হস্ত ও পদে টান ধরে ও বৃদ্ধাঙ্গুলি গুটাইয়া যায়। নাড়ী ক্ষুদ্র ও পর্য্যায়শীল হয়; বাকরোধ অথবা স্বরলোপ পর্য্যন্ত হইতে পারে। লেরিংসের গুরুতর আক্ষেপ কালে উল্লিখিত যাবতীয় ভয়াবহ লক্ষণ ১ বা ২ মিনিট থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ উহারা কয়েক সেকেণ্ড মাত্র অবস্থিতি করিয়া থাকে। পরিশেষে শিশু দাঁড় কাকের শব্দের মত ক্রন্দন করিয়া দম বন্ধ হয় এবং অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া কাঁদিতে ও ফোঁপাইতে থাকে, কিন্তু উহার শরীরে কোনরূপ স্বরভঙ্গ, জ্বর বা সর্দ্দি লক্ষণ থাকে না। সমস্ত দিবসে ১০।২০ ও এমন কি ৫০ বার আক্ষেপ উপস্থিত হইতে পারে। আক্ষেপের ব্যবধানে মুখের নীলবর্ণ দূর হয় এবং শিশু দুর্ব্বল হয় এবং ঘড়ঘড়ে শ্বাস-প্রশ্বাস হইয়া থাকে। ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা এই রোগ নিবারিত না হইলে প্রবল আক্ষেপের অবস্থায় মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে।

রোগ নিরূপণ—এই রোগের সহিত ক্রুপ্ রোগের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রুপ্ রোগে প্রাদাহিক লক্ষণ থাকে ও ক্রুপ্ রোগে এক ভাবে আক্ষেপ থাকে অর্থাৎ আক্ষেপের বিরাম দৃষ্ট হয় না।

ভাবিফল—এই রোগ প্রায়ই ভাল হয়। অত্যন্ত ছোট ছেলের এইরূপ রোগ হইলে এবং তৎসঙ্গে সার্ব্বাঙ্গিক খেঁচুনি এবং ব্রংকোনিউমোনিয়া উপস্থিত হইলে বিপদ ঘটে।

এই রোগের চিকিৎসা বলি শোন :—

বেলেডোনা ৩০, ২০০—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, দুই রগে অত্যন্ত

দপদপানি, দন্তোদ্গম কালে এবং পান করিলেই আক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণে ইহা উপযোগী হয়।

ক্লোরিণ—অল্প পরিমাণে এই গ্যাস্ জলে মিশ্রিত করিয়া অল্প গন্ধবিশিষ্ট হইলে এক ড্রাম মাত্রায় ঐ জল মধ্যে মধ্যে সেবন ব্যবস্থা করিতে হয়। যদি দাঁড়কাক ডাকার মত শ্বাস ও প্রশ্বাস হয়, যদি কয়েক বার ঐরূপ শব্দবিশিষ্ট নিশ্বাস পড়ে, এবং প্রত্যেক বার ঐরূপ নিশ্বাসের পর অসম্পূর্ণ প্রশ্বাস হেতু বক্ষ ফুলিয়া উঠে ও তজ্জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়, তবে ক্লোরিণ মিশ্রিত জল সেবন ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

কুপ্রাম ৬—মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠ নীলবর্ণ, তড়কা বা আক্ষেপ, ভয়, রাত্রিতে শীতল ঘর্ম্ম এবং শীতল জল পানান্তে কাসির উপশম প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

জেল্‌সিমিয়াম ১× —দীর্ঘনিশ্বাস, তৎসঙ্গে দাঁড়কাক ডাকার মত শব্দ এবং তৎপরে হঠাৎ ও সজোর প্রশ্বাস হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইগ্নেসিয়া ৩।৬—কষ্টকর নিশ্বাস, কিন্তু সহজ প্রশ্বাস ও হিষ্টিরিয়া লক্ষণ থাকিলে ইহা ফলপ্রদ হয়।

আয়োডিয়াম ৬।৩০ লেরিংস স্থানে আক্ষেপ ও টাইট্‌ বোধ, উহাতে ক্ষত বোধ, কর্কশ স্বর, গ্রীবা ও অন্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থিগুলির বৃদ্ধি ও কাঠিন্য, ক্ষুধা লোপ, স্বল্প ও ঘোর বর্ণের প্রস্রাব, মাটীর মত মল, শীর্ণ দেহ, হরিদ্রাবর্ণের ত্বক, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ কিন্তু অঙ্গ সঞ্চালনে দ্রুতনাড়ী, র্যাকেটীক শিশুর গলায় থাইমাস্ গ্রন্থি ফুলা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ফলপ্রদ হয়।

ইপিকাক্ ৬—প্রথমাবস্থায় মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, হস্ত ও পদ শীতল হইলে ইহা ব্যবস্থা হয়।

লেকেসিস্ ৩০—লেরিংস ও ট্রেকিয়ায় স্পর্শ অসহ্য হইলে ইহা ব্যবস্থা হয়।

মেফিট্ ৬—ইহার ক্রিয়া ক্লোরিণের মত, যদি দমবন্ধের মত ভাব হয়, প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে না পারে এবং মুখ ফুলিয়া ওঠে ও খেঁচুনি হয় তবে ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

মস্কাস্ ৬—ইহা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ধাতুতে উপযোগী হয়।

ফাইটোলাক্কা ৬—লেরিংসের ঘন ঘন ও আক্ষেপিক কুঞ্চন, হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি গুটাইয়া হস্তের মধ্যে রক্ষা, পদের অঙ্গুলি গুটান, বিকৃত মুখভঙ্গী, এক চক্ষু কেবল ঘুরাইতে পারা প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

প্লাম্বাম ৩০—গ্লটিস্ ছিদ্রের আক্ষেপিক কুঞ্চন, গলার ভিতর ঘড়-ঘড়ানি, তৎসঙ্গে কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস ও হাঁপ প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

স্যাম্বুকাস্ ৩× —নিশ্বাস লইতে পারা কিন্তু প্রশ্বাস কার্য্যে অক্ষমতা, মুখ নীলবর্ণ, অত্যন্ত যাতনার সহিত নিশ্বাস গ্রহণ, দমবন্ধের সহিত নিদ্রাভঙ্গ, মুখে জ্বালা ও তাপ, শরীরে উত্তাপ, নিদ্রাবস্থায় শীতল হস্ত ও পদ, জাগ্রতাবস্থায় মুখে ও শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম, কিন্তু ঘুমাইলেই আবার শরীরে শুষ্ক তাপ প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ভেরেট্রাম—কপালে শীতল ঘর্ম্ম ও শীতল হস্ত পদ থাকিলে ইহা ব্যবস্থা হয়।

অন্যান্য ঔষধ—আর্স, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ফস্, ক্যাম, কোরালরুব্রাই, এসিড-হাইড্রো, লরেসি, ফস্, সিলিকা, স্পঞ্জিয়া ও সাল্‌ফার আবশ্যক হইলে ব্যবস্থা করা যায়।

র‍্যাকেটিক্ অবস্থা থাকিলে ক্যাল্ক-কার্ব্ব, হেপার, আয়োড্, সিলিকা ও সাল্‌ফার ব্যবহার্য্য।

সাধারণভাবে চিকিৎসা—প্রবল আক্ষেপের অবস্থায় শিশুকে অল্প অল্প গরম জলের টবে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া উহার মস্তকে ও বক্ষে শীতল জল ঢালিবে তাহাতে শীঘ্রই আক্ষেপ ছাড়িয়া যাইবে।

কোন কোন স্থলে ক্লোরোফর্ম্ম আঘ্রাণ করাইলেও উপকার হয়। বিশেষ আবশ্যক হইলে ট্রেকিয়োটমি করা কর্ত্তব্য। দন্তের উত্তেজনা থাকিলে দন্তমাড়ী চিরিয়া দেওয়া, পাকাশয়ে অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য থাকিলে বমনকারক ঔষধ দেওয়া এবং শিশ্নের সম্মুখ ত্বকের ভিতর তাড়স থাকিলে উহা কর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

স্ক্রফুলা—গণ্ডমালা।

SCROFULA.

সুশীলা। দিদি! স্যাকরা বৌ ছেলে নিয়ে এসেছে। এমন কদাকার ছেলে অতি কম দেখা যায়। দিদি! শীঘ্র করে দেখ্‌বে এসো।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! এই রোগকে গণ্ডমালা সম্বন্ধীয় এক প্রকার শরীর ক্ষয়কারী রোগ বলে। ইংরাজীতে উহাকে স্ক্রফুলা বলা যায়।

সুশীলা। দিদি! তোমার কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লুমনা।

সৌদামিনী। শরীর যাহাতে পুষ্ট হয় এরূপ এক প্রণালী আছে। নানা কারণে শারীরিক সেই পোষণ প্রণালী নষ্ট হইলে অথবা ভালরূপে শরীর পুষ্ট না হইলে, শরীরের গড়ন বা বিধানোপাদানগুলি অপুষ্ট ও ক্ষীণভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ক্রমে ক্রমে শরীরের মধ্যে গুটি বা গণ্ডমালা ও ক্ষত প্রভৃতি দূষিত অবস্থা উৎপন্ন হয়। শৈশবকালে এরূপ প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এইরূপ রোগ চিন্‌বো কি করে?

সৌদামিনী। কেন? গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট শিশুদিগের গোল মুখ; পুরু, কর্ক্কশ ও লোমশ গাত্র; মেটে মেটে চেহারা; নাক মোটা, নাকের ছিদ্র প্রশস্ত; উপরের ঠোট পুরু, হাড় মোটা, গাঁটগুলি ফুলো ফুলো

অর্থাৎ গাঁট মোটা, আঙ্গুল গুলো মোটা মোটা ও বেমানান, চক্ষুর পাতা ফোলা, নাক দিয়া সর্ব্বদা রস গড়ান, জিহ্বা থলথলে ও মোটা, পেট মোটা এবং নখ ও চুলের অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র বাড় প্রভৃতি লক্ষণ দেখিলেইত সহজে প্রকৃত রোগ চেনা যায়।

সুশীলা। তুমি যা যা বল্লে শ্যাকরা বৌয়ের ছেলের শরীরে সে সমস্ত লক্ষণগুলি বজায় দেখ্‌ছি। আর বলতে হবে না এখন তোমার স্ক্রফুলা যে সমস্ত শরীরের একটী ভয়ানক মন্দ অবস্থা তা বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু দিদি! এই স্ক্রফুলা বা গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট শারীরিক মন্দ অবস্থা হইতে কি কি তরুণ বা প্রবল রোগের উৎপত্তি হইতে পারে?

সৌদামিনী। স্ক্রফুলা ধাতু থাকিলে কি কি রোগ হয় বলি শোন ঃ— গলার বীচিগুলি কঠিন ও বড় হয় অথবা উহারা পাকিয়া উঠে। কুচ্‌কি ও বগল প্রদেশের বীচিগুলিও ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। চোক্ ওঠা, কাণপাকা, নাক পাকা, অর্থাৎ নাক হইতে পচা দুর্গন্ধস্রাব, হাড়েফুলা ও ঘা, স্ফোটক, নিতম্বসন্ধিতে সাদা বর্ণের ফুলা, তড়কা, মস্তিকে জল সঞ্চয়, নাড়ী ভুঁড়ির যক্ষ্মা, ফুলকোর যক্ষ্মা, টাকপড়া; ঠোঁট, মুখ ও কাণ ফাটা ও উহাদের উপর মামড়ী প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পায়। অঙ্গের ঘাগুলি পুরু ও মাংসল দেখায়।

সুশীলা। দিদি! এই গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলা নামক শারীরিক দূষিত অবস্থার কারণ কি?

সৌদামিনী। পিতা মাতার উপদংশ ও বাত প্রভৃতি রোগ থাকিলে খোকাদের স্ক্রফুলা হয়। এঁদো, সেঁতসেঁতে, আলোক ও বায়ুশূন্য ঘরে বাস, উপযুক্ত আহারের ও পরিচ্ছদের অভাব, অপরিষ্কারতা এবং পোয়াতীদিগের প্রদর বা অন্যবিধ অস্বাস্থ্যকর স্রাব প্রভৃতি কারণে শিশুগণ স্ক্রফুলা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বিবিধ অবস্থায় হামজ্বর, আরক্তজ্বর, হুপিং কাসি ও সর্দ্দি প্রভৃতি দ্বারা সহজে স্ক্রফুলা উপস্থিত হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই ভয়ানক রোগের চিকিৎসা বল ও এই স্যাকরা বৌয়ের ছেলেকে ভাল করিবার চেষ্টা কর।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! ছুমাস ছমাস, অথবা বৎসর দুবৎসর ধরিয়া চিকিৎসা করিতে পারিলে তবে এই দুরারোগ্য স্ক্রফুলা শরীর হইতে পলায়ন করিতে পারে। এই রোগের প্রধান প্রধান ঔষধ যথাঃ—আর্সেনিক, কাল্কেরিয়া, ফেরাম-আয়োডাইড, মার্কুরিয়াস, ফস্‌ফরাস্‌ ও সাল্‌ফার। উহাদের মধ্যে যে ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক হবে তাহা দিবসে দুইবারের অধিক ব্যবস্থা করিবে না।

যদি এই রোগে দুর্ব্বলতা ও দুর্ব্বলকর উদরাময়, মেটে মেটে আকৃতি এবং শীর্ণতা বর্ত্তমান থাকে তবে ৬, ৩০ বা ২০০নং আর্সেনিকের বড়ী দিবসে দুইবার ব্যবস্থা করিবে। উচ্চ ক্রম ৪।৫ দিন অন্তর একবার একবার ব্যবস্থা করা ভাল।

স্ক্রফুলার সঙ্গে হাড়ের অসুখ অথবা শরীরে পারা থাকিলে ৬নং অরম অথবা ৬নং ফেরাম ও চায়না ঔষধের বড়ী সাঁজে সকালে খাওয়াইবে।

যদি চক্ষুতে প্রদাহ, আলোকাতঙ্ক ও শূলবেদনা, গলা বেদনা প্রযুক্ত ঢোক্‌ গিলিতে কষ্ট এবং কর্ণমূল প্রভৃতি বীচি ফোলার লক্ষণ থাকে তবে ৬নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি শিশুগণের মোটা পেট, পল্‌কা হাড়, বিলম্বে দাঁত উঠা, বীচি আওরান, অল্পেতেই ঠাণ্ডা লাগা এবং সর্ব্বদাই নাক ঝরা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে এবং উপযুক্ত পরিমাণে ও উত্তমরূপ আহার যোগাইলেও যদি শিশু গায়ে না সারিতে পারে অর্থাৎ শিশু সর্ব্বদা অলস ও থল্‌থলে হয় এবং উহার হাত ও পা ঠাণ্ডা থাকে তবে সাঁজ ও সকালে ৬নং ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্বের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি আহার দ্বারা শরীর পুষ্ট না হয় এবং উহার গায়ে রক্ত না থাকে

তবে ৬ নং ফেরাম-আইওডাইড ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করা ভাল।

স্ক্রফুলা বশতঃ চক্ষুতে ঘা ও সর্ব্ব শরীরে ফোড়া হইলে ৬নং হেপার সাল্‌ফার বড়ী উপযোগী হইয়া থাকে।

সর্ব্ব শরীরে বীচি বৃদ্ধি পাইলে, শরীর দিন দিন শুকাইয়া যাইলে এবং তৎসঙ্গে শরীরে ক্ষয়কারী জ্বর থাকিলে ৬নং আয়োডিন ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

ওষ্ঠে, গালে, ঠোঁটে, কাণে এবং মাথায় খোলোসযুক্ত স্ফোট বাহির হইলে এবং তৎসঙ্গে পৈত্তিক ভেদ থাকিলে ৬নং আইরিস ঔষধের বড়ী উপযোগী হয়।

শরীরের স্থানে স্থানে বড় বড় বীচি আওরান, শক্ত পেট এবং মাথা, মুখ ও কাণের উপর নানাপ্রকার স্ফোট থাকিলে ৬নং মার্কুরিয়াস-বিন্ আয়োডাইড সাঁজে সকালে ব্যবস্থা করিবে।

বীচিগুলিতে প্রদাহ হইলে, রাত্রিতে বেদনা বৃদ্ধি হইলে, সর্ব্বদা লাল পড়িলে, মুখে দুর্গন্ধ হইলে এবং সর্ব্বদা দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ হইলে ৬নং মার্কুরিয়াস-সলিউবিলিস্ অতি উপযুক্ত ঔষধ।

শুষ্ক খুক্ খুকে কাসি ও ফুলকো প্রদাহ থাকিলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় হইলে ৬নং ফস্‌ফরাস ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

যদি শোষ ঘা, কাণে পূঁয ও মাথায় চুল উঠা ও হাড়ের অসুখ বর্ত্তমান থাকে তবে ৩০নং ক্যাল্‌কেরিয়া ঔষধের পর ৬ বা ৩০নং সাইলিসিয়া ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

যদি ত্বকে খোস পাচড়া, চোক উঠা, কাণ পাকা, কাণচটা, বগলে বীচি আওরান, হাঁটু প্রভৃতি গাঁট ফোলা, নাক ও ঠোঁট ফোলা এবং পেট বেদনা ও আমাশয় প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী হয়।

সুশীলা। দিদি! এই রোগে ঔষধ ব্যতীত, আর কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত?

সৌদামিনী। স্ক্রফুলাগ্রস্ত শিশুদিগকে পুষ্টিকর আহার, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং নিয়মিত ব্যায়াম বা পরিশ্রম ব্যবস্থা দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা কেবল ঔষধের উপকার আশা করা যায় না। জলীয় ও রসাল ফল ভক্ষণ নিষেধ করিবে।

রিকেট্‌স বা পল্‌কা ও বাঁকা হাড় সম্বন্ধীয় রোগ।

RICKETS.

সুশীলা। দিদি! স্যাক্‌রাদের ছেলের স্ক্রফুলা বা গণ্ডমালা ধাতু-সম্বন্ধীয় যাবতীয় লক্ষণ তোমার ক্যাল্কে-রিয়া-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী সেবনে নরম পড়িয়াছে। আশা করি ২।৪ মাস খাওয়াইতে খাওয়াইতে সব সেরে যাবে। দিদি! আজ আবার এক মুচিনীর ছেলে নিয়ে এসেছে দেখ্‌বে এসো, স্যাক্‌রাদের ছেলের চেয়ে এই ছেলে আরও বেঢপ্‌ ও বেমানান। দিদি! ছেলেকে দেখ্‌লে হাঁসিও পায় দুঃখও হয়। এই ছেলের কি রোগ দিদি?

সৌদামিনী। এই ছেলের রোগকে রিকেট্‌স রোগ কহে।

সুশীলা। দিদি! তোমার ও ইংরাজী কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লুম না।

সৌদামিনী। ইহা এক প্রকার শরীর-দুর্ব্বলকর রোগ। বিশেষতঃ এই রোগে হাড় খারাপ হয় অর্থাৎ ক্যাল্‌কেরিয়াস্‌-ফসফেটস্‌ নামক হাড়ের উপকরণ কোনরূপে কমিয়া গেলে হাড়ের পুষ্টি হয় না সুতরাং হাড় গুলি বাঁকিয়া যায় ও দেখিতে কদাকার হয়।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের লক্ষণ কিরূপ?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! দশ মাস পর্য্যন্ত একটী দাঁত না উঠিলে অথবা খোকা ১৮ মাসের হইয়াও যদি চলিতে না পারে তবে এই রোগ সন্দেহ করা যায়। শিশু ঘুমাইয়া পড়িলে উহার মস্তক, গ্রীবা এবং ধড়ের উর্দ্ধাংশে এরূপ প্রচুর ঘর্ম্ম হয় যে সমস্ত বালিস ভিজিয়া যায় ও শিশু যেন নেয়ে উঠে। শিশু সর্ব্বদা ঠাণ্ডা স্থানে শয়ন করিতে ভাল বাসে এবং কি গ্রীষ্ম কি শীত সকল কালেই গায়ের কাপড় পা দিয়া ঠেলিয়া দেয়। সে শীঘ্র চলিতে শিখে না, উহার পায়ের হাড় বাঁকিয়া যায় এবং কব্জি ও হাঁটুর গাঁট ফুলিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। উহার মাথার জোড় শীঘ্র বোজে না, উহার মাথা স্বাভাবিক অপেক্ষা চ্যাপ্টা এবং চারি কোণ বিশিষ্ট হয়, কিন্তু সর্ব্বদা চুপ করিয়া থাকিতে ভালবাসে অর্থাৎ খেলা করিতেও ভালবাসে না এবং কাহারও কোলে যাইতে চাহে না। উহার রাক্ষুসে খিদে হয় এবং উহার ভুক্তদ্রব্য বিশেষ পরিবর্ত্তিত না হইয়া মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। উহার কোঁতানির সহিত নানা বর্ণের দুর্গন্ধ ভেদ হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে সে শীর্ণ ও দুর্ব্বল হয়; শিশু দিবাভাগে কেবল ঝিমোয় এবং রাত্রিতে অত্যন্ত অস্থির হয় ও অসুস্থ বোধ করে। রোগ আরও বৃদ্ধি পাইলে উহার মেরুদণ্ড এবং বস্তি-কোটর বাঁকিয়া যায়, মুখ ক্ষুদ্র ও ত্রিকোণ হয়, দাড়ি ঢুকিয়া যায়, দাঁত শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়া গিয়া থাকে। প্রথম এবং দ্বিতীয় দাঁত উঠিতেও অনেক বিলম্ব হয়। বক্ষ সংকীর্ণ ও উচ্চ হয় এবং পেট বড় হইয়া ফুলিয়া থাকে। এই রোগে মস্তকের জোড়ের স্থান যেন বসিয়া যায়; কিন্তু মস্তিষ্কে জল-সঞ্চয় রোগে জোড়ের স্থান উচু হইয়া উঠে।

মাথা বড়, সরু বুক, ডাগর পেট, কব্জি ও পায়ের গুড়মুড়োর স্থানে হাড় ফোলা, লম্বা লম্বা হাত বেঁকে যাওয়া, পাঁজরার হাড়ও উচু উচু হওয়া, মাথার হাড়েও ঐরূপ বড়ী বড়ী হওয়া, মাথা ঘামা, কোষ্ঠবদ্ধ,

ঘুমন্ত অবস্থায় অস্থিরতা এবং রক্তহীনতা এই রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণ জানিও।

সুশীলা। দিদি! কি কি কারণে এই রোগ হয়?

সৌদামিনী। অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় প্রধানতঃ এই রোগ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ছোট, পুরাণ ও সেঁথসেথে ঘরে বাস করিলে, এক ঘরে অধিক লোক থাকিলে, অপরিষ্কার ভাবে শিশুকে রাখিলে এবং উপযুক্ত পরিমাণ আহার না দিলে এই রোগ হয়। গর্ভাবস্থায় পোয়াতী রোগ ভোগ করিলে অথবা পোয়াতীর দীর্ঘস্থায়ী প্রদর রোগ থাকিলে প্রায়ই এই রোগ হইতে দেখা যায়। আবার, বহুদিন স্তনে দুধ থাকিলে সেই দুধ জলবৎ পাতলা হয় এবং এই দুধ খাইলে শিশুগণের রিকেটস্ রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

টিনের দুধ (Condensed milk) খাওয়াইলে, শিশুর মার দুধ খারাপ হইলে কেবল শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ আহার দ্বারা এবং চর্ব্বি ও মাংস বা প্রোটিড জাতীয় আহার না পাওয়ার দরুণ রিকেটস্ রোগ হয়।

সুশীলা। দিদি! গোড়া হইতে এই রোগের চিকিৎসা না হইলে ভবিষ্যতে কি কি শারীরিক অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে?

সৌদামিনী। এই রোগে ধনুকের মত পা, পায়রার বুকের মত বুক, মেরুদণ্ড বাঁকা, বস্তি কোটর বাঁকা, কষ্টকর প্রসব ও প্রসবে বিপদাশঙ্কা, আভ্যন্তরিক যন্ত্রের উপর চাপ পতন, স্ফোটক এবং যক্ষ্মাকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু সময়ে চিকিৎসা করিতে পারিলে উক্ত উপসর্গগুলি জন্মায় না ও শিশু সুন্দররূপে আরোগ্য হয়।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের ঔষধ বলনা?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! যদি পোয়াতীর দুধ খারাপ হয়, তবে ৬নং এসাফিটিডা ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে।

যদি দাঁত উঠিতে বিলম্ব, শীঘ্র শীঘ্র দন্ত ক্ষয়, বাঁকা মেরুদণ্ড, হস্তপদ

বাঁকা, গাঁট ও মাথা বড়, পেট মোটা, রাক্ষুসে ক্ষুধা ও ভেদ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং ক্যাল্ক-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

উক্ত লক্ষণগুলির সহিত, ভেদ ও দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পাইলে ৬× ক্যাল্ক-ফস্ ঔষধের গুঁড়ো খাওয়াইবে।

যদি মৃদুজ্বর, উদর স্ফীতি, ভেদ, দুধের মত সাদা প্রস্রাব অথবা প্রস্রাব থিথুলে খড়ীগোলার মত দাগ পড়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং এসিড-ফস্ অথবা ফসফরাস্ ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

রক্তহীনতা হইলে ফেরাম্-ফস্ উপযোগী হইয়া থাকে।

যদি অল্পতেই ত্বকে ঘা হয়, মাথায় মামড়ীযুক্ত স্ফোট বাহির হয়, ঘীচি পাকে ও কাণ দিয়া পুঁয পড়ে তবে ৬নং সাইলিসিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

এই রোগে সর্ব্বপ্রথমে ৩০নং সাল্ফার ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল। কোন ঔষধ খাওয়াতে খাওয়াতে উপকার হইয়া সেই উপকার বন্ধ হইলে অর্থাৎ আর কোন উপকার না হইলে ৩।৪ দিবস সাল্ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ঔষধ খাওয়াইতে হয়।

সুশীলা। দিদি! ঔষধ ব্যতীত আর কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই রোগের শীঘ্র শীঘ্র উপকার হইতে পারে?

সৌদামিনী। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, রৌদ্রের তাপ লাগান, শিশুকে পরিশ্রম করান অর্থাৎ নিয়ে বেড়ান অতীব আবশ্যক। কারণ তাহা হইলে শিশুর ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং স্নায়ু প্রভৃতি শরীরের নানা অংশের জোর হইয়া থাকে। যে সমস্ত শিশু চলিতে পারে না উহা-দিগকে গাত্রে বস্ত্র জড়াইয়া কিয়ৎকাল খোলা বাতাসে রাখাও কর্ত্তব্য। প্রত্যহ প্রাতে শীতল বা গরম জলে শিশুকে স্নান করাইয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা উহার গা মুছিয়া দিবে।

দুগ্ধ, ঘৃত ও মাছ এবং মাংস, টাট্‌কা ফল প্রভৃতি পুষ্টিকর সামগ্রী

চিবাইয়া খাইতে কহিবে। আহারান্তে ২।৪ বিন্দু করিয়া কড্‌লিভার তৈল খাওয়ান ভাল। বরফ মিশাইয়া কডলিভার তৈল খাওয়াইলে বড় বিস্বাদ লাগে না। শ্বেতসার (Starchy) জাতীয় আহার বন্ধ করিয়া প্রোটীড্ জাতীয় আহার ব্যবস্থা হয়।

কচি ছেলের ধনুষ্টঙ্কার।

INFANTILE TETANUS.

সুশীলা। দিদি! মুচিদের খোকা ক্যাল্ক-ফস্ ঔষধ খেয়ে রোজ্‌কে রোজ্ জোর পাচ্ছে। বুঝ্‌তে পেরেছি এই ঔষধেই উহার উপকার হবে। দেখ দিদি! ঘটকদের বৌয়ের আজ ৬দিন হলো ছেলে হয়েছে, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, সেই খোকাটী আজ দুই প্রহর বেলা হইতে কেমন মাই টেনে খেতে ও কিছুই গিল্‌তে পাচ্ছে না, এবং চোয়াল আট্‌কে যাচ্চে। দিদি! ওটা কি একটা ব্যারাম বল্‌তে হবে?

সৌদামিনী। বল কি সুশীলা! উহা অতি কঠিন রোগ। উহাকে কচি ছেলের ধনুষ্টঙ্কার রোগ বলে। ঐ রোগে যে কেবল থেকে থেকে খেঁচুনি হয়, তাহা নহে। উহাতে জ্বর, শ্বাসকষ্ট, পেটে বেদনা, পিপাসা, মলমূত্র বন্ধ, ঘর্ম্ম ও অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। এই রোগে শীঘ্র সংজ্ঞা লোপ হয় না বটে; কিন্তু শেষে অবসন্নতা উপস্থিত হয়।

সুশীলা। দিদি! কি কারণে এই রোগ হয়?

সৌদামিনী। হস্ত পদাদি, মুখমণ্ডল ও জননেন্দ্রিয়-স্থানের স্নায়ুতে আঘাত লাগিলে, ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা নাই পাকিলে এইরূপ রোগ

হইয়া থাকে। এই রোগে কম আক্ষেপ, কম জ্বর এবং নিদ্রা হইলে আরোগ্য সম্ভব হয়। নতুবা প্রায়ই মারাত্মক হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের চিকিৎসা বলনা?

সৌদামিনী। যদি থেকে থেকে আক্ষেপ বা খেঁচুনি, পশ্চাদ্দিকে বেঁকে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট, পেশী কাঠিন্য, খেঁচুনির সময় অজ্ঞান থাকা এবং স্পর্শে খেঁচুনি প্রভৃতি লক্ষণ থাকে, তবে ১ বা ২নং ষ্ট্রীক্‌নিয়া ঔষধের গুঁড়ো অল্প অল্প খাওয়াইবে। এইরূপ লক্ষণ-গুলি কম কম প্রকাশিত হইলে, ১ বা ৩নং নক্সভমিকা ঔষধের বড়ী দিবে।

যদি ঠাণ্ডা লেগে এই রোগ হয়, এবং মুখ একবার লাল ও অন্য বার ফেকাসে, মস্তক ও শরীর পশ্চাদ্দিকে বেঁকে যাওয়া, মুখে শীতল ঘর্ম্ম, চক্ষু বেঁকে যাওয়া, এবং নীচের চোয়াল ও গলার পেশীর কাঠিন্য হয় তবে ৩০নং একোনাইট ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি এক ভাবে খেঁচুনি থাকে তবে একোনাইট এবং যদি থেকে থেকে খেঁচুনির জোর হয় তবে নক্স বা ষ্ট্রীক্‌নিয়া ভাল।

শিশুদিগের নাভী প্রদাহিত হইয়া ধনুষ্টঙ্কার হইলে ৬নং ক্যাল্ক-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

আঘাত অথবা পিন্ ফুটা বশতঃ ধনুষ্টঙ্কার হইলে ও প্রথম হইতে ঘাড়ের পেশী কাঁপিলে ৬নং এঙ্গাষ্টুরা ঔষধের বড়ী দিবে।

মুচড়ে পড়ে গেলে যদি ধনুষ্টঙ্কার হয় এবং যদি মাথা গরম, ধড় ঠাণ্ডা, এবং শরীরের ভিতরে শীতবোধ কিন্তু বাহিরে গরম, এরূপ লক্ষণ থাকে তবে ৬নং আর্ণিকা ঔষধের বড়ী ভাল।

যদি ঐ রোগে গলায় ও বুকে চাপ বোধ, দাঁতে কড়মড়, চোয়াল বদ্ধ, মুখ বাঁকা, মুখে ফেনা পড়া, ঢোক্ গিলিতে গেলেই খেঁচুনি প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

চোয়াল বদ্ধ, মুখ ও ঘাড় ফোলা ও নীলবর্ণ, চক্ষু চক্‌চকে ও বেরিয়ে পড়া, হঠাৎ রোগের আক্রমণ, অসমান নাড়ী ও অবসন্নতা লক্ষণ থাকে তবে ৬নং হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্ ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে।

মস্তকে আঘাত প্রযুক্ত চোয়াল বদ্ধ হইলে ও শিবনেত্র থাকিলে ৬নং সিকুটা ঔষধের বড়ী ভাল।

গাঁট ও টেণ্ডণ নামক মাংসের শক্ত শক্ত দড়ীতে আঘাত প্রযুক্ত ধনুষ্টঙ্কার হইলে ৬নং রাসটক্স ঔষধের বড়ী ভাল।

ভয়প্রযুক্ত ধনুষ্টঙ্কার হইলে ৬নং ইগ্নেসিয়া ঔষধের বড়ী উপকার করে।

সামান্য একজ্বর।

SIMPLE FEVER.

সুশীলা। দিদি! ঘটকদের খোকা একোনাইট ও নক্সের বড়ী খেয়ে খেঁচুনি রোগ হইতে মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে গেছে। দিদি! মজুমদারদের বৌয়ের ছেলের জ্বর হয়েছে। ভাল ক'রে একবার দেখ দেখি এইরূপ জ্বরে ভয় আছে কিনা?

সৌদামিনী। এ সামান্য একজ্বর। বোধ হয় ১২ হইতে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে এই জ্বর মগ্ন হবে। ৩ দিনের মধ্যে যদি না সারে তবে বোধ হয় ৭ দিনে সেরে যেতে পারে।

সুশীলা। দিদি! সামান্য একজ্বরের লক্ষণ কিরূপ?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! বৈকালে অথবা সন্ধ্যার সময় গা শীত শীত করিয়া আসে, কিছুক্ষণ পরে গা শুষ্ক ও গরম হয়; ক্রমে নাড়ী

মোটা ও দ্রুত, শুষ্ক ও ময়লাযুক্ত জিহ্বা, পিপাসা, দ্রুত ও কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, স্বল্প ও লাল বর্ণের প্রস্রাব, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, কোমর ও মাথা বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! সামান্য একজ্বরের কারণ কি?

সৌদামিনী। হঠাৎ ঘামবন্ধ, ঠাণ্ডালাগা, ঋতুপরিবর্ত্তন, অল্প আহার, আঘাত ও শ্রান্তি প্রভৃতি কারণে এইরূপ জ্বর হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! সাধারণ একজ্বরের চিকিৎসা বলনা?

সৌদামিনী। শীত থাকিতে থাকিতে ক্যাম্ফার ঔষধের বড়ী ২০ মিনিট অন্তর তিনবার খাওয়াইতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়।

যদি প্রথমে শীত হইয়া পরে গা গরম ও শুষ্ক মুখ গহ্বর, ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক, পিপাসা, পূর্ণ ও দ্রুত নাড়ী; দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ও স্বল্পমূত্র প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

অবসাদন অবস্থায় ১×, ৩× এবং অস্থিরতা প্রভৃতি উত্তেজনাবস্থায় ৩০ হইতে ২০০ ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যদি শীত হইয়া জ্বর, প্রবল মাথাব্যথা, অত্যন্ত আলস্য, ক্ষুধামান্দ্য, অত্যন্ত পিপাসা, জিহ্বায় পুরু সাদা ময়লা, বমনেচ্ছা, বমন, উদরস্পর্শে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ ও পরিশেষে উদরাময় হয় তবে ১নং ব্যাপ্টিসিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র শরীরের তাপ কমিয়া গিয়া থাকে।

প্রবল মাথাব্যথা, আরক্ত মুখ ও চক্ষু এবং আলোক ও শব্দে অত্যন্ত ভয় প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী।

অবসাদন অবস্থায় নিম্ন ক্রম এবং উত্তেজনাবস্থায় উচ্চ ক্রম ব্যবহার্য্য।

যদি মাথা ঘোরা, উঠিয়া বসিলে বমনেচ্ছা ও মূর্চ্ছা, কপালে ভার বোধ (যেন কপালের ভিতর হইতে সমস্ত বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ

ভার ও চাপ বোধ), মাথা ছিঁড়ে যাওয়ার মত শিরঃপীড়া, শুষ্ক কাল ও ফাটা ফাটা জিহ্বা, ময়লাযুক্ত জিহ্বা, পেশী বেদনা, শুষ্ক ও কষ্টকর কাসি, কোষ্ঠবদ্ধ ও উগ্রস্বভাব প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং ব্রায়োনিয়া ঔষধের বড়ী বড়ই উপকারী।

যদি জ্বর মাঝারি রকমের হয় অর্থাৎ একোনাইট সদৃশ অস্থিরতা এবং বেলেডোনা সদৃশ রক্তাধিক্য না থাকে এবং বেশী তাপধিক্যও না হয় অথচ অত্যন্ত আলস্য বা শিথিলতা, পেশী দুর্ব্বলতা, মাথায় মাঝারি রকমের রক্ত জমা, শীত বোধ, নাড়ী পূর্ণ দ্রুত অথচ কোমল, মাথায় পিঠে ও হাত পায় অল্প অল্প বেদনা থাকে তবে ১নং জেল্‌সিমিয়াম্ উপযোগী হয়।

যদি ফেকাসে, হল্‌দে অথবা মেটে মেটে মুখমণ্ডল, জিহ্বায় পুরু হল্‌দে বর্ণের ময়লা সঞ্চয়, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, দাঁতের মাড়ী ফোলা, প্রচুর লালপড়া, পাকাশয় স্থান স্পর্শে বেদনা, কালাটে লালবর্ণের প্রস্রাব এবং পেটের অসুখ থাকে তবে ৬নং মার্কুরিয়াস ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি শূন্য ও পচা ঢেকুর, সর্ব্বদা বমনেচ্ছা, অক্ষুধা, আহারীয় সামগ্রীতে ঘৃণা, অত্যন্ত শ্লেষ্মাস্রাব হেতু অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং পর্য্যায়ক্রমে ভেদ ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে তবে ৬নং এণ্টিমোনিয়াম্-টার্ট ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

সাধারণ একজ্বরে ৩X পাল্‌সেটিলা, ৩X রাসটক্স এবং ৩X ইপিকাক ঔষধ উপযোগী হয়। স্বল্প বিরাম জ্বরে উহাদের লক্ষণ বলিব।

জ্বর শীঘ্র শীঘ্র না সারিলে এবং শুষ্ক ও কটাবর্ণের জিহ্বা, পেট ফোলা, যেন পেট ফেটে যাবে এরূপ বোধ, অত্যন্ত পিপাসা সত্ত্বেও অল্প অল্প জলপান, অবসন্নতা, অস্থিরতা, উদরাময়, পাকাশয়ে জ্বালাকর বেদনা,

ফেকাসে মুখ ও শীতল হস্তপদ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ৬, বা ৩০ আর্সে-নিক ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

সুশীলা। দিদি! ঔষধ খাওয়ান ব্যতীত আর কি কি উপায় অবলম্বন কর্‌তে হবে?

সৌদামিনী। ছেলেকে ঘরের ভিতর বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতে বলিবে। কিছুতেই খোকাকে বাহিরে আসিতে না দেওয়া হয় তদ্বিষয়ে গৃহস্থকে সাবধান করিবে। গরমজলে গা, হাত ও পা মুছাইয়া দিতে বলিবে অথবা গরমজলে পা ডুবাইয়া কিছুক্ষণ বাদে উত্তমরূপে মুছাইয়া দিয়া লেপ ঢাকা দিয়া রাখিতে বলিবে। এরূপ করিলে শীঘ্র শীঘ্র ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। যতক্ষণ জ্বর থাকিবে ততক্ষণ কেবল ঘন ঘন ও অল্প পরিমাণে কেবল জলপান ব্যবস্থা করিবে। কারণ, এরূপ করিলে তৃষ্ণাও কম পড়ে এবং ঘর্ম্ম ও প্রস্রাবের বিলক্ষণ সুবিধা হয়। জ্বর নরম পড়িলে ক্রমে ক্রমে দুগ্ধ প্রভৃতি পুষ্টিকর পথ্য ব্যবস্থা দিও।

স্বল্পবিরাম জ্বর।

REMITTENT FEVER.

সুশীলা। দিদি! মজুমদারদের খোকার একজ্বর তোমার একো-নাইট ঔষধের বড়ীতে মগ্ন হয়েছে। দেখ দিদি! কুণ্ডুদের ছেলের জ্বর একটু নরম পড়ে আবার জ্বর ফোটে। তারা ছেলে দেখাতে এনেচে ও ঔষধ চাচ্চে।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! এইরূপ জ্বরকেই ত স্বল্পবিরাম জ্বর বলে। এই জ্বরে একজ্বরের মত গায়ে দিন রাত এক সমান তাপ থাকে না। সকালে বেলা ৮।৯ টার সময় জ্বর নরম পড়ে, আবার আস্তে আস্তে

জ্বর ফোটে ও সমস্ত দিন রাত সেই জ্বরের ভোগ হয়। এই জ্বরের স্বল্পবিরাম অবস্থায় যে তাপ থাকে তার চেয়ে প্রবল জ্বরাবস্থায় গায়ের তাপ খুব অধিক হয় না।

সুশীলা। দিদি! এইরূপ জ্বরের তাবৎ বৃত্তান্ত বলনা?

সৌদামিনী। না বোন! সে সমস্ত অনেক গভীর তত্ত্ব আমার বল্‌বার সময় সেই, আর সে সমস্ত অল্প কথায় বুঝান যায় না। যত রকম জ্বর আছে সেই সমস্ত জ্বরের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা তুমি ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ঘোষের জ্বর-চিকিৎসা নামক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ পড়িলেই জান্‌তে পারবে।

সুশীলা। দিদি! তবে এই স্বল্পবিরাম জ্বরের মোটামোটি চিকিৎসা বল আর এই কুণ্ডুদের ছেলেটিকে ঔষধ দিয়ে আরোগ্য কর।

সৌদামিনী। যদি প্রবল শীত, তৎসঙ্গে বমন বা কষ্টকর বমনেচ্ছা ও রাত্রিতে প্রবল জ্বর বর্ত্তমান থাকে তবে ৬নং বেলেডোনার বড়ী খাওয়াইবে।

যদি মাথায় রক্তজমা, লালবর্ণ মুখমণ্ডল, গাত্রে শীত ও আলস্য বোধ, অত্যন্ত পেশী দুর্ব্বলতা হেতু সর্ব্বদা মুদ্রিত চক্ষু; পূর্ণ, দ্রুত ও কোমল নাড়ী এবং মস্তক, পৃষ্ঠ ও হস্তপদাদিতে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ১নং জেল্‌সিমিয়াম্‌ ঔষধের বড়ী ফলপ্রদ হয়।

যদি অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, অনিয়মিত নাড়ী, কাণ ভোঁ ভোঁ করা ও জ্বরের স্পষ্ট বিরাম প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং চায়না ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি শিরঃপীড়া, হলদে বা সাদা ময়লাযুক্ত জিহ্বা, মুখে তিক্তাস্বাদ, বমন ও সর্ব্বদা বমনেচ্ছা বর্ত্তমান থাকে তবে ৩× বা ৬নং ইপিকাক ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে।

যদি জিহ্বায় পুরু পীত বর্ণের ময়লা, মেটে মেটে মুখমণ্ডল, মুখে

তিক্তাস্বাদ ও যক্বতে বেদনা থাকে তবে ৬নং মার্কুরিয়াস্ ঔষধের বড়ী খাওয়াইতে ভুলো না। এই জ্বরে মার্কুরিয়াস্ অতি উত্তম ঔষধ।

যদি বুকে চাপনশীল ও ছিন্নকর বেদনা, বিশ্রামকালে উপশম, জিহ্বায় পাতলা ময়লা সঞ্চয়, তিক্তাস্বাদ, কোষ্ঠবদ্ধ ও প্রবল জ্বর থাকে তবে ৬নং ব্রায়োনিয়া ঔষধের বড়ী সেবন করাইলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে।

যদি জিহ্বায় ঈষৎ সাদা বর্ণের ময়লা সঞ্চয়, তিক্ত উদ্গার, তিক্ত বমন, শীত বোধ ও পিপাসার অভাব প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং পাল্‌সেটিলার বড়ী বড়ই উপযোগী হয়।

যদি জ্বরে সান্নিপাতিক লক্ষণ অর্থাৎ দুর্ব্বলতা, উদরাময়, জিহ্বা শুষ্ক ও কটা বর্ণ, ওষ্ঠে, দন্তে ও জিহ্বায় কাল বর্ণের ময়লা সঞ্চয় প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ৬নং রাসটক্সের বড়ী খাওয়াইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

এই জ্বরে যদি অত্যন্ত শীর্ণতা, অবসন্নতা ও অস্থিরতা হয়, তৎসঙ্গে প্রবল তৃষ্ণা এবং কাল ও দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ হয় তবে ৬ বা ৩০নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

পালাজ্বর।

INTERMITTENT FEVER.

সুশীলা। দিদি! কুণ্ডুদের ছেলে তোমার জেল্‌সিমিয়াম্ ও মার্কুরিয়াস্ ঔষধেই ভাল হয়ে গেছে। দিদি! মণ্ডলদের ছেলের পালাজ্বর হচ্চে। জ্বর মধ্যে বেশ ছেড়ে যায় কিন্তু আবার কেঁপে জ্বর আসে এখন ইহার বিহিত কি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! এই পালা জ্বরের সমস্ত বৃত্তান্ত তুমি সেই

"জ্বরচিকিৎসা" পুস্তকে পাঠ করিও এক্ষণে এই রোগের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এবং প্রধান প্রধান ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ বলি শোন :—

টাইপ ও প্রকার ভেদ (Type and varieties)—বিরাম কালের দৈর্ঘানুসারে সবিরাম বা পালা জ্বরের নানা প্রকার নাম আছে যথা :—

১। **কোটিডিয়ান্** (Quotidian) জ্বর—ইহাতে প্রত্যহ জ্বর হয় এবং এইরূপ জ্বরে ২৪ ঘণ্টা বিরামকাল দৃষ্ট হয়।

২। **টার্সিয়ান** (Tertian) জ্বর—ইহাতে এক দিবসান্তর জ্বর হয় এবং এইরূপ জ্বরে ৪৮ ঘণ্টা বিরামকাল থাকে।

৩। **কোয়ার্টান** (Quartan) জ্বর—ইহাতে দুই দিবসান্তর জ্বর হয় এবং এইরূপ জ্বরে ৩ দিনের দিন জ্বর আসে এবং ৭২ ঘণ্টা কাল জ্বরের বিরাম থাকে।

এই ৩ প্রকার পালা জ্বর ছাড়া অন্যপ্রকার যথা :—

৪। **ডবল কোটিডিয়ান** (Double quotidian) জ্বর—অর্থাৎ দিবসে দুইবার জ্বর হয়।

৫। **ডবল টার্সিয়ান্** (Double Tertian) জ্বর—অর্থাৎ ইহাতে এক দিবসান্তর ২ বার জ্বর অথবা প্রত্যহই জ্বর আসে কিন্তু উহার আক্রমণ কাল ও অন্যান্য বিষয়ের কোন নিয়ম দেখা যায় না।

৬। **ডবল কোয়ার্টান** (Double Quartan) জ্বর—অর্থাৎ ৩ দিবসের মধ্যে দুই দিন জ্বর হয় একদিন হয় না।

৭। **ডুপ্লিকেটেড্ টার্সিয়ান** (Duplicated Tertian) জ্বর—অর্থাৎ একদিন ২ বার জ্বর হয়, কিন্তু পরদিন জ্বর হয় না।

৮। **ইরেটিক্ অথবা ইরেগুলার** (Erratic or irregular) জ্বর—অর্থাৎ ন'ড়ে ন'ড়ে অথবা অনিয়মিত ভাবে জ্বর আসিয়া থাকে।

কারণ (Etiology)—শরীরের রক্তমধ্যে **প্ল্যাজ্মোডিয়াম্-**

ম্যালেরি নামক অসংখ্য জীবাণু উৎপত্তি হয়, তজ্জন্য এইরূপ রোগ হইয়া থাকে।

লক্ষণ (Symptoms)—যখনই জ্বর হয় তখনই (১) শীত, (২) তাপ, এবং (৩) ঘর্ম্ম কয়েক ঘণ্টা পরে পরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগে প্লীহা বৃদ্ধি হয় এবং রোগী রক্তহীন হইয়া পড়ে। ছোট ছোট ছেলেদের শীতাবস্থা না আসিয়া অনেক স্থলে ঐ সময় ফিট্ হয়। বিস্তৃত বর্ণনা "জ্বর চিকিৎসায়" দেখিও। পালা জ্বরে শীঘ্র শীঘ্র তাপ ওঠে। সাধারণতঃ ১০৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ ওঠে এবং বিরামকাল সুরু হইতে থাকিলেই উক্ত তাপ শীঘ্র শীঘ্র নামিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

TREATMENT.

অল্পদিনের পালাজ্বরে যদি জ্বর আসিবার পূর্ব্বে মাথা ব্যথা, ক্ষুধা ও বুক ধড়ফড়ানি, শীতের অবস্থায় কম্প ও বেদনা, জ্বরের অবস্থায় প্রবল পিপাসা এবং ঘর্ম্মাবস্থায় প্রচুর ও দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম হয়, তবে ৬নং চায়না ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে ঐরূপ লক্ষণে ১নং চায়না ঔষধের বড়ী ব্যবহৃত হইয়াও থাকে।

কুইনাইন—সহজ পর্য্যায় জ্বর বা সবিরাম জ্বরে কুইনাইন ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। কারণ, কুইনাইন ব্যতীত কম্প জ্বরের সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত (Homœpathic) অন্য কোন ঔষধ দৃষ্ট হয় না। পালা জ্বরের লক্ষণগুলির সহিত যেরূপ সদৃশ বিধি (Law of simillars) মতে কুইনাইন ঔষধের মিল দৃষ্ট হয় তাহাতে এরূপ বোধ হয় যে উহা ব্যতীত সহজ পালা-জ্বর বা সবিরাম জ্বর অন্য ঔষধ দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে কিনা সন্দেহ।

কুইনাইন দ্বারা রক্তস্থিত বেসিলাস্ ম্যালেরি (Bacillus malariæ) নামক জীবাণুর ধ্বংস হয় বলিয়া কুইনাইনের এরূপ সাধারণ উপযোগীতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ম্যালেরিয়া রোগে হোমিওপ্যাথি মতে কুইনাইন প্রকৃতই ধনন্তরী। মহাত্মা হানিমান সিঙ্কোনা বৃক্ষের ছাল পরীক্ষা করিয়াই পালাজ্বরের লক্ষণ দেখিতে পান, সুতরাং পালা জ্বরে উহাই ব্যবহার করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়াছিলেন। বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে এই সিঙ্কোনা বার্ক অথবা উহার বীর্য্য কুইনাইন্ পরীক্ষা হইতেই হোমিয়োপ্যাথির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কুইনাইনকে তুচ্ছ করা বাতুলের কার্য্য। পুরাতন স্কুলের ছাত্রগণ সর্ব্বদা অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া কুইনাইনের অপ-ব্যবহার করিয়াছেন এবং দুঃখের বিষয় যে অনেক স্থলে তাঁহারা অধিক মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা রোগ ভাল করিতে গিয়া ঔষধের বিষ ক্রিয়া উপস্থিত করিয়া রোগ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। অল্প মাত্রায় কুইনাইন্ সেবন করিলে সহজ পর্য্যায় জ্বর শীঘ্র ও নিশ্চিন্ত রূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে কুইনাইন দ্বারা বিষাক্ত হইলেই ম্যালেরিয়া-কেকেক্সিয়া উপস্থিত হয়। টার্সিয়ান টাইপযুক্ত তরুণ পর্য্যায় জ্বরে কুইনাইন বিশেষ উপযোগী হয়। পর্য্যায় জ্বরের বিরাম কাল যত স্পষ্ট দৃষ্ট হয় ততই কুইনাইন প্রয়োগ দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। পুরাতন পর্য্যায় জ্বরে এবং ম্যালেরিয়াল কেকেক্সিয়া অবস্থায় কুইনাইন কিছুই করিতে পারে না।

পর্য্যায় জ্বরের বিরাম কালে কুইনাইন প্রয়োগ করিবে। ২য় চূর্ণ হইতে ২ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগ করা যায়। রোগ অত্যন্ত দূষিত অথবা প্রবল আকার ধারণ করিলে ত্বকের নিম্নে পিচকারী দ্বারা বাই-সাল্‌ফেট-কুইনাইন প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়। কোন কোন পর্য্যায় জ্বরের লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণগুলি ঠিক মিলাইতে পারা

যায় না; সেরূপ অবস্থায় জ্বরের পূর্ব্বে ১ হইতে ৩ ঘণ্টান্তর কুইনাইন সেবন করিয়া তৎপরে বিরাম কাল হইলেই উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে জ্বরের আক্রমণ কম হয় ও শীঘ্র আরোগ্য হয় এবং পূর্ব্বে কুইনাইন সেবিত হইলেও অন্যান্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় না।

আর্সেনিক—পর্য্যায় জ্বরে ইহা কুইনাইনের পরেই অতি উপযুক্ত ঔষধ। উহাতে প্রায়ই শীতাবস্থা অথবা ঘর্ম্মাবস্থা কিম্বা এই দুই অবস্থারই অভাব হয়; অর্থাৎ কেবল তাপাবস্থা বর্ত্তমান থাকে। উহার বিরাম-কালে স্পষ্ট জ্বর ছাড়ে না। আর্সেনিক সদৃশ রোগে প্রায়ই উদর সম্বন্ধীয় যন্ত্রগুলির ক্রিয়া বিকার দৃষ্ট হয়। উত্তাপাবস্থার পর বড়ই দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। যে সমস্ত পর্য্যায় জ্বর ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় এবং যথায় উদরী সম্ভাবনা থাকে তথায় আর্সেনিক বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। এগিউ বা কম্প জ্বরে কপালে স্নায়ুশূল হইলে এবং স্তন্যপায়ী শিশুদিগের পর্য্যায় জ্বরে আর্সেনিক ব্যবস্থা হয়। কুইনাইন ব্যর্থ হইলে অথবা উহার অযথা প্রয়োগ হইলে আর্সেনিক সুব্যবস্থা। পুরাতন ম্যালেরিয়াল্ কেকেক্সিয়া রোগে ইহা নেট্রাম-মিউরিয়াটিকাম ও ফেরাম সদৃশ উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যদি জ্বর আসিবার পূর্ব্বে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা হয় এমন কি রোগী নেতিয়ে পড়ে, জ্বরের আক্রমণ স্পষ্ট টের পাওয়া না যায়, শীতের পূর্ব্বে মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা, হাইতোলা, গাভাঙ্গা, সর্ব্বশরীরে অসুখ বোধ, শীতাবস্থা ও তাপাবস্থা মিশ্রিত হওয়া, শ্বাসকষ্ট, বমনেচ্ছা, কখন কখন বমন, ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ নাড়ী, প্রায়ই শীতাবস্থার অভাব, কখন কখন ঘর্ম্মের অভাব, রোগ পুরাতন হইতে থাকে ও দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়, অত্যন্ত তৃষ্ণা অথচ অল্প অল্প জল পান এবং জ্বর বিচ্ছেদে অবসন্নতা, বমনেচ্ছা, পাকাশয়ে ও অন্ত্রে বেদনা এবং হাত ও পা ফুলা থাকে, তবে

প্রথম প্রথম ৬নং এবং শেষে ৩০ বা ২০০নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী বড়ই উপকারী।

কুইনি-আর্স—চাপা দেওয়া পর্য্যায় জ্বরে ও বিবিধ টাইপ মিশ্রিত পর্য্যায় জ্বরে ইহার বিশেষ প্রয়োজন দৃষ্ট হয়।

ইপিকাক্—টার্সিয়ান পর্য্যায় জ্বরে ইহার সর্ব্বদা প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; ইহার ক্রিয়া অনেক বিষয়ে আর্সেনিকের মত। শৈত্যাবস্থায় ইপিকা সদৃশ অবসাদনাবস্থার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু আর্সেনিক সদৃশ দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইপিকাক ঔষধে পাকাশয়িক লক্ষণ প্রবল হয় এবং তাপাবস্থায় ও বিরাম কালে ঐরূপ পাকাশয়িক লক্ষণের আধিক্য হইয়া থাকে। ইপিকাক্ ঔষধের সম্পূর্ণ বিরাম কাল দৃষ্ট হয় না। অধিক কুইনাইন ও আর্সেনিক সেবনে জ্বর আটকাইলে ইপিকা বিশেষ ফলপ্রদ। আহারের দোষে পালা জ্বরের পুনরাক্রমণ হইলে ইপিকা ও পাল্‌সেটিলা ফলপ্রদ হয়। অজ্ঞাত কারণ জনিত অনেক পালা জ্বরেও ইপিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যদি পৃষ্ঠ বেদনা, অল্প শীত, দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, বমনেচ্ছা ও বমন, জিহ্বায় ঘন ভাবে হল্‌দে বর্ণের সরস ময়লা, বক্ষে টাইট্ বা চাপ বোধ, এবং জ্বরমগ্নেও বমনেচ্ছা ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ৬নং ইপিকাক ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। এক দিন অন্তর জ্বরে ইপিকা ঔষধ ভাল।

জেল্‌সিমিয়াম্—ইপিকা ঔষধের পর জেল্‌স বিলক্ষণ উপযোগী হয়। উহা একদিন অন্তর জ্বরে বিশেষ উপকার করে। ঘুস্‌ঘুসে জ্বরে জেল্‌সিমিয়াম ঔষধ আর্সেনিকের সমকক্ষ এবং ইউপেটোরিয়ামের মত উহা স্বল্পবিরাম জ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জেল্‌সিমিয়াম্ ঔষধের বিরাম-কাল অল্প, এবং জেল্‌স সদৃশ পর্য্যায় জ্বরের নিয়মিত আক্রমণ দৃষ্ট হয়। শিশুদিগের পালাজ্বরে জেল্‌স বিশেষ উপযোগী হয় এবং

হঠাৎ মানসিক উদ্বেগাদি প্রযুক্ত জ্বরের পুনরাক্রমণ হইলেও ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

নেট্রামমিউর—পুরাতন পালা জ্বরে উহা অতি উত্তম ঔষধ। যে পালা জ্বরের চিকিৎসা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই অথবা অনেক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা জ্বর বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে সেরূপ জ্বরে উহা বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। নূতন পালা জ্বরে ইহা ব্যবহৃত হইলেও পুরাতন ম্যালেরিয়াস্-কেকেক্সিয়া অবস্থায় ইহার বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পা কিম্বা কোমর হইতে শীত, নীলবর্ণের নখ, পিপাসা, ফেটে যাবার মত শিরঃপীড়া কিন্তু ঘর্ম্ম হইলে উপশম এবং শীতের পূর্ব্বে ও সময়ে পৈত্তিক বমন প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ১২ কিম্বা ৩০ নং নেট্রাম-মিউর ঔষধের বড়ী বিলক্ষণ উপযোগী হয়।

নক্সভমিকা—কোটিডিয়ান্ ও টার্সিয়ান্ জ্বরে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। উহার আক্রমণ কাল অনিয়মিত ভাবে উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব হইতে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া তবে জ্বর প্রকাশ পায়। উহাতে পাকাশয়িক ও পৈত্তিক লক্ষণ প্রবল থাকে এবং তৎসঙ্গে কাসি বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

যদি দীর্ঘস্থায়ী ও কষ্টকর শীত, পরে প্রবল জ্বর এবং শেষে প্রচুর ঘর্ম্ম, শীত ও জ্বরের কালে অত্যন্ত পাকাশয়িক ও পৈত্তিক লক্ষণ যথা বমনেচ্ছা, বমন, মুখ তিক্ত এবং কম্পের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং নক্সভমিকা ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। নক্স ও ইপিকা উল্টে পাল্টে পালা জ্বরে ব্যবস্থা করা যায়।

পাল্সেটিলা—পরিবর্ত্তনশীল পালাজ্বরে এবং সন্ধ্যার সময় জ্বরের আক্রমণ হইলে পাল্সেটিলা উপযোগী হয়। মৃৎপাণ্ডু বা ক্লোরোসিস্ রোগে, এবং গর্ভাবস্থায় জ্বর প্রযুক্ত গর্ভস্রাব আশঙ্কা থাকিলে এবং

আহারের দোষে জ্বরের পুনরাক্রমণ হইলে পাল্সেটিলা বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

ইগ্নেসিয়া—স্নায়বিক ধাতু, মৃদু সামান্য জ্বর, জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম কাল, জ্বরের টাইপ বা প্রকার পরিবর্ত্তন যথা টার্সিয়ান হইতে কোয়ার্টান জ্বর ইত্যাদি লক্ষণে ইগ্নেসিয়া ফলপ্রদ।

ইউপেট্-পার্ফো—প্রবল পালাজ্বর যদি স্বল্প বিরামজ্বরে পরিবর্ত্তিত এবং উহার বিরাম কাল যদি অসম্পূর্ণ হয় ও তৎসঙ্গে অস্থি বেদনা থাকে তবে ইউপেট্-পার্ফো বিশেষ ফলপ্রদ হয়। উহা ডবল টার্সিয়ান ও পালাজ্বরে বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

যদি শীতের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে পিপাসা আরম্ভ হইয়া শীত ও তাপাবস্থা পর্য্যন্ত সেই পিপাসা থাকে, অল্পক্ষণস্থায়ী শীত, দীর্ঘস্থায়ী তাপ, অল্প ঘর্ম্ম, শীতের পর পিত্ত বমন এবং শীত ও তাপাবস্থায় অত্যন্ত কোমর কামড়ানি বর্ত্তমান থাকে তবে ৬নং ইউপেট-পার্ফো ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

ক্যাপ্সিকাম—গ্রীষ্মকালীন সামান্য পর্য্যায় জ্বরে কখন কখন ক্যাপসিকাম উপযোগী হইয়া থাকে।

সিড্রন এবং এরেনিয়া—গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পর্য্যায় জ্বর প্রত্যহ ঠিক নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইলে উহা বিশেষ উপযোগী হয়। পলিপোরাস অফিসিনেলিস এবং পলিপোরাস্ পিনিকোলা সামান্য কোটিডিয়ান জ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যদি গা ঠাণ্ডা, গাত্রে শীতল ও চট্চটে ঘর্ম্ম, শীত ও ঘর্ম্মাবস্থায় অত্যন্ত তৃষ্ণা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; বমন ও ভেদ তৎসঙ্গে পেট কামড়ানি এবং পৃষ্ঠে ও কোমরে বেদনা থাকে ৬নং ভেরেট্রাম-এলবাম ঔষধের বড়ী খাওয়াইতে ভুলিবে না।

বিশেষ লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা যথা :—

ঘর্ম্মাধিক্য হইলে ৬নং ফসফোরিক এসিড্, প্রবল স্নায়বিক লক্ষণে ১নং জেল্‌সিমিয়াম, তরুণ রোগের প্রথম অবস্থায় ১নং একোনাইট, ঠিক এক সময়ে জ্বর আসিলে ৬নং সিড্রন, কৃত্রিম তাপে শীত নরম পড়িলে ও জ্বরের আক্রমণ হইবার পর তৃষ্ণা হইলে ৬নং ইগ্নেসিয়া, জ্বরাবস্থায় ঘাম হইলে ৬নং ক্যাপ্সিকাম্ ও মার্কুরিয়াস, পাকাশয়িক লক্ষণে এবং মৃৎপাণ্ডু হইলে ৬নং পাল্‌সেটিলা, অত্যন্ত রোগা ছেলের যকৃৎ ও পাকাশয়িক বিকারে ৬নং হাইড্রাষ্টিস্, কুইনাইন ব্যর্থ হইলে চিনোইডিন্ এবং শীত ব্যতীত জ্বরে আর্স, ইপি, সিড্রন অথবা সালফার প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

সুশীলা। দিদি! পালাজ্বরে ঔষধ ব্যতীত আর কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হবে?

সৌদামিনী। শীতাবস্থায় গাত্রে কৃত্রিম তাপ, উষ্ণাবস্থায় শীতল জল পান এবং ঘর্ম্মাবস্থায় গাত্রে শুষ্ক ও গরম কাপড় জড়ান ব্যবস্থা দিবে। সন্ধ্যা বেলা ঘরের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিবে এবং খটখটে অথবা দোতলা ঘরে রুগ্ন বালককে বা বালিকাকে শয়ন করাইয়া রাখিবে।

হামজ্বর।

MEASLES.

সুশীলা। দিদি! মণ্ডলদের ছেলে তোমার চায়না ঔষধেই ভাল হয়েছে। মল্লিকদের ছেলের হাম বেরিয়েছে, আর তার সঙ্গে কাসি, পেটের অসুখ ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ আছে; তারা একটী ফুকো সিসি নিয়ে এসেছে আর বল্‌চে যে হামজ্বরের ঔষধ দাও।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! সাধারণ ও সামান্য হামজ্বর সহজেই

ভাল হয়, বড় একটা ঔষধ খেতে হয় না। তবে সেই জ্বরচিকিৎসা পুস্তকে যেরূপ হাম জ্বরের শক্ত শক্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে সেইরূপ লক্ষণ থাক্‌লে ঔষধ না দিলে রোগ বাঁকা হ'য়ে পড়ে।

সুশীলা। দিদি! সে বই আমি ত পড়িবই, তুমি এখন হাম-জ্বরের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত ও চিকিৎসা বল।

সৌদামিনী। সুশীলা! শোন বলি :—

সংক্রামণ বা ছোঁয়াচে স্বভাব (Contagion)—হাম জ্বর বড়ই ছোঁয়াচে। হামজ্বরের গোড়ায় শর্দ্দি লক্ষণ হইতে ৪ মাস সময় পর্য্যন্ত ঐ ছোঁয়াচে স্বভাব থাকে। কোলের ছেলের হাম প্রায় হয় না। অন্যান্য ছেলে হাম-সংক্রামণ এড়াতে পারে না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ পরস্পরের ছোঁয়াছুঁয়িতে হাম হয়, কোন মধ্যবর্ত্তী পদার্থের সংস্পর্শের বড় প্রয়োজন হয় না।

অতি পূর্ব্বে রোগ নিরূপণ (Early Diagnosis)—হাম বাহির হইবার পূর্ব্বে রোগীর মুখগহ্বরের ভিতর ক'সের দাঁতের নিকটে গালের ভিতর গাত্রে ৬ হইতে ২০টি ছোট ছোট ঈষৎ নীল ও সাদাটে গোলাকার ও অল্প উচ্চ বেড়ীর মত চিহ্ন বাহির হয়। উহারা ৬৷৭ দিন থাকে। ঐ চিহ্ন দ্বারা হাম হবে বলে স্থির করা যায়।

অঙ্কুরাবস্থা (Incubation)—৭ হইতে ২১ দিন। সাধারণতঃ ১২ দিন অঙ্কুরাবস্থার পর হাম প্রকাশ হয়।

আক্রমণাবস্থা (Invasion Stage)—এই অবস্থায় প্রথমে শীত বোধ বা কম্প এবং কখন কখন আক্ষেপ হয়, তৎপরে জ্বর ও ১০১, ১০২ এবং কখন কখন ১০৪ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ বৃদ্ধি হয়। শিশুর হাম জ্বরে আলস্য, উগ্রতা, অস্থিরতা ও রাত্রিকালীন অল্প প্রলাপ হইয়া থাকে। এই জ্বরের আক্রমণ কালে শর্দ্দি ও কাসি প্রধান লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়। আরক্ত ও টস্‌টসে চক্ষু, চক্ষু হইতে অশ্রুপাত, চক্ষুর

ভিতর ধূলিকণা পতিত হইয়াছে এরূপ অনুভব ও বেদনা, আলোকাতঙ্ক, চক্ষুর পাতা ফোলা ও লালবর্ণ, নাসিকা হইতে সর্ব্বদা উগ্র জলবৎ শর্দ্দি স্রাব, ঘন ঘন হাঁচি এবং কখন কখন নাসিকা হইতে রক্তপাত হয়, কপালের ভিতর ভার ও বেদনা বোধ, গলার ভিতর আরক্তিমতা ও ক্ষত বোধ এবং কণ্ঠস্বর কর্কশ হইয়া থাকে। শ্বাসপথে শর্দ্দি হইলে বক্ষে টান ও অসুখ বোধ হয়, ঘন ঘন কাসি, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস, সাঁই সাঁই শব্দ, রঙ্কাই শব্দ অথবা রঙ্কাল ফ্রিমিটাস্ প্রকাশ পাইয়া থাকে। পাকাশয় ও উদরে ঈষৎ বেদনা হইতে পারে এবং কখন কখন বমনও হয়। সাধারণতঃ কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, কিন্তু পরে উদরাময় হইতে পারে।

স্ফোটাবস্থা (Eruption stage)—জ্বরের ৪র্থ দিবসে প্রায়ই হাম স্ফোট বাহির হয় কিন্তু ১ম দিবস হইতে ৭।৮ দিবসের মধ্যেও স্ফোট বাহির হইতে পারে। মুখ মণ্ডলে বিশেষতঃ কপালে, চুলের গোড়ায়, নাসিকার মূলে, দাড়িতে ও গ্রীবার পশ্চাতে প্রথমতঃ হাম স্ফোট বাহির হইয়া পরিশেষে গাত্র ও হস্ত পদাদিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কখন কখন হস্ত ও পদে হাম স্ফোট প্রথমে বাহির হয়।

দ্বিতীয় দিবসের সন্ধ্যাকালে জ্বর কিঞ্চিৎ নরম পড়ে, কিন্তু ৪র্থ দিবসে স্ফোট বাহির হইয়া পড়িলে আবার জ্বরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৯ম দিবসের পর স্ফোট মিলাইয়া যায়, অন্যান্য লক্ষণের হ্রাস হয় এবং অল্প অল্প খোলোস উঠিতে থাকে।

হামজ্বরের লক্ষণগুলির শ্রেণী বিভাগ ও বিশেষ বিবরণ ডাক্তার মহেন্দ্র বাবুর জ্বর চিকিৎসা পুস্তকে পড়িও।

উপসর্গ (Complication)—১। পূঁযস্রাবী চক্ষু প্রদাহ (purulent Coujunctivitis), ২। মুখগহ্বরের প্রদাহ ও উহাতে বিজগুড়ি ক্ষত (Stomatitis), ৩। গলার ভিতর গুহানলীতে কৃত্রিম

ঝিল্লীযুক্ত প্রদাহ (Diphtheritic Pharyngitis), ৪। ঝিল্লীযুক্ত লেরিংস প্রদাহ (Membranous laryngitis); ৫। বাত (Rheumatism), ৬। হৃৎপিণ্ডের অন্তর্বেষ্ট প্রদাহ (Endocarditis), ৭। কসের দাঁতের পশ্চাতে পচা ঘা (Cancrum oris); ৮। পাকাশয় ও অন্ত্রের শর্দ্দি (gastro-intestinal catarrh); ৯। ইলিয়াম্ ও কোলন্ নামক অন্ত্রের সন্ধিস্থলের প্রদাহ (ileo-colitis) এবং ১০। শ্বাসনলী ও ফুসফুস্ প্রদাহ (broncho-pneumonia)।

পরিণামে উপসর্গ (Sequelæ)—১। পূঁযস্রাবী কর্ণ প্রদাহ (purulent otitis); ২। চক্ষু প্রদাহ (Ophthalmia) ৩। লিম্ফাটিক গ্রন্থির বৃদ্ধি (enlarged lymph nodes), ৪। ফুসফুসে যক্ষ্মা (Pulmonary Phthisis)।

ভাবীফল (Prognosis)—হাম জ্বর প্রায়ই আরোগ্য হয়। হাম রোগে এই কয়টি রোগ বা অবস্থা হইলে মৃত্যু ভয় থাকে যথা ঃ— ১। হাম লাট খাওয়া ও দূষিতভাব ধারণ করা (malignant and suppressed measles), ২। ফেরিংস বা গুহানলীতে ডিপ্‌থিরিয়া রোগের মত কৃত্রিম ঝিল্লী প্রস্তুত হওন; ৩। রক্তামাশয়, ৪। ব্রংকো-নিউমোনিয়া, ৫। হামের স্ফোট মিলাইয়া গেলেও যদি প্রবল জ্বর। ব্রংকো-নিউমোনিয়া উপসর্গে অনেক হামগ্রস্ত রোগীর মৃত্যু হয়।

সুশীলা। দিদি! হাম জ্বরে এত উপসর্গ ও ভয় থাকিতে পারে তাহা ত জানিতাম না, সাধারণ লোকে সহজে হাম জ্বরের চিকিৎসাই করে না, হাম হ'লে জাড়ি দেয় এবং পুরুষ মানুষেরা কাছা খুলে নোড়ের ডাল এনে রোগীর গায়ে বুলিয়ে দেয়। হোমিওপ্যাথিক মতে হামরোগের কি ভাল ঔষধ পত্র আছে নাকি?

সৌদামিনী। বটে! হোমিওপ্যাথি মতে অতি সুন্দর ঔষধ আছে তোমায় একে একে বলিতেছি শোন ঃ—

যদি অত্যন্ত অস্থিরতা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, প্রবল তাপ, আরক্ত চক্ষু ও আলোক অসহ্য প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে প্রথমেই ১X বা ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী দিও।

জেল্‌সিমিয়াম ১X—হামজ্বরের সহিত প্রথম হইতেই যদি শর্দ্দি, নাক হইতে জ্বালাকর স্রাব, নাসারন্ধ্রের নিম্নে হেজে যাওয়া, স্বরভঙ্গ, কুপিকাসি, সর্ব্বদা ঝিমিয়া থাকা এবং অলসের মত পড়ে থাকা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ১ দশমিক জেল্‌সিমিয়াম্ উপযোগী হয়।

যদি লালবর্ণ চক্ষু হইতে জল পড়ে, আলোক সহ্য না হয়, নাক দিয়া ঘন হল্‌দে বর্ণের স্রাব হয়, মুখ শুষ্ক থাকিলেও তৃষ্ণা না থাকে, কাসি তরল হয়, এবং পেট গুড়মুড় করে ও অনেকবার বাহ্যে হয় তবে ১X বা ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী ধন্বন্তরী।

যদি চক্ষু হইতে গরম ও জ্বালাকর অশ্রুপাত হয়, আলোক সহ্য না হয়, নাক দিয়া প্রচুর শ্লেষ্মা ঝরে কিন্তু নাকে জ্বালা না থাকে তবে ৬নং ইউফ্রেসিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। কেহ কেহ ৪০ বিন্দু মূল অরিষ্ট আধ গেলাস জলে ঢালিয়া উহার এক ড্রাম পরিমাণ সেবন ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

যদি হাম বাহির হইতে বিলম্ব হয় অথবা বেরিয়ে হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়, তৎসঙ্গে শ্বাসকষ্ট, শুষ্ক কাসি ও বুকে তীক্ষ্ণ বেদনা থাকে তবে ৩X বা ৬নং ব্রায়োনিয়া ঔষধের বড়ীতে বিশেষ উপকার হয়।

যদি হাম বাহির হইতে বিলম্ব হয় অথবা বাহির হইয়া হাম লাট খায়, তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা, বমন, বুকের ভিতর শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি এবং নাক হইতে রক্তপাত প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ৩X বা ৬নং ইপিকাক ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকার করিয়া থাকে।

যদি হাম বাহির হইবার পূর্ব্বে তড়কা হয় এবং জ্বরের অবস্থায়

ফুস্‌ফুসে রক্ত জমে তবে ২× বা ৩নং ভেরেট্রাম-ভিরিডি ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

দূষিত হামজ্বরে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ত্বকে জ্বালাকর তাপ, দ্রুত ও ক্ষুদ্র নাড়ী, অত্যন্ত উদ্বেগ, অস্থিরতা, হঠাৎ হাম বন্ধ, ফেকাসে ও স্ফীত মুখমণ্ডল প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ৩× বা ৬নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকার করে।

যদি হাম লাট খায় ও রোগী নীল মূর্ত্তি ধারণ করে, তৎসঙ্গে তন্দ্রা বা আচ্ছন্ন ভাব, গলায় ঘড়ঘড়ানি ও ব্রংকো-নিউমোনিয়া হয় তবে ২× চূর্ণ কিম্বা ৬নং এণ্টিমটার্ট উপযোগী হয়।

যদি হঠাৎ ফেকাসে মুখ, শীতল এবং বেগুনি বর্ণের ত্বক, সর্ব্বদা আড়ষ্ট, অত্যন্ত অবসন্নতা ও হিমাঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ঘন ঘন কর্পূরের আরোক ৫ বিন্দু মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। এতদ্ব্যতীত, ধীরে ধীরে হাম বাহির হইলে, জ্বরের সহিত তন্দ্রা বর্ত্তমান থাকিলে এবং তড়কার সম্ভাবনা থাকিলে ১নং জেল্‌সিমিয়াম; শ্বাসনলী প্রদাহ ও ফুসফুস প্রদাহ হইলে ৬নং ফস্‌ফরাস, দুর্ব্বলকর জ্বরে শুষ্ক ও কটা বর্ণের জিহ্বা থাকিলে ৬নং রসটক্স; কর্কশ স্বর, শ্বাসনলীর উর্দ্ধাংশে কাসি ও দড়ির মত চট্‌চটে শ্লেষ্মা থাকিলে ৬নং কেলি-বাইক্রম,, হাম বন্ধ হইয়া মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কিউপ্রাম-এসিটিকাম, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় ও গলা বেদনা হইলে হইলে ৬নং বেলেডোনা, শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্যের জন্য এবং গণ্ডমালা ধাতুতে ৩০নং সালফার এবং গাল গলা ফুলা, ঘা ও রক্ত আমাশয়ের জন্য ৬নং মার্কুরিয়াস্‌ ঔষধের বড়ী খাওয়াইতে কদাচ ভুলিবে না।

Repertory—রেপার্টরি অর্থাৎ প্রধান প্রধান লক্ষণ বা অবস্থার ঔষধের তালিকা যথা ঃ—

Retrocession of the eruption অর্থাৎ স্ফোট বন্ধ হইলে

ব্রায়োনিয়া, ক্যাম্ফার এবং ভেরেট্রাম ভিরিডি। চক্ষু সম্বন্ধে অসুখ হইলে ইউফ্রেসিয়া, পাল্‌সেটিলা। শ্বাসনলী ও ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ (Broncho-Pneumonia) হইলে এণ্টিম্-টার্ট ও ফস্‌ফরাস। লেরিংস প্রদাহে (Laryngitis) কেলিবাইক্রম এবং জেল্‌সিমিয়াম্। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য (Cerebral congestion) হইলে বেলেডোনা এবং কুপ্রাম-এসিটিকাম। দুর্ব্বলকর জ্বরে(Low Fever) রসটক্স ও ব্যাপ্টিসিয়া, গ্রন্থি প্রদাহিত (Adenitis) হইলে মার্ক-আয়োড্। ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য হইলে ভেরেট্রাম-ভিরিডি এবং বেলেডোনা ব্যবহার্য্য।

অন্যান্য সাধারণ উপায় দ্বারা চিকিৎসা।

GENERAL MEASURES.

রোগীর ঘর (Sick-Room)—রোগীর ঘরের তাপ ৭৫ ডিগ্রি সমানভাবে থাকা চাই। ঘরে যেন উত্তমরূপে বাতাস খেলে। রোগীর প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন। রোগীকে অন্য ছেলের নিকট হইতে তফাতে রাখিতে হয়।

রোগী (Patient)—ছেলেকে শয্যায় শোয়াইয়া রাখিতে হয়, যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে এবং রোগী একবার গরম ও একবার ঠাণ্ডা এরূপ অবস্থায় না থাকে। ত্বকে চুলকানি ও জ্বালার জন্য কার্ব্বলিক এসিড্ মিশ্রিত ভেসেলিন্ ব্যবহার করিতে হয়। প্রবল তাপ হইলে ঠাণ্ডা কাপড় বা স্পঞ্জ দ্বারা গাত্র মুছাইয়া দিবারও ব্যবস্থা কেহ কেহ করিয়া থাকেন।

চক্ষু (Eyes)—চক্ষুতে আলোক সহ্য হয় না বলিয়া সবুজ বর্ণের ঠুলি বা পর্দ্দা ব্যবহার করা উচিত। আট আউন্স জলে ইউফ্রেসিয়া মূল অরিষ্টের অর্দ্ধ আউন্স মিশ্রিত করিয়া সেই জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিতে হয়। ফোঁটা ফেলা যন্ত্রের দ্বারা চক্ষুতে ঐ জল ফেলিলে ভাল

হয়। চক্ষু জুড়িয়া না যায় এজন্য অক্ষিপুটে ভেসেলিন্ দিতে হয় যদি চক্ষুতে প্রবল প্রদাহবশতঃ চক্ষু গরম হয় ও উহা জালা করে তবে বরফ জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া চক্ষুর পাতার উপর রাখিতে পারা যায়।

স্ফোটবদ্ধ (Retrocession of eruption)—হাম লাট খেয়ে গেলে রোগীকে ১০ মিনিটের জন্য সরিষা চূর্ণ মিশ্রিত গরম জলের টবে (hot mustard Bath) শোয়াইবে। তৎপরে রোগীকে উঠাইয়া গরম লেপ বা কম্বল মুড়ি দিয়া রাখিবে।

রোগীর মুখ গহ্বর (mouth) বোরাসিক লোসন বা ডাইলিউট লিষ্টারিণ প্রভৃতি কুল্লি দ্বারা ধৌত করিতে হয়।

রোগীর ফুসফুস—হামজ্বরে ফুসফুস প্রদাহের বেশী ভয় থাকে সুতরাং প্রত্যহ বোগীর ফুসফুস পরীক্ষা করিতে হয়। ঠাণ্ডা লাগিয়া কোন প্রকারে নিউমোনিয়া বা টিউবারকিউলোসিস্ রোগের বিষ বা বীজ রোগীর শরীরে প্রবিষ্ট হইতে মা পারে তদ্বিষয়ে সতর্ক হইতে হয়।

বসন্ত রোগ।

SMALL POX.

সুশীলা। দিদি! তোনার একোনাইট, জেল্‌সিমিয়াম ও পরে পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ীতে মণ্ডলদের খোকার হামজ্বর সেরে গেছে। আজ শীলেদের বৌ ছেলে এনেছে, তার গায়ে বসন্ত বেরিয়েছে।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! বসন্ত বড় ছোঁয়াচে রোগ, খোকাকে বাড়ী নিয়ে যেতে বল আর যাহাতে অন্য ছেলে পিলে এই খোকার কাছে না যায় সেরূপ বন্দোবস্ত করিতে বলিও।

সুশীলা। দিদি! বসন্ত রোগের তাবৎ বৃত্তান্ত ও চিকিৎসা বলনা?

সৌদামিনী। সুশীলা! তোমায় ত বলিছি ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষের জ্বরচিকিৎসা অথবা তাঁহার সাধারণ রোগচিকিৎসা পুস্তকে সমস্ত স্ফোটজ্বরের বিষয় অতি চমৎকাররূপে লিখিত আছে, তুমি সেই দুই বই পড়িলে বসন্ত রোগের তাবৎ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবে, এখন বসন্ত রোগের মোটামুটি চিকিৎসা বলি শোন ঃ—

বসন্ত রোগের সর্ব্বপ্রথমে ৬নং এণ্টিমোনিয়াম-টার্টারিকাম ঔষধের বড়ী সেবন করাইবে, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র জ্বর কম পড়িবে ও বসন্তের গুটিগুলি পর পর অবস্থায় উপনীত হবে। এই রোগে শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় অসুখে অর্থাৎ কাসি প্রভৃতি লক্ষণে এবং পাকাশয় বিকারে অর্থাৎ বমনেচ্ছা ও বমন প্রভৃতি লক্ষণে এণ্টিম-টার্ট বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। এই ঔষধ দ্বারা বসন্ত রোগ বড় জব্দ হয়।

যদি সর্দ্দি, প্রবল জ্বর, রগ দপদপানি, লালবর্ণ চক্ষু, আলোকাতঙ্ক, গলা বেদনা, পৃষ্ঠ বেদনা, ঘুমের ঘোরে চমকান ও লাফান এবং প্রবল প্রলাপ বর্ত্তমান থাকে তবে ৬নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

গুটি পাকিবার সময় এবং গুটি পাকিয়া জ্বর হইলে, তৎসঙ্গে সরস ও স্ফীত জিহ্বা, গলক্ষত, দুর্গন্ধ প্রশ্বাস, প্রচুর লালাস্রাব এবং রক্তামাশয় প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ৬নং মার্কুরিয়াস্ ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী হয়।

যদি রক্তস্রাবিক বসন্তরোগে কাল কাল গুটি, নীলবর্ণ ত্বক, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ক্ষুদ্র ও দ্রুতনাড়ী, অত্যন্ত তৃষ্ণা, উদ্বেগ ও অস্থিরতা থাকে তবে ৬নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি প্রথম প্রথম পৃষ্ঠে ও চক্ষুতে অত্যন্ত বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বাঙ্গে মোচড়ানিবৎ বেদনা, দুর্ব্বলতা ও বমনেচ্ছা থাকে তবে ৬নং একুটিয়া রেসিমোসা ঔষধ সেবন করাইলে ফল হয়।

যদি ত্বক্ লাল, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয় তৎসঙ্গে গলা বেদনা, কোমরে ও পায়ে অত্যন্ত বেদনা এবং মুখ ও তালুর ভিতরে ঘা থাকে তবে ৬নং হাইড্রাষ্টিস্ ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে বিলক্ষণ উপকার হইয়া থাকে।

বসন্তরোগ অনিয়মিতরূপে প্রকাশ পাইতে থাকিলে, গুটিগুলি বেগুনি বা কালবর্ণের হইলে এবং গুটী হইতে খোলস উঠিবারকালে ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

এতদ্ব্যতীত, এই রোগে ফুস্‌ফুস প্রদাহ হইলে এণ্টিমটার্ট ও ফস্‌ফরাস, বীচি ফুলিলে ৬নং মার্ক-আয়োড্, সান্নিপাতিক লক্ষণ প্রযুক্ত দুর্ব্বলকর জ্বর হইলে ১নং ব্যাপ্টিসিয়া ও ৬নং আর্সেনিক, ফোড়া হইলে ৬নং হেপার সাল্‌ফার, সাল্‌ফার ও ফস্‌ফরাস; চক্ষু উঠিলে মার্ক্করও সাল্‌ফার, প্রলাপ থাকিলে ৬নং বেলেডোনা, ষ্ট্রামোনিয়াম ও ভেরেট্রাম-ভিরিডি, শোথ বা ফুলা হইলে এপিস ও আর্সেনিক, ফুসফুসে রক্তাধিক্য হইলে ভেরেট্রাম ভিরিডি, একোনাইট ও ও ব্রায়োনিয়া এবং গুটি বসিয়া গেলে ক্যাম্ফার, আর্সেনিক ও সালফার প্রয়োগ করিতে কদাচ ভুলিও না।

সুশীলা। দিদি! এই বসন্ত রোগ প্রধানতঃ কয় প্রকার ও প্রত্যেক প্রকার রোগের ঔষধ কি কি?

সৌদামিনী। বসন্ত রোগ প্রধানতঃ তিন প্রকার। ১ম, স্পষ্ট স্পষ্ট গুটি বাহির হইলে বেলেডোনা, এণ্টিম-টার্ট ও সালফার ঔষধ, লেপ্টে বা জড়িয়ে গুটি বাহির হইলে সালফার, আর্সেনিক ও ফস্‌ফরাস এবং রক্তস্রাবিক গুটিতে ফস, আর্স ও লেকেসিস্ উত্তম রূপ খাটিয়া থাকে।

ভ্যাক্‌সিনেশন্ বা গোবীজ দ্বারা টীকা।

VACCINATION.

সুশীলা। দিদি! নানাপ্রকার রোগের বিষয় শিখিয়ে শিখিয়ে এক রকম ডাক্তার ক'রে ত তুল্‌লে, আজকে টীকে দেওয়ার প্রণালীটা শিখিয়ে "টীকেদার করে দাও দেখি"। এই পল্লীগ্রামের টীকেদারের যেরূপ দুর্গতি ও অভাব তাহাতে ঐটা ঐটা শিখে রাখ্‌লে বসন্ত রোগের হিড়িকে অনেক সোঁদা ছেলে ও মেয়েকে বাঁচাতে পারবো।

সৌদামিনী। সুশীলা! ভাল প্রস্তাবনা করেছ, আজ টীকা দেওয়ার প্রণালীটা তোমায় উত্তমরূপে শিখিয়ে দিচ্চি, তুমি মনোযোগ দিয়া শোন :—

টীকার পরিচয় (Difinition)—গোবসন্তের গুটিকা অথবা গোবীজ-টীকা হইতে লিম্ফ লইয়া মনুষ্যের বাহুস্থিত ত্বকে প্রবিষ্ট করাইলে গোবীজ টীকা দেওয়া হয়। এই প্রণালীকে ইংরাজীতে ভ্যাক্‌সিনেশন্ কহে। এই ভ্যাক্‌সিনেশন্ প্রণালী বা গোবীজ দ্বারা টীকা হইলে মানব জীবন যেরূপ প্রকৃত বসন্ত রোগের প্রবল আক্রমণ হইতে রক্ষিত হয় সেরূপ আর কোন উপায়ে হয় না।

ভ্যাক্‌সিনেশন্ প্রণালী বা তদ্বিষয়ে সতর্কতা (Methods of vaccination and precautions to be observed)—এক ব্যক্তিকে গোবীজ দ্বারা টীকা দেওয়া হইলে পর, চিকিৎসক উহার টীকা হইতে লিম্ফ গ্রহণ পূর্ব্বক অপর ব্যক্তিকে তদ্দ্বারা টীকা দিবার প্রথা ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অন্য শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বলেন যে প্রকৃত বসন্তের বীজ লইয়া গাভীকে টীকা দিয়া, সেই গাভীর টীকা হইতে লিম্ফ গ্রহণ পূর্ব্বক মনুষ্য শরীরে টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য। এক বীজ হইতে ক্রমান্বয়ে লোককে টীকা দেওয়া হউক না কেন, সেই বীজ নিস্তেজ হয় না, তবে

প্রত্যেকবার টাট্‌কা ও সতেজ লিম্ফ গ্রহণ পূর্ব্বক একের বাহু হইতে অপরের বাহুতে প্রবিষ্ট করা কর্ত্তব্য। সকল সময়ে এরূপ সুবিধা ঘটে না। অতএব সূক্ষ্ম গ্লাসের নলে, দুইখণ্ড কাচের মধ্যে, অথবা হস্তী দন্ত নির্ম্মিত সূক্ষ্ম নলের অগ্রভাগ মধ্যে লিম্ফ সংগ্রহ করিয়া রাখিবে ও প্রয়োজনমত ব্যবহার করিবে। বীজের সহিত উহার দ্বিগুণ পরিমাণে পরিষ্কৃত জল ও গ্লিসিরীন্ মিশ্রিত করিয়া কাচের নলের ভিতর রাখিলেও উহার তেজ নষ্ট হয় না।

সুস্থ শিশুর অষ্টম দিবসের সুপ্রকাশিত ভেসিকেলের উপর ল্যান্‌সেট্‌ দ্বারা ধীরে ধীরে কয়েকবার আঁচড় দিবে বা ছিদ্র করিবে কিন্তু ঐরূপ আঁচড় বা ছিদ্র দ্বারা যেন রক্ত বহির্গত না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। তৎপরে উক্ত ভেসিকেল হইতে চাপ না দিয়া আপনাপনি যে রস বা লিম্ফ বাহির হইয়া পড়িবে উহার দ্বারা টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য। শুষ্ক লিম্ফ দ্বারা টীকা দেওয়ার আবশ্যক হইলে অত্যল্প জল দিয়া উহা দ্রব করিয়া লইবে।

বয়স (Age)—কোন প্রকার বিঘ্ন বাধা না থাকিলে শিশুদিগকে ৬ সপ্তাহ হইতে তিন মাস বয়সের মধ্যেই টীকা দিবে। টীকার সময় শিশু যেন সুস্থ থাকে, অর্থাৎ চর্ম্ম-রোগ, কোন প্রকার তরুণ রোগ ও উদরাময় প্রভৃতি যেন না থাকে। কিন্তু নিকটস্থ পল্লীতে বসন্ত রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইলে শিশুর অল্প অসুস্থতা সত্ত্বেও তাহার, এমন কি সদ্যপ্রসূত-শিশুর টীকা দেওয়াও কর্ত্তব্য। শিশু দুর্ব্বল হইলে ও শীঘ্র শীঘ্র টীকা দেওয়া আবশ্যক না হইলে, এক বা দুই বৎসরের পর, টীকা দেওয়া যাইতে পারে। টীকা ভাল না উঠিলে পুনর্ব্বার টীকা দিবে। টীকা না হইলে অথবা গুটিকা ভালরূপ না উঠিলে সকল বয়সেই টীকা দেওয়া যাইতে পারে।

স্থান (Location)—বাহুর বহির্ভাগে ডেল্টয়েড্‌ পেশীর সমাপ্তি

স্থলে ত্বক্ টানিয়া বা বিস্তৃত করিয়া নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার প্রণালী অনুসারে ত্বক্ বিদ্ধ করিয়া টীকা দিতে হয়।

দ্রব্য (Material)—টাট্‌কা ও বিশুদ্ধ গোবীজ (pure bovine Virus) অথবা ঐ বীজ গ্লিসিরিণে মিশ্রিত করিয়া যাহা কাঁচের টিউব সিসীতে থাকে উহা দ্বারা টীকা দিতে হয়। সাবান জল, বাইক্লোরাইড সলিউসন্ অথবা এল্‌কোহল দ্বারা শিশুর ত্বক্ ও টীকাদারের হাত ও অস্ত্র শুদ্ধ করিয়া তবে টীকা দিতে হয়।

১। একখানি তীক্ষ্ণ ল্যানসেট্ বা ছুরীর অগ্রভাগে লিম্ফ গ্রহণ পূর্ব্বক উহা দ্বারা বক্রভাবে কিউটীকেল্ বা উপত্বকে এক বা দুইটি ছিদ্র করিয়া কিউটিস্ বা প্রকৃত ত্বকে একবারে উক্ত লিম্ফ সংস্পৃষ্ট করাইবে। এইরূপে ছুরীকা দ্বারা ভাল্‌ভুলার ছিদ্র করিয়া কিউটিসে কয়েক সেকেণ্ড উহা রক্ষা করিবে তৎপরে ছুরী বাহির করিবামাত্র ছিদ্র চাপিয়া ধরিবে।

২। উল্‌কি পরাইবার মত ত্বকে কয়েকটি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া ছুরীর অগ্রভাগের চেপ্টা গাত্র দ্বারা লিম্ফ লাগাইয়া দিবে।

৩। এক সিকি পরিমাণ ত্বকের উপর প্রথমে লিম্ফ ঘসিয়া পরে ঐ ত্বক্ ছুরী দ্বারা ছিন্ন করিবে এবং অবশেষে আবার উহার উপর কিঞ্চিৎ লিম্ফ লাগাইয়া দিবে। কিঞ্চিৎ ব্যবধান রাখিয়া দুই স্থানে ঐরূপ করিলেই যথেষ্ট।

৪। উপত্বক আঁচড়াইয়া উহাতে লিম্ফ মাখাইবে। ছুরী দ্বারা প্রথমে কয়েকটী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও সমদূরবর্ত্তী লম্ব আঁচড় দিবে এবং তদুপরি প্রস্থভাবে সূক্ষ্মবৎ আঁচড় দিবে। এইরূপ টীকার স্থানে ক্রশের (Cross) বা ঢেরার আকার প্রাপ্ত হয়। এই প্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

৫। কাগজের-কালি তুলিবার মত ছুরীর অগ্রভাগ দ্বারা উপত্বক্ আঁচড়াইয়া লিম্ফ মাখাইয়া দিবে।

৬। লাইকার-এমোনিয়া প্রভৃতি ফোস্কাকারক পদার্থ দ্বারা উপত্বক্

উঠাইয়া লিম্ফ বা ভ্যাকাইন-পূঁয প্রয়োগ করিবে। অল্প বা সঙ্কীর্ণ স্থানে পূর্ব্বমত টীকা দিলে (অর্দ্ধ ইঞ্চি অন্তর) এবং এক বাহুর অন্ততঃ পাঁচ স্থানে অথবা প্রত্যেক বাহুতে তিন স্থানে টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য।

টীকার পরবর্ত্তী ঘটনা—(Phenomena following vaccination)—২য় দিবসের শেষে অথবা ৩য় দিবসের প্রথমে টীকার স্থানগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাপিউল বাহির হয়। উহাদের চতুষ্পার্শে ঈষৎ লাল মণ্ডল দৃষ্ট হয়। এই বীজগুড়িগুলি ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ৫ম বা ৬ষ্ঠ দিবসে ভেসিকেলে পরিণত হয়। ভেসিকেলগুলি গোল বা ডিম্বাকার এবং ঈষৎ নীল ও সাদা। উহাদের ধারগুলি উন্নত কিন্তু মধ্যস্থল চাপা। ৭ম দিবসের শেষে অথবা ৮ম দিবসের প্রথমে প্রত্যেক ভেসিকেলের চতুষ্পার্শে এক প্রদাহিত এরিয়োলা মণ্ডলাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই এরিয়োলা ৮ম দিবসে বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণ, টাইট্‌, গোল, পার্শ্বে উচ্চ, মুক্তাবর্ণ ও অর্দ্ধস্বচ্ছ হয়। ভেসিকেল স্থিত পদার্থ পরিষ্কার ও অল্প চট্‌চটে বোধ হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে উহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সতেজ দানা দৃষ্ট হয়; ডাক্তার বিলি উহাদিগকে বায়োপ্ল্যাজম-কণা (Bioplasm particle) বলেন, উহাদিগের জন্য লিম্ফ সতেজ থাকে। কেহ কেহ ভেসিকেল স্থিত পদার্থে মাইক্রোকোসাই অবস্থিতি করে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রদাহিত এরিয়োলা আরও দুই দিবস পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া ১ হইতে ৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং ক্রমে স্ফীত ও কঠিন হইয়া পড়ে। কখন কখন উহার উপরেও ভেসিকেল উৎপন্ন হয়। দশম অথবা একাদশ দিবসে এরিয়োলা বিলীন হইতে থাকে ও তৎসঙ্গে ভেসিকেল মধ্যস্থিত পদার্থও আবদ্ধ হয় এবং ভেসিকেল ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া পড়িলে উহার উপরিভাগে কটাবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১৪ অথবা ১৫ দিবসে ভেসিকেলের উপর এক কঠিন, ঈষৎ লাল ও কটাবর্ণ মিশ্রিত

মামড়ি (Scab) পড়িয়া থাকে। এই স্ক্যাব্ বা মামড়ী ক্রমে কাল হইয়া চুপষিয়া যায় এবং ২১ হইতে ২৫ দিবসে মামড়ী খসিয়া যায় এবং উহার স্থানে চিরকালের জন্য এক দাগ থাকে। টীকা ভাল হইলে পর, যে দাগ বা সিকেট্রিক্স নির্ম্মিত হয় উহা প্রায়ই গোলাকার সাদাবর্ণ, এক ইঞ্চির এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ বিস্তৃত, অল্প নিম্ন বা চাপা হইয়া থাকে। উহার তলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কখন কখন উহার মধ্যস্থলে রেখার মত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

টীকার গতির (Course) তালিকা ঃ—

৩য় দিবসে প্যাপিউল (Papule) বা বড়ীর মত ত্বক্ উচ্চ হয়।

৬ষ্ঠ দিবসে স্ফোট (Umbilicated Vesicle) এবং উহার মধ্যস্থল টেপা হয়।

৮ম দিবসে স্ফোট লিম্ফ পূর্ণ হয় এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে লাল মণ্ডল হয়। (Vesicle distended with lymph, red areola)।

১০ম দিবসে লাল মণ্ডল ফিকে হইতে আরম্ভ হয়।

১৪ দিবসে স্ফোটের উপর মেহগ্নিকাঠের মত কটা ও লালবর্ণের (Brown mahogny crust) মামড়ী পড়ে।

২৩ দিবসে ঐরূপ মামড়ী খসিয়া পড়ে (Crust becomes detached)।

পূর্ব্বোল্লিখিত টীকার স্বাভাবিক আকৃতি ও গতি বিবিধ প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যথা—এক স্থানে অধিক ভেসিকেল, বিলম্বে গুটি বাহির, প্রৌঢ়াবস্থায় ত্বকের গঠন পরিবর্ত্তন এবং অত্যন্ত প্রশস্ত এরিয়োলা ইত্যাদি।

অনুপযুক্ত লিম্ফ, অসুস্থ দেহ, অথবা কোন প্রকার স্থানিক উত্তেজনা হেতু এরূপ অনিয়ম ঘটে।

গাভী হইতে লিম্ফ গ্রহণ করিয়া টীকা দিলে ৭।৮।৯ অথবা ১০ দিবসে প্যাপিউল বা গুটি উঠে এবং ১১ হইতে ১৪ অথবা ১৬ দিবস উত্তীর্ণ না হইলে এরিয়োলা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। এতদ্ব্যতীত, উহা কখন কখন বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়, দেখিতে পাটকিলে বর্ণের হয় এবং বহু দিবস পর্য্যন্ত কঠিন বা শক্ত থাকে। ভেসিকেল গুলিও ভালরূপ বিকাশিত ও বর্দ্ধিত হয় না। উহাদের শুষ্ক হইতেও বিলম্ব হয় এবং ৪।৫ সপ্তাহ পর্য্যন্ত মামড়ী থাকে।

টীকাকালীন লক্ষণ (Symptoms of vaccination)— টীকা পাকিবার কালে বাহুতে চুলকানী বা কণ্ডুয়ন, তাপ, টাইট বোধ ও বেদনা অনুভূত হয়। হাত আড়ষ্ট হয় সুতরাং বাহু ও হস্ত নাড়াইতে পারা যায় না। কখন ইরিথিমা অথবা এরিসিপেলাস প্রকাশ পায়। ভেসিকেল-মধ্যে ক্ষত বা পচানি উৎপন্ন হয়। বগলের গ্রন্থিগুলি বর্দ্ধিত ও বেদনাযুক্ত হয়। টীকা দেওয়ার পরই প্রাথমিক-জ্বর হয় না, কিন্তু টীকা পরিবার কালে ১০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ বৃদ্ধি হইতে পারে। এই সময়ে শিশু খিটখিটে ও অস্থির হয় এবং পরিপাক নলীগুলির ক্রিয়া বিকার উপস্থিত হয়। দুর্ব্বল শিশুদিগের শরীরে মারাত্মক প্রবলতর লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে পারে। গাভী হইতে টীকা দিলেই এক সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত বিবিধ র‍্যাস বাহির হইয়া থাকে।

পুনর্ব্বার টীকা দেওয়া প্রণালী (Re-vaccination)— প্রথমবার ভালরূপ টীকা না উঠিলে পুনর্ব্বার টীকা দিবার আবশ্যক হয়। সিকেট্রিক্স বা টীকার দাগ দেখিলেই ভালরূপ টীকা হইয়াছিল কিনা বুঝা যায়। শৈশবাবস্থায় ভালরূপ টীকা হইলে যৌবনের প্রারম্ভে পুনর্ব্বার টীকা দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে ৭ বৎসর অন্তর টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু অনেকের মত এই যে ভালরূপে দুই বার টীকা হইলেই প্রকৃত বসন্ত রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়বার টীকার সময়েও প্রথম বারের মত সতর্কতা আবশ্যক। পুনর্ব্বার টীকার কালে প্রায়ই মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

পুনর্ব্বার টীকা দিবার ফল (Results of re-vaccination)—দ্বিতীয়বার টীকাতে শীঘ্র শীঘ্র গুটি বাহির হয় এবং ৫।৬ দিবসেই পূর্ণতা লাভ করে। গুটিগুলি প্যাপুলার অথবা অত্যন্ত বড় ভেসিকেলের আকার প্রাপ্ত হয়। গুটির এরিয়োলা শক্ত, বিস্তৃত ও অসমান হইয়া থাকে। ৮ম দিবসে ছোট ছোট মামড়ী পড়িয়া শীঘ্র খোলোস উঠিয়া যায়। দ্বিতীয় বার টীকায় স্থানিক উত্তেজনার এবং শরীরগত লক্ষণগুলির আধিক্য হইয়া থাকে। ইরিসিপেলাস, সেপ্‌টিসিমিয়া ও পাইমিয়া হইবার সম্ভাবনা। পুনর্ব্বার টীকার কালে রোগী দুর্ব্বলতায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে।

টীকা দেওয়ার দূরবর্ত্তী ফল (Remote effects of vaccination)—পূর্ব্বে টীকা দিলে ভবিষ্যতে প্রবল বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে যে মনুষ্য রক্ষিত হয় তদ্বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। অধিকাংশ স্থলে ভালরূপ টীকা হইলে বিশেষতঃ পুনর্ব্বার টীকা দিলে নিশ্চিত ও সম্পূর্ণরূপে শরীর রক্ষা হয়। কোন কোন স্থলে বসন্ত প্রকাশ পাইলেও উহার লক্ষণগুলি অতি মৃদুভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেরূপ স্থলে রোগীর বিপদের কোন আশঙ্কা থাকে না এবং উহার দেহও বিকৃত হয় না। টীকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হওয়া অবধি পৃথিবীর সর্ব্ব দেশে ও সকল জাতিতে বসন্ত রোগ ব্যাপ্ত হইলেও মারাত্মক বা গুরুতর ভাব প্রকাশিত হয় নাই। এ স্থলে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে টীকার দাগ যতই স্পষ্ট থাকিবে ততই সুন্দররূপে বসন্ত রোগ হইতে দেহ রক্ষিত হইবে।

কখন কখন একের হস্ত হইতে অপরের হস্তে টীকা দেওয়াতে চর্ম্ম রোগ, স্ক্রুফুলা ও উপদংশ রোগ সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য।

আভ্যন্তরিক টীকা (Internal vaccination)—বাহুতে টীকা দেওয়ার পরিবর্ত্তে কেহ কেহ ঔষধ সেবন করাইয়া বাহিরে টীকা উঠাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ডাক্তার কাজাওয়াস্কি বলেন যে বাহুতে টীকা না দিয়া এক দিবস একমাত্রা ৩০ ক্রম সাল্‌ফার সেবন করাইয়া. ১৪ দিবসের পর ভ্যাক্সিনিনাম্ অথবা ভেরিয়োলিনাম্ ৪র্থ ক্রম সেবন করাইলে বাহ্যিক টীকা দেওয়ার মত সুন্দর ফল পাওয়া যায়। উক্ত ঔষধগুলি সেবন করাইলে ৭। ৮ দিবসের মধ্যে জ্বর হয় এবং ৮। ৯। ১০ দিবসের মধ্যে সর্ব্ব শরীরে পোস্তদানার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি বাহির হয়। উহারা ক্রমে পাকিয়া শুষ্ক হয়। এইরূপ আভ্যন্তরিক টীকা প্রণালী সর্ব্ববাদী মতে প্রচলিত হয় নাই।

ডাক্তার বস্কোজ, ম্যালাণ্ড্রিনাম (অশ্ব-বসন্ত-বীজ) দ্বারা বাহ্যিক টীকা দিতে অথবা উহারই উচ্চ ক্রমের চূর্ণ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিতে বলেন। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কালে ম্যালেণ্ড্রিনাম উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক বলিয়া ষ্ট্রব ও রু ডাক্তারদ্বয় দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছে।

চিকিৎসা (Teatment)—টীকার স্থান কোনরূপে উত্তেজিত না হয় এবং যাহাতে শিশু টীকা না আঁচড়ায় তজ্জন্য বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উহা বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। টীকা স্থানে প্রদাহ হইলে ভিজা বস্ত্র, সিসা ধাতুর ধাবন অথবা দুগ্ধের মাখন প্রয়োগ করিবে। টীকায় শ্বেতসার চূর্ণ প্রয়োগ বিধি।

ডাক্তার ক্লার্কের মতে ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা—(Medicinal treatment)—জ্বরাবস্থায় ১ ক্রম একোনাইট দুই ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা। টীকা ফুলিয়া উঠিলে ৩য় দশমিক এপিস্ ২ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ বিধি। ভেসিকেলগুলি বড় বড় ও লালবর্ণ হইলে ৩য় দশমিক এণ্টিমটার্ট এক গ্রেণ মাত্রায় ২। ৩ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা। উহার ৬ ক্রমও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এণ্টিমটার্টের সহিত ১ ক্রম বেলেডোনা এক

ঘণ্টান্তর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা হইতে পারে। পুঁযাবস্থায় মার্ক-সল্ ৩ দশমিক চূর্ণ ২ গ্রেণ মাত্রায় ২ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা করিতে হয়। আরোগ্যকালে কণ্ডু নিবারণার্থে সালফার ১ ক্রম ২ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা। টীকা স্থানে আঁচিলের অবস্থা উৎপন্ন হইলে ১ হইতে ৬ ক্রমের থুজা ৪ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা করিবে।

রথলেন বা জর্ম্মন হাম।

ROTHLEN—GERMAN MEASLES.

সুশীলা। দিদি! জর্ম্মন দেশের হামের বিষয় বল না?

সৌদামিনী। বলি শোন ঃ—

অপর নাম (Synonyms)—রুবিয়োলা নোথা; এপিডেমিক রোজিয়োলা।

নির্ব্বাচন বা পরিচয় (Difinition) যে তরুণ স্বতঃসীমা বদ্ধ রোগে, মৃদু জ্বর, টসটসে চক্ষু, কাসি, গলা বেদনা, গ্রীবা প্রদেশের লিম্ফাটিক গ্রন্থিদিগের বৃদ্ধি ও গাত্রে মিনমিনে বা লাল দাগ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় উহাকে জর্ম্মন হাম রোগ কহে। এই রোগ অতি বিরল; স্পর্শাক্রামক হইলেও ইহা অধিক পরিমাণে এপিডেমিক ভাব ধারণ করিয়া থাকে।

কারণ (causes)—বিশেষ কণ্টেজিয়াম্ বা স্পর্শাক্রামক বিষ হইতে উৎপন্ন হয়। রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা ও ত্বক্ স্পর্শনে এই বিষ প্রধানতঃ বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহা প্রায় একবার প্রকাশ পায়। যুবা ও শিশুগণ সমভাবে ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে।

লক্ষণ (Symptoms)—এই রোগ প্রায়ই মৃদুভাবে প্রকাশিত

হয়, কিন্তু কখন কখন ইহাতে প্রবল ও দূষিত লক্ষণগুলিও প্রকাশ পাইতে পারে।

অঙ্কুরাবস্থা (Incubation stage)—১০ হইতে ২১ দিবস এই অবস্থায় কোন লক্ষণ প্রকাশিত হয় না।

আক্রমণাবস্থা (Invasion stage)—এই অবস্থার প্রথমে অল্প কম্প, গাত্র ও হস্ত পদাদিতে বেদনা, জ্বর, গলা বেদনা (পরিণামে স্কার্লেটিনার মত ক্ষতে পরিণত হয় না,) গ্রীবাগ্রন্থি বর্দ্ধিত, সামান্য সর্দ্দি প্রভৃতি লক্ষণ সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১০৩ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ উঠিতে পারে। ২য় দিবসে প্রায়ই তাপাধিক্য হইয়া থাকে।

স্ফোটাবস্থা (Eruption stage)—সাধারণতঃ ২য় দিবসে জর্ম্মন-হাম রোগের স্ফোট বাহির হয়, কখন কখন প্রথম দিবসের মধ্যে, কখন বা ৩য় বা ৪র্থ দিবসে স্ফোট বাহির হইয়া থাকে। এক সময়ে অল্প অথবা অধিক পরিমাণে সর্ব্বাঙ্গে স্ফোট চিহ্ন প্রকাশ পায়। অনেক স্থলে প্রথমে মুখমণ্ডলে ও বক্ষে মিনমিনে প্রকাশ পায় এবং হস্ত ও পদাদিতেও অত্যল্প চিহ্ন বাহির হইয়া থাকে। এই রোগের চিহ্নগুলি প্রকৃত হাম রোগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও লালবর্ণ প্যাপিউলের মত। উহারা একত্রিত হইয়া স্থানে স্থানে বাহির হয়; কিন্তু উহারা হাম-স্ফোটের মত সমান ও অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে সজ্জিত নহে। চিহ্নগুলির মধ্যস্থল পরিধি অপেক্ষা গাঢ় লালবর্ণ। কোন কোন স্থলে চিহ্নগুলি আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া আরক্ত জ্বরের চিহ্নের মত অবয়ব ধারণ করিয়া থাকে। এই রোগের চিহ্নগুলি প্রকৃত হাম বা আরক্ত জ্বরের চিহ্ন অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী হয়। জর্ম্মণ-হাম রোগের চিহ্নগুলি ৪।৫ এমন কি ৮।১০ দিবস থাকিতে পারে। গাত্র হইতে পরে অল্প অল্প খোলোস উঠিয়া থাকে। এই রোগের

চিহ্নগুলি প্রকাশিত হইলেই গলা বেদনা ব্যতীত অপরাপর লক্ষণের হ্রাস হইয়া থাকে।

এই রোগে বিশেষ কোন উপসর্গ দৃষ্ট হয় না। তবে কয়েক দিনের জন্য প্রায়ই এলবুমিনিউরিয়া রোগ উপস্থিত হয়; কিন্তু উহা শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। কখন কখন মূত্রপিণ্ডের রোগ ও উদরী প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ভাবীফল (Prognosis)—এই রোগ প্রায়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা (Treatment)—বিবেচনা করিয়া পথ্য ব্যবস্থা দিবে। যাহাতে রোগীকে ঠাণ্ডা না লাগে এরূপ সতর্ক করিবে। ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা গাত্র স্পঞ্জ বা মার্জ্জিত করিলে কষ্টকর চুলকণা নিবারিত হয়।

একোনাইট সেবন করিলে অসুখ প্রায়ই ভাল হয়। বেলেডোনার দ্বারা গলা বেদনা নিবারিত হয়। স্বরভঙ্গ, কাসি এবং সর্দ্দি লক্ষণে কেলি-বাইক্রম ব্যবহৃত হয়। গ্রীবা গ্রন্থি ফুলিলে মার্কুরিয়াস এবং খোলোস উঠিবার কালে সাল্‌ফার ব্যবস্থা করিবে। হাম ও আরক্ত জ্বরের ঔষধগুলি লক্ষণানুসারে এই রোগে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পানি বসন্ত।

CHICKEN POX.

সুশীলা। দিদি! ছেলেদের পানিবসন্তই বেশী হয়, সেই জন্য শিশুচিকিৎসায় পানি বসন্তের তাবৎ বৃত্তান্ত শিখাইয়া দাও।

সৌদামিনী। বলি শোন! সাধারণ রোগ চিকিৎসা পুস্তকে আদত বসন্ত রোগের (Small Pox) কথা বিস্তারিত পড়িও।

অপর নাম (Synonym)—ভেরিসিলা, জল-বসন্ত ইত্যাদি।

নির্ব্বাচন বা পরিচয় (Definition)—যে মৃদু ও সংক্রামক

রোগে অল্প জ্বর এবং গাত্রে স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ডিম্বাকার ভেসিকেল বা স্ফোট ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয় উহাকে পানি বসন্ত বা চিকেন-পক্স কহে।

কারণ (Cause)—বিশেষ কোন সংক্রামক বিষ (Special contagion) হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই বিষ স্পর্শ না করিলেও উহার সংক্রামণ বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই রোগ কখন কখন এপিডেমিক ভাব ধারণ করে। উহা একবার প্রকাশ পাইলে দ্বিতীয়বার আর প্রায়ই প্রকাশিত হয় না। ৪ বৎসর বয়সের শিশুর উপর এই রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব। কিন্তু কখন কখন যুবা ও বৃদ্ধগণ ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই রোগের বীজ দ্বারা ইনঅকুলেশন বা টীকা দিবার প্রথা প্রচলিত নাই।

১। অঙ্কুরাবস্থার লক্ষণ (Symptoms of the incubation stage)—১০ হইতে ১৪ দিবস ইহার অঙ্কুর থাকে। এই অবস্থায় কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

২। আক্রমণাবস্থার লক্ষণ (Symptoms of the invasion stage)—প্রায়ই এই অবস্থা দৃষ্ট হয় না। স্ফোটাবস্থার সহিত ইহার আক্রমণের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কখন কখন এই অবস্থায় অল্প জ্বর, শিরোবেদনা, আলস্য বোধ ও ঈষৎ কাসি হইয়া থাকে।

৩। স্ফোটাবস্থার লক্ষণ (Symptoms of the eruption stage)—২৪ অথবা ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইলেই স্ফোট বা গুটি বাহির হয়। ক্রমান্বয়ে নূতন নূতন গুটি ৪। ৫ রাত্রি বাহির হয়। কখন কখন ১০। ১২ দিবস পর্য্যন্ত গুটি বাহির হইয়া থাকে। গুটিগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র হইয়া বাহির হয়। কখন উহারা লিপ্ত বা সংযুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ স্কন্ধ ও বক্ষে গুটি বাহির হইয়া ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু

মস্তকে বহুসংখ্যক এবং মুখে অত্যল্প গুটি বাহির হইয়া থাকে। আকার অধিকাংশস্থলে উজ্জ্বল লালবর্ণের চিহ্নের মত, অল্প প্যাপিউলার ও কোমল (কিন্তু কঠিন নহে)। গুটিগুলি চাপিলে অদৃশ্য হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উহারা ভেসিকেলে পরিণত হয় অর্থাৎ উহাদের মধ্যে পরিষ্কার তরল পদার্থ সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই ভেসিকেলগুলি শীঘ্র শীঘ্র বড় হয় এবং পরে গোলাকার বা ডিম্বাকার, অর্দ্ধস্বচ্ছ ও চক্‌চকে হইয়া উঠে। ভেসিকেলগুলির উপরিভাগ চাপা (Umbilicated) হয় না এবং উহার মধ্যে বসন্ত গুটির মত কোন স্থান দৃষ্ট হয় না। সুতরাং উহাদিগকে বিদ্ধ করিলেই সম্পূর্ণরূপে চুপ্‌সিয়া যায়। উহাদের প্রাদাহিক এরিয়োলা বা লালবর্ণ মণ্ডল থাকে না। ভেসিকেল মধ্যস্থিত পদার্থ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঈষৎ বা সম্পূর্ণরূপে অস্বচ্ছ হয় এবং ভেসিকেলের চতুষ্পার্শ্বে ঈষৎ লালবর্ণের এরিয়োলা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিন দিবসে কতকগুলি ভেসিকেল পষ্টিউলার আকার লইতে পারে; অথবা পষ্টিউলের মত দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ উহারা পষ্টিউলে পরিণত হয় না। ৩য় হইতে ৫ম দিবসের মধ্যে প্রত্যেক ভেসিকেল্ শুষ্ক হইয়া যায় এবং উহাদের মধ্যস্থল হইতে মামড়ী পড়িতে আরম্ভ হইলে শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত ভেসিকেল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই রোগের খোলোস বা মামড়ী প্রায়ই পাতলা হয় ও অল্প অল্প করিয়া ঝরিয়া যায়। কখন কখন কঠিন ও পুরু মামড়ী পড়িয়া থাকে। ৪। ৫ দিবসের মধ্যে খোলোস বা মামড়ী উঠিয়া যায়।

ত্বকের গভীর স্থান আক্রান্ত না হইয়া এই রোগে খোলোস উঠিয়া যাইলে বসন্তের খোলোস উঠিবার সময়ের চর্ম্মের মত ঈষৎ লাল দেখায়। এই লালবর্ণ শীঘ্র বিলীন হয় এবং পরিশেষে ত্বকের উপর কোনরূপ গর্ত্ত হয় না। কখন কখন গোলাকার, ডিম্বাকার, চোস্ত বা চক্‌চকে গর্ত্ত হইয়া থাকে। গুটিগুলি পরে পরে বাহির হয় বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন

বয়সে বিবিধ অবস্থার গুটি দৃষ্ট হয়। স্ফোটাবস্থায় প্রবল চুলকণা ও কখন কখন গাত্রে ঈষৎ গন্ধ বাহির হইয়া থাকে।

২য় দিবসের শেষভাগে জিহ্বার ধারে, ওষ্ঠে, গালের ভিতর, তালুতে এবং কখন কখন জননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে অল্প পরিমাণ ভেসিকেল বাহির হইতে পারে।

পানি বসন্তগ্রস্ত রোগীর জ্বর হইলে অল্পই জ্বর হয়, কখন কখন রাত্রি-কালে প্রবল জ্বর হইয়া থাকে। সর্দ্দি প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে এবং উহা বৃদ্ধি পাইলে ব্রংকাইটিস্ উপস্থিত হইয়া থাকে। আরোগ্য হইলে পরও রোগী কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত অসুস্থ থাকে।

ভাবীফল (Prognosis)—শুভ; কারণ এই রোগে প্রায়ই মৃত্যু ঘটে না।

স্থিতিকাল (Duration)—৪ হইতে ৭ দিবস।

চিকিৎসা (Treatment)—রোগীর যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে এরূপ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। সামান্য আহার ব্যবস্থা করিতে হয়। শিশুগণ যাহাতে গুটি না আঁচড়াইতে পারে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। সর্দ্দি নিবারণ ও কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা বিধেয়। যদি বিস্তর গুটি বাহির হয় এবং অত্যন্ত চুলকণা থাকে এমন কি আঁচড়াইলেও যদি চুলকণার বিরাম না হয় তবে ৩× রস্‌টক্স একটী প্রধান ঔষধ। জ্বরাধিক্য হইলে একোনাইট ৬ ব্যবস্থা। স্ফোটগুলি অত্যন্ত চুলকাইলে এপিস ব্যবহার্য্য। শিরোবেদনা ও গলা বেদনার জন্য বেলেডোনা প্রয়োগ বিধি। স্ফোটগুলি পাকিবার সম্ভাবনা হইলে মার্ক ও এণ্টিমটার্ট ব্যবস্থা। পাকাশয় লক্ষণ ও গাত্রকণ্ডুর জন্য এণ্টিমক্রুড ব্যবস্থা।

ডাক্তার ক্লার্কের মতে চিকিৎসা—একোনাইট ৩, ও এণ্টিমটার্ট ৬ পর্য্যায়ক্রমে ২ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা। জ্বরত্যাগের

পর মার্ক-সল্ ৬, ৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ বিধি। গুটি চুলকাইতে থাকিলে ক্যাম্ফারেটেড্ তৈল (কর্পূর এক আউন্স ও অলিভ্ তৈল ৪ আউন্স পরস্পর মিশ্রিত করিলে ক্যাম্ফারেটেড্ তৈল প্রস্তুত করা যায়) প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত স্ফোট ও সর্ব্বাঙ্গে চুলকণা হইলে থুজা ব্যবহার্য্য।

আরক্তজ্বর।

SCARLET FEVER.

সুশীলা। দিদি! আজ কেহই ছেলে নিয়ে আসে নাই শুনেছি শীত প্রধান দেশে আরক্ত জ্বর নামে ছেলেদের একপ্রকার শক্ত জ্বর আছে, আজি উহার বিষয় বলনা শুনি।

সৌদামিনী। হাঁা, দেড় বৎসর বয়স হইতে ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক ও বালিকাদিগের এই পীড়া অধিক হয়। বড় বড় নগরে বাস করিলে, দারিদ্র্য হেতু, শরৎকালে এবং শীতকালের প্রথমে এই রোগ হইয়া থাকে।

এক প্রকার বিশেষ বিষ বা কীটাণু হইতে এই রোগ প্রকাশ পায়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর শোণিত মধ্যে এবং রোগের শেষাবস্থায় অর্থাৎ তৃতীয় সপ্তাহের শেষে স্খলিত চর্ম্মে বেসিলাস্ স্কার্লেটিনা নামক কীটাণু দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পরিচয় (Definition)—যে তরুণ ও সংক্রামক রোগে প্রবল তাপ, দ্রুত নাড়ী এবং গাত্রে বিস্তৃত ও আরক্ত স্ফোট বাহির হইয়া শেষে গাত্র হইতে খোলোস উঠিয়া যায় এবং তৎসঙ্গে কণ্ঠপ্রদাহ ও কম বা অধিক স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ পায় উহাকে স্কার্লেট জ্বর কহে।

সংক্রামণ (Contagion)—স্ফোটের ১ম হইতে এবং খোলোস ওঠা পর্য্যন্ত আরক্ত জ্বরের সংক্রামণ থাকে এমন কি ২০ বৎসর পর্য্যন্ত সংক্রামণ হইয়াছে পুস্তকে লেখা আছে।

অঙ্কুরাবস্থা (Incubation)—২ হইতে ৮ দিন। কখন কখন কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঐ রোগ অঙ্কুরেই থাকে।

রোগের অবস্থা (Stages)—অঙ্কুরাবস্থা, আক্রমণাবস্থা, স্ফোটাবস্থা, এবং খোলোস ওঠার অবস্থা (Incubation, prodromal, eruptive and desquamative)। এই ৪ প্রকার অবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা ডাক্তার শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষের "জ্বর চিকিৎসা" পুস্তকে পড়িও।

প্রকার ভেদ (Varieties)—১। নিয়মিত (regular), ২। অনিয়মিত (irregular), ৩। দূষিত (malignant)।

লক্ষণ (Symptoms)—আক্রমণাবস্থার প্রথমে শীত (কম্প নহে), তৎপরে ১০৪ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ, উত্তপ্ত ও শুষ্ক গাত্র, আরক্ত মুখমণ্ডল, দ্রুত নাড়ী (এক মিনিটে ১১০ হইতে ১৪০ বার নাড়ী স্পন্দিত হইতে পারে) কণ্ঠ বেদনা, লাল ও শুষ্ক তালু, আড়ষ্ট গ্রীবা, চোয়াল বেদনা, বমন, তৃষ্ণা, ক্ষুধালোপ, ময়লাযুক্ত জিহ্বা, জিহ্বার ধার ও অগ্রভাগ লালবর্ণ, জিহ্বার পেপিলি বা গুটিকাগুলির বৃদ্ধি, হস্ত ও পদে বেদনা, আলস্য, কপাল বেদনা, অস্থিরতা, রাত্রিকালে অল্প প্রলাপ এবং শিশুগণের হঠাৎ তড়কা অথবা অচৈতন্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

স্ফোটাবস্থার লক্ষণ (Rash)—জ্বরের ২য় দিবসে প্রায়ই স্ফোট বাহির হয়। কখন কখন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে অর্থাৎ জ্বরের ১২ ঘণ্টার মধ্যে কিম্বা জ্বরের ৩য় বা ৪র্থ দিবসে উহা বাহির হয়। গ্রীবা; বক্ষঃ ও স্কন্ধে প্রথমে আরক্ত জ্বরের লালবর্ণের চিহ্নগুলি প্রকাশ

পায়, পরে উহারা উদরে ও হস্তপদাদিতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়। লাল বর্ণের চিহ্নগুলির মধ্যভাগ বেশী লাল থাকে। উহাদিগকে টিপিয়া ছাড়িলে উহাদের লালবর্ণ প্রথমতঃ টের পাওয়া যায় না, কিন্তু পরক্ষণে আবার লাল হইয়া পড়ে। সংযুক্ত প্যাচ, বা লাল চিহ্নগুলি প্রায়ই গাঁট গুটাইবার (flexor) দিকেই স্পষ্ট প্রকাশ পায়। জ্বরের ৪র্থ বা ৫ম দিবসে চিহ্নগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত হইয়া ৬ষ্ঠ দিবস হইতে মিলাইতে থাকে এবং নবম বা দশম দিবসে সম্পূর্ণরূপে মিলাইয়া যায় ও ঐ সময় হইতে গাত্র হইতে খুস্কি বা খোলোস উঠিতে থাকে। চিহ্নগুলি যেস্থান হইতে প্রথম প্রকাশ পায় সেই স্থান হইতেই বিলীন হইয়া থাকে। ৭ হইতে ১০ দিন পর্য্যন্ত খোলোস ওঠে।

উপসর্গ (Complications)—১। তড়কা; ২। গলার ক্ষত বা গ্যাগ্রিণ বা বিগলন। ৩। মধ্য কর্ণের প্রদাহ; ৪। গ্রন্থপ্রদাহ; ৫। কৌষিক তন্তুর প্রদাহ; ৬। ফুসফুসাবরণ প্রদাহ; ৭। হৃৎপিণ্ডের বহির্বেষ্ট প্রদাহ; ৮। হৃৎপিণ্ডের অন্তর্বেষ্ট প্রদাহ; ৯। অন্ত্রাবরণ প্রদাহ; ১০। বড় বড় গাঁইটের বাত; ১১। মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ এবং ১২। ইউরিমিয়া।

মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ (Nephritis)—আরক্ত জ্বরের যে কোন অবস্থায় মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ হইতে পারে। প্রথম সপ্তাহের শেষ অর্দ্ধেকে, অথবা ২য় সপ্তাহের প্রথমে ঐরূপ প্রদাহ হইতে পারে। রোগমুক্ত হইবার পর ৬ সপ্তাহ কাটিয়া না গেলে কোন রোগীই নিরাপদ হইতে পারে না।

ভাবীফল (Prognosis)—দুরন্ত বা অনবরত বমন, ১০৬ ও বৃদ্ধিশীল তাপ, স্নায়ুবিকার, ডিপ্থিরিটিক্ বা গ্যাংগ্রিনাস্ উপসর্গ, রোগের প্রথমেই মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ এবং মূত্রে এল্‌বুমেন বা অণ্ডলাল আধিক্য থাকিলে রোগ গুরুতর হয়। অত্যন্ত ছোট ছোট ছেলে ও মেয়ের ঐ রোগ হইলে তাহাদের বাঁচা সঙ্কট হয়।

মৃত্যুর কারণ (Cause of death)—১। প্রথম হইতে রোগ দূষিত (malignant) ভাব ধারণ করিলে, ২। সেপ্‌টিক অর্থাৎ বিশেষ কীটাণু প্রযুক্ত বা রক্ত দূষিত হইলে এবং ৩। শেষে মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ হইলে প্রায়ই মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা।

TREATMENT.

১। জেল্‌সিমিয়াম্‌ ১ x —রোগী জড়ের মত বা অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকিলে, এবং দুর্ব্বলতার সহিত নাড়ী ক্ষীণ হইয়া পড়িলে ১ দশমিক জেল্‌সিমিয়াম্‌ উপযোগী হয়।

২। বেলেডোনা ১ x —যদি প্রথম হইতে প্রবল বমন হয়, যদি উজ্জ্বল লাল বর্ণের স্ফোট বাহির হয়, তৎসঙ্গে যদি অত্যন্ত অস্থিরতা, মস্তিস্কে রক্তাধিক্য ও উত্তেজনা, ঘুমন্ত চমকান, মাংসপেশীর স্পন্দন বা নাচন, প্রবল প্রলাপ, প্রলাপে চীৎকার এবং শয্যা হইতে পলায়ন চেষ্টা, প্রবল কণ্ঠলক্ষণ যথা :—উজ্জ্বল-লাল ও চক্‌চকে টন্সিল, জিহ্বায় ষ্ট্রবেরি ফলের মত আকৃতি, অথবা উহাতে সরপড়া এবং তাহার মাঝে মাঝে পেপিলিগুলির উচু উচু হইয়া থাকা; পূর্ণ, দ্রুত ও সবল নাড়ী, গ্রীবার গ্রন্থি ফুলা, নিদ্রার ব্যাঘাত, পেশীর স্পন্দন, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, এবং কৃত্রিম ভাবে মুখে চর্ব্বণ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ১ দশমিক বেলেডোনা উপযোগী হইয়া থাকে।

রক্তপূর্ণ ও সবল ধাতুতে বেলেডোনা বিশেষ উপযোগী হয়। রক্ত দূষিত (malignant) অথবা দুর্ব্বলতা প্রধান (adynamic) রোগীর পক্ষে অন্য ঔষধ প্রয়োগ বিধি।

৩। রাসটক্স ২× —নিয়মিত রোগে যদি মিলিয়ারী স্ফোট অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল বিন্দুর মত বহির্গমন, কিম্বা অতি সূক্ষ্ম রসপূর্ণ ঘামাচির মত স্ফোট বাহির হওন, ঐ রোগে যদি টাইফয়েড্ রোগের মত অবস্থা, কাল বর্ণের স্ফোট, তাপাধিক্য, কর্ণমূল ও গ্রীবা গ্রন্থি স্ফীতি, লাল চক্‌চকে অথবা কটা শুষ্ক ও ফাটা ফাটা জিহ্বা, ওষ্ঠে ও দন্তে সডিস্ নামক ময়লা সঞ্চয়, অস্থিরতা, মৃদু ও বিড়বিড়ে প্রলাপ, নাক দিয়া রক্তপাত, এবং অন্ত্র দিয়া পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ হয় তবে রাসটক্স উপযোগী হইয়া থাকে। দুর্ব্বলতা প্রধান অবস্থায় রাসটক্স ঔষধ বিশেষ ভাবে ফলদায়ক হয়।

৪। এপিস্ মেলিফিকা ৩× —যদি দুর্ব্বলতা প্রধান (Low or adynamic) আরক্ত জ্বরে তাপাধিক্য, তন্দ্রা বা আচ্ছন্নভাব, অস্থিরতা ও স্নায়বিক লক্ষণ, অত্যন্ত লাল অথবা বেগুনি বর্ণের ও স্ফীত কণ্ঠ এবং তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসপূর্ণ স্ফোট, পরে ক্ষত ও ফাটা ফাটা অবস্থা, ক্ষত ও বেদনাযুক্ত জিহ্বা; চর্ম্মে মিলিয়ারী র‍্যাস্ বা চিহ্ন, ত্বকে উত্তেজনা বা তাড়স, প্রথম হইতে অবসন্নতা, আচ্ছন্নভাব, স্বল্প মূত্র, এলবুমিনুরিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে শোথযুক্ত ফুলা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে এপিস উপযোগী হয়। দুর্ব্বল রোগীর মূত্র গ্রন্থির প্রদাহে এপিস্ বিশেষ কার্য্য-

৫। এমোনিয়াম্-কার্ব্ব—আরক্ত জ্বরে যদি মিলিয়ারী র‍্যাস্, স্ফীত ও কালাটে লাল কণ্ঠ, উহাতে ক্ষতের সম্ভাবনা, কণ্ঠের লিম্ফাটিক্ গ্রন্থি ও প্যারোটিড্ বা কর্ণমূল গ্রন্থি ফুলা এবং কৌষিক তন্তু ফুলা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে এমোন-কার্ব্ব ফলপ্রদ হয়। দুর্ব্বলতা প্রধান (adynamic) রোগীর আচ্ছন্নভাব থাকিলে এমোন-কার্ব্ব বিশেষ উপকার করে।

৬। মার্ক-আয়োড্ ৩× —আরক্ত জ্বরে যদি কণ্ঠের ক্ষত, গলার গ্রন্থি বা বীচিগুলির অত্যন্ত বৃদ্ধি ও স্ফীতি, দুর্গন্ধ বহির্গমন,

লালাস্রাব এবং অত্যন্ত অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে মার্ক-আয়োড্ উপযোগী হয়।

৭। এলান্থাস্ ১ x—দূষিত আরক্ত জ্বর যদি শীঘ্র শীঘ্র প্রবল ভাব ধারণ করে এবং তৎসঙ্গে যদি প্রবল বমন, শিরঃপীড়া, আলোকাতঙ্ক, কালাটে লাল ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল, ক্ষুদ্র ও দ্রুত নাড়ী, প্রলাপ, মোহ বা তন্দ্রা, কালাটে নীলবর্ণের র‍্যাস্ বা চিহ্ন, স্থানে স্থানে উহাদের বিস্তৃতি, মুখ ও নাসা গহ্বর হইতে জ্বালাযুক্ত স্রাব এবং কণ্ঠের ভিতর ফুলা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে এলান্থাস্ ফলপ্রদ হয়।

৮। আর্সেনিক ৩ x—আরক্ত জ্বরে যদি স্ফোট (eruption) বাহির হইতে বিলম্ব হয় অথবা একবার বাহির হইয়াই যদি উহা হঠাৎ বিলীন হয় ও তৎসঙ্গে শীতল ও ফেকাসে গাত্র, ক্ষুদ্র নাড়ী অত্যন্ত অবসন্নতা, তড়কা, তন্দ্রা, গোঁয়ান, অস্থিরতা, দুর্গন্ধযুক্ত গলা ক্ষত, স্বল্প মূত্র, দুর্গন্ধযুক্ত ও অসাড়ে ভেদ ও কমজোরি (subacute) মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে আর্সেনিক উপযোগী হয়।

৯। কুপ্রাম-এসিটিকাম্ ২ x—আরক্ত জ্বরের স্ফোট বিলীন হইয়া বা চাপিয়া গিয়া যদি প্রবল তড়কা বা আক্ষেপ, ফ্লেক্সর বা গুটাইয়া অঙ্গ ছোট করিবার উপযোগী পেশীগুলির আক্ষেপ বা সেঁটে ধরা, লাল অথবা বেগুনি বর্ণের মুখমণ্ডল, মুখে ফেনা পড়া, দাঁতে দাঁত লাগা, এবং মুখের বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে কুপ্রাম-এসিটিকাম্ উপযোগী হয়।

১০। ল্যাকেসিস্ ৬ x—যদি অত্যন্ত অবসন্নতা, কণ্ঠের ভিতর ফুলা ও ক্ষত, দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস, দ্রুত ও ক্ষীণ নাড়ী এবং মৃদু ও বিড়বিড়ে প্রলাপ বর্ত্তমান থাকে তবে ল্যাকেসিস্ উপযোগী হয়।

১১। মিউরিয়েটিক্ এসিড্ ১ x—যদি বিস্তৃত র‍্যাস্ বা চিহ্ন, উহাদের মধ্যে মধ্যে পেটিকি নামক কাল কাল চিহ্ন, ঈষৎ নীল

অথবা বেগুনি বর্ণের ত্বক্, নীল বর্ণের ত্বক্, নাসিকা হইতে পাতলা ও জ্বালাকর স্রাব, মুখ ও নাসিকার কাছে রসপূর্ণ স্ফোট (vesicles), কণ্ঠের ভিতর দগদগে লালবর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত প্রশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে মিউরিয়েটিক্ এসিড ঔষধ ফলপ্রদ হয়।

১২। ক্যান্থারিষ—যদি তরুণভাবে মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ হয় এবং তৎসঙ্গে স্বল্প ও লাল বর্ণের প্রস্রাব, প্রস্রাবে এলবুমেন বহির্গমন এবং ইউরিমিয়া রোগের আশঙ্কা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ক্যান্থারিষ উপযোগী হয়।

১৩। একোনাইট—আরক্ত জ্বরে যদি স্বল্প প্রস্রাব, মূত্রগ্রন্থিদ্বয়ে রক্তাধিক্য, প্রবল জ্বর, দ্রুত নাড়ী, পিপাসা, অস্থিরতা এবং অত্যন্ত স্নায়বিক তাড়স থাকে তবে একোনাইট উপকার করে।

রেপারটরি—অর্থাৎ প্রধান প্রধান লক্ষণ বা অবস্থার ঔষধের তালিকা :—

দূষিত আরক্ত জ্বরের (Malignant form) ঔষধ যথা :—এলান্থাস্, মার্ক-সায়নেট, কুপ্রাম্-এসিটিকাম্, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড। এঞ্জিনোসা নামক আরক্ত জ্বরে অর্থাৎ যাহাতে গলার বিধানোপাদন বা গঠন মধ্যে গভীর প্রদাহ হয় সে অবস্থায় মার্ক আয়োড, এপিস্, আর্সেনিক, এমোন কার্ব্ব, মিউরিয়েটিক-এসিড, ল্যাকেসিস্ ও রাসটক্স। আরক্ত জ্বরে বিষাক্ততা (toxaemia) হইলে আর্সেনিক, রাসটক্স ও ল্যাকেসিস্। আরক্ত জ্বরে স্ফোটবদ্ধ হইয়া গেলে অর্থাৎ ভাল করিয়া চিহ্ন বাহির না হইলে (Retrocession of eruption) :—আর্সেনিক, কুপ্রাম-এসিটিকাম এবং ক্যাম্ফার; মূত্রগ্রন্থি প্রদাহিত হইলে (Nephritis) ক্যান্থারিষ, এপিস্ ও আসেনিকাম। গ্রন্থি বা বীচি ফুলিলে (Adenitis) রাসটক্স, ল্যাকেসিস্ ও মার্ক-আয়োড্। মধ্য কর্ণের প্রদাহ হইলে (Otitis Media) বেল্, জেল্সি, হেপার ও

মার্কুরিয়াস্। ক্ষত ও বিগলন হইলে (Ulcer and gangrene) আর্সেনিক ও মার্ক-সায়েনেট উপযোগী হয়।

অন্যান্য সাধারণ উপায় দ্বারা চিকিৎসা।

(GENERAL MEASURES)

ছোঁয়া লেপা না করা (Quarantine)—রোগীকে সম্পূর্ণ রূপে আলাদা রাখিতে হয় অর্থাৎ আবশ্যক বাদে কোন মানুষ রোগীর সংস্পর্শে না আসে ও বা বস্তু চলাচল না হয়, আক্রান্ত রোগীর বাটী হইতে অন্যান্য ছেলেদের তফাৎ করিতে হয়। সেবক সেবিকারাও যেন রোগীর বিশেষ সংস্পর্শে না থাকে। আরক্ত জ্বরগ্রস্ত রোগীকে চিকিৎসক যে কাপড় বা পোষাক পড়িয়া দেখিতে যাইবেন সেই সমস্ত কাপড় ত্যাগ করিয়া যেন অন্য পোষাক পরিয়া অন্য রোগী দেখেন অথবা তাঁহার চল্‌তি পোষাক ছেড়ে রবারের কোট বা জামা প্রভৃতি পরিয়া যেন সেই রোগী দেখেন। রোগী দেখা হ'লে চিকিৎসক যেন তাঁহার হাত ও মুখ ধুইয়া ফর্ম্মালিন্ (Formalin) বা কার্ব্বলিক এসিড্ লোশন প্রভৃতি মাখিয়া শোধিত হন ও বস্ত্রাদিতে উহা ছড়াইয়া দেন। ছিনে জোঁকের মত আরক্ত জ্বরের বিষ বা সংক্রামণ শীঘ্র ছাড়ে না সুতরাং ঐ রোগের আক্রমণের সময়ে ও পরে বিশেষ রকম বিষনাশক (disinfectant) দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়।

রোগী (Patient)—মাজারি জোরের কার্ব্বলিক লোশন রোগীর ত্বকে মাখাইয়া তাহার গাত্রের চুলকাণি দূর করিতে হয়। খোলোস উঠিবার সময় প্রতিদিন গরম সোডা-বাথ্ দিতে হয় অর্থাৎ গরম জলে সোডা ফেলিয়া সেই জলে গাত্র ধোয়াইয়া দিতে হয়। তৎপর ১০০

ভাগ ভেসেলিন্ নামক চর্ব্বিজাতীয় পদার্থের সহিত ৫ ভাগ বোরিক এসিড মিশাইয়া গাত্রে মাখাইতে হয়। জ্বর গেলেও এক সপ্তাহকাল রোগীকে শয্যা হইতে উঠিতে না দিয়া শোয়ান অবস্থায় রাখিলে মূত্র গ্রন্থির প্রদাহ (nephritis) নিবারণ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ আরক্ত জ্বরগ্রস্ত রোগীর যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগিতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

স্ফোটবন্ধ (Retrocession of Eruption) হইয়া গেলে রোগীকে ১০ মিনিটকাল ১০০ ডিগ্রি তাপযুক্ত গরম জলে শোয়াইবে বা গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া পরে উত্তমরূপে মুছাইয়া রোগীর মুখ বাদে তাহাকে গরম লেপ্ বা কম্বল মুড়িয়া দিয়া রাখিবে। প্রয়োজন হইলে আবার ঐরূপ করা যাইতে পারে।

তাপাধিক্য (Hyperpyrexia)— যদি ক্রমাগত ১০৪ বা ১০৫ ডিগ্রি তাপ থাকে তবে ঠাণ্ডা গামছা বা স্পঞ্জ দ্বারা গা মুছাইয়া দিতে হয় অথবা রোগীকে সোডাব্যাথ্ দিতে হয়। সেপ্টিক বা রক্ত দূষিত আরক্ত জ্বরে, কিম্বা আরক্ত জ্বরের বিকার লক্ষণ হইলে সোডা-ব্যাথ্ মধ্যে মধ্যে দিয়া রোগীর তাপ ১০৩ ডিগ্রির নীচে নামাইয়া রাখিতে হয়।

পথ্য (Diet)—যত দিন জ্বর থাকিবে ততদিন রোগীকে পুষ্টিকর ও সহজ পাচ্য এরূপ আহার দিতে হয়। রোগান্তে যাহাতে রোগীর মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়া ঠিক থাকে অর্থাৎ যাহাতে প্রস্রাবাদি বেশী হয় তজ্জন্য রোগীকে তরল সামগ্রীই আহার করাইতে হয়। কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত বেশী বেশী জল পান করানও উচিত।

কণ্ঠ (Throat)—কণ্ঠে ক্ষত ও বিগলিত অবস্থা হইলে কণ্ঠের ভিতর বিষ ও দুর্গন্ধ নাশক (antiseptic) ঔষধের স্প্রে (spray) ও কুল্লি করার আবশ্যক হয়।

———০—

সেরিব্রো-স্পাইন্যাল জ্বর।

CEREBRO-SPINAL FEVER.

সৌদামিনী। সুশীলা! আজ তোমায় ছেলে ও মেয়েদের একটি শক্ত জ্বর-বিকার রোগের বর্ণনা বলি শোন, ঐ রোগ সচরাচর হয় না এবং হইলে ধরাও শক্ত হয়।

সুশীলা। দিদি! বল বল সেই রোগের বিষয় বল।

অপর নাম—(Synonyms)— এপিডেমিক সেরিব্রো-স্পাইন্যাল্ মেনিঞ্জাইটিস; এপিডেমিক সেরিব্রো-স্পাইন্যাল ফিবার; স্পটেড্ ফিবার; সেরিব্রো-স্পাইন্যাল-টাইফস্ ইত্যাদি।

নির্ব্বাচন বা পরিচয় (Definition)—যে দূষিত এপিডেমিক বা বহুদেশব্যাপী জ্বরে গ্রীবা প্রদেশস্থ পেশীগুলির বেদনাজনক কুঞ্চন, গ্রীবার পশ্চাৎ দিকে মস্তকের হেলন, সর্ব্বাঙ্গে চেতনাধিক্য, বিশেষ ইন্দ্রিয়দিগের বিপর্য্যয় এবং গাত্রে প্রায়ই পেটিকি অথবা পার্পিউরিক চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে এবং শবচ্ছেদ করিলে যদি কেবল মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠ মজ্জার ঝিল্লি মধ্যে অস্বাভাবিক অবস্থা দৃষ্ট হয় তবে উহাকে সেরিব্রোস্পাইন্যাল জ্বর কহে।

উদ্দীপক কারণ (Exciting causes)—এই রোগের উদ্দীপক কারণ আজিও স্থিরীকৃত হয় নাই। কেহ কেহ মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠ-মজ্জার রসমধ্যে মাইক্রোকোসাই অবস্থিতি করে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকে এই রোগকে স্পর্শক্রামক বলিয়াছেন, কিন্তু এই মতের সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব। ম্যালেরিয়া বিষ, অত্যন্ত শ্রান্তি, অপুষ্টিকর আহার (বিশেষতঃ রোগগ্রস্ত বা পোকা ধরা শস্য আহার), অথবা শৈত্য প্রযুক্ত এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ (Predisposing causes)—১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়সে, পুরুষ জাতীর মধ্যে, শীতকালে অথবা বসন্তের প্রারম্ভে এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সহিত এই রোগের বিশেষ কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। বহু যুবা ব্যক্তি এক স্থানে অবস্থিতি করিলে এ রোগের এপিডেমিক হয়।

এনাটমি সম্বন্ধীয় চিহ্ন (Anatomical character)—শবচ্ছেদ করিলে মস্তিষ্ক এবং পৃষ্ঠমজ্জার ঝিল্লি মধ্যে, মস্তকের খুলিতে এবং মস্তিষ্ক মধ্যে রক্তাধিক্য দৃষ্ট হয়। ডিউরেমেটার-ঝিল্লি-গহ্বর মধ্যে অত্যন্ত কাল বর্ণের তরল পদার্থ অথবা কোমল চাপ চাপ রক্ত অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। ডিউরেমেটার ঝিল্লিতে রক্তস্রাব সম্বন্ধীয় শোথ (Hæmorrhagic effusions) দৃষ্ট হইতে পারে। সাব-এরাকানয়েড স্থানে সিরাম বা রক্তরসাধিক্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং মস্তিষ্কের উর্দ্ধাংশে এবং বিশেষতঃ নিম্নাংশে সিরাম জনিত শোথ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অল্প কাল স্থায়ী রোগে প্রথমতঃ অল্প পরিমাণ সাদা বর্ণের কোমল সিরাম বাহির হয়। পরে ঈষৎ হলদে বা সবুজ বর্ণের এবং পূঁযের মত প্রচুর রস বাহির হইয়া থাকে। দীর্ঘ কাল স্থায়ী রোগে অপেক্ষাকৃত সাদা এবং গাঢ় ও প্রচুর সিরাম বাহির হইয়া থাকে। এই রোগে মস্তিষ্ক অত্যন্ত রক্তপূর্ণ হয় এবং উহার ভেণ্ট্রিকেল বা কোটর সন্নিধানের অংশ অত্যন্ত কোমল বা বিগলিত প্রায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভেণ্ট্রিকেল মধ্যে সাধারণতঃ অত্যন্ত পূঁযবৎ তরল পদার্থ অথবা কদাচ কেবল সিরাম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পৃষ্ঠ মজ্জার ঝিল্লি মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অবস্থা বা পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ উহার এরাকানেড ঝিল্লির নিম্নে ও পশ্চাৎ অংশে পূঁযবৎ তরল পদার্থ ও রস সঞ্চিত হইয়া থাকে।

অত্যন্ত রাইগর মর্টিস বা পেশী কাঠিন্য দৃষ্ট হয়। শবদেহে রক্তাধিক্য

(Postmortem congestion) শীঘ্র উপস্থিত হয়, একারণ পার্পুরিক প্যাচ্ বা চিহ্নগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই রোগে রক্ত কাল এবং আল্‌কাতরার মত এবং পেশীগুলি ঘোর বর্ণের হইয়া থাকে। প্লীহা, যকৃৎ এবং ফুসফুস মধ্যে সাধারণতঃ রক্তাধিক্য দৃষ্ট হয় এবং উক্ত যন্ত্রগুলি মধ্যে প্রাদাহিক লক্ষণ থাকিতেও পারে। অক্ষিগোলকে পূঁযবৎ রস সঞ্চয় এবং গ্রন্থিমধ্যে রস সঞ্চিত হইতে পারে।

লক্ষণ (Symptoms)—পূর্ব্বে জানান না দিয়া কম্প বা শীতের সহিত রোগের হঠাৎ আক্রমণ হয়। এই সময় রোগীর মূর্চ্ছা হয়। প্রবল শিরঃপীড়া প্রযুক্ত রোগী ক্রন্দন করে। সমস্ত মস্তক ব্যাপিয়া শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। কদাচ পশ্চাৎ মস্তকে অধিক ব্যথা হইয়া থাকে। শিরো-ঘূর্ণন, পাকাশয় স্থানে বেদনা এবং মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় কারণে বমন হয়, বমিত পদার্থে পিত্ত থাকে। অত্যন্ত অস্থিরতা এবং জ্বর লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং কনীনিকা কুঞ্চিত হইয়া পড়ে। ২।১ দিনের মধ্যে গ্রীবার পৃষ্ঠ দেশে বেদনা এবং তথা হইতে ঐ বেদনা পৃষ্ঠ মজ্জায় ব্যাপ্ত হয়। অঙ্গ সঞ্চালনে এবং চাপনে পৃষ্ঠ মজ্জার বেদনা বৃদ্ধি পায়। বেদনা নিবারণার্থে রোগী স্বয়ং মস্তক পশ্চাৎ দিকে হেলাইয়া থাকে, অথবা পেশীগুলির আক্ষেপ বশতঃ মস্তক আপনা-আপনি পশ্চাতে হেলিয়া পড়ে। ৩। ৪ দিবসের মধ্যে স্পষ্ট ধানুষ্টংকারিক আক্ষেপ প্রকাশিত হয় অর্থাৎ ওপিস্থোটানাস, (পদ ও মস্তকের উপর ভর দিয়া শয়ন), কদাচ চোয়াল বদ্ধ, বিকৃত মুখ ভঙ্গী অথবা ক্রমাগত অক্ষিপুটের স্পন্দন হইয়া থাকে। ক্রমে শ্বাস-পেশী গুলির আক্ষেপ বশতঃ কষ্ট উপস্থিত হয়। ত্বকে চেতনাধিক্য, এবং হস্ত ও পদাদিতে প্রবল বেদনা হইয়া থাকে। এইরূপ বেদনা পৃষ্ঠ নড়াইলে বৃদ্ধি পায়। মন প্রথমতঃ পরিষ্কার থাকে কিন্তু অচিরে রোগীর চিত্ত বিকার, বিড়বিড়ে প্রলাপ এবং অবশেষে ষ্টুপার ও কোমা অর্থাৎ গভীর অচৈতন্য উপস্থিত হয়। কখন কখন মৃগীবৎ আক্ষেপ, অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত,

কটি প্রদেশ হইতে নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত অথবা মস্তিষ্ক স্নায়ুগুলির অবসাদন দৃষ্ট হয়। কদাচ রোগীর তিমির দৃষ্টি এবং প্রায়ই বধিরতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

রোগের প্রথম অবস্থায় ওষ্ঠ, বদনমণ্ডল, এবং কখন কখন হস্তপদাদি ও ধড়ে হার্পিস নামক স্ফোট বাহির হয়। মারাত্মক রোগে পার্পিউরিক চিহ্ন প্রকাশিত হয় এবং কোন কোন স্থলে উক্ত চিহ্নগুলি অত্যন্ত কাল এবং বিগলনের মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থায় শারীরিক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে। সাধারণতঃ ১০০ হইতে ১০৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ উঠে। কোন কোন স্থলে ১০৫ ডিগ্রী বা ততোধিক তাপ উঠিতে পারে। এই রোগের নিয়মিত গতি দৃষ্ট হয়। সন্ধ্যাকালে সাধারণতঃ রোগের বৃদ্ধি হয়। নাড়ী এক মিনিটে ১০০ হইতে ১২০ বার স্পন্দিত হইতে পারে, কিন্তু নাড়ীর দ্রুততার পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। নাড়ী তীক্ষ্ণ ও দুর্ব্বল এবং শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হইয়া থাকে। কোষ্ঠ বদ্ধ হয় এবং উদর খোলে পড়িয়া থাকে। মূত্রে অধিক পরিমাণ এলবুমেন দৃষ্ট হয় এবং অচৈতন্য অবস্থায় মূত্র সঞ্চয় হয় অথবা অসাড়ে মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে।

শুভ লক্ষণ (Favourable termination)—ধীরে ধীরে শিরঃপীড়া প্রভৃতি স্নায়বিক লক্ষণের হ্রাস, অল্প অল্প মানসিক শক্তির বিকাশ এবং ক্রমে ক্রমে তাপের পতন ও প্রচুর ঘর্ম্ম প্রভৃতি শুভ লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

আরোগ্য কাল (Convalescence)—অল্পে অল্পে রোগ আরোগ্য হয়। কিছুকাল শিরোবেদনা থাকে। রোগ আরোগ্য হইলেও কোন কোন স্থলে চিত্ত বিকার অথবা কোন প্রকার পক্ষাঘাত রহিয়া যায়।

মৃত্যু (Death)—রোগী কয়েক সপ্তাহ ভুগিয়া দুর্ব্বলতায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে। শ্বাস অবরোধ, দুর্ব্বলতা ও ফুসফুস শোথ বশতঃ মৃত্যু হয়।

আরোগ্য অবস্থার পরিণাম (Sequelæ)—বিবিধ প্রকার পক্ষাঘাত, দীর্ঘস্থায়ী শিরঃপীড়া, মধ্যকর্ণের প্রদাহ বশতঃ বধিরতা বা অডিটারি স্নায়ুর প্রদাহ এবং দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত।

উপসর্গ এবং আনুসঙ্গিক ঘটনা (Complications and sequelæ)—দক্ষিণ অক্ষিগোলকের প্রদাহ (এরূপ প্রদাহে চক্ষু পাকিয়া নষ্ট হইতে পারে), গ্রন্থিতে প্রদাহ ও পূঁযোৎপত্তি, ব্রংকাইটিস্, নিউ-মোনিয়া, প্লুরিসি ; পেরিকার্ডাইটিস্ এবং প্যারোটাইটিস্।

ভাবী ফল (Prognosis)—এই রোগের পরিণামে বিপদাশঙ্কা থাকে। শতকরা গড়ে ৬০ জনের মৃত্যু হয়। শীঘ্র শীঘ্র গাত্রে পার্পিউরিক চিহ্ন প্রকাশ এবং ত্বকের নিম্নে রক্তস্রাব ও তৎসঙ্গে দুর্ব্বলতা বিশেষ অশুভ লক্ষণ। যুবা অপেক্ষা শিশুদিগের এই রোগে অধিক মৃত্যুর সম্ভাবনা। অধিক দিন স্থায়ী দ্রুত নাড়ী অমঙ্গল চিহ্ন। এরূপ অবস্থায় শীঘ্র বা বিলম্বে মৃত্যু হইতে পারে। এই এপিডেমিক রোগের প্রারম্ভে মৃত্যু সংখ্যা অধিক হয়।

মৃত্যুর কারণ (Cause of death)—সংজ্ঞাহীনতা (Coma), দমবন্ধ (Asphyxia)ও ফুসফুস শোথ (Pulmonary edema)।

রোগ নিরূপণ (Diagnosis)—রোগীর উরু (thigy) তাহার শরীরের সহিত সমকোণ (right angle) করিয়া যদি তাহাকে তাহার পা ছড়াইতে বলা যায় তাহা হইলে সে ছড়াইতে পারে না। কারণ রোগীর পা গুটাইবার পেশীগুলি (Flexor muscles) কুঞ্চিত হইয়াই থাকে। এই লক্ষণটি রোগ নিরূপক একটি বিশেষ লক্ষণ (Kernig's sign)।

কটিদেশে ছিদ্রকরণ (Lumbar Puncture)—কটিদেশের মেরু মজ্জার ছিদ্র করিয়া যে মজ্জাস্থিত রস (Spinal fluid) বাহির করা যায় উহা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে সেরিব্রো-স্পাইন্যাল জ্বরের বিশেষ-কীটাণু (Diplococcus intracellularis) দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পরীক্ষা প্রণালী (Method of Examination)—প্রথমে রোগীর কটিপ্রদেশ, অস্ত্রকারী চিকিৎসকের হস্ত এবং বিদ্ধকারী স্থচি গরম জলে ও কার্ব্বলিক জলের দ্বারা বিষনাশক (anti-septic) করিয়া লইতে হয়।

রোগীকে ডান পাশে পা গুটাইয়া শোয়াইবে, তৎপরে অস্ত্রকারী রোগীর ১ম ও ২য় লাম্বার ভার্টেব্রার স্থানে তাহার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া সেই সন্ধিস্থলে এণ্টিটক্সিন স্থচি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দিলে সেই স্থচি মজ্জার স্যাব্‌এরাকানয়েড স্থানে পৌঁছিবে। তৎপরে সেই স্থান হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া মজ্জার রস (Spinal fluid) বাহির হইতে থাকিবে ঐ রসকে একটী শোধনকারী নলের ভিতর (Sterile test tube) রাখিয়া পরীক্ষা করিতে হয়।

টাইফয়েড রোগের মত এপিডেমিক সেরিব্রো-স্পাইন্যাল জ্বরে অচৈতন্য, সার্ব্বাঙ্গিক পেশী শিথিলতা, বিড়বিড়ে প্রলাপ, উদরাময় এবং অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হয় না। সেরিব্রো-স্পাইন্যাল জ্বরে জিহ্বা সাধারণতঃ পরিষ্কার ও সরস থাকে। এই রোগে টাইফয়েড অবস্থা উপস্থিত হইলেও জিহ্বা শুষ্ক ও কঠিন হয় না। দন্তে সর্ডিস বা ময়লা দৃষ্ট হয় না। টাইফয়েড জ্বরে যেরূপ তাপের বৃদ্ধি হয়, সেরিব্রো-স্পাইন্যাল জ্বরে সেরূপ হয় না। সেরিব্রো-স্পাইন্যাল জ্বর শীঘ্র এবং টাইফয়েড জ্বর বিলম্বে প্রকাশ পায়। সেরিব্রো-স্পাইন্যাল জ্বরে যেরূপ শিরঃপীড়া থাকে টাইফয়েড জ্বরে সেরূপ থাকে না।

টাইফয়েড জ্বরে ৫।৬ দিবসের মধ্যে স্ফোট বাহির হয়; সেরিব্রো-স্পাইন্যাল জ্বরে প্রায় অর্দ্ধেক স্থানে ১।২ দিনের মধ্যে চর্ম্মের নিম্নে রক্তস্রাব জনিত চিহ্ন (Ecchimoses) বাহির হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত রোগে মস্তকে ভার থাকে কিন্তু শেষোক্ত রোগে মস্তকে যন্ত্রণা হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত রোগে কিছুদিন পরে বিড়বিড়ে প্রলাপ উপস্থিত হয়, কিন্তু

শেষোক্ত রোগে প্রলাপ প্রায় হয় না। কদাচ ২।১ দিনের মধ্যে প্রলাপ উপস্থিত হইতে পারে। টাইফাস জ্বরে প্রায়ই বমন হয় না অথবা কদাচ অত্যল্প বমন হইয়া থাকে। কিন্তু এপিডেমিক সেরিব্রো-স্পাইন্যাল জ্বরে প্রথম হইতেই দীর্ঘস্থায়ী বমন হয়। প্রথমোক্ত রোগে ত্বকের চেতনার হ্রাস কিন্তু শেষোক্ত রোগে স্পর্শ-চেতনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত রোগে চক্ষুর তারা কুঞ্চিত কিন্তু শেষোক্ত রোগে প্রায়ই উহা প্রসারিত হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদা একটী তারা প্রশস্ত ও অপরটি কুঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়। প্রথমোক্ত রোগ স্পর্শ সংক্রামক কিন্তু শেষোক্ত রোগ তদ্বিপরীত। আবর্জ্জনা হইতে টাইফাস জ্বর উৎপন্ন হয়। সেরিব্রো-স্পাইন্যাল জ্বর ময়লা হইতে উৎপন্ন হয় না। প্রথমোক্ত রোগ যুবাদিগকে আক্রমণ করে; শিশুগণ শেষোক্ত রোগের হস্তে পতিত হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত রোগে তাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, আরোগ্যকাল পর্য্যন্ত একভাবে থাকে, কিন্তু শেষোক্ত রোগে অধিক তাপ বৃদ্ধি হয় না, বরঞ্চ সর্ব্বদা তাপের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। টাইফাস জ্বরে রোগীর গাত্রে ইন্দুরের মত গন্ধ বাহির হয়, সেরিব্রো-স্পাইন্যাল রোগে সেরূপ হয় না।

স্পাইন্যাল-মেনিঞ্জাইটিস রোগ এপিডেমিক বা বহুদেশ ব্যাপী হয় না, উহাতে আঘাতের ইতিহাস পাওয়া যায় এবং সেরিব্রো-স্পাইন্যাল জ্বরের মত স্ফোট বাহির হয় না। উহাতে অধিক মৃত্যু হয় না কিন্তু প্রায়ই উপসর্গ স্বরূপ পক্ষাঘাত হইয়া থাকে।

দূষিত হামজ্বর ও দূষিত আরক্ত জ্বরের সহিত সেরিব্রো-স্পাইন্যাল জ্বরের ভ্রম হইতে পারে। দূষিত হামজরের চিহ্নগুলির কাল ও চিত্রিত (Dark and spotted) বর্ণ এবং হিমাঙ্গ অবস্থার সহিত সেরিব্রো-স্পাইন্যাল জ্বরের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। হাম জ্বরে বিস্তৃত চিহ্ন (Extensive blotches) অথবা পার্পুরিক চিহ্ন প্রায়ই প্রকাশ পায় না, কিন্তু উহাতে প্রায়ই শর্দ্দি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। দূষিত আরক্ত জ্বরে

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলির সহিত কণ্ঠ বেদনা বর্ত্তমান থাকে কিন্তু প্রবল স্নায়বিক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

দূষিত বা বিষাক্ত জ্বরে (Pernicious fever) প্রথম হইতে কোমা বা অচৈতন্য উপস্থিত হয়, কিন্তু সেরিব্রো-স্পাইন্যাল্ জ্বর রোগে ক্রমাগত প্রলাপ থাকিয়া পরে কোমা উপস্থিত হয়।

রক্তস্রাবী পার্পুরা (Hæmorrhagic purpura) রোগে সেরিব্রো-স্পাইন্যাল্ জ্বরের মত স্নায়বিক লক্ষণ, প্রবল জ্বর, পেশী বেদনা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, বমন এবং তাপাধিক্য ও তাপের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না।

প্রকার ভেদ (Varieties)—(১) সাধারণ প্রকার (Common form) সেরিব্রো-স্পাইন্যাল্ জ্বরে শীত, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়া, ক্রমাগত স্থায়ী বমনেচ্ছা, বমন, শিরোঘূর্ণন, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গ্রীবার পেশী কাঠিন্য ও গ্রীবার পশ্চাদ্দিকে হেলন, মস্তক নাড়িলে শিরোবেদনার বৃদ্ধি, পৃষ্ঠের পেশী কাঠিন্য বৃদ্ধি পাইয়া ওপিসথোটনাস্ অবস্থা প্রাপ্তি, রাত্রে চেতনাধিক্য, আক্ষেপ, প্রলাপ, আলোকাতঙ্ক, কোন কোন স্থলে ক্ষীণ দৃষ্টি, অল্প বা অধিক বধিরতা, ঘ্রাণ ও আস্বাদন শক্তির লোপ, প্রথম ৫ দিবসের মধ্যে পেটিকি বা পার্পরা অর্থাৎ ঘোর লাল বর্ণের বা কালাটে বর্ণের বিজগুড়ি বাহির হওন, ৩ হইতে ৮ দিবস পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি, এবং অবশেষে ষ্টুপার ও কোমা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(২) ফালমিনেণ্ট (Fulminent form) প্রকারে প্রবল শীত, অবসাদন, এবং কয়েক ঘণ্টা মধ্যে হিমাঙ্গ অবস্থা উপস্থিত হয়। এই শ্রেণীতে বিষাধিক্য হয় সুতরাং রোগীর বিপদাশঙ্কা থাকে।

(৩) এবর্টিভ্ (Abortive) প্রকারে অল্প লক্ষণ প্রকাশ পায় ও শীঘ্র আরোগ্য হয়।

সাধারণ উপায় দ্বারা চিকিৎসা (General measures)—প্রথম হইতেই ঘর্ম্ম উৎপাদন করিবে। রোগীকে ১০৪ হইতে ১০৬ ডিগ্রী উষ্ণ বা হট্‌ব্যাথে কিছুকাল নিমগ্ন করিয়া পরে গরম কম্বল দ্বারা উহার গাত্র আবৃত করিয়া রাখিলে প্রচুর ঘর্ম্ম হইতে পারে। পুনর্ব্বার শরীর উত্তপ্ত ও শুষ্ক হইলে এই প্রণালীর পুনঃ পুনঃ প্রয়োজন হইতে পারে। মস্তকে বরফ প্রয়োগ করিবে। রোগীর অত্যন্ত স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ সম্ভাবনা থাকিলে অগ্রে সুরা ব্যবহার করিবে।

পথ্য (Diet)—দুগ্ধ, সুরুয়া ও মাংসের চা প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগী মুখ দ্বারা আহার করিতে না পারিলে, তাহার মলদ্বারের ভিতর পুষ্টিকর পদার্থের পিচকারী দিবে।

আবর্জ্জনা এবং নর্দ্দমা সাফ করিয়া গৃহে বায়ু সঞ্চালিত হইতে দিবে। আরোগ্যের অবস্থায় সাবধান থাকা কর্ত্তব্য, কারণ পুনরাক্রমণে মৃত্যুর সম্ভাবনা।

এই রোগে পুরাতন স্কুলের ছাত্রগণের চিকিৎসা প্রণালীর বিশেষ উপযোগীতা দৃষ্ট হয় না। কেহ এই রোগে পূর্ণ মাত্রায় মর্ফিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। ত্বকের নিম্নে পিচকারী দ্বারা মধ্যে মধ্যে মর্ফিয়া প্রয়োগ করিতে কেহ কেহ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

কুইনাইন দ্বারা চিকিৎসা করিয়াও অনেকে বিফল হইয়াছেন। বেলেডোনা, ব্রোমাইড্‌পটাস্, সিকেলি, কেলাবারবিন প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু কিছু বিশেষ ফল দর্শে নাই। জোঁক ও কাপিং প্রয়োগ দ্বারা, রক্ত মোক্ষণ করিয়া এবং মস্তক ও পৃষ্ঠ মজ্জায় বরফ প্রয়োগ করিয়াও কিছু বিশেষ উপকার হয় নাই। পলাস্ত্রা, তাপ ও উত্তেজক সুরা প্রয়োগও ব্যর্থ হইয়াছে। রোগের সর্ব্ব প্রথমাবস্থায় অক্সিপিটাল্ অস্থির প্রবর্দ্ধনের নিম্ন হইতে গ্রীবার পশ্চাৎদ্দেশ পর্য্যন্ত ত্বকের উপর অল্প ফোস্কা উঠাইলে মস্তকের বেদনা, প্রলাপ, কোমা ও আক্ষেপাদি লক্ষণের বিলক্ষণ হ্রাস দৃষ্ট

হয়। কিন্তু রোগ প্রবল আকার ধারণ করিলে ব্লিষ্টার প্রয়োগে কোনরূপ উপকার দেখা যায় না। পৃষ্ঠমজ্জার প্রদেশে অনেক প্রকার বেদনা-নাশক মালিস ব্যবহারেও কোনও বিশেষ ফল দৃষ্ট হয় নাই।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা (Treatment by homœopathic medicines)—রোগের প্রথমাবস্থায় হিমাঙ্গ অবস্থা উপস্থিত হইলে বাহিক তাপ, গরম উত্তেজক পানীয় পদার্থ, ঘর্ষণ এবং পলাস্ত্রা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ক্যাম্ফার—মৃত্যুবৎ মুখাকৃতি, সর্ব্বাঙ্গিক শীতলতা, ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও মৃদু নাড়ী, হঠাৎ অত্যন্ত অবসাদন, মৃত্যু নিকট বোধ, আর্সেনিক সদৃশ উদ্বেগ ও অস্থিরতা, শিরোঘূর্ণন তৎসঙ্গে মস্তিষ্কের তলদেশে চাপবোধ, শ্বাস-কষ্ট, পেশী কাঠিন্য, পাকাশয় ও হস্ত পদাদিতে আক্ষেপ, বমন ও ভেদ প্রভৃতি ক্যাম্ফার প্রয়োগ লক্ষণ।

ভেরেট্রাম এল্‌বাম ৩× —ফেকাসে, শীতল ও চোপসান মুখ; কপালে শীতল ও চটচটে ঘর্ম্ম, বরফের মত শীতল হস্ত পদ; দুর্ব্বল, মৃদু এবং পর্য্যায়শীল নাড়ী; শীঘ্র শীঘ্র সামর্থ্য লোপ; প্রবল শিরঃপীড়া, তৎসঙ্গে প্রলাপ ও অচৈতন্য; আড়ষ্ট গ্রীবা; হস্ত ও পদের আক্ষেপ; প্রবল বমন, বালিস হইতে মস্তকে উঠাইলেই এইরূপ বমনের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণে ভেরেট্রাম-এল্‌বাম উপযোগী।

ভেরেট্রাম ভিরিডি ৩× —প্রথম হইতেই প্রবল বমন ও শিরঃপীড়া; বিবর্ণ মুখমণ্ডল; শীতল ঘর্ম্ম; অচৈতন্য; মৃদু এবং অসমান নাড়ী, পাকাশয়ের উপর বেদনা, খেঁচুনি, মাথা পেছন দিকে যাওয়া, এবং চক্ষুর তারা বড় থাকা ভেরেট্রাম-ভিরিডি প্রয়োগ লক্ষণ।

প্রতি ক্রিয়ার অবস্থায় ধামনিক টানভাব কমাইবার জন্য ভেরেট্রাম-ভিরিডি ব্যবহৃত হয় কিন্তু ইহা সদৃশ প্রণালী মতে হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসা নহে। সদৃশ বিধিমতে অস্থিরতা, প্রবল শিরঃপীড়া (এরূপ

শিরঃপীড়া গ্রীবা হইতে উত্থিত হয়), গ্রীবায় ও স্কন্ধে প্রবল বেদনা, সর্ব্ব শরীর কম্পন, মস্তক এবং চক্ষু সঞ্চালন, হঠাৎ আক্ষেপ, তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা, বমন, অত্যন্ত অবসাদন, কষ্টকর এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হিক্কা, ধনুষ্টঙ্কারবৎ অবস্থা, পরে পক্ষাঘাত, দ্রুত ও দুর্ব্বল নাড়ী, শুষ্ক মুখগহ্বর ও ওষ্ঠ, জিহ্বার ধারগুলি হল্‌দে কিন্তু মধ্যস্থল লাল প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ভেরেট্রাম ভিরিডি ব্যবহার করা যায়।

একোনাইট এবং আর্সেনিক এইরূপ অবসাদন অবস্থায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্যাম্ফার অথবা ভেরেট্রাম-এল্‌বাম অপেক্ষা একো-নাইট ঔষধের অবসাদন অধিক। প্রবল শীতের পর অবসাদন উপস্থিত হইলে একোনাইট উপযোগী হয়। সেরিব্রো-স্পাইন্যাল জ্বরের শেষা-বস্থায় টাইফয়েড লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আর্সেনিক প্রয়োগ বিধি। প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় প্রবল রক্তাধিক্য তৎসঙ্গে পূর্ণ ও কঠিন নাড়ী বর্ত্তমান থাকিলে বেলেডোনা ফলপ্রদ। বেলেডোনা সদৃশ লক্ষণ ভৈষজ্য-রত্নাবলী দ্রষ্টব্য।

সোলেনাম এবং গ্লোনয়েন বেলেডোনা সদৃশ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে।

মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রবল থাকিলে বেল্‌, ওপি, ককু, হায়েস, হেলিবো, ব্রাই, কুপ্রম, জিঙ্কাম ও ইথুসা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেকের প্রয়োগ লক্ষণ যথা :—

বেলেডোনা—প্রবল শিরঃপীড়া, মস্তিষ্কের তলদেশে বেদনা, ধামনিক প্রবল উত্তেজনা জনিত আরক্ত মুখমণ্ডল; পরে মৃত ব্যক্তি সদৃশ মুখাকৃতি, প্রবল প্রলাপের পর তন্দ্রা, উজ্জ্বল চক্ষুর সহিত স্থির ও জ্যোতি-বিহীন দৃষ্টি, মস্তক পেছন দিকে হেলান, মাথা গরম, কিন্তু হস্ত ও পদ শীতল, পেশীর আক্ষেপ, প্রশস্ত তারা, দৃষ্টিহীনতা, মস্তিষ্কে অত্যন্ত রক্তাধিক্য, তড়কা, প্রলাপের পর তন্দ্রা, ও আলোকে বিরক্তি, দন্তে দন্তে

ঘর্ষণ শুষ্ক ও ময়লাযুক্ত জিহ্বা, মূত্রনালীতে মূত্র সঞ্চয়, অথবা অসাড়ে মূত্রত্যাগ প্রভৃতি বেলেডোনা প্রয়োগ লক্ষণ।

ওপিয়াম ৩× —শয্যায় নিষ্পন্দ, স্ফীত ও কালাটে মুখ-মণ্ডল, মস্তকের পশ্চাদ্দিকে হেলন, অর্দ্ধ-নিমিলিত ও স্থির-চক্ষু, নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়া, গভীর মৃদু ও ঘড়ঘড়ে শ্বাসপ্রশ্বাস, শুষ্ক ও কটা জিহ্বা, নাড়ী পাতলা ও দ্রুত, কদাচ অতি মৃদু; গাত্র উত্তপ্ত, প্রচুর ঘর্ম্ম, মস্তক নেতিয়ে পড়া, মধ্যে মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন, কখন কখন আক্ষেপ ও ওপিস্থোটানাস্, নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম এবং ঘর্ম্ম প্রযুক্ত লক্ষণের বৃদ্ধি প্রভৃতি ওপিয়াম্ প্রয়োগ লক্ষণ।

ককুলাস ৬× —স্ফীত ও বিবর্ণ মুখে শীতল ঘর্ম্ম, বধিরতা, কর্ণে জলপড়ার মত শব্দ, মুদ্রিত চক্ষু, অক্ষিপুটের সঞ্চালন, পশ্চাৎ মস্তকে প্রবল শিরঃপীড়া (এরূপ শিরঃপীড়া গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়), শিরঃপীড়া বশতঃ চক্ষু বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ বোধ, শিরো ঘূর্ণন, উঠিলে বমন, আড়ষ্ট গ্রীবা, হস্ত ও পদের দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা জ্ঞাপক কম্পন, বক্ষে চাপ বোধ, তৎসঙ্গে কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, পৃষ্ঠ ও মজ্জার আক্ষেপিক কুঞ্চন, অঙ্গ সঞ্চালনে বৃদ্ধি; মুখমণ্ডল, জিহ্বা এবং ফেরিংসের অবসাদন, মিলিয়ারী দাগ, হিষ্টিরিয়া ও এপিলেপ্সি ঘটিত আক্ষেপ ইত্যাদি।

হায়েসায়েমাস্ ৩×, ৩০ —অঘোর অবস্থা, প্রশ্নের উত্তর করিতে অনিচ্ছা, দ্রুত ও পর্য্যায়শীল নাড়ী, তন্দ্রা, বিছানা হাতড়ান, চক্ষু লাল চক্‌চকে ও বহির্গমন শীল, চক্ষু খুলিতে অশক্ত, বধিরতা, চোয়াল বদ্ধ, অসাড় জিহ্বা, মুখে দুর্গন্ধ, তরল পদার্থ গিলিতে অক্ষমতা, গিলিতে চেষ্টা করিলে আক্ষেপ, শ্বাসকষ্ট বশতঃ সম্মুখে ঝুকিয়া পড়া, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, ভয়ে চমকান, নিদ্রায় চীৎকার, সরলান্ত্রের অসাড়তা ও ত্বকের চেতনাধিক্য ইত্যাদি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

হেলিবোরাস্ ৩× —মুখ ফেকাসে ও স্ফীত, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, সর্ব্বদা চর্ব্বণ, শীঘ্র শীঘ্র জলপান, তন্দ্রাবস্থার মধ্যে চীৎকার ও চমকান; দ্রুত, ক্ষুদ্র ও কম্পনশীল নাড়ী, স্বল্প মূত্রে কালবর্ণের খাঁকরী জমা, বমনেচ্ছা, সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা বমন, অক্ষিপট অস্থিতে মোচড়ানিবৎ বেদনা, এবং মস্তিষ্কে রস সঞ্চয় বশতঃ সংজ্ঞাহীনতা।

ব্রায়োনিয়া ৩× —শিরোঘূর্ণন, মস্তক উত্তোলন করিলে বৃদ্ধি, উগ্র স্বভাব বশতঃ সকলের কথায় বিরক্তি বোধ, কপাল হইতে পশ্চাৎ মস্তক ও গ্রীবা পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ শিরঃপীড়া, সর্ব্বাঙ্গে মোচড়ানিবৎ বেদনা ও ক্ষত বোধ, মস্তকের কেশের মূলে বেদনা, সর্ব্বাঙ্গে শুষ্ক ও জ্বালাকর তাপ, জিহ্বায় ঘন সাদা ময়লা, সর্ব্বদা চর্ব্বন, প্রবল তৃষ্ণা, ভুক্ত দ্রব্যের বমন, জল বমন হয় না, কোষ্ঠবদ্ধ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, হামের মত সর্ব্বাঙ্গে স্ফোট বাহির হওন ইত্যাদি। মস্তিষ্কে রস সঞ্চয় হইলে ব্রাই বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

কুপ্রাম ৬× —শিশু ও যুবার পক্ষে ইহা উপযোগী। তন্দ্রা, কোটরাগত চক্ষু, চক্ষুর কোলে কালিমা, শীতল হস্ত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন ও মুখমণ্ডলের পেশী কম্পন, শিশু কোলে শয়ন করিয়া থাকে কিন্তু হঠাৎ উহার নিতম্ব আক্ষিপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়ে। হঠাৎ প্রবল শ্বাসকষ্ট, ২।৩ দিবস স্থিতি, তৎপরে হঠাৎ আরাম বোধ, ফুসফুসের পক্ষাঘাত আশঙ্কা, তরল পদার্থ গলাধঃকরণ কালে গড়গড় শব্দ, হস্ত ও পদের অঙ্গুলিতে মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ, প্রলাপ, তৎসঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভয়, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির হ্রাস; মস্তকে বেদনা, চক্ষু ঘুরাইলে বৃদ্ধি, পরিশেষে পৃষ্ঠ ও গ্রীবার পেশীগুলির অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণে কুপ্রাম উপযোগী হয়।

কুপ্রাম-এসিটিকাম ২× —প্রবল শিরঃপীড়া, বমন, তড়কা বা খেঁচুনি, শীতল ঘর্ম্ম, চক্ষুর অসমান তারা, পেশী কাঠিন্য ও চোয়াল বদ্ধ। মস্তিষ্ক লক্ষণ এবং অবসন্নতা এই কয়েকটী বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ।

জিঙ্কাম ৩০ — বহুদিন স্থায়ী রোগে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে ইহা ফলপ্রদ হয়। সর্ব্বদা শিরোঘূর্ণন, স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা, মস্তকের তালুতে ও কপালে চাপবোধ, তৎসঙ্গে ছিন্নকর বেদনা, কপালের মধ্যস্থলে অত্যন্ত চাপবোধ, মস্তকের যন্ত্রণায় উন্মত্ততা, পরে পিত্ত বমন ও কম্পন; চুপ করিয়া থাকিলে অথবা নিস্তব্ধতায় শিরোবেদনা ও শিরোঘূর্ণনের হ্রাস। উদ্বেগ, অস্থিরতা, হস্ত ও পদের সর্ব্বদা সঞ্চালন, মস্তক চালা, নিদ্রায় চমকিয়া তীক্ষ্ণ চীৎকার, হস্ত ও পদের আক্ষেপিক কুঞ্চন, ক্ষীণ দৃষ্টি, অত্যন্ত ক্ষুধা, উদরাধ্মান ও অন্ত্রশূল, স্বল্প ও কাদা গোলার মত প্রস্রাব, পর্য্যায় ক্রমে তাপ ও শৈত্য প্রভৃতি লক্ষণে জিঙ্কাম উপযোগী হয়।

ইথুসা ৬× —শিশুদিগের দন্তোদ্গম কালে এই রোগ হইলে ইথুসা বিশেষ উপযোগী হয়। বিবর্ণ ও চোপসান মুখমণ্ডল, স্থির দৃষ্টি, প্রশস্ত কনীনিকা, আলোকে কুঞ্চিত হয় না, প্রচুর, হঠাৎ ও ক্রমাগত বমন, দুগ্ধ কিছুতেই সহ্য হয় না, অত্যন্ত অস্থিরতা, অক্সিপট স্থানে ছিন্নকর ও বিদ্ধকর বেদনা, পশ্চাদ্দিকে মস্তক হেলাইলে উপশম, মৃগীবৎ আক্ষেপ, নাড়ী দ্রুত ও কঠিন, গাত্রে কাল, নীল ও লাল লাল দাগ ইত্যাদি ইথুসা প্রয়োগ লক্ষণ।

নক্সভমিকা ৩× —অক্সিপট স্থানে ভয়ানক বিদ্ধকর বেদনা, ঐরূপ বেদনার পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে বিদ্যুতের মত গতি, প্রবল আক্ষেপ, চেতনার আধিক্য, স্পর্শে বৃদ্ধি, গ্রীবায় ও পৃষ্ঠে বেদনা, চক্ষু হইতে অক্সিপট পর্য্যন্ত বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে নক্স ফলপ্রদ।

সিকুটা ৩× —অবিশ্বাস, অল্প উত্তর প্রদান, ক্রন্দন, নীল ও ফেকাসে বর্ণ, শীতল গাত্র, প্রসারিত ও অসাড় কনীনিকা, চক্ষু ও মুখপেশী গুলির আক্ষেপিক কুঞ্চন, দাঁতে দাঁতে লাগা সুতরাং গলাধঃকরণে কষ্ট, অক্সিপট স্থানে শিরোবেদনা, প্রবল শিরোঘূর্ণন, প্রবল হিক্কা, গ্রীবার পেশীগুলির ধনুষ্টঙ্কারিক আক্ষেপ বশতঃ মস্তকের

পশ্চাদ্দিকে হেলন। কথা কহিতে পারে না, কর্ণে শুনিতে পায় না, বক্ষ-পেশীগুলির আক্ষেপ বশতঃ প্রবল শ্বাসকষ্ট, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন, আক্ষেপের সহিত মুখে ফেনা পড়া ও অত্যন্ত ক্রন্দন। আক্ষেপ, মৃতবৎ অবস্থা-প্রাপ্তি, অল্প স্পর্শে ক্রমাগতস্থায়ী (Tonic) আক্ষেপ ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ফলপ্রদ হয়।

এগারিকাস্—তালু জ্বালা, তৎসঙ্গে ঝিমান এবং শিরোঘূর্ণন, কপাল বিস্তৃত হইয়াছে এরূপ বোধ, মস্তিষ্ক ঘূর্ণন, মস্তকে এবং চক্ষুতে বেদনা যুক্ত চাপবোধ, বাম মস্তকে হঠাৎ চমকান বা চেতনাধিক্য বোধ, সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ বাম পায়ের বাহ্য দিকে ছিন্নকর বেদনা, সেক্রাম অস্থির স্থানে ছিন্নকর বেদনা, গ্রীবার পশ্চাৎ দিকে বিদ্ধকর বেদনা, বাম জানু বাহু এবং পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানের পেশীর কম্পন, অক্ষিপুট, অক্ষিগোলক ও মুখ প্রদেশের পেশীগুলি কম্পন, সর্ব্বাঙ্গে হঠাৎ কষ্টকর বেদনা এবং বাহু ঝুলিয়া পড়া, মূর্চ্ছার সহিত বমন, কশেরুকা স্তম্ভের গভীর প্রদেশে বিদ্ধকর ও জ্বালাকর বেদনা, অক্ষিগোলকে বেদনা, ক্ষীণ দৃষ্টি, কর্ণে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ, হৃৎপিণ্ডে চিড়িক বোধ তৎসঙ্গে অসমান ও পর্য্যায়শীল নাড়ী, মজ্জা হইতে সর্ব্বাঙ্গে শীত-স্রোত বহা, গাত্রে সাদাবর্ণের স্ফোট বাহির হওন, অবশেষে বাহু এবং পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত ইত্যাদি লক্ষণে এগারিকাস ফলপ্রদ।

রাসটক্স ৩ X—দুর্ব্বলতা, টাইফয়েড অবস্থা, নিস্তেজ মন, অত্যন্ত অবসন্নতা, শুষ্ক ও কটা বর্ণের জিহ্বা এবং উদরাময় থাকিলে, ২য় সপ্তাহে রাসটক্স ঔষধের প্রয়োজন হয়।

আর্সেনিক ৩ X—গাত্রে তামাটে দাগ, উদরাময়, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, অত্যন্ত অবসন্নতা, পাকাশয়ের উগ্রতা ও স্নায়বিক অস্থিরতা এই কয়েকটী আর্সেনিক প্রয়োগ লক্ষণ।

সিমিসিফিউগা ১ X—মস্তকের তল দেশে ও পৃষ্ঠ মজ্জায় বিলম্বে বিলম্বে প্রবল বেদনা, গ্রীবা এবং পৃষ্ঠের পেশীর আক্ষেপ, মস্তিষ্ক বৃহৎ

বোধ, অক্ষি গোলকের অত্যন্ত কার্য্যাধিক্য, ত্বকে চেতনাধিক্য ও পেশী বেদনা, অনিদ্রা, প্রলাপে বিড়াল ও কুকুর দর্শন, দিবারাত্রি পর্য্যায়ক্রমে টনিক্ ও ক্লনিক্ আক্ষেপ, পৃষ্ঠ বেদনা, চাপনে বৃদ্ধি, শিরঃপীড়ার সহিত বমনেচ্ছা ও বমন, কোরিয়া রোগের মত আক্ষেপ, মুখ ও গ্রীবায় সাদা বর্ণের ফুস্কুড়ি প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ। এইরূপ ফুস্কুড়ি Pustule কখন কখন বড় বড় ও লাল বর্ণের হইয়া থাকে।

ইগ্নেসিয়া ৬ × —ইহার লক্ষণ নক্সের মত। প্রভেদ যথা :— অচৈতন্যর সহিত শ্বাসকষ্ট, দীর্ঘ শ্বাস, ভ্রমণশীল বেদনা, স্পর্শে বৃদ্ধি কিন্তু চাপনে উপশম, বিষাদিত স্বভাব, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প আক্ষেপ প্রভৃতি ইগ্নেসিয়া প্রয়োগ লক্ষণ।

ফাইসস্টিগমা ৬ × —কুঞ্চিত তারা, অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাধ্মান বা পেটফুলা, আহারান্তে পাকাশয়ে বেদনা, ধানুষ্টঙ্কারিক আক্ষেপ তৎসঙ্গে হৃৎপিণ্ডের অসমান ক্রিয়া, মৃগীবৎ আক্ষেপ ইত্যাদি।

ক্যানেবিস ইণ্ডিকা ৬ × —বিবর্ণ মুখ, স্থির দৃষ্টি, প্রসারিত তারা, অসমান ও দুর্ব্বল নাড়ী, শীতল ও বোকার মত মুখ, আলোক এবং শব্দে বিরক্তি, উঠিলে শিরোঘূর্ণন, তৎসঙ্গে পশ্চাৎ মস্তকে বেদনা, স্কন্ধে ও পৃষ্ঠমজ্জায় বেদনা, নিম্নাংশে ও দক্ষিণ বাহুতে পক্ষাঘাত, অচৈতন্যের সহিত এমপ্রস্থোটানাস (সম্মুখে ধনুকের মত ঝুঁকিয়া পড়া), হিমাঙ্গ অবস্থা, গাত্রে শীতল ও চটচটে ঘর্ম্ম, দুর্ব্বল এবং অসমান নাড়ী এবং হিষ্টিরিয়া রোগের মতন অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলে ক্যোনেবিস-ইণ্ডিকা ফলপ্রদ।

সেরিব্রো-স্পাইন্যাল—জ্বরে টাইফয়েড লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে আর্সেনিক, ব্রাইয়োনিয়া, রসটক্স, আর্ণিকা ও ব্যাপ্টিসিয়া প্রয়োগবিধি, উক্ত ঔষধগুলির প্রয়োগ লক্ষণ টাইফয়েড জ্বর বর্ণনার সহিত লিখিত হইয়াছে।

এই রোগে দূষিত ও প্রবল সান্নিপাতিক অবস্থা প্রকাশ পাইলে ক্রোটেলাস ও ফসফরাস প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ক্রোটালাস ৬ × —অত্যন্ত উদ্বেগ, শ্বাসকষ্ট, ফেকাসে মুখ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, পশ্চাৎ মস্তকে অত্যন্ত বেদনা, প্রবল তৃষ্ণা, বমন, মূর্চ্ছা, সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ফুটার মত দাগ এবং আক্ষেপ বর্ত্তমান থাকিলে ক্রোটালাস উপযোগী হয়।

ফসফরাস ৬ × —বধিরতা, বিবর্ণ ও স্ফীত আকৃতি, প্রবল শ্বাসকষ্ট, পৃষ্ঠমজ্জায় বেদনা, ফুসফুস প্রদাহ, এবং রক্তের অপকৃষ্টতা বশতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে ফসফরাস প্রয়োগ বিধি। এতদ্ব্যতীত, লক্ষণানুসারে জেল্‌সিমিয়াম, এপিস, ডিজিটেলিস ও আর্জেণ্টম-নাইট্রি-কাম ব্যবহার্য্য।

জেল্‌সিমিয়াম ১ × —বালকের পক্ষে চেতনাধিক্য ধাতুতে জেল্‌সিমিয়াম বিশেষ উপযোগী হয়। প্রথম হইতে আলস্য ও তন্দ্রা, জ্বর, ঝাপ্‌সা দৃষ্টি, আরক্ত চক্ষু, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা, শুষ্ক গাত্র, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ধাতু, অবসন্নতা, পেশী দুর্ব্বলতা, বিলুপ্ত প্রায় নাড়ী, পীত ও সাদা ময়লাযুক্ত জিহ্বা, বোকার মত আকৃতি, শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া, বাত ও স্নায়বিক বেদনা প্রভৃতি জেল্‌সিমিয়াম্ প্রয়োগ লক্ষণ। কেহ কেহ প্রতি ঘণ্টায় ২।৩ বিন্দু করিয়া জেল্‌সি ব্যবহার করিতে বলেন যতক্ষণ না ঘাম হয়। এপিস ঔষধে প্রবল মস্তিষ্ক লক্ষণ দূর হয়। হৃৎপিণ্ডের লক্ষণ প্রবল থাকিলে ডিজিটেলিস্ ব্যবস্থা হয়। রক্ত খারাপ হইয়া স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আর্জেণ্টাম-নাইট্রিকাম ব্যবস্থা হয়। এতদ্ব্যতীত, সেরিব্রো স্পাইন্যাল জ্বরে লেকেসিস্, টেরেণ্টুলা, ক্যান্থারিষ, এপোসাই-নাম, ষ্ট্রামোনিয়াম, লরোসিরেসাস্ ও সাল্‌ফার ঔষধগুলিও লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ডাক্তার ক্লার্কের মতে সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা— সিকুটা ৩ক্রম ঘণ্টায় ঘণ্টায় ব্যবস্থা। রোগ সান্নিপাতিক অবস্থাপন্ন হইয়া রোগীর রক্ত বিষাক্ত হইলে এবং দুর্ব্বলতার একশেষ উপস্থিত হইলে ক্রোটালাস্ ৩য়

দশমিক ক্রম অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা হয়। অন্যান্য ঔষধ দ্বারা আক্ষেপ নিবারিত না হইলে সিমিসিফুগা ১ শতমিক ক্রম ১৫ মিনিট অন্তর ব্যবস্থা হয়। পরিশেষে অবসাদন বা পক্ষাঘাত লক্ষণ থাকিলে ১ শতমিক জেল্‌সিমিয়াম এবং বধিরতারজন্য ৪ ঘণ্টান্তর সাইলিসিয়া ৬ষ্ঠ ক্রম অথবা সাল্‌ফার ৬ষ্ঠ ক্রম ৪ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা করিবে।

সাধারণ উপায় দ্বারা চিকিৎসা।

GENERAL MEASURES.

নিবারক উপায় (Preventive)—ভাল ও পুষ্টিদায়ক আহার, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা সেরিব্রো-স্পাইন্যাল জ্বর হইতে দূরে থাকা যায়।

রোগীর ঘর—এই ঘরের ভিতর নিস্তব্ধতা, অন্ধকার এবং বায়ু যাতায়াতের বিশেষ বন্দোবস্ত রক্ষা করিতে হয়।

গরম জলে স্নান (Hot Bath)—রোগীর অত্যন্ত জ্বর প্রযুক্ত গাত্র উত্তপ্ত হইলে তৎসঙ্গে তড়কা থাকুক অথবা না থাকুক শীঘ্র শীঘ্র তাহার ঘর্ম্ম উৎপাদন করার আবশ্যক হয়। ১০ মিনিটের জন্য রোগীকে ১০৫ ডিগ্রী উত্তপ্ত জলে মাথা বাদে ডুবাইবে। তৎপরে রোগীকে তুলিয়া গরম লেপ বা কম্বল মুড়ি দিয়া রাখিবে। তৎপরে পূর্ব্ববর্ণিত মতও এক বিন্দু মাত্রায় জেল্‌সিমিয়াম্ ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেবন ব্যবস্থা দিতে হয়। এইরূপ করিলে শীঘ্রই ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়ে। ঘাম হইলে নরম তোয়ালে বা বস্ত্রখণ্ড দিয়া সেই ঘাম মুছাইয়া দিতে হয়। প্রয়োজন হইলে কয়েকবার ঐরূপ গরম জলের টবে বসান যায় এবং উহাতে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

মাথায় ও মজ্জায় বরফের ঠুলি—(Ice Bag) — মস্তিষ্কে প্রবল রক্তাধিক্য হইলে এবং তজ্জন্য প্রবল শিরঃপীড়া হইলে মাথায় বা

ঘাড়ে বরফের ঠুলি রক্ষা করিতে হয়। তাপ স্বাভাবিক হইয়া আসিলে আর বরফ প্রয়োগ করিবে না।

জোঁক বসান (Leeches)—মাথায় অসম্ভব রক্তাধিক্য হইলে দুই কাণের পশ্চাতে দুই জোঁক বসাইলে বিশেষ উপকার হয়।

পথ্য (Diet)—নিয়মিত ভাবে ও পুষ্টিকর আহার ব্যবস্থা করিতে হয়। সুরুয়া দুগ্ধ ও পথ্য ব্যবস্থা দিতে হয়। প্রয়োজন হইলে মলদ্বারে পিচকারীর দ্বারা পথ্য দিবার ব্যবস্থাও হইয়া থাকে।

সেবা (Nursing)—শয্যাক্ষত না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। মূত্রথালী যেন মূত্রে পূর্ণ না থাকে, অর্থাৎ প্রস্রাব না করিতে পারিলে ক্যাথিটার দিয়া প্রস্রাব করাইতে হয়। নিয়মিত ভাবে দাস্ত সাফও রাখিতে হয়।

সাবধানতা (Precaution)—ফুস্‌ফুস, মূত্রথালী, স্নায়বিক লক্ষণ এবং বিশেষ চৈতন্যের ইন্দ্রিয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।

তাড়িত প্রয়োগ (Electricity)—রোগের শেষে মেরুদণ্ডে গ্যাল্‌ভানিজিম্‌ এবং অবশ পেশীগুলির উপর ফেরাডিজম্‌ নামক তাড়িত প্রয়োগ বিধি আছে।

আরোগ্য সময়ে (Convalescence) খুব সাবধানে থাকিতে হয়, নচেৎ রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়, অনেক উপসর্গ ঐ সময়ে হয় এবং রোগের পুনরাক্রমন সম্ভাবনা থাকে।

—o—

শৈশবে পৃষ্ঠমজ্জার পক্ষাঘাত।

INFANTILE SPINAL PARALYSIS.

সুশীলা। দিদি! রোজ রোজ নূতন নূতন রোগ, কতই বা তোমায় দেখাই। আমাদের ধোপানির এই দুই বৎসরের ছেলে; হঠাৎ

তাহার পা দুখানা লট্ পট্ কচ্চে, মোটে পায়ে বল নেই, পা মোটে নাড়াতে বা তুল্‌তে পাচ্চে না। ইহার কি হলো বল দেখি? আমি ত কিছু ভেবে পাইনি!

সৌদামিনী। দেখি দেখি! ও সুশীলা! এ যে পক্ষাঘাত হয়েছে।

সুশীলা। দিদি! বল কি? শুনলুম সহজ ছেলে, কোন অসুখ নেই, রাত্রিতে ঘুমিয়েছে মন্দ নয়, তবে হঠাৎ পক্ষাঘাত হলো?

সৌদামিনী। সুশীলা! এই ব্যারাম প্রায় ঐ রকমেই হয়। আরও দুই প্রকারে হইয়া থাকে। শুনবে! তবে বলি শোন :—

কারণ ও রোগ নিরূপণ (Causes and Diagnosis)—এইরূপ পক্ষাঘাতের ঠিক কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। তিন রকমে এই রোগের উৎপত্তি হয়। ১। কোথায়ও কিছু নাই, ছেলে সহজ ভাবে ঘুমাইতে গেল, রাত্রিতে কিছু অস্থির হইল, পরদিন সকাল বেলা দেখা গেল যে ছেলের পক্ষাঘাত হইয়াছে। ২। কোন কোন স্থলে হঠাৎ বমন, পদদ্বয়ে বেদনা, সর্ব্বাঙ্গে তাড়স-বেদনা বা চেতনাধিক্য, ১০১ হইতে ১০৩ ডিগ্রি পর্য্যন্ত জ্বর, তৎপরে ১ হইতে ৪ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত হইয়া থাকে। ৩। অল্পসংখ্যক শিশুর প্রথমে খেঁচুনি বা তড়কা, প্রলাপ, ১০৩ হইতে ১০৪ ডিগ্রি জ্বর, অবসন্নতা, কোষ্ঠবদ্ধ, পৃষ্ঠে ও পদদ্বয়ে প্রবল বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া কয়েক দিবসের মধ্যে পক্ষাঘাত উপস্থিত হইয়া থাকে।

বয়স (Age)—৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই এই রোগ প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ দুই বৎসর বয়সের শেষে ছেলেদের ঐরূপ পক্ষাঘাত হইয়া থাকে।

পক্ষাঘাতের স্থান (Paralysis)—অধিকাংশ স্থলে প্রথমে একটি পদ তৎপরে দুই পদই অবশ হয়। বাহুদ্বয়ও আক্রান্ত হইতে পারে।

সুশীলা। দিদি! আর কিছু লক্ষণ হয়?

লক্ষণ (Symptoms) – পদদ্বয়ের মোটর প্যারালিসিস হয় অর্থাৎ এক বা দুই পা মোটে নড়াতে বা সরাতে পারে না। কিন্তু পদে সাড় থাকে।

সুশীলা। দিদি! সে কি রকম? পায়ে সাড় থাকে অথচ নড়াতে পাড়ে না?

সৌদামিনী। সুশীলা! তুমি মহেন্দ্র বাবুর ফিজিয়োলজী বইখানা প'ড়ে দেখো, তাতে সব খুলে লেখা আছে, এখন সংক্ষেপে তোমায় বলি শোন ঃ—সর্ব্বশরীরে স্নায়ু স্তো নামে এক প্রকার সাদা সাদা ও লম্বা লম্বা স্তো আছে। প্রত্যেক স্তার ভিতর দু খাই ক'রে স্তো থাকে এক খাইতে অঙ্গের সাড় হয়। আর একখাই স্তোতে অঙ্গ নাড়া যায়, তাই বলিতেছিলাম যে এরূপ পক্ষাঘাতে ছেলে বা মেয়ের মোটর বা অঙ্গ নাড়াবার স্নায়ুস্তোর খাইটার কেবল পক্ষাঘাত হইয়া থাকে। পায়ের স্পর্শজ্ঞান যায় না।

এই রোগে ১। মোটর বা সঞ্চালক স্নায়ুর পক্ষাঘাত (Motor paralysis) ব্যতীত, ২। প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়ার লোপ, অর্থাৎ গাঁটের ঘাত প্রতিঘাত শক্তি থাকে না (Loss of reflcxes), ৩। আক্রান্ত পেশীগুলির শুষ্কতা (Atrophy), ৪। বন্ধনী (Ligaments) গুলির শিথিলতা এবং গাঁইটগুলির আলগাভাব (Relaxation)

ভাবী ফল (Prognosis)—এই রোগে জীবনের আশঙ্কা বড় থাকে না। তবে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়াও দুষ্কর হয়।

সুশীলা। দিদি! ধোপানির ছেলেটি সম্পূর্ণরূপে ভাল না হোক্, কোনরূপে খেটে খেতে পারে এরূপ ভাবে সারিয়ে দাও এবং এই রোগের চিকিৎসা বল শুনি।

সৌদামিনী। বলি শোন :—

চিকিৎসা (Treatment)—একোনাইট ১×—এই রোগের সর্ব্ব প্রথমে জ্বর, অস্থিরতা, তৃষ্ণা, শুষ্ক ও উত্তপ্ত গাত্র, পৃষ্ঠে ও হস্ত পদাদিতে বেদনা, গাত্র স্পর্শ করিলে ছেলের কান্না প্রভৃতি লক্ষণ দূর করণার্থে একোনাইট ব্যবহৃত হয়। ঐ সমস্ত লক্ষণ চলিয়া গেলে তবে ডাক্তারের হাতে রোগী আসে সুতরাং তখন একোনাইট্ প্রয়োগ চলে না।

বেলেডোনা ১×—ঐ রোগে যদি মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, লাল বর্ণের মুখ, চক্ষুর তারা বড়, হঠাৎ রোগের আক্রমণ ও প্রাদাহিক লক্ষণের বৃদ্ধি দেখা যায় তবে বেলেডোনা ফলপ্রদ হয়।

জেল্‌সিমিয়াম্ ১×—এই রোগের প্রথমাবস্থায় এবং যদি মেরুদণ্ডে এবং মাথার পশ্চাৎদিকে বেদনা, দৃষ্টির ব্যাঘাত এবং ঐচ্ছিক পেশীশক্তির লোপ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে জেল্‌সিমিয়াম্ উপযোগী হইয়া থাকে।

কষ্টিকাম ৩×—এই রোগে যদি ছেলের গাত্রস্পর্শে মোচড়ানি বেদনা, নিম্নাঙ্গে অবশভাব ও ঝিন্ ঝিনি, ক্ষীণ ও মৃদুবাহী নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে কষ্টিকাম ফলপ্রদ হয়।

প্লাম্বাম ৩×৬, ৩০—পুরাতন পক্ষাঘাতের অবস্থায় পেশীগুলি শুষ্ক হইয়া পড়িলে প্লাম্বাম বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

তাড়িত প্রয়োগ—এই রোগের তরুণ ও প্রবলাবস্থা চলিয়া গেলে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে প্রদাহ দূর হইলে তাড়িত (Electricity) প্রয়োগ করিতে হয়। যত দিন অল্প অল্প উপকার বোধ হইবে তত দিন তাড়িত প্রয়োগ বন্ধ করা উচিত নহে। রোগের নূতন অবস্থায় তাড়িত প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

গ্যাল্‌ভানিজম্ (Galvanism)—অর্থাৎ পদার্থ সমূহের রাসায়নিক সংযোগে যে তাড়িত শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তির দ্বারা

চিকিৎসা। এই প্রকার তাড়িতেরও প্রয়োগ আছে। পেশীর কুঞ্চন পর্য্যন্ত ঐরূপ তাড়িত শক্তি প্রয়োগ করা যায়। উহার অধিক জোর গ্যাল্‌ভানিক কারেণ্ট প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

প্রয়োগ-প্রণালী—পজিটিভ পোল্ (Anode) অর্থাৎ যে তার দিয়া তাড়িত শরীরে চালান্ করা যায়, সেই তারটি একটি চ্যাপ্‌টা ইলেক্‌ট্রোড্ বা হ্যাণ্ডেলের মধ্য দিয়া পক্ষাঘাত বিশিষ্ট ছেলের শিরদাঁড়ায় লাগাইয়া রাখিতে হয়; পরে নেগেটিভ পোল্‌টি (Cathode) যাহা দ্বারা শরীর হইতে তাড়িৎশক্তি বাহির হয় সেই তারটি ঐরূপ একটি চ্যাপ্টা হ্যাণ্ডেলের দ্বারা আক্রান্ত পদের দুর্ব্বল বা অবশ পেশীর উপর রাখিতে হয়। ঐ ক্যাথোডের সহিত অর্থাৎ নেগেটিভ্ পোলের উপর কারেণ্ট বা তাড়িত স্রোত বাধা দিবার জন্য Interrupting handle অর্থাৎ স্রোতবন্ধকারী এক হ্যাণ্ডেল্ রক্ষা করিতে হয়। ঐরূপ তাড়িত স্রোত বাধা দেওয়ার যন্ত্র প্রায় ২৫ মিনিটের জন্য প্রতি সেকেণ্ডে দুইবার করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। প্রত্যেক অবশপেশীর উপর ঐরূপ নেগেটিভ্ পোল্ রক্ষা করিতে হইবে। অনেকক্ষণ তাড়িত প্রয়োগ করিয়া অথবা জোর তাড়িত শক্তি চালাইয়া অবশ পেশী অযথা উত্তেজিত করিবে না (Do not over stimulate)। প্রত্যহ অথবা একদিন অন্তর গ্যাল্‌ভানিজম্ ব্যবহার করিতে হয়।

ডাক্তারি ভাবে গা টেপা (Massage)—পেশীর উপর রগড়ান টেপা টেপি ও নাড়া চাড়া প্রভৃতি ডাক্তারি মতের ম্যাসাজ্ ক্রিয়া দ্বারা অবশ অঙ্গের পোষণ হয়। প্রত্যহ এরূপ করা কর্ত্তব্য।

স্নান (Bath)—প্রত্যহ দুইবার গরম জল দিয়া শিশুর অবশ অঙ্গ ঘষিলে ঐ স্থানের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার সুবিধা ঘটিয়া থাকে।

ORTHOPEDICS (অস্ত্রচিকিৎসা)—পক্ষাঘাত বশতঃ বিকৃতি (Deformity) দূর করিবার জন্য মাংসকাটা বা টেণ্ডনকাটার

(Myotomy and Tenotomy) আবশুক হয় অথবা বিবিধ যন্ত্র দ্বারা বাঁকা চুয়ো সোজা করিতে হয়।

শৈশবকালের স্কার্ভিরোগ।

INFANTILE SCURVY.

সুশীলা। দিদি! ধোপানির ছেলেটিকে জেল্‌সিমিয়াম্ ও কষ্টিকাম্ দিতে দিতে অনেকটা উপকার হয়েছে। তবে একেবারে কি পক্ষাঘাত রোগ সারবে? আমার উপদেশ মতে ধোপানি একদিন অন্তর তাহার ছেলেকে ঐ কোম্পানির 'হাড়িপাড়ার হাঁসপাতালে' নিয়ে গিয়ে ব্যাটারি দিয়ে আনে। দিদি! কল্‌কেতার পোড়া কপাল, সেখানে একটিও হোমিওপ্যাথিক্ হাঁসপাতাল নেই যে কোন রোগী পাঠাই। শুনেছিলুম কল্‌কেতায় বড় বড় ডাক্তার মিলে একটি হাঁসপাতাল করবেন, "গলায় দড়ী" দিদি! "গলায় দড়ী"। কেহ কেহ নিজের কীর্ত্তি রেখে গেছেন, কেহ কেহ রোজগার করে কেবল নিজেদের সম্পত্তি বাড়িয়ে যাচ্চেন। দিদি! বল্‌বো কি দুঃখের কথা, সভা সমিতির স্থানে পরস্পরে দেখা হলে কেবল "কামড়া কামড়ি" কাজের কথা কিছুই হয় না। আর কল্‌কেতায় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের কেমন মিল তা ত জানই, যিনি একটু মাথা ঝেড়ে উঠলেন তিনিই এক স্কুল খুলে বস্‌লেন। এতে আর ভাল হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল কল্‌কেতায় কি করে হবে? তাই "যা করে মা মোচা ছেঁচকি" ঐ হাড়িপাড়ার হাঁসপাতালে ধোপানির ছেলেকে ব্যাটারি দিয়ে আনাচ্চি, বোধ হয় তোমার আশীর্ব্বাদে সেরে যাবে। হায়! হায়! দিদি! বড় লজ্জার কথা! বিলিতি লোকে দেশী লোকের জন্য হাঁসপাতাল কল্লে আর দেশীয় ডাক্তার ও বড় লোকেরা ফেল্‌ফেল্ করিয়া তাহা দেখ্‌ছেন?

সৌদামিনী। কেন সুশীলা! কলিকাতায় "মেডিকেল্ স্কুল সম্প্রদায়" কেমন সুন্দর কাজ কচ্চেন শোননি কি? শুনিচি আরও দুটি না কি বাচ্ছা সম্প্রদায় মাথাকাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে। আহা বেঁচে থাকুন "কর সাহেব" এবং আর আর যত মহারথী।

সুশীলা। আর "আমাদের" প্রতাপ, দ্বারিক, অক্ষয়, বিপিন, কালী, মহেন্দ্র এবং ইউনান্ প্রভৃতি যাবতীয় বিলাত ও আমেরিকার ফেরত বড় বড় নামজাদা ডাক্তারগণ কি নির্জ্জীব হয়েই থাক্‌বেন? তাঁহারাও কেন মাথা ঝেড়ে ও দল বেঁধে উঠুন না? তাঁহারা সকলে মনে কল্লে ক দিন লাগে কল্‌কেতায় একটি হাঁসপাতাল হতে?

যাক্ ও সব কথা, মহাত্মা হানিমানজীর হোমিওপ্যাথির "দুঃখের কপালে" যা আছে তাই হবে। এখন তুমি দেখ দেখি, এই কাওরাদের ছেলের কি হয়েছে? ইহার দাঁতের গোড়া সমস্ত ফুলেছে ও দাঁতের ফাঁক দিয়ে কেবল রক্ত পড়্‌ছে, এবং পা দুটি যেন পাকা ফোড়া এমনি টাটিয়েছে, কিছুতেই হাত দিতে দিচ্চে না।

সৌদামিনী। সুশীলা! এই রোগকে ছেলেদের স্কার্ভীরোগ কহে।

সুশীলা। কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লুম না ভাই, খুলে বল, আর এই ছেলেটীর প্রতীকার কর।

সৌদামিনী। বলি শোন ঃ—

কারণ (Etiology)—এই রোগ পোষণের দোষে হয়। অর্থাৎ প্রায়ই গরিবের ঘরের ছেলেদের ঠাণ্ডায় থেকে এবং অযোগ্য ও অল্প আহার পাওয়ার দরুণ, কিম্বা টাট্‌কা দুগ্ধ না পাইয়া ক্রমাগত টিনের দুধ খাওয়ানতে এইরূপ স্কার্ভীরোগ হইয়া থাকে। মন্বান্তর বা দুর্ভিক্ষের কালে না খেতে পেয়েও এইরূপ রোগ হয়।

লক্ষণ (Symptoms)—এই রোগ স্পষ্ট প্রকাশ পাইলেই ছেলের সর্ব্ব শরীরে চেতনাধিক্য (Hyperesthesia) হয় অর্থাৎ সর্ব্ব

শরীর যেন টাটায়, গায়ে হাত দিতে দেয় না, চল্‌তে গেলে অত্যন্ত বেদনা বোধ করে; দুই হাঁটুতে ও পায়ে বেদনা বেশী হয়, চিকিৎসকের মনে হয় যেন ছেলেকে বাতে ধরেচে।

দন্তমাড়ী ফোলে এবং উহা হইতে প্রচুর রক্তপাত হয়, পায়ের গাঁট ফোলে, চর্ম্মের নিম্নে রক্ত সঞ্চয় হয়, শরীর হইতে রক্তস্রাবও হয়, ক্রমে ফেকাসে ও রক্তহীন হইয়া পড়ে। পদদ্বয়ে প্রবল বেদনা ধরিলেই এই রোগ প্রথমেই ধরা যায়।

চিকিৎসা—১। পথ্যসম্বন্ধীয়—গাভীর টাট্‌কা দুধ, মাছ বা মাংসের ঝোল, সর্ব্বপ্রকার লেবুর রস (বিশেষতঃ কমলা, কাগ্‌জি, পাতি ও বাতাবী); রুটি ও মাখন এবং আলুসিদ্ধ প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার দিবে।

২। ঔষধ সম্বন্ধীয়—পথ্য সম্বন্ধীয় চিকিৎসা সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসা হইলেও ভৈষজ্য-রত্নাবলীর লক্ষণানুসারে মিলাইয়া নিম্ন লিখিত ঔষধগুলিও স্কার্ভী রোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল হইয়া থাকে যথা :—

১। এগেভ্‌-আমেরিকানা ৬—ফেকাসে চেহারা, দাঁতের মাড়ী ফোলা ও উহা হইতে রক্ত পড়া, বাম পায়ের গুড়মুড়া হইতে কুচ্‌কি প্রদেশ পর্য্যন্ত কালাটে বেগুণি বর্ণের দাগ বা রক্তফুটা, বেদনা-যুক্ত, স্ফীত ও পাথরের মত শক্ত পা; নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত, ক্ষুধামান্দ্য এবং কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি এগেভ্‌ ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ।

২। আর্সেনিক ৬, ৩০—দাঁতের মাড়ী দিয়া সহজেই রক্ত-পাত, মুখ হইতে দুর্গন্ধ বহির্গমন, প্রবল পিপাসা, বারে বারে ও অল্প অল্প জলপান, দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, দুই জানু ও দুই পদের পাতা এরূপ আড়ষ্ট যে নাড়াইতে না পারা, পদে ছিন্নবৎ বেদনা (দুই প্রহর রাত্রিতে বৃদ্ধি, কিন্তু তাপ দিলে উপশম), অত্যন্ত নিরাশা এবং অস্থিরতা প্রভৃতি আর্সেনিক প্রয়োগ লক্ষণ।

৩। ক্যাম্ফারিষ ৬× —দন্তমাড়ীতে বেদনা, মুখের ভিতর চাপ চপ রক্ত, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি এবং রক্তস্রাব ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

৪। কার্ব্বোভেজ ৩০—দাঁতের মাড়ী ক্ষয়ে যাওয়া, দাঁতের মাড়ী ফুলা এবং দাঁতের ফাঁক দিয়া রক্ত পড়া, তৎসঙ্গে শারীরিক অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

৫। চায়না ৩—দাঁতের মাড়ীতে বেদনা ও উহা হইতে রক্তস্রাব তৎসঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, টক্ খেতে ইচ্ছা এবং উদরাময় চায়না প্রয়োগ লক্ষণ।

৬। হাইড্রাষ্টিস্ ৬× —রক্ত পড়া, শারীরিক অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, মূর্চ্ছার মত বোধ এবং পদে ক্ষত ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

৭। কেলি-ফস্ ৬× —দন্তমাড়ী হইতে সহজেই রক্তপাত, মুখে দুর্গন্ধ এবং শরীর দুর্ব্বলতা ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

৮। মার্কুরিয়াস্ ৬× —পান্‌সে ও রক্ত পড়া দন্তমাড়ী, রোগীর মত চেহারা, মাড়ীর উপর ধার সাদা, মাড়ী নেমে যাওয়া, গালের ভিতর ঈষৎ নীলবর্ণ, মুখ হইতে দুর্গন্ধ বহির্গমন, শরীর ও মনের অবসন্নতা প্রযুক্ত সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকা, পদদ্বয়ে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত, ঐরূপ ক্ষত শীঘ্র পচিয়া যাওয়া এবং তাহা হইতে সহজে রক্তপাত প্রভৃতি মার্কুরিয়াস্ প্রয়োগ লক্ষণ।

৯। মিউরিয়েটিক-এসিড্ ৬× —দাঁতের মাড়ী ফুলা ও উহা হইতে রক্তপাত ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

১০। নেট্রাম-মিউর ১২—পান্‌সে দাঁতে প্রদাহ, উহা হইতে দুর্গন্ধ বহির্গমন, রক্তের মত লালাস্রাব এবং কথা কহিবার যন্ত্রসমূহে দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত কথা কহিতে অক্ষমতা বোধ প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

১১। নাইট্রিক-এসিড্ ৬×,৩০— দন্তমাড়ীতে ফুলা, উহা হইতে রক্তপাত, দাঁতগুলি আল্‌গা বোধ, রক্তের মত লালাস্রাব, মুখ

হইতে দুর্গন্ধ বহির্গমন, বিশেষতঃ পারদ সেবনের পর ঐসব লক্ষণ ইহার প্রয়োগ নিদর্শন।

১২। নক্সভমিকা ৬×,৩০—দাঁতের মাড়ী ফুলা, উহা হইতে পচা গন্ধবিশিষ্ট রক্তস্রাব, মুখের ভিতর পচাক্ষত, মুখ হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বহির্গমন, রক্তের মত লালাস্রাব, ঈষৎ কাল ও চাপ চাপ রক্ত ওঠা, নাক দিয়া রক্তপাত, অঙ্গে বেদনা, অত্যন্ত শ্রান্তি এবং আলস্য প্রভৃতি নক্সভমিকা প্রয়োগ লক্ষণ।

১৩। ফস্‌ফরাস্ ৬×,৩০—দাঁতের মাড়ী হইতে রক্তপাত, দাঁত হইতে মাড়ী স্বতন্ত্র হওয়া, ত্বকের স্থানে স্থানে রক্ত ফুটা প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

১৪। ফেরাম-ফস্ ৬×—রক্তহীনতা বশতঃ দাঁতের মাড়ী হইতে রক্তপাত হইলে ইহার উপযোগীতা দৃষ্ট হয়।

১৫। ষ্টাফিসিগ্রিয়া ৬×, ৩০—স্পর্শে দন্তমাড়ীতে বেদনা ও উহা হইতে রক্তপাত, এবং ত্বকে সহজে রক্ত পড়া ক্ষত প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

১৬। সাল্‌ফার ৬×, ৩০—দন্তমাড়ীতে ফুলা ও দপ্‌দপে বেদনা, মাড়ী হইতে রক্তপাত, মুখ হইতে দুর্গন্ধ বহির্গমন, রাত্রিতে অনিদ্রা এবং সুরাপান করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

১৭। এতদ্ব্যতীত, লক্ষণ মিলাইয়া সিষ্টাস্, ক্রোটালাস্, হেপার, ক্রিয়োজোট, সিপিয়া, এসিড্-সাল্‌ফ্ এবং টেরিবিন্থিনা প্রয়োগ করা যায়।

গুটিকারোগ—পুঁয়ে পাওয়া রোগ।

TUBERCULOSIS—MARASMUS.

সুশীলা। দিদি কাওরাদের ছেলে লেবুর রস খেয়ে খেয়ে এবং হোমিওপ্যাথিক্ এগেভ্ ঔষধ খেয়ে এখন একটু ভাল আছে। এখন এই বাগ্দীদের ছেলেকে একবার দেখ দেখি? ওর মা বল্চে যে ছেলের জ্বর হচ্চে এবং কাসি লেগেই আছে আর আমিও দেখ্তে পাচ্চি যে উহার নিশ্বাস প্রশ্বাস বেশী হয় এবং নাড়ীর বেগও বেশী বেশী হচ্চে।

সৌদামিনী। সুশীলা! এই বাগ্দীদের ছেলের অসুখ বড় সহজ নয়। এই ছেলের টিউবাকুর্লোসিস্ বা গুটিকারোগ বলিয়া সন্দেহ হচ্চে। পূর্ব্বে যে স্ক্রফুলা রোগের কথা বলিয়াছি টিউবাকুর্লোসিস্ বা গুটিকা রোগও সেই জাতীয় এক প্রকার শীঘ্র শীঘ্র শরীর ক্ষয়কারী রোগ বলিয়া জানিবে।

সুশীলা। দিদি! এই ভয়ঙ্কর রোগের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা কর এবং বাগ্দীদের ছেলের কিছু উপায় কর।

সৌদামিনী। বলি শোন ঃ—

গুটিকারোগের নিদান—শরীর মধ্যে গুটি বা টিউবার্কেল উৎপাদন জন্য জমী প্রস্তুত হইলেই ঐরূপ গুটিকার প্রকাশ হয়। টিউ-বাকুর্লার ধাতু বা জমী প্রস্তুত হইলেই ফুস্ফুসে, মস্তিষ্কে ও উহার পর্দ্দায়, অন্ত্রে অর্থাৎ নাড়ী ভুঁড়ীতে, প্লীহায়, যকৃতে, মূত্রগ্রন্থিতে, সিরাস্ ঝিল্লীতে এবং চক্ষুর কোরয়েড্ পর্দ্দা প্রভৃতি স্থানে গুটিকাগুলির প্রকাশ হয়। গুটিকাগুলি প্রথমে অতি সূক্ষ্ম ও কোমল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মত প্রকাশ পায়, হয়ত উহারা স্বচ্ছ ও স্ফোটবৎ ভাবে ওঠে, কিম্বা পায়রা বা কেনিরী পাখীদের খাবার কাংনিদানার মত শক্ত শক্ত হইয়াও থাকে। শেষোক্ত প্রকারের গুটিগুলি প্রায়ই ধূসর বর্ণের হইয়া থাকে। উহারা

এক এক সময় বহুসংখ্যক বাহির হয় কিন্তু প্রত্যেক দানা প্রায়ই পৃথক পৃথক থাকে কদাচ কতকগুলি লেপ্টে গিয়া থাকে। যে যে যন্ত্রে উহারা যখন প্রকাশ পায় সেই সেই যন্ত্র তখন রক্ত ও রসযুক্ত হয়। গুটিকা পাকিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেই তাহা হইতে পূঁয ও রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ঐরূপ রক্ত ও পূঁযে টিউবার্কুলাস্—বেসিলাস্ (Tuberculous Bacillus) নামক জীবাণু দৃষ্ট হয়। ফুস্‌ফুসে গুটিকা হইলে ক্ষয়কাসি বা যক্ষ্মাকাসি নাম প্রাপ্ত হয়। মস্তিষ্কের ঝিল্লীতে হইলে উহাকে টিউবার্কুলার মেনিঞ্জাইটিস্ রোগ এবং নাড়ীভুঁড়িতে গুটি হইলে "টেবিজ্‌মেসেণ্ট্রিকা" রোগ কহে ইত্যাদি।

গুটিকাগুলি কোন শরীর স্থানে বিশেষ ভাবে ভরাভর না করিলে কোন বিশেষ রোগ উৎপন্ন করে না তথাপি উহা বড় শক্ত রোগ বলিয়া শরীর বড় খারাপ করিয়া ফেলে। এ অবস্থায় উহার নাম টিউবার্কুলোসিস্ দেওয়া যায়।

সুশীলা। দিদি! গুটিকা যখন শরীরের বিশেষ স্থানে বদ্ধমূল হয় তখন ত বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা সে সব রোগ ধরা যায় কিন্তু কোথায়ও ভরাভর না করিলে উহাকে টিউবার্কুলোসিস্ রোগ বলিয়া কিরূপে ধরা যাবে?

সৌদামিনী। বলি শোন ঃ—

১। বল ক্ষয় ও শুষ্কতা—খেতে পেলে বা না পেলেও বলক্ষয় ও শুষ্কতা এই দুটী প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্মরণ রাখিবে।

২। কাসি—কাসি লেগেই থাকে, গয়ার উঠে না অথবা অল্প অল্প ও বর্ণ রহিত এবং আঠার মত শ্লেষ্মা বাহির হয়। কখন কখন উহাতে রক্তের ছিটও থাকে।

৩। দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস—প্রায় সকল গুটিকা রোগগ্রস্ত রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত বহিয়া থাকে। বয়োপ্রাপ্ত রোগীদের এক

মিনিটে ৫০ হইতে ৬০ বার শ্বাস প্রশ্বাস হয় এবং শিশু ও বালক বালিকাগণের ঐরূপ রোগ হইলে প্রতি মিনিটে তাহাদের ৮০ হইতে ৯০ বার শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে অনুভব করা যায়। বক্ষে বা পেটে হাত রাখিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গণনা করা যায়।

৪। দ্রুতনাড়ী—এই রোগে প্রথম প্রথম (প্রাতঃকালে) নাড়ী ১২০ বার পর্য্যন্ত এক মিনিটে স্পন্দিত হয় এবং রোগ ক্রমে বাড়িতে থাকিলে তখন প্রতি মিনিটে নাড়ী ১৩০ হইতে ১৫০ বার স্পন্দিত হইতে থাকে।

৫। তাপ—(Temperature) তাপ প্রথম প্রথম বড় বেশী ওঠে না, এমন কি নাড়ীর বেগ বেশী হইলেও তদনুযায়ী বেশী তাপ ওঠে না। রোগের বর্দ্ধিত অবস্থায় বা শেষাবস্থায় তাপের বিশেষ হ্রাস হয় এবং হস্ত ও পদ শীতল হয় এবং মুখমণ্ডল নীল হইয়া পড়ে।

যক্ষ্মাকাসের ধাতুতে এবং বিবিধ প্রকার পুরাতন ও দুর্ব্বলকর ব্যাধির সঙ্গে এই গুটিকারোগের প্রায়ই উৎপত্তি হয়। সুতরাং পুরাতন ব্যাধির অকস্মাৎ বৃদ্ধি হইলেই গুটিকা সঞ্চার হইতেছে বলিয়া সন্দেহ করিবে।

সুস্থ বালক বা বালিকার দেহে নূতনভাবে এইরূপ গুটিকারোগের আক্রমণ হইলে তাহা টাইফয়েড্ রোগের মত লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। যথা:—শীত, পরে প্রবল জ্বর, তৎসঙ্গে মনের অবসন্নতা, শিরোঘূর্ণন, অল্প অল্প প্রলাপ বকা, পেশীগুলির অবসন্নতা এবং তন্দ্রা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ রোগের সহিত প্রায়ই একটু প্লীহা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রোগনিরূপণ—গুটিকা বা টিউবাকুর্লার রোগ প্রায়ই যক্ষ্মা রোগ ও টাইফয়েড্ জ্বর রোগের সহিত প্রকাশ পায়। টাইফয়েড্ জ্বরের শেষাবস্থায় ইহার সংযোগ হইয়া থাকে। প্রকৃত টাইফয়েডরোগে তাপের নিয়মিত ওঠা ও নামা, পেটে লাল লাল দাগ (Roseola) বাহির হওন, মধ্যে মধ্যে উদরাময়, ডান কোঁকে বেদনা ও গড়্গড়ানি শব্দ এবং

৩য় সপ্তাহে অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, কিন্তু মিলিয়ারী টিউবার্কু-লোসিস্ রোগে ঐ সকল লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না, কেবল নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি ও শ্বাস প্রশ্বাস বৃদ্ধি হইতে থাকে; কিন্তু ঐ দুই লক্ষণের আধিক্যের মত তাপাধিক্য বেশী হয় না। এই গুটিকা রোগে শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় হয়, কাজেই এই রোগ শীঘ্র মারাত্মক হইয়া পড়ে।

পুঁয়ে পাওয়া রোগও প্রায়ই গুটিকা রোগের মত। অথবা পুঁয়ে পাওয়া রোগে গুটিকা রোগ আসিয়া যোগ দিয়া থাকে।

ভালরূপে পরিপাক না হইলে কিম্বা ভালরূপ পুষ্টিকর পদার্থ আহার করিতে না পাইলে ক্রমেই শরীর শুষ্ক ও বলহীন হয়, এবং তাহার শারীরিক তাপেরও হ্রাস হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাকে পুঁয়ে পাওয়া রোগ কহে এবং ঐরূপ জমীতেই টিউবার্কুলোসিস্ জন্মিয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই ক্ষুদ্র গুটিকা রোগের এত ভ্রুকুটি? এই রোগের চিকিৎসা বল, এবং বাগদীদের ছেলের (যা হবে তাত বুঝতেই পাচ্ছি তবু) কিছু উপায় কর।

সৌদামিনী। বলি শোন:—

১। ফসফারাস ৬×, ৩০, ২০০—বালক ও বালিকাগণ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িলে ও পাতলা এবং লম্বা হইয়া পড়িলে তৎসঙ্গে শীর্ণদেহ ও বলক্ষয় হইলে টিউবার্কুলোসিস্ রোগ জন্মে। এইরূপ অবস্থায় ফসফারাস্ বিশেষ ফলপ্রদ হয়। পুঁয়ে পাওয়া ছেলের পক্ষেও ফসফারাস্ প্রয়োগ বিধি।

২। ক্যাল্কেরিয়া-ফস ৬×, ৩০, ২০০—টিউবার্কুলার ধাতুতে শিশু শীঘ্র শীঘ্র না বাড়িয়া বিলম্বে বিলম্বে বাড়িলে, অত্যন্ত রোগা ও শীর্ণকায় থাকিলে, শিশুগণ শীঘ্র শীঘ্র চলিতে না পারিলে, শিশুগণ বোকাটে হইলে, তাহার মাথার জোড় অনেক দিন পর্য্যন্ত ফাঁক থাকিলে, তাহাদের গলা সরু ও দুর্ব্বলতাবশতঃ মাথা তুলিয়া রাখিতে না পারিলে তৎসঙ্গে

তাহাদের শুষ্কতা, অজীর্ণ, দুধ তোলা প্রভৃতি লক্ষণে ক্যাল্ক-ফস্ বিশেষ উপযোগী হয়।

৩। ফেরাম-ফস্ ৬ × —গুটিকা রোগে মুখ দিয়া রক্ত ওঠা, নাক দিয়া রক্ত পড়া, জ্বর, নারীগণের ঋতুকালে রক্ত প্রকাশ না হওয়া প্রভৃতি ফেরাম্-ফস্ ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ।

৪। আর্সেনিক ৩০—দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, রাত্রি ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, জ্বালা, অস্থিরতা, তৃষ্ণা ও অবসন্নতা দূর করিবার জন্য আর্সেনিকের প্রয়োজন হয়।

৫। হেপার-সালফার্ ৩০—শীর্ণকায় ও পুঁয়ে পাওয়া ছেলেদের ক্ষীণ পরিপাকশক্তি, অল্পতেই ঠাণ্ডা লাগা এবং রেক্টামের দুর্ব্বলতা হেতু কাদাটে নরম বাহ্যে বেরুতেও বড় কষ্ট (এলুমিনার মত) প্রভৃতি লক্ষণে হেপার উপযোগী হইয়া থাকে।

৬। সিলিকা বা সাইলিসিয়া ৩০—এসক্রফুলা ও টিউবাকুলার ধাতুতে যদি ছেলেদের পেট মোটা, পায়ের গাঁটে অর্থাৎ গুড়মুড়োর কম জোর, মাথায় প্রচুর ঘর্ম্ম, চেতনাধিক্য, পোষণ ভালরূপে না হওয়া (খাদ্যের অভাবে নহে পোষণ প্রক্রিয়ার দোষে), শীর্ণ দেহ, মাথা বড়, মেটে মেটে চেহারা, শীঘ্র শীঘ্র চল্তে না শেখা, এবং অজীর্ণ ভেদ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে সাইলিসিয়া উপযোগী হয়।

৭। সাল্ফার ৩০—পুঁয়ে পাওয়া অর্থাৎ ম্যারাস্মাস্ ও টিউ-বাকুলার ধাতুতে যদি গাত্রে কোনরূপ চর্ম্ম ফোট, গাত্র ধুইতে অনিচ্ছা, কর্কশ গাত্র, লালবর্ণের ওষ্ঠ, মাথা বড়, মাথার জোড় ফাঁক, পীড়িত চেহারা, দুগ্ধ হজম করিতে না পারিয়া অজীর্ণ, বাহ্যে খোলসা না হওয়া, প্রত্যুষে বাহ্যের বেগে দৌড়ান, শুষ্ক কাসি, হাতের ও পায়ের তলা গরম বোধ, উহাদিগকে ঢাকিয়া রাখিতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে সালফার উপযোগী হয়।

৮। লাইকোপোডিয়াম্ ১২, ২০০—গুটিকা রোগে শীর্ণতা, দুর্ব্বলতা, ক্ষুধা ও আহার সত্ত্বেও যে সমস্ত বালক ও বালিকার শোষণ হয় না সুতরাং শীর্ণ ও চোপসান আকৃতি যেন বুড়োর মত চেহারা, পুরাতন অজীর্ণ, পেটে বায়ু সঞ্চয় ও পেটের ভিতর উচ্চ শব্দযুক্ত গড়গড়ানি, ছেলেদের রক্তহীনতার সহিত অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, শক্ত মল, গুটিকা রোগে ক্ষয়কারী জ্বর, বেলা ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত অসুখের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ দূর করিতে লাইকোপোডিয়াম্ বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

৯। আয়োডিন্ ৩০— এস্‌ক্রফুলা ও টিউবার্কুলার ধাতুতে বালক ও বালিকাগণের রাক্ষুসে ক্ষুধা ও আহার সত্ত্বেও যদি শীঘ্র শীঘ্র শুষ্কতা, নিস্তেজ ভাব এবং শারীরিক গ্রন্থিমগুলের প্রথমে বৃদ্ধি এবং পরে হ্রাস, প্যান্‌ক্রিয়াস্ বা ক্লোম যন্ত্রের ক্রিয়া বিকার বা রোগ বশতঃ ক্রমাগত লালাস্রাব, তেলা তেলা উদরাময় বা জলবৎ ও ফেনাযুক্ত ভেদ, শুষ্ক কাসি, প্রবল জ্বর, ফুস্‌ফুসের চূড়ায় গুটিকা রোগ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে আয়োডিন্ উপযোগী হয়।

১০। এব্রোট্যানাম ৬ × —সর্ব্ব শরীর বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গ শুকিয়ে গেলে (Marasmus), মুখমণ্ডল বুড়োর মত চুপ্‌সিয়া গেলে, চোকের কোলে কালি পড়িলে, কচি ছেলের নাই দিয়া রস ও রক্ত ঝরিলে এবং ক্ষয়কারী জ্বর হইলে এব্রোটানাম উপযোগী হইয়া থাকে।

১১। পাইরোজেন ৬, ২০০—গুটিকা রোগের ক্ষয়কারী জ্বর নিবারণার্থে ইহার ব্যবহার আছে। টেবিজ্ মেসিণ্টি্কা রোগেরও ইহা ব্যবহৃত হয়।

১২। ব্যাসিলিনাম্ ৩০, ২০০—পুরাতন গুটিকা রোগে প্রচুর গয়ার ওঠা থাকিলে সপ্তাহ অন্তর একবার করিয়া ব্যাসিলিনাম্ সেবন করাইলে উপকার হয়।

১৩। টিউবার্কিউলিনাম্ ৩০, ২০০—ডাক্তার কর্ণেট্ বলিয়াছেন যে গুটিকা রোগের আধিক্য থাকিলে এবং কম গুটির ধাতুতে ৩০ ক্রম উপযোগী হইয়া থাকে।

নাড়ী ভুঁড়ীর যক্ষ্মারোগ।

TABES MESENTERICA.

সুশীলা। দিদি! বসাকদের এই ছেলেটীকে একবার ভাল ক'রে দেখ দেখি। এর কি হয়েছে?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! এই ছেলেটীর রোগ বড় শক্ত। এই রোগকে নাড়ী ভুঁড়ীর যক্ষ্মা বলা যায়।

সুশীলা। দিদি! কি কি লক্ষণে তুমি এই রোগ চিন্‌লে?

সৌদামিনী। কেন? উহার পেট বেদনা, পা গুটিয়া থাকা, স্ফীত ও টাইট পেট, উদরাময়, অজীর্ণ, সাদা সাদা ও দুর্গন্ধযুক্ত মল, ঘোর লাল ও ফাঠা ফাঠা ঠোঁট, পরিবর্ত্তনশীল ক্ষুধা, বুড়োর মত আকৃতি, ফেকাসে ও লোল চর্ম্ম, মুখের ভিতর ঘা, ক্ষয়কারী জ্বর, দুরারোগ্য উদরাময়, রাত্রিতে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, অত্যন্ত পিপাসা এবং পোষণাভাবে শরীর জীর্ণ শীর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ দেখিয়া এই রোগ অক্লেশে ঠিক করা যায়।

সুশীলা। দিদি! এই রোগে কি হয়?

সৌদামিনী। নাড়ী ভুঁড়ীর বীচি বা গ্রন্থিমধ্যে এক প্রকার দূষিত গুটী জন্মায় তাহাতে শরীরের পোষণ ক্রিয়ার বৃদ্ধি হয় না, সুতরাং শারীরিক শুষ্কতা উপস্থিত হইয়া থাকে। ৮ হইতে ১০ মাসের মধ্যে প্রায়ই এই রোগ দেখা গিয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের চিকিৎসা কিরূপ?

সৌদামিনী। প্রথম প্রথম চিকিৎসা করিতে পাইলে ৩০নং সাল্‌ফার্

খাওয়াইয়া পরে কয়েক সপ্তাহ ক্যাল্ক-কার্ব্ব অথবা মার্ক-বিন্‌আয়োড, খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

যদি অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা, পিপাসা ও অত্যন্ত ভেদ হয় তবে ৬নং আর্স্‌-আয়োডাইড্ ঔষধের বড়ী সেবন করাইবে।

গণ্ডমালা ধাতু বশতঃ কেবল বীচি ফুলা এবং শারীরিক অসুস্থতা ও বুড়ুটে চেহারা হইলে ৩০নং ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

ভেদ, কাসি, নৈশ ঘর্ম্ম ও পরিবর্ত্তনশীল ক্ষুধার জন্য ৬নং আয়োডিন ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা হয়।

প্রচুর ভেদ, পরিবর্ত্তনশীল ক্ষুধা, বেদনাযুক্ত ও স্ফীত উদর এবং পিপাসা থাকিলে ৬নং মার্ক-বিনআয়োড্ ব্যবস্থা করিবে।

অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধের জন্য ৬নং প্লাম্বাম ঔষধের বড়ী উপযোগী। সর্ব্ব প্রথমে এবং সর্ব্বশেষে ৩০নং সাল্‌ফার ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত, বায়ু পরিবর্ত্তন, উষ্ণ ও লোণা জলে স্নান, পেটে গরম কাপড় জড়ান, পুষ্টিকর আহার, ছাগ-দুগ্ধ, দুগ্ধের সহিত চূণের জল, সোডাওয়াটার এবং কড্‌লিভার তৈল ব্যবস্থা করিতে হয়। অলিভ্ তৈল সর্ব্বাঙ্গে আস্তে আস্তে মালিশ করিলে ক্রমে ক্রমে শরীরের বলাধান, আভ্যন্তরিক যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি ও উত্তেজনা দূর হইয়া থাকে।

---o---

ফেরিংসের পশ্চাতে স্ফোটক।

RETRO PHARYNGEAL ABSCESS.

সুশীলা! দিদি! বাগ্দীদের আর একটি ছেলের গলার ভিতর কি হয়েছে দেখ। ছেলেটির গলা ফুলেছে এবং ঢোক গিলিতে পাচ্চে না।

সৌদামিনী—(পরীক্ষা করিয়া বলিলেন) দেখ সুশীলা! ফেরিংসের

পশ্চাৎদিকে ছোট ছোট গ্লাণ্ড বা বীচি ফুলিয়া স্ফোটক বা ফোড়ার অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ছেলের গলার ভিতর ফোড়া হইয়াছে।

সুশীলা। দিদি! কি বল্লে! শিশুদের গলার ভিতর অতি গোপন ও নিভৃত ফেরিংস-কন্দরে ফোড়া! ঐরূপ হ'লে ছেলে কি বাঁচ্‌তে পারে? এরূপ ফোড়ার কারণ, নিরূপণ ও চিকিৎসা বল দেখি শুনি? আমার বোধ হয় ঐরূপ স্থানে ফোড়া হ'লে শিশুগণের জীবন সংশয় হয়।

সৌদামিনী—তাত বটেই, তবে রোগ নিরূপিত হইলে শীঘ্র প্রতিকার করা যাইতে পারে। ঐরূপ ফোড়ার বৃত্তান্ত বলি শোন ঃ—

কারণ (Etiology)—১। টিউবাকুলাস ও সিফিলিটিক্ ধাতুতে, ২। আরক্ত জ্বরের ও হাম প্রভৃতি জ্বরের পর, ৩। মধ্য কর্ণ পাকিলে (ঐরূপ অবস্থায় টিম্পাম গহ্বরের সম্মুখ গাত্র দিয়া পুঁয বাহির হয় অথবা কর্ণের ভিতরের অর্দ্ধচন্দ্রাকার নলীর ভিতর পুঁয চলিয়া গিয়া থাকে), ৪। দগ্ধকারী বা জ্বালাকর তরল পদার্থ সেবন করিলে পর, অথবা গলার ভিতরে অধিক কাষ্টকি লাগাইলে এবং ৫। গলার ভিতর মাছের কাঁটা ফুটার পর ফেরিংসের পশ্চাদ্দেশে ফোড়া হইতে পারে।

সাধারণ (General) লক্ষণ—ক্ষুধা লোপ, অস্থিরতা, কষ্টে গলাধঃকরণ, বৃদ্ধিশীল শ্বাসকষ্ট, জ্বর (বয়ঃপ্রাপ্তদের হইলে) এবং আড়ষ্ট গ্রীবা প্রভৃতি সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

স্থানিক (Local) লক্ষণ যথা ঃ—কোমল তালুতে ও টন্সিলে রক্তাধিক্য ও স্ফীত বা রসপূর্ণাবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফোড়া বা গ্রন্থিবৃদ্ধি রোগ (ক) ফেরিংসের পশ্চাদ্দেশের ঊর্দ্ধে হইলে নাসার শ্বাস প্রশ্বাস বৃদ্ধি হয়, হাত দিয়া স্পর্শ করিলে চর্ব্বিজাতীয় নরম অর্ব্বুদের মত (Like (a fatty tumour) বোধ হয় এবং রিনোস্কোপ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে উহাতে রসপূর্ণাবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। (খ) জিহ্বার চওড়া দিকে (Base) বা পশ্চাতে ঐরূপ ফোড়া বা আবের মত হইলে জিহ্বা নিচু করিলেই

সব দেখা যায়। (গ) গ্লটিস্ নামক লেরিংসের ছিদ্রের পশ্চাতে হইলে গলাধঃকরণ কষ্ট হয় এবং এপিগ্লটিসের উপর চাপ পড়িলে মারাত্মক শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়। এই তিন স্থানের যেখানে ফোড়া হউক না কেন মধ্য রেখার এক পার্শ্বে ঐরূপ ফুলা বা ফোড়া হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! গলার ভিতর ফোড়া! সর্ব্বনাশ! কিরূপে তবে উহার চিকিৎসা করিতে হবে?

সৌদামিনী। বলি শোন:—

ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা (Medicinal treatment) যথা—

১। বেলেডোনা ৩× —যদি হঠাৎ ও শীঘ্র শীঘ্র ফুলা এবং উহাতে দপদপে বেদনা হয় তবে বেলেডোনা ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

২। হেপার সাল্‌ফার ৩× ব্যবহার করাইলে ফোড়া শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া ফাটিয়া যাইতে পারে। হেপার ৩০ ক্রম সেবন করাইলে প্রথম অবস্থার শীত শীত বোধ ও বেদনা দূর হয় এবং পুঁয হওন্ নিবারণ হইতে পারে।

৩। মার্কুরিয়াস্ ৩× —অল্প অল্প পুঁয যদি হইয়া থাকে তবে মার্কুরিয়াস্ সেবন করাইলে পুঁয বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া ওঠে। ফোড়ার আশে পাশে যদি বীচি বা গ্রন্থি ফুলা থাকে তবে সে সমস্ত মার্কুরিয়াস্ সেবনে দূর হইয়া থাকে।

যাহাদের ঐরূপ ফোড়া বা ফুলা হবার ধাত (Predisposition) তাহাদিগকে লক্ষণানুসারে ক্যাল্ককার্ব্ব ৬×, ফেরাম-ফস্ ৩×, সাইলিসিয়া ৬×, কেলি-হাইড্রো ১× (টাটকা) এবং ক্যাল্ক-আয়োড্ ৩× টাটকা প্রস্তুত্ করিয়া খাওয়াইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

সাধারণ চিকিৎসা (General treatment)—স্নান, আহার এবং পরিশ্রমাদির দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয়।

স্থানিক চিকিৎসা (Local treatment) পূর্ব্ব হইতে রোগ

ধরা পড়িলে ঘাড়ে বরফের ঠুলি প্রয়োগ করিতে হয়, ফুলা বা ফোড়ায় পূঁয হইয়াছে ঠিক করিতে পারিলেই কাল বিলম্ব না করিয়া Bistoury বিষ্টুরি নামক লম্বা ছুরির অগ্রভাগ খালি রাখিয়া এবং অন্যাংশ পাতলা কাপড় জড়াইয়া সেই অস্ত্রদ্বারা ফোড়া কাটিয়া দিতে হয়। কাটিবার পূর্ব্বে শতকরা ৪ ভাগ কোকেন্ লোশন মাথাইয়া কাটিবার স্থান অসাড় করিয়া লইতে হয়। ফোড়ার নিচের দিকে অল্প ক'রে কাট্‌তে হয় যাহাতে আস্তে আস্তে পূঁয বাহির হইতে পারে। ছুরি সাবধানে বাহির করিয়া লইয়াই ছেলের মাথা ও মুখ নিচু করিয়া ধরিতে হয় তাহা হইলে লেরিংসের ভিতর পূঁয যাইতে পারে না। ঐরূপ ফোড়া অনেক ছেলের ঘুমন্ত অবস্থায় আপনাপনি ফাটিয়া গিয়া শ্বাসনলীর ভিতর পূঁয প্রবিষ্ট হইয়া দম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য অস্ত্র করিয়াই ছেলের মাথা ও মুখ নিচু করিয়া রাখিতে হয়। আবার ঐরূপ অবস্থাতেই কাটা মুখের ভিতর চিমটে (Forceps) ঢুকাইয়া ফোড়ার মুখ ফাঁক করিতে হয় তাহা হইলে সমস্ত পূঁয বাহির হইবার সুবিধা হইয়া থাকে।

শেষের চিকিৎসা (After treatment)—ফোড়া কাটার পর স্ফোটক গহ্বরে ড্রেনেজ-নল অথবা পল্‌তে দিয়ে রাখতে হয়; পূঁযের ঘর ক্রমে বুজে এলে আর পল্‌তের আবশ্যক হয় না। ঐরূপ ফোড়ার ভিতর পিচকারী করার প্রয়োজন হয় না।

পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত উপদংশ রোগ।

HEREDITARY SYPHILIS.

সুশীলা। দিদি! যে নাপ্‌তিনি আমাদের আল্‌তা পরায় সেই তাহার এক মাসের নাতীকে তোমায় দেখাতে এনেছে। দেখ দেখি

এই ছেলের গায়ে রাঙ্গা রাঙ্গা ও চাকা চাকা কি সব বেরিয়েছে। আমি ত এরূপ কখন দেখিনি।

সৌদামিনী। সুশীলা! তোমায় আর কি বল্‌বো, বল্‌তে লজ্জা করে, এই রোগকে শিশুগণের উপদংশ বা গর্ম্মীর ব্যারাম কহা যায়। তুমি এক কর্ম্ম কর, বাক্স থেকে দুই দশমিক চূর্ণ মার্কুরিয়াস্-ডল্‌সিস্ ঔষধের ৪ গ্রেণে ১২টা পুরিয়া করিয়া দাও এবং ব'লে দাও যেন খোকাকে এক একটী পুরিয়া তিন ঘণ্টান্তর খাওয়ায়। আর এক কর্ম্ম কর এই দুই ড্রাম ব্লু অয়েণ্টমেণ্ট ঔষধের ব্যবস্থা পত্র (Prescription) খানা নাপ্‌তিনির হাতে দাও যেন কোন ডাক্তারখানা হইতে কিনে আনে। ঔষধের মলমটা এলে পরে উহা একখানা বুক বা পেট বাঁধা ফ্লানেলের টুকরায় মাখাইয়া ছেলের বুকে বা পেটে তাহা জড়াইয়া বাঁধিয়া দিবে। এই ঔষধ মাখান ফ্লানেলের পেটীটা তিন দিন খুল্‌তে বারণ করো। ৩ দিন গেলে পর গরম জলের ন্যাকড়া দ্বারা ঐ পুরাতন মলম গাত্র হইতে তুলিয়া বা মুছিয়া লইয়া তদুপরি আবার ঐরূপ পূর্ব্বমত মলম লাগাইবে। শেষে ব'লে দিও বৎসরাবধি এখানে যাতায়াত কোরে ছেলের জন্য ঔষধ পত্র লইলে পর তাহার নাতি সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য হইতে পারিবে।

নাপ্‌তিনি ঘাড় হেঁট ক'রে ঔষধ ও ব্যবস্থা লইয়া চলে গেলে পর সুশীলা কহিল দিদি! তোমার কথা-বার্ত্তা শুনে ও ব্যবস্থা দেখে আমি "হতভোম্বা" হ'য়ে গেছি। তুমি ভাই এই রোগের বিষয় আমাকে কিছু বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

সৌদামিনী। সুশীলা! আর বুঝ্‌বে কি, ইহাকেই বলে "মরে পুত্র জনকের পাপে!" অর্থাৎ অভদ্র পিতা নিজে উপদংশ রোগ ক্রয় করিয়া সেই গর্ম্মী রোগের বিষে জর্জ্জরিত অবস্থায় পুত্রের জন্ম দেয় এবং তজ্জন্য তাহার ঔরসজাত পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর দুই সপ্তাহ হইতে ছয় সপ্তাহকাল মধ্যে ঐরূপ "চিত্র বিচিত্র" হইয়া পড়ে। অতএব সুশীলা! মনে রাখিও

পিতা অথবা মাতার উপদংশ রোগ থাকিলে ছেলের শরীরে উহার বিষ আসিয়া বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত করে।

কেবল পাতকী পিতার উপদংশ রোগ বশতঃও সুস্থ মাতার গর্ভে উপদংশ বিষপ্রক্ষিপ্ত হইয়া পুত্র বা কন্যার জন্ম হইতে পারে।

সুশীলা। দিদি! এই জঘন্য রোগের কারণ ত বুঝিলাম, এক্ষণে উহার যাবতীয় লক্ষণ ও চিকিৎসাদির বিষয় বল, এবং আমাদের নাপ্‌তিনির নাতিকে বাঁচাও।

সৌদামিনী। বলি শোন ঃ—

লক্ষণ। (Symptoms)— ঐরূপ শিশুকে ভূমিষ্ট হইবার সময় কিছু বুঝা যায় না, বরঞ্চ শিশুকে ১৫ দিবস পর্য্যন্ত বেশ সুস্থ বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু জন্মের ২য় সপ্তাহের শেষ হইতে ৬ষ্ঠ সপ্তাহ কাল মধ্যে গর্ম্মী রোগের প্রথম লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। জন্মের পর তিন মাস পর্য্যন্ত কোন লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে শিশু পিতৃ পাপের অধিকারী হইল না এরূপ বলা যায়।

যাহাদের উপদংশ হইবে, তাহাদের নিয়তই সর্দ্দি লেগে থাকা অর্থাৎ সর্দ্দিতে সেই ছেলেদের সর্ব্বদা ঘোঁত ঘোঁত করা (Snuffles), তৎপরে ত্বকে স্ফোট (Skin eruption) বাহির হওন, যেখানে যেখানে শ্লেষ্মাস্রাবী পর্দ্দা আছে, তদুপরি উপদংশ সদৃশ প্যাচ্‌ বা চিহ্ন প্রকাশ (Mucous patches; অর্থাৎ নাক মুখ ও কাণের ভিতর ঘা, ঐরূপ পর্দ্দার গাত্রে ফাটা (Fissures), গাঁটে বেদনা (Tenderness of joints), শীর্ণতা (Emaciation), চোপসান মুখ (Wrinkled face) ও বুড়ার মত আকৃতি, ঈষৎ পীতবর্ণের ত্বক্ (Sallow skin), এবং নখের কোণ প্রদাহ (Onychia) প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। পরে চেরা চেরা দাঁত বা দাঁতের বিশেষ আকৃতি (Hutchinson's teeth), অস্থির আবরণ প্রদাহ (Osteo-periostitis), চক্ষুর

কর্ণিয়ার ভিতর প্রদাহ (Interstitial keratitis) এবং ত্বক্ নিম্নে বড় বড় গুটি (Subcutaneos gummatua) প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ভাবীফল। (Prognosis)—পিতার স্বোপার্জ্জিত উপদংশ জাত লক্ষণে তত ভয় থাকে না, যত তাহার প্রদত্ত সন্তানের উপদংশ রোগের লক্ষণে ভয় থাকে।

চিকিৎসা (Treatment) ১। মার্কুরিয়াস্—দস্তুর মত অনেক দিন ধরিয়া মার্কুরিয়াস্ ঔষধ সেবন করাইতে হয়। তিন ঘণ্টান্তর ২× মার্কুরিরাস্-ডাল্‌সিস্ ঔষধের চূর্ণ বা ঠুলি (Tablet) করিয়া খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। মার্ক্-ভাইভাস বা মার্কুরিয়াস্, মার্ক-আয়োডাইড্ প্রভৃতি ঔষধ ভৈষজ্য রত্নাবলীর লক্ষণ মিলাইয়া ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। সেকেণ্ডারী ইরাপ্‌সন বা স্ফোট নিবারণার্থে মার্কুরিয়াস্ ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ হয়। মাত্রা রোগের প্রাবল্য অনুসারে উচ্চ ও নিম্নক্রম ব্যবহার করিতে হয়।

২। নাইট্রিক-এসিড্ ১× হইতে ৩, ৩০, ১০০—যদি পূর্ব্বে অধিক পারা ঘটিত ঔষধ সেবন করান হইয়া থাকে, যদি মুখের ভিতর ঘা, মুখের কোণ ফাটা মুখের অস্থি ক্ষত, নাকের ভিতর ঘা ও দুর্গন্ধযুক্ত পূঁয বা শ্লেষ্মা পাত, দাঁতের মাড়ীতে ঘা ও পচা গন্ধ, কণ্ঠের ভিতর ক্ষত, জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত, যাবতীয় ক্ষত হইতে সহজে রক্তপাত, চক্ষু প্রদাহ, চক্ষুতে ঘা, রক্ত পড়া ও আঁচিল প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তৎসঙ্গে যকৃতবৃদ্ধি কোষ্ঠবদ্ধ ও শীর্ণতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকে তবে নাইট্রিক-এসিড বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

৩। কেলি-আয়োড্ ১, ৬, ৩০—মুখের ভিতর কোমল তালুতে ছিদ্র হইলে (অধিক পারা সেবন করাইলে ঐরূপ হয়) ইহা উপযোগী হয়। উপদংশ রোগের সেকেণ্ডারী বা দ্বিতীয় অবস্থায় ইহার বিশেষ প্রয়োগ নাই, তবে ঐ অবস্থায় চক্ষু প্রদাহ, ওজিনা বা নাসাভ্যন্তরের শ্লেষ্মা

স্রাব হইলে প্রয়োজন মত ইহার ব্যবহার আছে। কিন্তু উপদংশ রোগে ৩য় অবস্থায় হস্ত ও পদাদিতে গভীর ক্ষত হইলে, রাত্রিকালে হাড়ে অত্যন্ত বেদনা হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক নিম্নক্রমে অর্থাৎ অধিক মাত্রায় ব্যবহার না করিলে কোন উপকারই হয় না। উপদংশ রোগের ২য় অবস্থায় পটাস্ আয়োডাইড্ ঔষধের এক গ্রেণের ১০০ ভাগের এক ভাগ যথেষ্ট হইতে পারে কিন্তু ঐ রোগের টার্সিয়ারী বা ৩য় অবস্থায় অনেক মাত্রায় আবশ্যক হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! বেশী মাত্রায় হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থা কিরূপ?

সৌদামিনী। তবে শুনবে? বলি শোন ঃ—

আমেরিকায় ডাক্তার বার্ট এম, এ, এম, ডি, নামক একজন প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক একটি টার্সিয়ারী সিফিলিস্‌গ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা করিতেছিলেন। টার্সিয়ারী সিফিলিস্ রোগে অর্থাৎ গর্ম্মী রোগের ৩য় অবস্থায় অত্যন্ত অস্থি বেদনা হয়। ঐ রোগীর রাত্রিকালের হাড়ের বেদনা দূর করিবার জন্য তিনি কেলি-হাইড্রিয়োডিকাম্ অর্থাৎ পটাস্-আয়োডাইড্ ঔষধের ডাইলিউসন্ বা ক্রম ব্যবহার করিতেছিলেন কিন্তু কোনরূপেই তাহার যন্ত্রণার লাঘব হয় নাই। ডাক্তার বার্ট নিজে একজন সুদক্ষ ও বিখ্যাত চিকিৎসক হইলে কি হইবে, রোগীর যাতনা নিবারণ করিতে না পারিলে তাঁহার বড় টাইটেল লইয়া রোগীর মন ক'দিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? অবশেষে সেই রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অগত্যা এক এলোপ্যাথিক ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্য আনাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এলোপ্যাথিক ডাক্তার আসিয়া একেবারে অধিক মাত্রায় একবার পটাস্-আয়োডাইড্ সেবন করাইলে রোগীর যন্ত্রণা নির্ব্বাণ হইয়াছিল। এই ব্যাপার দেখিয়া ডাক্তার বার্ট বলিয়াছিলেন "হায়! হায়! যে ঔষধ আমি ব্যবস্থা করিয়াছিলাম সেই ঔষধেই এই এলোপ্যাথিক

ডাক্তার ঐ রোগীকে আরাম করিল আর আমি উহার ক্ষুদ্র মাত্রা লইয়া অর্থাৎ ডাইলিউসনের মধ্যে থাকিয়া হাবু ডুবু খাইতেছিলাম। অদ্য আমার চৈতন্য হইল। "সূক্ষ্ম মাত্রার মধ্যেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বদ্ধ" এই কুশিক্ষাই আমার অপযশের কারণ হইয়াছিল। সদৃশবিধির অর্থাৎ হোমিওপ্যাথির নিয়মে যখন কোন ঔষধের ১ ক্রম এবং ১০০০ বা ততোধিক ক্রম যদি উভয়েই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ হয় তবে সেই ঔষধেরই ১০।২০ গ্রেণ বা ১০।২০ বিন্দু কেনই বা হোমিও-প্যাথিক হইবে না। এক্ষণে "আমি আবশ্যক বিধায়ে অধিক মাত্রায়, কোন ঔষধ ব্যবস্থা করিতে সঙ্কুচিত হইব না" ডাক্তার বার্ট সেকেণ্ডারী ও টার্সিয়ারী সিফিলিস্ রোগে এক্ষণে ১ হইতে ৫ গ্রেণ অথবা কোন দুরন্ত টার্সিয়ারী সিফিলিস্ রোগের অস্থি বেদনা নিবারণার্থে ১৫ হইতে ২০ গ্রেণ পটাস্-আয়োডাইড্ ব্যবস্থা করিতে সঙ্কুচিত হন না। ডাক্তার মহেন্দ্র বাবুর "ভৈষজ্য রত্নাবলীর" দ্বিতীয় খণ্ডের ১২১৫ পৃষ্ঠা পড়িলে সুশীলা! তুমি সমস্ত বুঝিতে পারিবে।

অনেকে এইরূপ অধিক মাত্রায় চিকিৎসাকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বলিয়া স্বীকার করেন না কিন্তু উপদংশ, প্রমেহ, এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ আরোগ্য করিতে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণ প্রায়ই অপারগ হন; উহার একমাত্র কারণ এই যে, ঔষধের ঠিক মাত্রা নির্ণয় করিতে অনেকে সক্ষম হন না। অনেকে কেবল সূক্ষ্ম মাত্রায় অর্থাৎ কেবল ডাইলুসনের উপর নির্ভর করিয়া আপনার রোগী লোকসান করেন অথবা রোগীকে "ভোগান" এবং সেও উপকার না পাইয়া অবশেষে এলোপ্যাথিক বা কবিরাজী কিম্বা হাকিমী চিকিৎসকের হাতে গিয়া পড়ে।

সুশীলা। ঠিক বলেছ বোন! তবে কি জান "অভ্যাস যায় না ম'লে, আর ইল্লোত যায় না ধুলে" যার যেরূপ অভ্যাস তিনি সেইরূপই

করেন। কয়জন ব্যক্তি বিশেষ বিচার করিয়া লিবারেল বা উদারভাবে চিকিৎসা করেন বল? সে যাহা হউক, তুমি যা বল্‌ছিলে এখন বল এবং আবার বলি আমাদের নাপ্‌তিনীর নাতিকে বাঁচাও।

সৌদামিনী। হাঁ বোন্ বলি শোন :—

৪। আয়োডিন ৬, ৩০, ২০০— উপদংশ জনিত কণ্ঠক্ষত তৎসঙ্গে গলায় অনেক বীচি আওরান এবং রাক্ষুসে ক্ষুধা ও সমস্ত দিন মধ্যে মধ্যে খাওয়া সত্ত্বেও শিশুর শরীর না গড়া প্রভৃতি লক্ষণে আয়োডিন ফলপ্রদ হয়।

৫। অরম্ ৬, ৩০, ২০০—টার্সিয়ারী বা তৃতীয়াবস্থায় সার্কোসিল্, অর্থাৎ অণ্ডকোষের মাংস বৃদ্ধি, অস্থি বেদনা, লুপাস্ অর্থাৎ মুখে, নাকে, জ্বালাকর ও টিউবার্কেল নামক দূষিত গুটির ধাতুবিশিষ্ট ক্ষত বা ঘা, বাত, লেরিংস প্রদাহ, অস্থিতে ক্ষত (কেরিজ্), ওজিনা অর্থাৎ নাসারন্ধ্র হইতে পূঁযবৎ প্রাব এবং দুর্গন্ধযুক্ত কাণ পাকা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে অরম্ উপযোগী হয়।

৬। ষ্টিলিঞ্জিয়া ৬—গর্ম্মি—রোগের দরুণ হাড়ের আবরণ বেদনা, সায়েটিক স্নায়ুতে বেদনা, অস্বাভাবিক গুটি (nodes) প্রকাশ, তৎসঙ্গে অসহ্য হাড় বেদনা থাকিলে ইহা ফলপ্রদ হয়। পিতৃমাতৃ প্রদত্ত গর্ম্মি (Congenital syphilis) রোগের সহিত লেরিংস প্রদাহ থাকিলে ষ্টিলিঞ্জিয়া বিশেষ উপযোগী হয়।

৭। আর্সেনিক ৩০, ২০০—বসা ও পচা উপদংশ ক্ষতে বেদনা ও জ্বালা থাকিলে আর্সেনিক ফলপ্রদ হয়। এক ভাগ আর্সেনিক আর ২০০০ ভাগ মলম এইরূপে মিলাইয়া ক্ষতে লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়।

৮। কেলিবাইক্রোম ৩, ৬, ৩০—গলার ভিতর টন্সিল দুটীতে অল্প ঘা হইলে অর্থাৎ ঐরূপ ঘা শীঘ্র শীঘ্র না সারিলে, তৎসঙ্গে

কণ্ঠ, চক্ষু, ত্বক্ এবং হাড়ের আবরণের রোগ থাকিলে কেলি-বাইক্রোম বিশেষ উপকার করে।

৯। হেপার্ সালফার্—গর্ম্মী রোগ প্রযুক্ত ছেলের মাথায় চুল উঠিয়া গেলে ইহা ফলপ্রদ হয়।

১০। হাইড্রাষ্টিস্ ৩×, ৬—উপদংশজাত গলা বেদনায় ইহা উপযোগী হয়।

১১। কোরাইডেলিস্ ৬—ইহা দ্বারা উপদংশজাত অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা গুটী, স্ফোট ও ক্ষত আরোগ্য হয়। পিতৃ মাতৃ দত্ত ঐরূপ রোগেও ইহা উপকার করে।

১২। ক্রিয়াজোট ৬, ৩০—গর্ম্মী রোগ বশতঃ শিশুদের চর্ম্ম বেদনা তৎসঙ্গে সন্ধ্যাকালীন কণ্ডুয়ন বা চুলকণা নিবারণার্থে ইহা উপকার করে।

১৩। চায়না ৩×, ৩০—উপদংশ রোগগ্রস্ত শিশুগণের বল-বিধান হেতু এই ঔষধের ব্যবহার হয়।

১৪। এতদ্ব্যতীত, যকৃতে গ্যামেটা বা শক্ত গুটীর জন্য ৩× সিলিকা ও আর্সেনিক ৩০; কণ্ডাইলোমেটা বা আঁচিল জাতীয় অস্বাভাবিক অবস্থায় ৬নং থুজা, সার্কোসিল অর্থাৎ অণ্ডকোষের মাংস বৃদ্ধি হইলে গ্রাফাইটিস ১২নং লাইকোপোডিয়াম্ ১২নং ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এতদ্সঙ্গে আহারের পর ২।১ বিন্দু করিয়া কড্লিবার তৈল সেবন ব্যবস্থা করিলে ভাল। জিহ্বা ও কণ্ঠের অসুখে ৫নং ফ্লুয়োরিক এসিড ব্যবস্থা হয়। হাড়ের আবরণে প্রদাহ এবং চর্ম্মে ক্ষত হইলে ফাইটোলাক্কা ব্যবস্থা হইয়া থাকে। কুচ্কি ফোলা, তৎসঙ্গে প্রচুর সর্দ্দি থাকিলে ব্যাডাইগা ৬নং উপযোগী হয়।

পোড়া ও ঝল্‌সান।

BURNS AND SCALDS

সুশীলা। দিদি! সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমাদের দুখানা বাড়ীর পর যে হাজরারা আছে, সেই হাজরাদের মেজ বৌয়ের ৪ বছরের মেয়ে বড় পুড়ে গেছে। শুন্‌লেম যে ঘটপানা মেয়েটিকে একখানা রং করা কাপড় পরিয়ে মাহেশের উল্টো রথ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলো, তার পর সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী এসে ঘরের ভিতর লাফালাফি করছিলো, আর প্রদীপের শিষে আঁচল ধরে গিয়ে পা, পিঠ, ও হাত একেবারে পুড়ে ঝল্‌সে গেছে। ঐ দেখ হাজরাদের গিন্নী তোমায় বল্‌তে আস্‌চে। কি হবে দিদি! মেয়েটি কি বাঁচবে না? কিছু ঔষধ থাকে ত দাও।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! যদি উপর উপর পোড়ে অর্থাৎ অঙ্গের গভীর স্থান না পোড়ে, তবে সেই স্থানে শুষ্ক তাপ প্রয়োগ করিবে, তাহা হইলে দগ্ধ স্থানের তাপ অনেক পরিমাণে বাহির হইয়া যায়। অনেক স্থান ব্যাপিয়া পুড়িলে কৃত্রিম তাপ প্রয়োগের অসুবিধা ঘটে। পোড়ার স্থলে শীতল জল বা আলুবাটা লাগাইতে নিষেধ করিবে, কারণ, উহা দ্বারা অধিক ফোস্কা ওঠে।

অধিক পরিমাণে পুড়িলে শরীর হিম হয় সুতরাং শিশু বা বালককে কম্বল জড়াইয়া আগুণের নিকট রাখিবে এবং উহাকে উষ্ণ সুরা ও গরম জল পান করিতে দিবে, ক্রমে উহার গা গরম হইলে দগ্ধস্থানের চিকিৎসার জন্য উদ্যোগ করিবে।

অধিক স্থান পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তূলা দ্বারা সেই স্থান ঢাকিয়া রাখিবে। ফোস্কা উঠিলে সূচী দ্বারা বিঁধিয়া ও রস বাহির করিয়া পরে গরম জলে সেই স্থান ধৌত করিবে। তৎপরে আবার তূলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

স্যাচুরেটেড পিক্রিক্-এসিড সলিউশন—পটি করিয়া পোড়া স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার নিবারণ হয়, এবং ক্রমাগত উহা লাগাইতে থাকিলে ভবিষ্যতে দগ্ধ স্থানে পুঁষ ও গন্ধাদির কিছুমাত্র ভয় থাকে না।

পোড়া স্থানে সোডা-বাইকার্ব্ব নামক ঔষধের গুঁড়া ছড়াইয়া তদুপরি একখানি ভিজা ন্যাকড়া জড়াইয়া রাখিলেও শীঘ্র বেদনা নিবারণ হয়। শীঘ্র শীঘ্র ন্যাকড়া খুলিবে না। যদি বেশী পোড়া না হয় তবে ঐরূপ করিলে শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হয়।

অঙ্গের উপর উপর পুড়ুক বা গভীর স্থান পর্য্যন্ত দগ্ধ হউক না কেন, দগ্ধ স্থানে সাবানের প্রলেপ লাগান বড় ভাল। সাদা সাবান কুরে কুরে কেটে অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক'রে অল্প পরিমাণ ঈষৎ গরম জলে চট্‌কে ন্যাকড়াতে পুরু ক'রে লাগাইয়া সেই ন্যাকড়াখানি মলমের পটির মত দগ্ধস্থানে বসাইয়া দিবে। ফোস্কা থাকিলে ফোস্কা কেটে বা ছেঁদা ক'রে তদুপরি সাবানের পলাস্ত্রা দিবে। সকল গৃহস্থের বাটীতে সাবান থাকে সুতরাং পুড়ে গেলেই সহজেই সাবানের পলাস্ত্রা প্রস্তুত ক'রে দগ্ধস্থলে লাগাতে পারা যায়। সাবানের পটিতে বিশেষ উপকার হয়। ২৪ ঘণ্টার পর আবার সাবানের পটি বদলাইয়া দিবে। পটি বদলাইবার সময় দগ্ধস্থান অন্য কোনরূপে পরিষ্কার করিবে না। সাবানের পটিতে প্রথমে একটু বেদনা বাড়ে, কিন্তু পরে বেদনা অত্যন্ত কমিয়া গিয়া থাকে। সাবানের পটিতে অল্প অল্প পোড়া ২।৩ দিনে ভাল হয়। অধিক নীচে পর্য্যন্ত পুড়িলে ৮।১০ দিনে আরোগ্য হয়। হাড় পর্য্যন্ত পুড়িলেও সাবানের পটিতে উপকার হয়। সাবানের পটিতে পুঁষ দমন করে এবং যদি উত্তমরূপে লাগান যায় তবে পরে পোড়ার দাগ হয় না। সাবানের পলাস্ত্রা লাগাইলে যদি জ্বালা বা প্রদাহ হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে মশিনার তেল ও চূণের জল সমান ভাবে মিশ্রিত করিয়া দগ্ধস্থানে লাগান ভাল।

পোড়াঘায়ে যেন হাওয়া না লাগে তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবে। অর্থাৎ সর্ব্বদা পোড়া ঘায়ের পটি বদলাইবে না। দগ্ধ ক্ষতে ভেসেলিন নামক চর্ব্বি লাগাইলে উপকার হয়। বড় গেলাসের আধ গেলাস জলে ৫ হইতে ৮ ফোঁটা ক্যান্থারিডিস্ ঔষধের মূল অরিষ্ট মিশাইয়া পোড়া ঘায়ে সেই ক্যান্থারিডিস্ লোশনের পটি দিলে বিশেষ উপকার হয়। দিবসে ২।৩ বার এরূপ পটি লাগান উচিত। এপিস্ ঔষধের ঐরূপ লোশন করিয়া লাগাইলে উপকার হয়। পোড়া স্থানে ৩ বা ৬নং কষ্টিকাম্ ঔষধের ধাবন বা লোশনের পটি দিলে শীঘ্র শীঘ্র বেদনা দূর হয় এবং ঘা আরাম হবার বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে।

নিকটে কোন প্রকার ঔষধ না থাকিলে পোড়ার উপর ময়দার গুঁড়া ছড়াইয়া দিবে।

অত্যন্ত গরম সামগ্রী আহার বা পানবশতঃ গাল, গলা অথবা পাকাশয় পুড়িয়া গেলে ৬নং ক্যান্থারিস্ ঔষধের জল অল্প অল্প খাইতে দিবে। এক এক ঢোক্ ঔষধ অনেকক্ষণ মুখের ভিতর রাখিয়া তবে গিলিতে কহিবে। ইহাতে উপকার না পাইলে ৬নং আর্সেনিক, কষ্টিকাম্ রাসটক্স অথবা কার্ব্বোভেজ ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। কারিকর-দিগের হাত পুড়িয়া গেলে তার্পিণ তৈল অথবা ক্লোরোফর্ম্ম ঔষধে গাটা-পার্চ্চ গলাইয়া দগ্ধস্থানে লাগাইতে কহিবে।

সাল্‌ফুরিক এসিড্ বা মহাদ্রাবক দ্বারা পুড়িয়া গেলে চূণের জল বা খড়িগোলা জল পটি করিয়া লাগাইবে। ক্ষার দ্বারা পুড়িয়া গেলে শির্কাম্ল অর্থাৎ ভিনিগার ঔষধের প্রলেপ দিবে। ফস্‌ফরাস্ দ্বারা পুড়িয়া গেলে সুইটঅয়েল্ দিলেই বেদনা নিবারিত হয়।

পোড়ার পর ঘা হইলে সাবানের পলাস্ত্রা দিলে অথবা ৬নং কষ্টিকাম্ ধাবনের পটি সর্ব্বদা লাগাইয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হয়। যদি দগ্ধ ক্ষতে বেদনা ও দুর্গন্ধ হয় তবে ক্লোরাইড্ অব্ লাইম দ্রাব ও সুইট-

অয়েল্ মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ ক্ষতে লাগাইলে সমস্ত যন্ত্রণা ও দুর্গন্ধ দূর হইয়া থাকে।

পোড়ার পর জ্বর হইলে ৬নং একোনাইট্ ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। দগ্ধ কারণ হেতু কদাচ আর্ণিকা ব্যবহার করিবে না।

অত্যন্ত পোড়া পেযুক্ত তড়কা হইলে ১২নং ক্যামোমিলা ঔষধের বড়ী উপযোগী। অত্যন্ত পুড়িয়া গেলে পর যদি পরে উদরাময় অথবা কোষ্ঠবদ্ধ হয় তবে উহার জন্য ব্যস্ত হইবে না। ৪।৫ দিন কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে গরম জলের পিচকারী দিয়া বাহ্যে করাইবে। উদরাময় ও পেট বেদনার জন্য প্রথমে ৬নং পাল্সেটিলা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে এবং পরে ৩০নং সাল্ফার ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে। প্রথম হইতে পেটের অসুখ বন্ধ করা উচিত নয়, তবে পোড়ার পর ২ সপ্তাহ পর্য্যন্ত পেটের অসুখ বন্ধ না হ'লে ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়।

যদি বেলা দুই প্রহর হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত ভেদ হয়, তবে ৩০নং ক্যাল্কেরিয়াকার্ব্ব এবং যদি প্রাতঃকাল হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত অধিক ভেদ হয় তবে ৩০নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী উপযোগী হইয়া থাকে। প্রচুর পরিমাণে জলপান করিলে ও সর্ব্বদা বেড়াইলে পেটের অসুখ সহজেই সারিয়া যায়। পোড়া হেতু হাত ও পা ফুলিলে ক্যাল্ক-কার্ব্ব ঔষধ খাওয়ান ভাল।

পোড়াতে ফোস্কা না উঠিলে ১ ভাগ আর্টিকা-ইউরেন্স ঔষধের মূল আরক ৪ ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পটি করিয়া সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখিবে। কোন মতে পটি তুলিবে না।

পোড়াতে ফোস্কা উঠিলে ১ ভাগ ক্যান্থারিস্ ঔষধের মূল আরক ১০ ভাগ জলে মিশ্রিত করিয়া ঐরূপ পটি করিয়া লাগাইবে এবং ৬নং ক্যান্থারিস্ ঔষধের বড়ী এক ঘণ্টান্তর খাইতে দিবে। গভীর স্থান পর্য্যন্ত পুড়িয়া গেলে ৩নং কেলি-বাইক্রম ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে

এবং ১ ভাগ ক্যালেণ্ডুলা ঔষধের মূল আরক ৪ ভাগ জলে মিশ্রিত করিয়া পটি দিবে। পোড়া ক্ষতে অত্যন্ত পূঁষ পড়িলে ৩নং হেপার সাল্‌ফার ঔষধের গুঁড়া ৪ ঘণ্টান্তর ২ গ্রেণ মাত্রায় খাওয়াইবে।

দন্তক্ষয় বা পোকাধরা দাঁত।

CARIOUS TEETH.

সুশীলা। দিদি! ধরেদের ছেলেটীর সমস্ত দাঁতগুলি যেন পোকা-ধরার মত ক্ষয় হয়ে যাচ্চে। ইহার কারণ কি, আর উহা নিবারণের উপায় কি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! চোয়াল ছোট বা অসমান হ'লে অতি কাছে কাছে দাঁত ওঠে অথবা দাঁতে দাঁতে ঠেকে উহাদের গাত্র নষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় আহারীয় সামগ্রী দাঁতের পাশে পাশে লেগে থাকে অথবা দাঁতের গোড়া ভাল করিয়া সাফ হয় না সুতরাং দাঁতের গোড়ায় খাবারের কুচি জ'মে জ'মে পচ্‌তে থাকে এবং শেষে দাঁতে ক্ষত হয়।

দাঁত উঠিলে পর কেবল নরম সামগ্রী খাওয়াইলে দাঁতের জোর হয় না, যে সমস্ত সামগ্রী চিবাইতে জোর লাগে সে সকল পদার্থ চিবাইতে দিবে। দাঁতে যত চাপ পড়বে তত দাঁত শক্ত হবে। অতএব জানিবে যে শৈশব কালে দাঁতের যথার্থ ব্যবহার না হইলেই দাঁতে পোকা ধ'রে বা দাঁত ক্ষয় হয়।

আবার ইহা স্মরণ রাখিবে যে শিশুর অজীর্ণ থাকিলে অথবা পোষণ অভাবে উহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে দাঁত ক্ষয় হইতে থাকে।

সুশীলা। দিদি! পূর্ব্ব হইতে কিরূপ সাবধান হ'লে এরূপ হতে পারে না?

সৌদামিনী। বড় কাছাকাছি দাঁত উঠিলে দাঁতের ডাক্তারের নিকট

গিয়ে বাড়্তি দাঁত ও পোকাধরা দাঁত তুলিয়ে দেবে। দাঁত তুলিলে সেই ফাঁকের ঘরে অন্য দাঁত স'রে আসে। পাঁউরুটীর শাঁসও যেমন খাবে উহার শক্ত খোসাও সেইরূপ চিবিয়ে খাবে। তাহা হইলে দাঁত ও দাঁতের মাড়ী শক্ত, সবল ও পুষ্ট হয়। আমাদের চুষিকাটি চিবান অতি সুপ্রথা, কারণ, ইহাতেও দাঁত শক্ত হয়। শিশুদিগকে অধিক মিষ্টান্ন খাইতে দিবে না, কারণ উহাতে দাঁত খারাপ হয়। অর্থাৎ অধিক মিষ্টান্ন ভক্ষণে রাসায়নিক ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়া অজীর্ণ উৎপন্ন হয় এবং মুখের লালা দূষিত হইয়া দাঁত নষ্ট হয়। টক খাওয়া বড় নিষেধ। গরম গরম পানীয় পদার্থেও দাঁত খারাপ করে। আহারের পর দাঁত সাফ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। পোয়াতীরা ছেলেকে কুচ্‌কি-কণ্ঠা খাওয়াতে মজবুত কিন্তু দাঁত ধোয়াতে জানে না। দাঁত ধোয়ান বুরুষ আছে, সেই বুরুষ দিয়ে ছেলের দাঁত দুবেলা অল্প অল্প ঘসিয়া ধুইয়া দেওয়া উচিত। যতবার ছেলে আহার করে ততবার দাঁত ধোয়াইলে ভাল হয়। মোট কথা এই যে, আহারের পর মাছের কুচি, রুটীর কুচি এবং তরকারীর কুচি যাহাতে কোনরূপে দাঁতে লেগে থাকৃতে না পায় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌বে। গুল গুঁড়া অথবা অন্য প্রকার কর্‌করে গুঁড়ার দ্বারা দাঁত মাজ্‌তে দিবে না। দাঁত উঠিলেই ভিজা বুরুষ দ্বারা দাঁত ও দাঁতের মাড়ী প্রত্যহ ২।৪ বার ঘসিবে।

শিশুদিগকে মুখ বুজিয়া ঘুমাইতে শিক্ষা দিবে। জাগিবার অবস্থায় শিশু যেন সর্ব্বদা হাঁ করিয়া না থাকে। অধিক হাওয়া লাগিলে দাঁত খারাপ হয়। এতদ্ব্যতীত, স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্ত নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

সুশীলা। দিদি! খারাপ ও ক্ষয়প্রাপ্ত দন্ত রোগের ঔষধ কিরূপ?

সৌদামিনী। যদি মুখ ও পাকাশয়ের রস অত্যন্ত অম্লযুক্ত হয়, তৎসঙ্গে ঘন ঘন বমন এবং দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হয় তবে ৬নং ক্রিয়োজোট্ ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি দাঁত আল্‌গা হয়, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়ে, মুখের ভিতর

হইতে অত্যন্ত লালা ঝরে এবং মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় তবে ৬নং মার্কুরিয়াস ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী।

যদি দাঁত কোমল হয় ও টিপিলে গুঁড়ো হয়ে যায় তবে ৬নং সাইলিসিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

দাঁত আল্‌গা ও কাল হইলে এবং দাঁতের মাড়ী ফেকাসে, স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ৬নং ষ্টাফিসিগ্রিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে বিশেষ উপকার দেখা যায়।
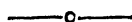
দন্তশূল।

TOOTHACHE.

সুশীলা। দিদি! তোমার ক্রিয়োজোট ও মার্কুরিয়াস্ ঔষধের বড়ীতে ধরেদের ছেলের ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতের বেদনা প্রভৃতি অনেক কমেছে। দেখ দিদি! মল্লিকদের ছেলের বড় দাঁত কন্‌কন্ কচ্চে, তারা ঔষধ নিতে এসেছে।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! ছেলেদের প্রায়ই দাঁত কন্‌কন্ করে। প্রথমবারের দুধে দাঁতগুলি পোকা ধরিলে অর্থাৎ ক্ষয় হইতে থাকিলে দাঁত কন্‌কন্ করে। এতদ্ব্যতীত, হঠাৎ ঋতু পরিবর্ত্তনে, ঠাণ্ডা লাগিলে, অজীর্ণ এবং শারীরিক অসুস্থতা হেতু দাঁত বেদনা করে। দাঁতের নীচে স্নায়ু বেরিয়ে পড়ে, সেই স্নায়ুতে আহারীয় সামগ্রী এমন কি জল পর্য্যন্ত লাগিলেও দাঁত কন্‌কন্ করিয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! দাঁত কন্‌কনানির ঔষধ কি?

সৌদামিনী। দাঁতের অসুখ হইলেই সর্ব্বপ্রথমে ১নং প্লাণ্টেগো ঔষধের বড়ী ১০ মিনিট অন্তর খাওয়াইবে।

যদি ঠাণ্ডা লেগে দাঁত কন্‌কন্ করে এবং তৎসঙ্গে জ্বর লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

সহজ দাঁত কেবল কন্‌কন্ করিলে ১নং স্পাইজিলিয়া ঔষধের বড়ী ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইবে।

যদি মাঝে মাঝে দাঁত কন্‌কন্ করে, দাঁতের গোড়ায় জ্বালাকর ও কর্ত্তনবৎ বেদনা হয় এবং সর্ব্বাঙ্গিক অবসন্নতার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ৬নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী হয়।

কেবল খাবার সময় দাঁত বেদনা করিলে ৬নং কেলি-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী ৪ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা হয়।

যদি দাঁতের বেদনাবশতঃ রগ পর্য্যন্ত দপ্‌দপ্ করে, বিশেষতঃ ডান রগে বেশী বেদনা হয় তৎসঙ্গে লালবর্ণ মুখমণ্ডল এবং মস্তকে জ্বালা, দপ্‌-দপানি ও তাপ বর্ত্তমান থাকে তবে ৬নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

ঠাণ্ডা বাতাস অথবা ঠাণ্ডা লাগিলেই যদি দন্তশূল হয় তবে ৬নং ক্যাল্ককার্ব্ব ঔষধের বড়ী ৬ ঘণ্টান্তর উপযোগী।

যদি ঠাণ্ডা বা গরম সামগ্রী আহার করিলে দন্তশূল হয় এবং গালে হাত দেওয়া যায় না এরূপ বেদনা থাকে তবে ৬নং ব্রায়োনিয়া ঔষধের বড়ী উপযোগী হয়।

যদি গরম সামগ্রী আহার করিলে দন্তশূল হয় এবং রাত্রিতে শয্যায় অসহ্য বেদনা এবং একগাল লাল ও অপর গাল ফেকাসে থাকে তবে ১২নং ক্যামোমিলা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। কখন কখন ১নং ক্যামোমিলা ব্যবস্থা করা যায়।

যদি আল্‌গা কিম্বা ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁত হইতে বেদনা উৎপন্ন হয়, রাত্রিতে বেদনা বৃদ্ধি রাখে, ঘাম হইলেও অসুখ নরম না পড়ে, গাল পর্য্যন্ত বেদনা বিস্তৃত হয় এবং দাঁতের মাড়িতে ফোড়া হয় তবে ৬নং মার্কুরিয়াস্‌

ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী হয়। দাঁতের মাড়ীতে ৩নং মার্কুরিয়াস্ ঔষধের গুঁড়ো ঘষিলেও বিশেষ উপকার হইতে পারে।

দাঁতের গোড়া অত্যন্ত ফুলিলে মার্কুরিয়াস ঔষধের সহিত ৩নং এপিস্ ঔষধের বড়ী উল্টে-পাল্টে ব্যবস্থা করা যায়।

যদি দাঁত পোকাধরা বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তৎসঙ্গে দন্তমাড়ী লাল ও বেদনাযুক্ত হয় কিন্তু মাড়ীতে প্রদাহ বা ফোড়া না থাকে এবং মুখে দুর্গন্ধ বাহির হয় তবে ৬নং ক্রিয়োজোট ঔষধের বড়ী ফলপ্রদ।

যদি অজীর্ণবশতঃ অথবা তেল বা ঘির সামগ্রী আহার করিয়া দন্তশূল হয় এবং বাম দিকের মুখমণ্ডল অধিক বেদনা করে তবে ৬নং পাল্সেটিলা ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

যদি দাঁত কাল হয়, দাঁত ক্ষয় হয় এবং দাঁত উহার গোড়া হইতে উঠে পড়ে তবে ৬নং ষ্টাফিসেগ্রিয়া ঔষধ ভাল।

সুশীলা। দিদি! ঔষধ খাওয়ান ব্যতীত, আর কি কি উপায় অবলম্বন করতে হবে?

সৌদামিনী। গালে তাপ দিলে অনেক সময় উপকার হয়। মাড়ীতে স্পিরীট ক্যাম্পার ঘষিলে কিম্বা তুলা করিয়া ক্লোরোফর্ম্ম টিপিয়া ধরিলে ব্যথা কমে। অত্যন্ত রগ্ দপ্দপানি থাকিলে, রগে ক্রমাগত ঠাণ্ডা জল ঢালিলে বেদনা নরম পড়ে। অত্যন্ত গরম ও ঠাণ্ডা সামগ্রী খাইতে নিষেধ করিবে। যাহাতে পরিপাকক্রিয়া ভাল হয় এবং দাস্ত সাফ হয় তদ্বিষয়ে নজর রাখিবে। ঔষধ এবং মুষ্টিযোগ দ্বারা উপকার না দর্শিলে দাঁত তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

তরুণ বমনরোগ।

ACUTE VOMITING.

সুশীলা। দিদি! তোমার ব্যবস্থা মত মল্লিকদের খোকাকে আমি লক্ষণ দেখে দেখে প্রথমে প্লাণ্টেগো ও পরে পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী খাওয়াইয়াছিলাম তাহাতেই সে ছেলে ভাল হয়েছে। দেখ দিদি! আমাদের যে পান যোগান দেয়, সেই বারুইদের বৌয়ের খোকার ৪।৫ দিন বড় ন্যাকার হচ্চে। একটু ঔষধ নিতে এসেছে।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! যদি খোকা খেলেই বমি করে ও বমনে জমাট দধির মত চাপ চাপ বাহির হয় তবে উহাকে সাধারণ বা সহজ বমন বলা যায়। শিশুকে অত্যন্ত ঘন ঘন খাওয়াইলে অথবা একবারে আকণ্ঠ খাওয়াইলে ঐরূপ বমন হয়। আর যদি বমনে দুগ্ধ প্রভৃতি ভুক্তদ্রব্য জমাট বাঁধিয়া দধির মত না ওঠে তবে পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা হেতু ঐরূপ বমন হয় জানিবে। এইরূপ স্থলে নিয়ম করিয়া মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প আহার ব্যবস্থা করা উচিত।

সুশীলা। দিদি! বমন রোগের সাধারণ কারণ কি?

সৌদামিনী। অত্যন্ত পেট ভ'রে আহার, অনুপযুক্ত ও অপরিষ্কার ভাবে আহার প্রস্তুত করিয়া খাওয়ান, সময়ের পূর্ব্বে মাই ছাড়ান, যে বয়সে হজম করার সময় হয় নাই সেই সময়ে শ্বেতসার বা ময়দা জাতীয় আহার করান, অর্থাৎ সেই সময় এরারুট ও বার্লি প্রভৃতি খাওয়ান; অপরিষ্কার বায়ু, সূর্য্যের অল্প আলোক ও অপরিষ্কারতা প্রভৃতি কারণে সর্ব্বদা বমন হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি বমনের চিকিৎসা বলনা?

সৌদামিনী। যদি জিহ্বায় ঘন সাদাবর্ণের ময়লা, অত্যন্ত পিপাসা, চাপিলে পেট বেদনা, বমনেচ্ছা, উদ্গার, ক্ষুধামান্দ্য, পিত্তবমন ও ভেদ

প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং এণ্টিমোনিয়ম-ক্রুডম ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি আহারে অনিচ্ছা, লালাস্রাব, শ্লেষ্মা বমন এবং যদি মাই দুধ অসহ্য হয় অর্থাৎ মাই খেলেই তুলে ফেলে তবে ৬নং ইপিকাক ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

আহার ও পান কিছুই ভাল না লাগিলে, টক্ ও দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ বমন করিলে, অথবা সবুজ পিত্ত উঠিলে এবং কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ৩নং বা ৬নং নক্সভমিকা ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

অজীর্ণ বশতঃ ও পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা হেতু বমন হইলে ৬নং পাল্‌সেটিলার বড়ী খাওয়ান ভাল।

যদি তরল পদার্থ পান করিলেই বমন হয় তৎসঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে তবে ৬নং এণ্টিমটার্ট ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

বমনের সহিত অজীর্ণ ও পেট ফাঁপা থাকিলে এবং দক্ষিণ চক্ষুর উপর স্নায়ুশূল থাকিলে ৬নং এসিড্-কার্ব্বলিক ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল। চাপ চাপ দুগ্ধ বমন হইলে ১নং ইথুসা ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকার করে।

হঠাৎ দুগ্ধ বমন করিলে ৬নং মার্কুরিয়াস্ ব্যবস্থা হয়। বমন ও অজীর্ণ ভেদ হইলে ৩নং ফেরি-মিউর ঔষধের বড়ী উপযোগী হইয়া থাকে।

অম্ল ও পিত্ত বমনে ৬নং আইরিষ-ভার্সিকোলার ঔষধ ভাল।

বমনেচ্ছা, এবং পিত্ত বমনে ভুক্তদ্রব্য, শ্লেষ্মা ও পিত্ত উঠিলে ৩নং পিট্রোলিয়াম্ ঔষধের বড়ী উপকার করে।

সুশীলা। দিদি! ঔষধ সেবন ব্যতীত, অল্প দিনের বমন রোগে কি কি মুষ্টিযোগ অবলম্বন করিতে হয়?

সৌদামিনী। স্তন্যপায়ী শিশুদিগকে নিয়ম করিয়া স্তন পান

করাইতে কহিবে। এক সময়ে অনেকক্ষণ স্তন পান করাইতে নিষেধ করিবে। একবার যতটুকু দুগ্ধ পান করিয়া তুলিয়া ফেলিবে, ফিরেবার উহার অর্দ্ধেক দুগ্ধ পান করাইবে। দুধের সহিত চূণের জল মিশাইয়া খাওয়াইলে উপকার দর্শে। অর্দ্ধ ছটাক দুগ্ধ শর্করা দেড় পোয়া স্ফটিতজলে মিশ্রিত করিয়া এবং শেষে দেড় পোয়া খাঁটি দুগ্ধ উহাতে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে কহিবে। বমনান্তে এক বা দুই ঘণ্টা কিছু আহার বা পান করিতে দিবে না। কোন কোন স্থলে টুক্‌রা বরফ চুষিতে দিলে উপকার হয়। বমনের ২।১ ঘণ্টার পর শীতল জল বা শীতল দুধ খাওয়ান কর্ত্তব্য। দুধ খাবার সময় ছেলেকে বেশী নাড়াইবে না বা তাড়াতাড়ি দুধ খাওয়াইবে না। শিশুর ১ সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহ বয়স হইলে উহাকে খোলা বাতাসে ও আলোকে লইয়া বেড়াইতে বলিবে. তাহা হইলে পরিপাক যন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি হয়। দিনান্তে একবার উহার গাত্র স্পঞ্জ করিয়া পরে উহাকে গরম কাপড় পরাইবে। যেন গায়ে জামা দিয়ে পা দুটি আল্‌গা রাখে না। পা দুটি বেশ ক'রে ঢাক্‌তে বল্‌বে।

পুরাতন বমনরোগ।

CHRONIC VOMITING.

সুশীলা। দিদি! তোমার ইপিকাক্ ঔষধ সেবনে বারুইদের খোকার বমন নিবারণ হয়েছে। কলুদের ছেলেটী প্রায়ই বমি করে, ২।৩ মাস হয়ে গেল কিন্তু কলুদের খোকার বমন দূর হচ্ছে না, একারণ কলুবৌ আজ আমাদের তেল দিতে এসে আমায় চুপিচুপি তোমায় বল্‌তে বলেছে। দিদি! কলুবৌয়ের ছেলেকে কি ঔষধ দেবে?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! বমন রোগ পুরাতন হইলে জ্বর, পিপাসা ও জিহ্বায় ময়লা প্রভৃতি কোন লক্ষণই থাকে না।

প্রথম প্রথম শিশু মধ্যে মধ্যে টকগন্ধযুক্ত জমাট দুধ তোলে, উহাতে হল্‌দে বা সবুজ বর্ণের পিত্তও দেখা যায়। কিছুদিন পরে ভুক্তদ্রব্যের সহিত জলবৎ বমন হয়। খোকার পেট শক্ত, ভার ও বেদনাযুক্ত হয়, টক ও দুর্গন্ধযুক্ত ঢেকুর ওঠে এবং অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে। ক্রমে খোকা শীর্ণ, ফেকাসে ও খিট্‌খিটে হইয়া পড়ে। মাথার জোড় বসিয়া যায়, কখন কখন পেটের অসুখ হইয়া আবার পূর্ব্ববৎ অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ হয়। এই সময় অতি কষ্টে গোল গোল, কাল কাল বা সাদাটে ও চিমসে শ্লেষ্মামাখান ঢেলার ন্যায় বাহ্যে হইয়া থাকে। জিহ্বায় শুষ্ক ও ময়লাটে হল্‌দে বর্ণের চিহ্ন দেখা যায়। নিশ্বাসে টকগন্ধ বাহির হয়, ওষ্ঠ শুষ্ক ও লাল হয়, মুখগহ্বর চট্‌চটে ও দগ্ধবৎ দেখায় এবং ঠোঁট বেরিয়ে পড়ে।

কয়েক সপ্তাহ হইতে কয়েক মাস পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থা থাকিয়া পরে আবার ঘন ঘন বমন হইতে থাকে এমন কি একটু নড়িলেও বমন হয়। এই সময় দুধ বমি করিলে দুধ জমাট বাঁধে না, কিন্তু শিশু দিন দিন শুকিয়ে যায় উহার ত্বক শুষ্ক, খস্‌খসে ও থল্‌থলে হয়, মুখাকৃতি সরু হয় এবং উদরের দিকে হাঁটু গুটাইয়া শুইয়া থাকে। শিশুর শারীরিক তাপ কমিয়া যায় এবং শিশু ঝিমানর মত পড়িয়া থাকে। মুখে ঘা হয় এবং ধীরে ধীরে কালগ্রাসে পতিত হয়।

সুশীলা। দিদি! এইরূপ অধিককালস্থায়ী বমন রোগ কেন হয়?

সৌদামিনী। শিশুকে সময়ের পূর্ব্বে মাই দুধ ছাড়াইলে, এবং দাঁত না উঠিতে উঠিতে ক্রমাগত ময়দাজাতীয় পদার্থ আহার করাইলে এইরূপ বমন রোগ হয়।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের সহিত কি অন্য কোন রোগের সাদৃশ্য আছে?

সৌদামিনী। মস্তিষ্কের পর্দ্দাতে দোষস্থ গুটিকা সঞ্চয় হইলে এইরূপ পুরাতনভাবে বমন রোগ হয়। পুরাতন বমন রোগে প্রায়ই শিশু আক্রান্ত হয়, এই রোগে শিশুর শারীরিক তাপ কমে, মস্তকের জোড় ব'সে যায় ও জোড়ের স্থানে দপ্‌দপানি থাকে না, নাড়ী ক্ষীণ অথচ সহজ এবং উদর স্ফীত থাকে। ১ বৎসরের কম বয়সে মস্তিষ্কের পর্দ্দাতে গুটি হয় না। এই রোগে তাপাধিক্য, মাথার জোড় উচু, অসমান নাড়ী এবং থোলে পড়া পেট প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

সুশীলা। দিদি! দীর্ঘকালস্থায়ী বমন রোগের ঔষধ কি?

সৌদামিনী। যদি শুষ্ক মুখগহ্বর, মুখে তিক্তাস্বাদ ও দুর্গন্ধ, মুখে ঘা, জিহ্বায় ঘা ও আহারান্তে জলবৎ বমন, স্পর্শে পেট বেদনা ও উদর মধ্যে শূল বেদনা, অবসন্নতা, শীর্ণতা ও জলবৎ ভেদ বর্ত্তমান থাকে তবে ৩০ নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

পুরাতন বমন রোগে নাড়ী ভুঁড়ীতে ফুলা ও কাঠিন্য, কোষ্ঠবদ্ধ ও দুর্গন্ধ মল প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ৩০নং ক্যাল্ককার্ব্ব ঔষধের বড়ী বড় উপযোগী।

অসুস্থ দেহে ক্রমাগত বমন থাকিলে ৬নং ক্রিয়োজোট ঔষধের বড়ী উপকারী।

দীর্ঘস্থায়ী বমন রোগে কখন কখন ৩০নং নক্সভমিকার দ্বারা উপকার হয়।

যদি জিহ্বায় সাদা ময়লা, শ্লেষ্মা ও পিত্তবমন ও আমময় ভেদ হয়, তবে ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

অত্যন্ত জলবৎ বমন, রাত্রিকালে অসাড়ে ভেদ, মৃদুনাড়ী, মূর্চ্ছা, মুখ জিহ্বা ও হস্তপদ ঠাণ্ডা প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং ভেরেট্রাম্‌-এল্‌বাম ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

পুরাতন বমনরোগে দিন দিন শিশু শুকাইয়া গেলে ও অজীর্ণ থাকিলে ৬নং আয়োডিন ঔষধ ফলপ্রদ।

সুশীলা। দিদি! ঔষধ ব্যতীত, আর কি কি উপায় অবলম্বন করতে হবে?

সৌদামিনী। সর্ব্বদা শিশুর অঙ্গ আবৃত রাখিবে অর্থাৎ কোনমতে ঠাণ্ডা না লাগে তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। দুরারোগ্য বমনাবস্থায় আহারীয় সামগ্রী ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়াইবে। গরম গরম খাওয়াইলে বিশেষ অনিষ্ট হয়। গাধার দুধ অথবা অর্দ্ধেক গাভী দুধ ও অর্দ্ধেক জলে দুগ্ধ শর্করা মিশাইয়া খাওয়াইবে। গরম জলে দুইবার করে গা মুছিয়া দিয়া পরে অলিভ্ তেল মাখাইবে। শিশুকে সর্ব্বদা পরিস্কার রাখিবে অর্থাৎ উহার বমির ন্যাকড়া প্রভৃতি উহার নিকটে যেন না থাকে। বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে শিঙ্গি বা মাগুর মাছের ঝোলে ২।৪ ফোঁটা সুরা ও ১নং মিউরিয়েটিক এসিডের ১০ বিন্দু মিশাইয়া খাইতে দিবে।

মুখ গহ্বরে প্রদাহিক ক্ষত।

ULCERATIVE STOMATITIS.

সুশীলা। দিদি! কলু-বৌয়ের ছেলের পুরাতন বমন রোগ অনেক কমেছে। তোমার আর্সেনিক ও ক্রিয়োজোট ঔষধের বড়ীতে উপকার হলো। নেউগীদের ছেলের মুখের ভিতরে তাপ ও বেদনা বোধ, লালবর্ণ, শুষ্কতা, দগ্দগে শ্লৈষ্মিক পর্দ্দাতে ঘা, জিহ্বায় ফুলা ও বেদনা, দাঁতের মাড়ী ও তালুতে ঐরূপ ফুলা ও বেদনা, দুর্গন্ধ নিশ্বাস ও লাল পড়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখে এলুম, আর তারা তোমায় দেখাবার জন্য ছেলে নিয়েও এসেছে। দিদি! এ আবার কি ঘা? এবং এই রোগের চিকিৎসা কিরূপ?

সৌদামিনী। যদি মুখে বেদনা, ঘা ও দুর্গন্ধ থাকে তবে ৬নং কেলিক্লোর ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। পূর্ব্বে পারা খাওয়ান থাকিলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

যদি মুখে ও জিহ্বায় সামান্যরূপ ঘা ও বেদনা হয় এবং গলার বীচিতে ফুলা থাকে ও দাঁত আল্‌গা হয় এবং প্রচুর লাল পড়ে তবে ৬নং মার্কুরিয়াস ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

জিহ্বায় হল্‌দে বর্ণের ময়লা, মুখে বেদনা ঘা ও ফুলা এবং চট্‌চটে শ্লেষ্মা থাকিলে ৬নং হাইড্রাষ্টিস ঔষধের বড়ী বা ২নং হাইড্রাষ্টিন্ খাওয়ান ভাল।

যকৃতের দোষ ও পারার ফেসাদ থাকিলে ৬নং নাইট্রিক-এসিডের বড়ী বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

আর্জেণ্টম নিট্ ২× — যদি মুখে ঘার সঙ্গে পাকাশয়ের লক্ষণ ও উদ্গার ওঠা থাকে তবে টাট্‌কা ২× আর্জেণ্টম্-নিট্ প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিবে।

ব্যাপ্টিসিয়া ১× — মুখের ক্ষতরোগে যদি প্রশ্বাসে অসহ্য দুর্গন্ধ বাহির হয়, মুখের শ্লেষ্মাস্রাবী পর্দ্দার বর্ণ কালাটে লাল হয় তৎসঙ্গে যদি দাঁত আল্‌গা, জলবৎ ও দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ ও অত্যন্ত অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ব্যাপ্টিসিয়া উপযোগী হয়।

এতদ্ব্যতীত, বার্লির জলে মুখ ধৌত করিতে বলিবে, গ্লিসিরিন ও জল মিশ্রিত করিয়া মুখের ভিতর লাগাইবে। সোহাগা ও মধু মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে উত্তম ফল হয়। মুখে ও জিহ্বায় ঘা হইলে ভেড়ার দুধ লাগান ভাল। ১ ভাগ হাইড্রজেন-পারক্সাইড্ আর ১০ ভাগ জল এরূপ মিশ্রণের কুল্লি করা ভাল। এরূপ কুল্লির পর সাদা জলের কুল্লি করিতে হয়। সমস্ত দিনে কয়েকবার এরূপ করা যায়। পটাস্-ক্লোরাস্ ৩ গ্রেণ ও ১ আউন্স জল, অথবা মূল অরিষ্ট ব্যাপ্টিসিয়া সিকি ভাগ, আর জল বার আনা ভাগ এরূপ কুল্লিও ভাল।

মুখের ভিতর পচা ঘা।

GANGRENOUS STOMATITIS, NOMA, CANCRUM ORIS.

সুশীলা। দিদি! মার্কুরিয়াস ঔষধ সেবনে নেউগী-বৌয়ের খোকার মুখের প্রদাহিক ক্ষত সমস্ত সেরে গেছে। দিদি! নাগেদের ছেলের মুখের ভিতর পচা ঘা কিরূপ হয়েছে একবার দেখ। বোধ হয় এই ছেলে বাঁচবে না। দিদি! তুমি ঐ ছেলের মুখের ভিতর একবার চেয়ে দেখ দেখি, উহার ঘায়ের অবস্থা কিরূপ?

সৌদামিনী। ২ হইতে ৬ বৎসরের বালকদিগের এই রোগ হইতে দেখা যায়। নিম্ন-ভূমিতে বাস, অথবা বহুসংখ্যক বালক একটী ছোট ঘরে বাস করিয়া অপরিষ্কার বায়ু সেবন করিলে ও উপযুক্ত পরিমাণ আহার না পাইলে উহাদের মুখের ভিতর ঐরূপ পচা ঘা হয়। বহুদিন হইতে প্লীহা ও যকৃত রোগে ভুগিলেও মুখের ভিতর পচা ঘা হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! কিরূপে ঐরূপ ঘা বিস্তৃত হয়?

সৌদামিনী। নিম্নচোয়ালের সম্মুখে প্রথমে ঘা হয়, ঐরূপ ঘা দেখিলে বোধ হয় যেন পারা খেয়ে মুখ আনিয়েছে। দাঁতের মাড়ীর বর্ণ সাদা হয় ও উহা হইতে রক্তপাত হয়, মাড়ী ও দাঁত স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। ক্রমে সমস্ত মাড়ীতে সেই ঘা বিস্তৃত হয় এবং গাল ও ঠোঁঠ সমস্ত ফুলিয়া ওঠে ও বেদনা করে। রোগ মারাত্মক হইলে কয়েক দিনের মধ্যে ঠোঁট, গাল, টন্সিল নামে গালের ভিতরে দুটি বীচি, তালু ও জিহ্বা পচিয়া যায় এবং যৎপরোনাস্তি দুর্গন্ধবিশিষ্ট লালা ঝরিয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই কদর্য্য রোগের চিকিৎসা কিরূপ?

সৌদামিনী। এই রোগে ৩নং মার্কুরিয়াস্-সলিউবিলিস্ ঔষধের গুঁড়া অথবা ৩নং মার্কুরিয়াস্-করোসাইভাস্ ঔষধের

বড়ী ১ ঘণ্টান্তর সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। ডাইলিউট্-হাইড্রো-ক্লোরিক এসিড্ ৫ বিন্দু এবং অর্দ্ধ আউন্স গ্লিসিরিণ মিশ্রিত করিয়া পচা ক্ষতে তুলি করিয়া লাগাইলেও উত্তম ফল পাওয়া যায়।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও পচা ক্ষত হইলে ৩ × আর্সেনিক ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। অথবা ২নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেবন ব্যবস্থা দিবে।

হাম ও বসন্ত রোগের পর এইরূপ হইলে ৩নং মিউরিয়েটিক-এসিড্ খাওয়ান ভাল।

ঘা দিন দিন বাড়িতে থাকিলে ৬নং সাল্‌ফ্যুরিক এসিডের বড়ী খাওয়াইবে।

পুরাতন পচা ক্ষতে ৩০নং সালফার ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে।

এতদ্ব্যতীত, ১ ভাগ কণ্ডিজ্‌ফ্লুয়িড্ ১০০ ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই জলে মাড়ী, দাঁত ও মুখ-গহ্বর কুল্লি দ্বারা অথবা, মুখ নাড়িতে না পারিলে, তুলি দ্বারা পরিষ্কার করিবে। অথবা ১ ভাগ কার্ব্বলিক এসিড্ ৮০ ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই জলে কুল্লি করিতে বলিবে।

এই রোগে মাংসের ঝোল প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার ও কখন কখন উত্তেজনার জন্য অল্প সুরাও ব্যবস্থা করা অতীব কর্ত্তব্য। পচা ক্ষতে সাব্-নাইট্রেট্ অব্ বিস্‌মথ নামক ঔষধের গুঁড়া মাখাইয়া দেওয়া ভাল।

সাধারণ চিকিৎসা (General)—কোন শিশুর মুখের ভিতর পচা ঘা হইলে সেই শিশু বা বালককে অন্যান্য শিশু বা বালকের নিকট রাখা উচিত নহে। রোগীকে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হয় এবং রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে উত্তেজক সুরা ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

স্থানিক চিকিৎসা (Local)—মুখের ভিতর ক্ষত, দাঁতের গোড়াতেই হউক আর গালের ভিতরেই হউক, যদি সেই ক্ষত গ্যাংগ্রিনাস্ বা "ধসা পশ্চিমে" ক্ষতের ন্যায় হয় অর্থাৎ উহার উপর যদি পচানি

(Slough) পড়ে তবে আর আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন পরীক্ষা করা উচিত নয়, শীঘ্রই উক্ত পচানিগুলি কাঁচিতে কাটিয়া তৎক্ষণাৎ ঠিক ক্ষতের উপর আদত নাইট্রিক-এসিড্ তুলি করিয়া বুলাইয়া দিয়াই তদুপরি সুইট্ অয়েল্ তুলি করিয়া বুলাইয়া দিবে। ইহার পর ক্ষতের উপর আয়োডোফর্ম্ম, ইক্‌থিয়োল্ অথবা এরিষ্টল্ ঔষধ ছড়াইয়া ড্রেস্ করিতে হয়। প্রত্যহ হাইড্রোজেন-পার-অক্‌সাইড্ অথবা পটাস্-পার্ম্মেঙ্গনেট্ লোশন করিয়া কুল্লি দ্বারা মুখ ধোয়াইয়া দিতে হয়।
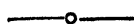
টন্সিল প্রদাহ।

TONSILITIS.

সুশীলা। দিদি! নাগেদের ছেলে মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে গেছে। তাহার ওরূপ মুখের পচা ঘা মার্কুরিয়াস্ ও আর্সেনিক ঔষধে আরোগ্য হইল। দেখ দিদি! নন্দীদের বৌ আজ ছেলে নিয়ে এসেছে, তুমি একবার দেখ্‌বে এস, খোকার গলার ভিতর তালুর পাশে দুটি বীচি, দুটি বড় বড় সুপারীর মত ফুলে উঠেছে। এই রোগের কারণ কি দিদি?

সৌদামিনী। শরীরে পারা থাকিলে, গণ্ডমালার ধাত হইলে ও পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে গলার ভিতর ঐরূপ টন্সিল নামক বীচি ফুলিয়া ওঠে। এতদ্ব্যতীত, ভিজে পায়ে সর্ব্বদা বেড়াইলে অথবা ঋতু পরিবর্ত্তনে ঠাণ্ডা লাগিলে টন্সিল প্রদাহিত হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগে কি কি কষ্ট হয়?

সৌদামিনী। টন্সিল ফুলিলে উহাতে প্রবল ও দপ্‌দপে বেদনা, স্বরভঙ্গ বা কর্কশ স্বর, ঢোক্‌গিলিতে বা কাসিয়া গয়ার তুলিতে অত্যন্ত কষ্ট, মাথা ব্যথা, কোমরে ও গায়ে ব্যথা, অপরিস্কার জিহ্বা, দুর্গন্ধ প্রশ্বাস, কম্প ও জ্বরলক্ষণ এবং প্রবল ও কষ্টকর কাসি হইয়া থাকে।

ক্রমে বীচির ফুলা কমিয়া স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয় অথবা পাকিয়া পূঁয হয় কিম্বা উহা পুরাতন ভাবে বড় হইয়াই থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের চিকিৎসা কিরূপ?

সৌদামিনী। এই রোগে সর্ব্ব প্রথমে একোনাইট্ ও পরে ব্যরাইটা-কার্ব্ব ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়। গুয়েকাম ঔষধ খাওয়াইলেও রোগ বাড়িতে পায় না। বীচি পাকিয়া গেলে হেপার-সাল্ফার ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়।

সুশীলা। তুমি লক্ষণানুসারে একটি একটি ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ ও মাত্রা বল নতুবা আমি ঔষধ দিতে পারিব না।

সৌদামিনী। যদি প্রবল জ্বর, মাথাব্যথা, অস্থিরতা, গলার ভিতর হুল ফুটান বা কুটকুটানি, চাপবোধ, এবং গলায় ঝলসান প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি গলার ভিতর উজ্জ্বল লালবর্ণ ও দগদগে অবস্থা, আরক্তমুখ, উজ্জ্বল চক্ষু, মাথাব্যথা এবং ঢোকগিলিতে বেদনা থাকে তবে ৬নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

যদি গলার ভিতর ফুলা, প্রচুর লালাস্রাব, মাড়ি এবং জিহ্বা স্ফীতি, দুর্গন্ধ প্রশ্বাস, মুখে ঘা, প্রচুর ঘর্ম্ম, এবং রাত্রিতে অসুখের বৃদ্ধি থাকে তবে ৬নং মার্কুরিয়াস-বিন-আয়োডাইড ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা হইয়া থাকে। পূর্ব্ব হইতে এই ঔষধ সেবন করাইতে পারিলে টন্সিল প্রায়ই পাকে না।

যদি অল্প জ্বর, হস্তপদাদিতে কামড়ানি এবং অত্যন্ত পেশী দুর্ব্বলতা থাকে তবে ১নং জেল্সিমিয়াম ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

অত্যন্ত চট্চটে শ্লেষ্মাস্রাব হইলে ৬নং কেলি-বাইক্রম বিশেষ উপযোগী হয়। এই ঔষধের সঙ্গে জেল্সিমিয়াম ঔষধ উল্টে পাল্টে ব্যবহার করিলে টন্সিল গ্রন্থির বারম্বার ফুলা নিবারিত হয়।

যদি গলার ভিতর পুঁট্‌লির মত বোধ হয় এবং ঢোক্‌গিলিতে আঁচড়ান এবং বিদ্ধকর বেদনা হয় তবে ৬নং ব্যারাইটা-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। এই ঔষধ তরুণ বিশেষতঃ পুরাতন টন্সিল প্রদাহে অধিক ব্যবহৃত হয়, এমন কি এই ঔষধ প্রথম হইতে ব্যবহার করিলে প্রায়ই টন্সিল পাকে না।

গণ্ডমালা ধাতগ্রস্থ বালকদিগের পুরাতন টন্সিল প্রদাহ রোগে ৩০নং ক্যাল্ক-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী ব্যবহার করান ভাল।

এই রোগে বাতসদৃশ স্নায়ুশূল বেদনা হইলে ৬নং গোয়াকাম ঔষধ ভাল।

টন্সিল ফুলিয়া দপ্‌দপ্‌ করিলে এবং উহাতে পূঁযের সম্ভাবনা হইলেই ৬নং হেপার-সালফার ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

মুখ ও গলা শুকাইয়া গেলে এবং গলার ভিতর অত্যন্ত ফুলিলে ৬নং এপিস ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী হয়।

যদি প্রদাহিত টন্সিল হইতে পচা দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হয় এবং উহাতে পচা ঘা হয় তবে ৬নং এমোন-মিউর উপযোগী হয়।

গণ্ডমালা ধাতবিশিষ্ট বালকের টন্সিল হইতে ক্রমাগত রস ঝরিলে এবং শোথ শীঘ্র ভাল না হইলে ৩০নং সাইলিসিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

বাম দিকের টন্সিল ফুলিলে, এবং তৎসঙ্গে গলায় অত্যন্ত টাটানি থাকিলে ৩০নং লেকেসিস্‌ ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং গলার ভিতর পচা ধসার মত অবস্থা থাকিলে ৬নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী।

এতদ্ব্যতীত, প্রথম প্রথম বরফ চুষিতে দিবে। পরে গরম জলের ধূম মুখ দিয়া নিশ্বাস টানিতে বলিবে। ১০ বিন্দু ফাইটোলাক্কা ঔষধের মূল আরক বড় এক গেলাস জলে মিশ্রিত করিয়া ২।৩ ঘণ্টান্তর কুল্লি করিতে

দিবে। অবশেষে অত্যন্ত পাকিয়া উঠিলে ছুরিতে ন্যাকড়া জড়াইয়া উহার ডগাটী ফাঁক রেখে কাটিয়া দিবে।

পেট ফাঁপা।

FLATULENCE.

সুশীলা। দিদি! আজ কেহই ছেলে নিয়ে আসে নাই। এই সময় পেট ফাঁপার চিকিৎসা শিখিয়ে দাও না?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! নাড়ীভুঁড়ির ভিতর অজীর্ণবশতঃ গ্যাস বা বায়ু সঞ্চিত হয় এবং তদ্দ্বারা পেট ফুলিয়া উঠে; কিন্তু ঘন ঘন গ্যাস দ্বারা পেট ফুলিলে শূল বেদনা উপস্থিত হয়।

যদি কোন দিক দিয়া গ্যাস বাহির না হয়, এবং পেট ফুলিয়া উঠে, কেবল উপর পেট ফাঁপিয়া গ্যাস অল্প পরিমাণে মুখ দিয়া বাহির হয় এবং তৎসঙ্গে শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা এবং পেটের অসুখ থাকে তবে ৬নং কার্ব্বোভেজ ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

ইহাতে উপকার না হইলে ৬নং কার্ব্বো-এনিমেলিস ব্যবস্থা করিবে।

যদি তেলা মাছ অথবা চর্ব্বিযুক্ত মাংস আহারের পর পেট ফুলিয়া ওঠে, তৎসঙ্গে পেটের ভিতর গরম, অসুস্থতা বোধ ও শ্বাসকষ্ট থাকে, কিন্তু উদর মধ্যে অত্যন্ত যাতনা না হয় তবে ৬নং চায়না ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

যদি পেটের অসুখের ধাত থাকে অথচ পেটের ফাঁপ থাকে তবে ৬নং বা ৩০নং নক্সভমিকা ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী হয়।

চায়না ঔষধে উপকার না হইলে অথচ উহার লক্ষণগুলির সহিত

যদি রোগীর ঠাণ্ডা প্রকৃতি থাকে তবে ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি গ্যাস দ্বারা সম্পূর্ণ পেট ফুলিয়া ওঠে, পেটের মধ্যে ভুট্‌ভাট্‌ করে ও বেদনা হয়, বাম কোঁকে অন্ত্র বৃদ্ধির মত যন্ত্রণা হয় তবে ৬নং সিপা ঔষধের বড়ী দিবে।

যদি মধ্যে মধ্যে পেট ফাঁপে, নীচের পেটে ফাঁপ, তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ এবং গ্যাস যদি নীচের দিকেই নামে এরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে ১২নং লাইকোপোডিয়াম্‌ ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

ইহাতে বিশেষ উপকার না পাইলে ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

পেট ফুলিয়া যদি কেবল দীর্ঘনিশ্বাস হয় ও ওয়াক্‌ বা কষ্টকর বমন হয় তবে ৩নং কার্ব্বলিক-এসিড্‌ ঔষধের বড়ী ৪ ঘণ্টান্তর খাওয়ান ভাল।

যদি পেট ফুলিয়া মুখ দিয়া গড় গড় করিয়া শূন্য ঢেকুর ওঠে তবে ৬নং আর্জ্জেণ্টম-নাইট্রিকাম ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।

যদি অজীর্ণবশতঃ যা খায়, তাই গ্যাস হয় ও পেট ফুলিয়া যায় তবে ৩নং নক্স-মস্কেটা ৪ ঘণ্টান্তর খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

তরুণ বা প্রবল উদরাময়।

ACUTE DIARRHŒA.

সুশীলা। দিদি! তুমি সেদিন প্রসন্ন গোয়ালিনীর ছেলের কি একটু সামান্য উদরাময় বা মলদ্বার ঝরার মত পেটের অসুখের চিকিৎসা করিলে এই দেখ দেখি সিঙ্গিদের ছেলের কি রকম পেটের অসুখ, হুড়

হুড় ক'রে বাহ্যে হচ্চে। বাহ্যে দেখ্‌লে ভয় হয়। দিদি! এ কি রকম পেটের অসুখ?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! একেই যথার্থ তরুণ উদরাময় রোগ বলা যায়। শিশুকালে দাঁত উঠ্‌বার সময় এইরূপ প্রবল উদরাময় প্রায়ই দেখা যায় এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালেও উহার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এই-রূপ উদরাময় রোগে যদিও নাড়ীভূঁড়ির ভিতর কোনরূপ অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন হয় না, তথাপি সময়ে উহা নিবারণ করিতে না পারিলে শরীর জীর্ণ হইয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অতএব শীঘ্র শীঘ্র এইরূপ তরুণ ও প্রবল উদরাময় অঙ্কুরে দমন করা কর্ত্তব্য।

সুশীলা। দিদি! তরুণ উদরাময় রোগের কি রকমারী আছে?

সৌদামিনী। আছে বৈকি, ২।৪ বার প্রচুর জলবৎ ভেদ হইলে উহাকে সামান্য বা সহজ পেটের অসুখ বলে। এইরূপ পেটের অসুখের চিকিৎসা তোমায় বলিয়াছি। যদি হঠাৎ প্রচুর এবং ঘন ঘন জলবৎ ভেদ হয় তবে উহাকে বিসূচিকাবৎ উদরাময় কহে। যদি মলের সহিত আম বাহির হয় তবে উহাকে প্রাদাহিক উদরাময় বলা যায় এবং যদি নাড়ী ভুঁড়ির ভিতর তাড়স বা টাটানি এবং কুন্থন বা কোঁতানি থাকে তবে উহাকে রক্তামাশয়িক উদরাময় কহে। প্রকৃত উদরাময় রোগ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। (১) তরুণ উদরাময়, (২) পুরাতন উদরাময়।

সুশীলা। দিদি! তরুণ উদরাময় রোগের কারণ কি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! (১) অনুপযুক্ত আহারের দোষে প্রবল পেটের অসুখ হয়। কচি ছেলেরা গিলে খেতে শিখ্‌লেই ওমনি পোয়তীরা এরারুট, বার্লি, সুজি প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ আহার করিতে দেয়। তাহারা শীঘ্র শীঘ্র খাওয়াইয়া ছেলেদের মোটা করিতে চায়। তাহারা জানে না যে, দাঁত ওঠার সময় পর্য্যন্ত শিশুদের মুখের লালা দ্বারা ঐ সব

পদার্থ হজম হয় না, অর্থাৎ দাঁত ওঠা ছেলেদের যেমন বার্লি জাতীয় পদার্থ শর্করা বা চিনিজাতীয় পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়া সহজে হজম হয়, শিশুদিগকে দাঁত ওঠার পূর্ব্বে ঐরূপ সামগ্রী আহার করিতে দিলে উহাদের লালা দ্বারা সেই বার্লি বা ময়দাজাতীয় পদার্থ চিনিজাতীয় পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয় না, সুতরাং উহা হজমও হয় না। কেবল যে হজম হয় না তাহা নহে, সেই সকল বার্লিজাতীয় পদার্থ ক্রমাগত পেটের ভিতর পড়িলে নাড়ীভুঁড়ির গায়ে তাড়স বা উত্তেজনা অর্থাৎ টাটানি ও বেদনা উৎপন্ন করে এবং শেষে উদরাময় বা পেটের অসুখ হইয়া থাকে।

(২) বাসি দুধ টক্ হয়, সেই বাসি দুধ খাওয়াইলে পেটের অসুখ করে। গরীব লোকেরা টাট্‌কা দুধ যোগাড় করিতে না পারিয়া বাসি দুধ ছেলেদের খাওয়ায়, সুতরাং উহাদের ছেলেদের অধিক পেটের অসুখ হইয়া থাকে।

(৩) কাচের বোতলে দুধ ঢেলে রবারের নল ক'রে অনেকে ছেলেদের দুধ খাওয়ায়; যদি সেই কাচের বোতল ও রবারের নল ভাল ক'রে প্রত্যহ না সাফ করে, তবে সেই বোতলে ও নলে টক্ গন্ধ বাহির হয়, এবং সেই টক্‌গন্ধবিশিষ্ট বোতল ও নলের ভিতর দিয়া পুনর্ব্বার দুধ পান করাইলেই শিশুদের পেটের অসুখ হইয়া থাকে।

(৪) পোয়াতীর মাই-দুধ খারাপ হইলে এবং সেই দুধ শিশুকে পান করাইলে পেটের ব্যারাম হইয়া থাকে।

(৫) মাই দুধ থাকিতে থাকিতে ঋতু হইলে এবং সেই দুধ পান করাইলে ছেলেদের পেটের অসুখ হয়।

(৬) আবার কোনরূপে পোয়াতীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে সেই পোয়াতীর দুগ্ধ ছেলেদের খাওয়ান অন্যায়। কারণ, তাহাতে খোকার পেটের অসুখ হইয়া থাকে।

মাই-দুধ স্বভাবতঃ মিষ্ট, সুতরাং শিশুগণ গাভী-দুগ্ধ অপেক্ষা মাই খেতে বড় ভালবাসে।

(৭) স্তনে দুধ না থাকিলে যদি গাভী-দুগ্ধে অধিক পরিমাণে চিনি মিশাইয়া মাই-দুধের মত বা ততোধিক মিষ্ট করিয়া শিশুকে সেই গাভী-দুগ্ধ পান করান যায়, তবে ছেলের পেটের অসুখ হইয়া থাকে।

দুধ সহ্য না হইলেই ডিমের মত ঘোলা ঘোলা বাহ্যে, পচা ডিমের মত দুর্গন্ধযুক্ত বাহ্যে, পেট বেদনা হেতু কান্না এবং পেট ফাঁপা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(৮) শিশুগণকে মধ্যে মধ্যে জোলাপ দিলে উহাদের প্রায়ই উদরাময় হয়।

(৯) দুর্গন্ধ বায়ু সেবন ও দূষিত জল পান করাইলেও পেটের অসুখ করে।

(১০) আবর্জ্জনা ও জনতার মধ্যে বাস করিলেও ছেলেদের উদরাময় হয়। মোট কথা এই যে, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালীর ব্যাঘাত ঘটিলে অর্থাৎ জল, বায়ু ও আহারীয় সামগ্রী কোনরূপে খারাপ হইলে শিশুদের পেটের ব্যারাম হইবেই হইবে।

(১১) আবার গ্রীষ্ম ও শরৎ কালের গুমোট ও গরমে উদরাময় হয়, অথবা পূর্ব্ব হইতে পেটের অসুখ থাকিলে গরমে উহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! তরুণ উদরাময়ের সমস্ত লক্ষণ (Symptoms) বল।

সৌদামিনী। পেটের ব্যারামের লক্ষণ নিয়মিত ভাবে প্রকাশ পায় না। কখন কখন স্বাভাবিক বাহ্যের অপেক্ষা অল্প বেশী পরিমাণে অথবা ঘন ঘন কিম্বা অধিক পাতলা ও বেদনাশূন্য ভাবে ভেদ হয়, আবার কখন কখন প্রবল পেট বেদনার সহিত ঘন ঘন ও অত্যন্ত অধিক পরিমাণে পাতলা বাহ্যে হইয়া থাকে। শেষ কালের বাহ্যে প্রায়ই পারদ

সেবনের মত সবুজ বর্ণের হয়; এইরূপ মলে অজীর্ণ দুগ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বা অসংখ্য সাদা অংশে বিভক্ত হইয়া বাহির হয়; রোগ বৃদ্ধি পাইলে মলে রক্তের ছিটা ও আম মিশ্রিত হইয়া থাকে। উদরাময় রোগে বমনেচ্ছা ও পিপাসা হয় এবং পোষণ-প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে।

পেটের অসুখ হইলে মাংসপেশীর কাঠিন্য থাকে না, এবং রোগ বৃদ্ধি হইলে ২।৩ দিনের মধ্যে শরীর শীর্ণ ও বল ক্ষয় হয়, অর্থাৎ চক্ষু বসিয়া যায়, মুখের চেহারা তুব্ড়ে যায় ও নীলবর্ণ হয়, নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত ও বিলুপ্ত প্রায় হইয়া থাকে এবং হস্তপদাদি শীতল হইয়া চুপ্সিয়া যায়। উদরাময় রোগের তরুণ বা প্রবল অবস্থার হ্রাস হইলে রোগী আবার মোটা ও সবল হয় এবং হল্দে বাহ্যে হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের চিকিৎসা বল ও সিঙ্গিদের খোকাকে একটু ঔষধ দিয়ে চট্ ক'রে আরোগ্য কর।

সৌদামিনী। সামান্য পেটের অসুখ ২।৩ দিনের মধ্যে ভাল হয়, কোনরূপ ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। এরূপ স্থলে শক্ত ও দূষিত পদার্থ ভেদ দ্বারা বহির্গত হওয়া ভাল; কিন্তু বাড়াবাড়ি পেটের অসুখ হইলে এবং অধিক বাহ্যে প্রযুক্ত দুর্ব্বলতা ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা হইলে শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ প্রয়োগ করিয়া প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

সুশীলা। দিদি! তাইত বল্ছি, সিঙ্গিদের ছেলে হেগে হেগে সারা হ'লো, সে আর বাহ্যে কর্‌তে পারে না, আর কাহিল হয়ে পড়েছে, শীঘ্র ক'রে উহাকে ঔষধ দাও।

সৌদামিনী। যদি হঠাৎ ভেদ তৎসঙ্গে শীঘ্র শীঘ্র সামর্থ্য লোপ, তন্দ্রা, অবসন্নতা, নীলমুখ, শীতল গাত্র ও বমন বর্ত্তমান থাকে, তবে স্পিরিট ক্যাম্ফার প্রয়োগ বিধেয়।

যদি ঘন ঘন ভেদের সহিত পায়ে খিল ধরে ও প্রবল ভাবে পেট বেদনা হয়, তবে ৩× কুপ্রি-আর্সেনিক উপযোগী হয়। যদি ঘাম

বন্ধ হইয়া অথবা ঠাণ্ডা বা শৈত্য লাগিয়া ঘন ঘন এবং অল্প অল্প পাতলা ও সবুজ বর্ণের ভেদ হয়, তৎসঙ্গে কোঁতানি, জ্বর, পূর্ণ কঠিন ও দ্রুত নাড়ী এবং অস্থিরতা থাকে, তবে ১নং একোনাইট ঔষধের বড়ী বা জল খাওয়াইবে।

নূতন পেটের অসুখ হইলে তৎসঙ্গে যদি জ্বর, তন্দ্রা, নিদ্রায় চম্‌কান ঘন ঘন তৃষ্ণা, মাথা গরম, সবুজ আমময় এবং রক্তের ছিটযুক্ত ভেদ থাকে তবে ১× বেলেডোনা ফলপ্রদ হয়।

যদি ভেদের পূর্ব্বে নাড়ীভুঁড়ির ভিতর বেদনা ও গড়গড় শব্দ হয়, বাহ্যের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস বাহির হয়, অর্থাৎ অনেক বাই সরে, সর্ব্বদা বাহ্যের বেগ হয়, অসাড়ে ভেদ হয় ও তৎসঙ্গে বাই সরে, কাপড়ে অসামাল হয়, অর্থাৎ না কুঁতিয়ে বা বিনা পরিশ্রমে অথবা অসাড়ে বাহ্যে হয়, এবং বাহ্যের পর বোধ হয় যেন সমস্ত বাহ্যে হইল না, অর্থাৎ বাহ্যে যেন রহিয়া গেল এবং রাত্রি ১টা হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত তল-পেটে ও সরলান্ত্রে প্রবল বাহ্যের বেগ হয়, তবে ৬নং এলোজ ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল। কেহ কেহ ৩০নং বা ২০০নং এলোজ ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন।

যদি জলবৎ ও প্রচুর ভেদ হয়, তৎসঙ্গে পাকাশয়ে বিকার থাকে, অর্থাৎ বমনেচ্ছা ও সাদা বর্ণের জিহ্বা থাকে, পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ হয়, অথবা জলবৎ ভেদের সহিত মলের ঢেলা বাহির হয়, তবে ৩নং এণ্টিমক্রুডের গুঁড়ো দুই ঘণ্টান্তর ২ গ্রেণ করিয়া খাওয়াইবে।

যদি জলবৎ, আমময় অথবা রক্তানির মত ভেদ, তৎসঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, মূর্চ্ছা, শীঘ্র শীঘ্র অবসন্নতা, পিপাসা, অস্থিরতা, সরলান্ত্রে জ্বালা, শীর্ণতা, বিবর্ণ অর্থাৎ ফেকাসে আকৃতি, গাল টোল খাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকে, তবে ৬নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। জলবৎ বেদনাশূন্য, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত কাল ও জ্বালাকর

ভেদ হইলে ৩নং আর্সেনিক ঔষধের গুঁড়োও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অত্যন্ত অস্থিরতা, বাহ্যের পর নেতিয়ে পড়া অর্থাৎ অত্যন্ত অবসন্নতা এবং গায়ে চট্‌চটে ঘাম হইলে আর্সেনিক ঔষধ প্রয়োগ করিতে ভুলিও না।

যদি বেদনাশূন্য ঈষৎ সবুজ বর্ণের অথবা ঈষৎ পীতবর্ণের ও আমময় ভেদ হয় অথবা হল্‌দে জলের মত বাহ্যে হয় এবং তৎসঙ্গে শুষ্ক ও চট্‌চটে জিহ্বা, তৃষ্ণার অভাব, তীক্ষ্ণ চীৎকার, মস্তিষ্ক লক্ষণ ও হাত নীলবর্ণ ও শীতল থাকে, তবে ৩নং এপিস্ ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল। প্রতিদিন প্রাতে ঐরূপ ভেদ হইলে এপিস্ বেশ খাটে।

উদরাময় রোগে যদি জলে ও বায়ুতে পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে এরূপ বোধ হয় ও শব্দের সহিত বাই সরে, মলদ্বারের স্ফিংটার পেশীর (অর্থাৎ মলদ্বার খোলা ও বোজার গোলাকার মাংসপেশীর) শিথিলতা বশতঃ অসাড়ে বাহ্যে হ'বার সম্ভাবনা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ১নং এপোসাইনাম ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি সাদা, তরল ও প্রচুর, জলবৎ ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ তৎসঙ্গে লাল ও উগ্রগন্ধবিশিষ্ট প্রস্রাব (যেন ঘোড়ার প্রস্রাবের মত দুর্গন্ধ) প্রভৃতি লক্ষণ থাকে, তবে ৩নং বেঞ্জয়িক এসিড্ ঔষধের বড়ী সেবন করান ভাল।

যদি গ্রীষ্মকালে ভেদ; কটা, পাতলা, মলসংযুক্ত অথবা অজীর্ণভেদ এবং প্রাতঃকালে অঙ্গ সঞ্চালনে বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং ব্রায়োনিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি উদরাময় রোগে গণ্ডমালা ধাতু, মস্তকের জোড় ফাঁক, বুড়োর মত চোপসান মুখ; পেটফুলা, শীর্ণতা, সাদা অথবা জলবৎ ভেদ, নিদ্রাবস্থায় কপালে ঘর্ম্ম, হস্ত ও পদ শীতল প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং ক্যাল্ক-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল। ভেদ অপেক্ষা গণ্ডমালা ধাতু ও দন্তোদ্গম কাল দেখিয়া এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

নূতন পেটের অসুখে ছেলে খিট্‌খিটে ও একগুঁয়ে হলে এবং কেবল কোলে ঠাণ্ডা থাকিলে তৎসঙ্গে সবুজ জলবৎ ভেদ, পেট কামড়ানি, মলে দুর্গন্ধ ও শ্লেষ্মা এবং উদ্গার ওঠা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ১।৬।১২নং ক্যামোমিলা ঔষধের বড়ী সেবন ব্যবস্থা দিবে। ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা দাঁত উঠিবার কালে পেটের অসুখ হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী হয়।

ঘন ঘন জলবৎ ভেদ, বাহ্যেতে অজীর্ণ পদার্থ, তৎসঙ্গে অত্যন্ত পেট খামচানি এবং রাত্রিতে ও আহারের পর বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণে ৩নং চায়না ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। ইহা পুরাতন উদরাময় এবং অজীর্ণজনিত বা ফল ভক্ষণজনিত ও বেদনাশূন্য পেটের অসুখেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হল্‌দে, জলবৎ অথবা ঈষৎ সবুজবর্ণ মিশ্রিত হল্‌দে ভেদ এবং হঠাৎ সজোরে মল বহির্গমন এবং আহার ও পানে বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণে ৩× বা ৩নং ক্রোটন ঔষধের বড়ী উপযোগী হয়।

সর্দ্দির পর অত্যন্ত পেট মোচড়ানির সহিত হল্‌দে, কটা বা জলবৎ ভেদ হইলে এবং আহার ও পানান্তে বৃদ্ধি রাখিলে ৩নং কলোসিন্থ ঔষধের বড়ী ফলপ্রদ হয়।

তরুণ উদরাময় রোগে অত্যন্ত বমনেচ্ছা ও অবসন্নতা থাকিলে ১নং কৰ্ষ্টীকাম ঔষধের বড়ী ১ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা করিতে পার।

অল্প হল্‌দে, অল্প সবুজ বা জলবৎ ভেদ ও পেট বেদনা থাকিলে ৬নং ডাল্কামারা ঔষধের বড়ী উপযোগী হয়। ঠাণ্ডাপ্রযুক্ত উদরাময়ে ইহা বিশেষ ব্যবহৃত হয়।

হল্‌দে বা সবুজবর্ণের ভেদ তৎসঙ্গে আম এবং ভেদের পূর্ব্বে নাভীর চতুষ্পার্শে কাটার মত বেদনা থাকিলে ৬নং গামি-গাটি ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

ঘাসের মত সবুজ ও ফেনাযুক্ত ভেদ তৎসঙ্গে সর্ব্বদা বমনেচ্ছা ও পেট বেদনা এবং ঘন ঘন সবুজবর্ণের আম বাহির হইলে

৩নং ইপিকাক ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর খাওয়ান ভাল। নূতন পেটের অসুখে রোগী শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইবার অগ্রে ইপিকাক ব্যবহৃত হয়।

যদি গ্রীষ্মকালে পৈত্তিক ভেদ ও বমন ও তৎসঙ্গে অবসন্নতা ও দুর্ব্বলতা থাকে তবে ১ হইতে ৬নং আইরিষ-ভার্সিকোলার ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে। বাহ্যের পর মলদ্বারে আগুন লাগার মত জ্বালা উহার প্রয়োগ লক্ষণ।

যদি রক্তের ছিটযুক্ত, আমময়, দুর্গন্ধযুক্ত, অল্প কটা, অল্প সাদা ও ধূসরবর্ণ, উগ্র ও জ্বালাকর ভেদ, পেটের ভিতর কর্ত্তনবৎ ও খাম্‌চানির মত বেদনা, তৎসঙ্গে শীতবোধ, দন্তমাড়ী ফুলা, পিপাসা, ঘর্ম্ম, পৈত্তিক ভেদ হইবার পূর্ব্বে অন্ত্রশূল এবং ভেদের পরেও কোঁতানি থাকে তবে ৩× বা ৬নং মার্কুরিয়াস্-সলিউবিলিস্ ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

উদরাময়ের সহিত আম ও রক্তের ছিটা থাকিলে ২ ঘণ্টান্তর ৩নং মার্ক-কর ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

উদরাময় রোগে প্রদাহ চিহ্ন না থাকিলে অথচ অজীর্ণবশতঃ ভেদ ও বমন হইলে ৬নং নক্স-ভমিকা ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী হয়।

যদি প্রাতঃকালে ৪।৫ টার সময়, অর্থাৎ শেষ রাত্রিতে হল্‌দে বর্ণের ভেদ হয় তবে দুই ঘণ্টান্তর ১নং নিউফার-লুটিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

রাত্রি ৩টা হইতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত হলুদ জলের মত পেটের অসুখ হইলে এবং পেট বেদনা না থাকিলে এবং বাহ্যের পর পেটের ভিতর ও সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা বোধ হইলে ১ হইতে ৬নং পডোফিলাম ঔষধের বড়ী ব্যবহার্য্য। আহার ও পানান্তে ভেদ হইলে, বাহ্যের পর সরলান্ত্র দুর্ব্বল হইলে, ভেদের পূর্ব্বে গোগল বাহির হইলে এবং খড়ির মত সাদাটে ও দুর্গন্ধ বাহ্যে হইলেও পডোফিলাম বেশ খাটে।

আবার, সবুজ ও জলবৎ ভেদ, তৎসঙ্গে দাঁত কড়কড়ানি এবং মাথাচালা, দাঁত উঠ্‌বার সময়ে বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং পডো ব্যবহৃত হয়।

রক্তামাশয়িক উদরাময়ে সরলান্ত্রে তাপ ও কুন্থন থাকিলে ১নং হইতে ৬নং পডোফিলাম ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী হয়।

কেবল দিবাভাগে উদরাময় হইলে ৩নং পিট্রোলিয়াম ঔষধ ভাল।

রাত্রিকালে কেবল আমময় ও বেদনাশূন্য উদরাময় হইলে ২ ঘণ্টান্তর ৩নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা হয়।

ঘন ঘন টক্‌গন্ধযুক্ত মল ভেদ হইলে, আমময় ভেদ হইলে ও পেট বেদনা ও বাহ্যের বেগ থাকিলে এবং ছেলের সমস্ত গাত্রে টক্‌গন্ধ থাকিলে ৩× রিয়াম ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

প্রাতঃকালে বাহ্যের বেগবশতঃ নিদ্রাভঙ্গ ও কটাবর্ণের জলবৎ ভেদ হইলে ১নং রুমেক্স ঔষধের বড়ী উপযোগী।

উদরাময় রোগে সাদা ও জলবৎ ভেদ, অধিক ভেদ হইলেও অথবা অধিক দিন স্থায়ী উদরাময় হইলেও দুর্ব্বলতা উপস্থিত না হওয়া অথবা অসাড়ে ভেদ এবং বাই সরা প্রভৃতি লক্ষণে ১নং হইতে ৬নং ফস্‌-এসিড ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

টক্‌গন্ধবিশিষ্ট উদরাময় এবং পুকুরের ভেকের মত ফেনাযুক্ত ও সবুজ বর্ণের ভেদ হইলে ৬নং ম্যাগ্‌নিসিয়া-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

দুই প্রহর রাত্রির কয়েক ঘণ্টার পর উদরাময় অথবা বাহ্যের বেগ বশতঃ অতি প্রত্যুষে বিছানা হইতে উঠিয়াই বাহ্যে করা এবং থস্‌থসে, অল্প সবুজ ও হল্‌দে, দুর্গন্ধযুক্ত ও আমময় ভেদ প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং হইতে ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে উপকার হয়।

যদি বমন ও প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং হঠাৎ ও অসাড়ে ভেদ হয় তবে ১× বা ৬নং ভেরেট্রাম-এলবাম্‌ ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

সুশীলা। দিদি! ঔষধ ব্যতীত আর কি কি বিষয় তদারক কর্‌তে হবে?

সৌদামিনী। তরুণ উদরাময় রোগে আহারের বিষয়ে অতিশয় সাবধানতা আবশ্যক। দন্তোদ্গম না হইলে শ্বেতসার জাতীয় অর্থাৎ বার্লি, সূজী প্রভৃতি সামগ্রী কিছুতেই খাইতে দিবে না। স্তন-দুগ্ধ সহ্য না হইলে গাভী-দুগ্ধ শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। দুগ্ধের সহিত চূণের জল মিশাইয়া খাওয়ান ভাল। চূণের জলে পোষণ হয় এবং দুগ্ধও শীঘ্র নষ্ট হয় না। দুগ্ধ ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়ান ভাল। দুগ্ধ পান করিলে যদি বমন হয়, তবে এরারুট ও বার্লি-জল পান করান কর্ত্তব্য। এক টুক্‌রা ফ্লানেল্ কাপড় দ্বারা শিশুর সমস্ত পেট জড়াইয়া রাখিবে। পদদ্বয় খোলা রাখিও না। শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে দুগ্ধের সহিত ১০।২০ বিন্দু সুরা মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান ভাল। এতদ্ব্যতীত, রোগীর গৃহে বায়ু সঞ্চালন হইতে দিবে এবং যাহাতে ঘর অপরিস্কার হইতে না পায় তদ্বিষয়ে নজর রাখিবে। রোগী অত্যন্ত কাতর না হইলে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করাইবার ব্যবস্থা দিবে।

সাধারণ উপায় দ্বারা চিকিৎসা।

GENERAL MEASURES.

পথ্য। (Diet)—তরুণ উদরাময়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন আহার দেওয়া উচিত নহে। অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া অতি অল্প জলবার্লি ব্যবস্থা করা যায়। রোগ অল্প অল্প করিয়া ভাল হইতে থাকিলে কাঁচা মাংসের ক্কাথ (Rawmeat juice), গরম জল (Toast water), অণ্ডলাল ও জল (Albumen water), কুমিস্ (Koumyes) বা টাট্‌কা ঘোল প্রভৃতি সেবনবিধি দিতে হয় এবং ইহার পর সাবধানে দুগ্ধ ব্যবস্থা করিতে হয়।

পাকাশয় ও অন্ত্র ধৌতকরণ (Lavage)—চিকিৎসায় প্রথমে পাকাশয় ধুইবার ব্যবস্থা আছে। বোরাসিক্ এসিড্ গরম জলে মিশ্রিত করিয়া মলদ্বারের ভিতর ডুস্ দ্বারা ধৌত করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

বস্ত্র (Clothing)—গ্রীষ্মকালে তূলার বা পাটের বস্ত্রাদি পরিধান করিতে হয়, রাত্রিতে ঠাণ্ডা বেশী বোধ হইলে গরম কাপড় ব্যবহার্য্য।

ন্যাক্ড়া বদলান (Napkins)—ময়লা করিলে লেংটি বা ন্যাকড়া বদলাইয়া দিবে। গরম জলে ধুইয়া ও ১ পাউণ্ড জিঙ্ক-ক্লোরাইড্ এবং ২ গ্যালন জল পরস্পর মিশ্রিত করিয়া সেই জলে কাচিয়া পুনর্ব্বার সেই সমস্ত ন্যাকড়া ব্যবহার করিতে পারা যায়।

ত্বক (Skin)—ত্বক্ হেজে গেলে ১ ভাগ বোরিক্ এসিড্ আর ৯ ভাগ শ্বেতসার চূর্ণ (Starch powder) পরস্পর মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়।

বিশুদ্ধ বায়ু (Fresh air)—ছেলেকে ঠাণ্ডা ও বায়ু চলাচল হয় এরূপ স্থানে রাখিতে হয়। গরম সহর হইতে ঠাণ্ডা পল্লীতে নিয়ে যাওয়া, সমুদ্রের ধারে ও পার্ব্বতীয় প্রদেশে স্থান পরিবর্ত্তন করা যায়। দিবাভাগে ছেলেকে প্রায় সমস্ত দিন ফাঁকায় রাখিতে হয়।

—o—

পুরাতন উদরাময়।

CHRONIC DIARRHŒA.

সুশীলা। দিদি! তোমার ব্যবস্থা শুনিয়া আমি সিঙ্গিদের ছেলেকে ৬নং পডোফিলাম্ ঔষধ দিয়াছিলাম, বল্‌বো কি দিদি! চমৎকার উপকার হয়েছে। সকালবেলা যেরূপ বাহ্যে হচ্চিল, আবার তার উপর রক্তের ছিটে পর্য্যন্ত দেখা দিয়াছিল, সে সমস্তই ২ দিনের মধ্যে সেরে

গেছে। দিদি! পালেদের ছেলের আজ দেড় বৎসর হইতে পেটের ব্যারাম হয়েছে, কত ডাক্তার ও বদ্দি দেখ্‌চে, কিছুই উপকার হচ্চে না। তারা তোমার চিকিৎসা শুনে, বিশেষতঃ সিঙ্গিদের ছেলের অমন পেটের অসুখ ভাল হয়েছে শুনে তোমারই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়াবে এইরূপ মনে করেছে। কি বল দিদি! তোমার ঔষধে সুবিধা হবে কি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! বড় দুঃখের বিষয় এই যে, ব্যারাম কঠিন হয়ে না পড়্‌লে আর সহজে কেহ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে চায় না। সে যাহা হউক, পালেদের বৌকে বল যে তাহার সকল চিকিৎসা ত হয়েছে, এখন এই অতি খারাপ অবস্থায় আমি ঔষধ দিতে পারি তবে ঠিক বল্‌তে পারি না যে বাঁচাতে পার্ব্বো। তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে, এ অবস্থায় যদি কিছু হয়, তাহা হইলে হোমিওপ্যাথি ঔষধেই উপকার হ'তে পারে।

সুশীলা। দিদি! পালেদের বৌ আমার দুটি হাত ধ'রে তোমায় ভাল ক'রে চিকিৎসা কর্‌তে বল্‌ছে, তাতে তাহার ছেলে বাঁচুক আর মরুক।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! শিশুদিগের এইরূপ পুরাতন উদরাময়ের অঙ্কুর অতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইয়া থাকে, প্রথমতঃ ভালরূপ টের পাওয়া যায় না, ছেলের হাত ও পা রোগা রোগা এবং শরীর দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌লে তখন প্রকৃত রোগ ধরা পড়ে। এই রোগে প্রথম প্রথম জ্বর হয় না, অথচ দিবসে ৩।৪ বার পাতলা পাতলা বাহ্যে হয়, তৎসঙ্গে পেট বেদনা ও পেট কামড়ানি বর্ত্তমান থাকে। মলে অজীর্ণ লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু অত্যন্ত কোঁতানি থাকিলে আম ও রক্ত বাহির হইয়া থাকে। টক্ ও দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ভেদ হয় এবং শিশু বোকাটে ও ফেকাসে হইয়া পড়ে।

এইরূপ উদরাময় কয়েক সপ্তাহ হইতে কয়েক মাস পর্য্যন্ত থাকিতে পারে এবং খোকা শীর্ণ, বিবর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে জলবৎ

আমময়, কাদার বর্ণের মত, অথবা ঘাসের মত সবুজ ভেদ হয় এবং ঐরূপ মলে বড় দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। ক্রমে খোকা আরও অধিক শীর্ণ হয়, ব্যগ্রতার সহিত আহার করে ও যাহা খায় তাহাই মলদ্বার দিয়া অজীর্ণরূপে বাহির হইয়া থাকে। শিশু সর্ব্বদা কাঁদে ও পেট ফুলিয়া ওঠে বলিয়া পা গুটাইয়া শয়ন করিয়া থাকে।

উহার গাত্র শুষ্ক ও কর্কশ বা খস্‌খসে হয়, চেহারা বুড়োটে হয় এবং হাড় বেরিয়ে পড়ে। এই সময় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৫।২০ বার দাস্ত হয়, মুখে ও পাছায় ঘা হয় এবং অবশেষে শিশু দুর্ব্বলতায় প্রাণত্যাগ করে।

এই রোগে রক্ত পাতলা এবং কম হইলে পা, হাত ও চক্ষুর পাতা ফুলিতে পারে অথবা উহার ফুলকোর ভিতর রস জমিতে পারে। এই রোগের উপর ক্ষোট জ্বর, তড়কা অথবা মোহ উপস্থিত হইলেই নিশ্চয় মৃত্যু হয়। এই রোগে মল বাঁধিলে ও মল পিত্ত মিশ্রিত হইলে, মলের দুর্গন্ধ বিনষ্ট হইলে এবং রোগী ঈষৎ সবল হইতে থাকিলে আরোগ্য আশা করা যাইতে পারে।

সুশীলা। দিদি! এই পুরাতন উদরাময়ের কারণ কি?

সৌদামিনী। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম ঘটিলে, বায়ুর দোষে এবং যাবতীয় তরুণ রোগের পূর্ব্ব হইতে ভাল চিকিৎসা না হইলে এইরূপ পুরাতন উদরাময় রোগ হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! পুরাতন উদরাময় রোগের ঔষধ বলনা?

সৌদামিনী। অল্প নীল অথবা সাদা জিহ্বা, অত্যন্ত তৃষ্ণা ও অল্প অল্প জলপান, বমন, পেট ফুলা ও পেট বেদনা, আহারান্তে এবং দুই প্রহর রাত্রির পর পেটের অসুখের বৃদ্ধি; জলবৎ, চটচটে, কাল, সবুজ, অল্প সাদা অথবা রক্ত মিশ্রিত ভেদ; ঘন ঘন ও অল্প অল্প ভেদ, শীর্ণতা ও অবসন্নতা, অস্থিরতা, অনিদ্রা, ফেকাসে মুখ এবং শীতল হস্তপদ প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ৩০নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি শীর্ণকায়, ফেকাসে, দুর্ব্বল ও এসৃক্রফুলা ধাত বিশিষ্ট খোকাদের পুরাতন উদরাময় হয়, ঠাণ্ডা লাগিলেই যদি গালের বীচি ফোলে; অজীর্ণ, টক্, থস্থসে, সাদা, ফেনাযুক্ত অথবা অসাড়ে ভেদ হয়, মলে ছোট ছোট ক্বমি থাকে, নড়িলে বেদনা বোধ হয় ও অবশেষে মূর্চ্ছা হয় তবে ৩০নং ক্যাল্ক-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

যদি দুর্গন্ধ ভেদ, বাহ্যের পর পিপাসা, অত্যন্ত পেট ফাঁপা, অম্লাধিক্য ও খিট্খিটে মেজাজ থাকে তবে ৩০নং কার্ব্বো-ভেজ ঔষধের বড়ী খাইতে দিবে।

যদি ভেদের সহিত ক্বমি বহির্গমন, নিদ্রায় চমকান ও ক্রন্দন, প্রভৃতি লক্ষণ থাকে, তবে ৩০নং বা ২০০নং সিনা ঔষধ ফলপ্রদ।

যদি আহারের পর পেটের অসুখ বৃদ্ধি; হল্দে, জলবৎ, অজীর্ণ, অম্ল কাল, অথবা দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ, পেট ফাঁপা, ক্ষুধামান্দ্য ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ৩০নং চায়না ঔষধের বড়ী ফলপ্রদ।

যদি পাতলা, অল্প হল্দে ও কটা, এবং দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ হয়, আহার করিলেই হঠাৎ ও সজোরে ভেদ হয়, এবং নিদ্রাবস্থায় অসাড়ে বাহ্যে হয় তবে ৩০নং ক্রোটন্-টিগ্লিয়াম ঔষধের বড়ীতে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

যদি পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ, পেট ফুলা, পোষণাভাবে শীর্ণতা, ও ক্ষয়কারী জ্বর লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তবে ৩০ নং আয়োডিন ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

যদি পুরাতন উদরাময় রোগে পেট উচু ও শক্ত, পেটের ভিতরের বীচি কাঠিন্য, অথবা পেট টিপিলে বীচির মত হাতে ঠেকা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৩০নং মার্ক-আয়োড্ ঔষধের বড়ী সেবন করাইলে উত্তম ফল হয়।

যদি ঘন ঘন ফেনার মত আম, অথবা সাদা, সবুজ, দুর্গন্ধযুক্ত ও রক্ত-মিশ্রিত ভেদ হয়, মলদ্বার হেজে যায়, অত্যন্ত পেট বেদনা করে ও কোঁথ হয় তবে ৬নং মার্কুরিয়াস্ ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

অত্যন্ত কুন্থন ও অন্যান্য অন্যান্য আমাশয়িক লক্ষণে ৬নং মার্ক-কর ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

পুরাতন উদরাময় রোগে হল্‌দে চক্ষু, হল্‌দে ত্বক্‌, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও পুরাতন কাসি প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ৬নং হইতে ৩০নং ফস্‌ফরাস্‌ ঔষধের বড়ী ব্যবহার করাইবে।

সুশীলা। দিদি! ঔষধ ব্যতীত আর কি কি বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে?

সৌদামিনী। শিশুগণকে দুধে ও জলে চিনি না মিশাইয়া খাওয়াইবে। ভাত খেকো ছেলেকে ঘুঁটের পোড়ের দাদখানি চালের ভাত ও শিঙ্গি বা মাগুর মাছের ঝোল চিবাইয়া চিবাইয়া খাইতে বলিবে।

পেটে গরম কাপড় জড়াইয়া রাখিবে ও পিঠের শিরদাঁড়ায় সরিষার তৈল গরম করিয়া ঘষিবে। সুবিধা থাকিলে বায়ু-পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা দিবে।

রৌদ্রে সর্দ্দিগর্ম্মি।

SUNSTROKE.

সুশীলা। দিদি! পালেদের ছেলেদের ঔষধ ধরেছে। লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০নং, আর আর্সেনিক ৩০নং পর্য্যায়ক্রমে ৩ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। তিন দিবস সেবনের পর শুনিলাম খোকা কিঞ্চিৎ সবল হয়েছে এবং উহার বাহ্যেও বারে ঢের কমেছে। দিদি! আমি তাদের বলিছি খোকা কিছু বিশেষ ভাল হইলেই হাওয়া বদলাইবার জন্য যেন খোকাকে মধুপুরে নিয়ে যায়। দেখ দিদি! ওপাড়ার সোমেদের চার বৎসরের ছেলের সর্দ্দিগর্ম্মি হয়েছে। শুন্‌লাম্‌ ছেলেটা বড় দুরন্ত, কেবল রৌদ্রে রৌদ্রে ঘুড়ি উড়িয়ে বেড়ায়, বোধ হয় অদ্যকার প্রচণ্ড

রৌদ্রের তাপে উহার সর্দ্দিগর্ম্মি হ'য়ে থাকবে। কি হবে দিদি! কি উপায়ে সোমেদের ছেলে রক্ষা পাবে?

সৌদামিনী। ঠিক বলেছ সুশীলা! রৌদ্রের প্রচণ্ড তাপে ক্রমাগত বিচরণ বা পরিশ্রম করিলেই সর্দ্দিগর্ম্মির সম্ভাবনা থাকে। অত্যন্ত গরম এবং ঘরের দ্বার বদ্ধ থাকিলেও এরূপ হইতে পারে। শিশুদের সর্দ্দিগর্ম্মি রোগ প্রায়ই হয়, শিশুর দাঁতের তাড়সে অথবা পেটের অসুখ থাকিলে ঐরূপ হয় বলিয়া অনেকে মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক রৌদ্র লাগিয়াই অথবা অত্যন্ত গরমে সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! সর্দ্দিগর্ম্মির সমস্ত লক্ষণ কিরূপ?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! এককালীন ঘর্ম্ম বন্ধ হেতু গাত্র শুষ্ক ও যৎপরোনাস্তি গরম হয়। এই রোগে কচি ছেলেদের ভেদ হয় কিন্তু যুবাগণের বাহ্যে বন্ধ হইয়া যায়। ঘর্ম্ম বন্ধ হেতু তড়কা বা খেঁচুনি উপস্থিত হইয়া থাকে। দুইবার খেঁচুনির মধ্যকালে শিশু মোহপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু খেঁচুনির সময় হঠাৎ চম্‌কে উঠে ও বিবর্ণ হয় এবং দুই তিন বার হাঁপিয়ে ম'রে যেতে পারে। এই রোগে চক্ষুর তারা বড় থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের চিকিৎসা কি?

সৌদামিনী। রৌদ্রের তাপ হইতে শিশুকে শীঘ্র শীঘ্র লইয়া গিয়া শীতল স্থানে রাখিবে। দেখিও সেখানে জোর বাতাস না বহিতে থাকে। যদি সে সময় উহার তড়কা না উপস্থিত হয় তবে উহার ঘাড়ে ও স্কন্ধে ঠাণ্ডা জল ঢালিবে। যতক্ষণ উহার শারীরিক উত্তাপ ১০২ ডিগ্রির নীচে না নামে ততক্ষণ ঐরূপ জল ঢালিবে। ঐ সময়েই উহাকে কর্পূর শুঁকাইবে ও গিলিতে পারিলে উহাকে অল্প চিনির সহিত এক বিন্দু কর্পূরের আরক খাওয়াইয়াও দিবে। পরে তড়কার আশঙ্কা কমিয়া গেলে উহাকে ১নং একোনাইট ঔষধের বড়ী ১০।১৫ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে। গাত্র সরস ও শীতল হইলে আর একোনাইট খাওয়াইবে না।

তড়কা হইলে উহাকে গরম জলের সহিত ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া তন্মধ্যে উহার গাত্র ডুবাইয়া রাখিবে এবং মস্তকে ঠাণ্ডা জলের পটি দিবে; এই সময়েও একোনাইট ব্যবস্থা হয়। যদি স্থির দৃষ্টি ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয় তবে ৩নং বেলেডোনার বড়ী খাওয়াইবে। অত্যন্ত বেদনা ও বমন থাকিলে ৩নং ক্যাক্টাস ঔষধের বড়ী দিও। বমনেচ্ছা, বমন ও ভেদ হইলে ৬নং ব্রায়োনিয়া; তন্দ্রা ও শিরঃপীড়া দমনার্থ ৬নং হেলি-বোরাস্; দীর্ঘস্থায়ী তড়কা ও বমন জন্য ৬নং হায়েসায়েমাস্; দীর্ঘস্থায়ী ভেদ ও গায়ের তাপের জন্য ১নং ভেরেট্রাম-ভিরিডি; কোষ্ঠবদ্ধের জন্য ৬নং ওপিয়াম ও বেলেডোনা; শিরঃপীড়ার জন্য ৩নং গ্লনয়েন, হেলিবোরাস্ ও হায়েসায়েমাস্ এবং স্মৃতিলোপ জন্য ৬নং কুরারী ঔষধের বড়ী বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবস্থা করিবে।

—:*:—

নাক দিয়া রক্ত পড়া।

BLEEDING FROM THE NOSE.

সুশীলা। দিদি! তোমার উপদেশানুসারে চিকিৎসা করাতে সোমেদের ছেলে সাম্‌লে উঠেছে। বোধ হচ্চে বাঁচলে বাঁচতেও পারে। দিদি! গোঁসাইদের ছেলের প্রায়ই নাক দিয়া রক্ত পড়ে। দিদি! নাক দিয়া রক্ত পড়ার কারণ কি?

সৌদামিনী। নাকে আঘাত লাগিলে, কাসিতে কাসিতে অথবা রাগ-জনিত মাথায় রক্ত জমিলে, রক্ত পাতলা হইলে এবং নাকের ভিতরের পর্দ্দা কমজোরি হইলে নাক দিয়া রক্ত পড়ে।

সুশীলা। রক্তপড়া ব্যতীত আর কোন লক্ষণ কি প্রকাশ পায়?

সৌদামিনী। মাথাঘোরা ও কপাল ব্যথা হইয়া পরে নাক দিয়া রক্ত পড়িতে পারে। নতুবা আর কোন লক্ষণ হয় না।

সুশীলা। দিদি! কি করিলে নাক দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হয়?

সৌদামিনী। স্থূলকায় ও সবল ব্যক্তিদিগের মাথায় রক্ত জমা বশতঃ অথবা রিপু প্রভৃতির উত্তেজনা হেতু নাক দিয়া রক্ত পড়িলে ১নং একোনাইট ঔষধের বড়ী ১৫ মিনিট অন্তর ব্যবস্থা হয়।

মাথায় অত্যন্ত রক্ত জমিলে ও নাক দিয়া লাল টকটকে রক্ত পড়িলে এবং রক্ত পড়ায় মূর্চ্ছা, অত্যন্ত দপদপে মাথাব্যথা, আরক্ত মুখ ও চক্ষু থাকিলে ১নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী ১৫ মিনিট অন্তর খাওয়াইবে।

ঘুম থেকে উঠিলেই যদি লাল টকটকে রক্ত পড়ে তবে ১নং ব্রায়োনিয়া ঔষধের বড়ী ১৫ মিনিট অন্তর ব্যবস্থা করিবে এবং পরে দিবসে ৩ বার করিয়া খাওয়াইলে একেবারে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

আঘাত বশতঃ রক্তপাত হইলে, নাক গরম বোধ হইলে এবং পাতলা ও লাল রক্ত পড়ার পূর্ব্বে নাক সড়সড়ানি প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ১নং হইতে ৩নং আর্ণিকা ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল। দুর্ব্বলতা হেতু রক্তস্রাব হইলে ৩নং চায়না ঔষধের বড়ী বিশেষ উপযোগী। কালাটে রক্তপাত, ফোটা ফোটা রক্ত পড়া, অথবা অল্প অল্প রক্ত গড়ান থাকিলে ৩নং হেমেমেলিস্ ঔষধের বড়ী উপকারী।

বিনা কারণে লাল টকটকে রক্ত নাক দিয়া বাহির হইলে ১নং মেলিফোলিয়াম্ ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

অত্যন্ত রক্তাধিক্য বশতঃ রক্তপাত হইলে ৬নং ফেরাম-ফস্ ঔষধের বড়ী ভাল এবং নাক দিয়া রক্তপাত ও তৎসঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে রক্তফুটার মত অবস্থা থাকিলে ৬নং ফস্ফরাস্ ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা হয়। প্রচুর ও ঘন ঘন রক্ত পড়িলে এবং নাক দিয়া রক্ত পড়ার অভ্যাস থাকিলে ৬নং নাইট্রিক-এসিড্ ঔষধের বড়ী কিছুদিন খাওয়ান ভাল। প্রাতঃ-

কালে নাক দিয়া প্রত্যহ চাপ চাপ রক্ত পড়িলে ৬নং নক্সভমিকা ঔষধের বড়ী দিবসে ৩ বার করিয়া খাওয়াইবে। কাল ও সূতার মত রক্ত পড়িলে ৩নং ক্রোকাস্ ঔষধের বড়ী দিও।

অল্প কোষ্ঠবদ্ধ ও অর্শ থাকা প্রযুক্ত নাক দিয়া রক্ত পড়িলে ৬নং বা ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

বৃদ্ধদিগের নাক দিয়া রক্ত পড়া রোগে ৩নং কার্ব্বোভেজ ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

এই সমস্ত উপায়ের সাহায্য ব্যতীত, রোগীকে উহার মস্তোকোপরি আপন বাহু রাখিতে কহিবে। নাকের গোড়ায় ও ঘাড়ে বরফ বুলাইবে। হেমেমেলিস্ ঔষধের আরোক ন্যাক্‌ড়ায় ভিজাইয়া সেই ন্যাকড়া নাকের ভিতর পুরিয়া দিবে। নাকের ভিতর ফিট্‌কারীর জল পিচ্‌কারী করিবে। শিশুকে শীতল ঘরে সর্ব্বদা শয়ন করাইয়া রাখিবে।

চুলকণা।

ITCHING

সুশীলা। দিদি! সরকারদের বৌয়ের খোকার গায়ে ছোট ছোট চুলকণা হয়েছে। তারা ঔষধ নিতে এসেছে। দিদি! চুলকণার কি কি ঔষধ?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! যদি চুলকণা অন্য কোন বিশেষ রোগের লক্ষণ না হয়, তবে সর্ব্ব শরীর শুক্‌নো গাম্‌ছা বা বুরুষ দিয়া রগড়াইবে। গরম জলে গা ধোয়ান ভাল। সাবান ও জল দিয়া গা ঘষিলেও চুলকণার উপকার হয়। ইহাতেও উপকার না হইলে ৬নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাইতে দিবে। কোন কোন স্থানে চুলকাইতে চুলকাইতে রক্তপাত হইলে তথায় সুইট অয়েল ভিজাইয়া আস্তে

আস্তে রগড়াইয়া শুকাইবে। রাত্রিতে কোন স্থানে চুলকণা হইবে এরূপ সম্ভাবনা থাকিলে সন্ধ্যাকালে ঐখানে সুরা দ্বারা মালিশ করিবে। সর্ব্বাঙ্গে চুলকণার সম্ভাবনা থাকিলে ময়দার গুঁড়া দিয়া গা ঘষিবে। এই সকল উপায়েও চুলকণা দূর না হইলে কর্পূরের গুঁড়া এবং ময়দার গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া অথবা কর্পূরের আরোক দ্বারা গা ঘষিবে।

সুশীলা। দিদি! চুলকণা দমন করিবার জন্য কি পেটে খেতে ঔষধ দিতে হয় না?

সৌদামিনী। গায়ের কাপড় খুলিলেই যদি চুলকণা হয় তবে ৬নং নক্স-ভমিকা ও আর্সেনিক উপযোগী হয়। শয্যায় শয়ন করিলে পর যদি চুলকণা হয় এবং চুলকাইলে যদি ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্থান চুলকাইতে আরম্ভ হয় তবে ৬নং ইগ্নেসিয়া দিবে। শয়ন করিয়া যতক্ষণ না শরীর গরম হয় ততক্ষণ চুলকণা না হইলে অর্থাৎ শয্যায় গা গরম হইলে পর চুলকণা হইলে ৬নং পাল্‌সেটিলা ব্যবস্থা করিবে; ইহাতে উপকার না দেখিলে এবং সমস্ত রাত্রি গা চুলকাইলে ৬নং মার্কুরিয়াস ভাল।

চুলকণার পর অত্যন্ত জ্বালা হইলে ৬নং রাসটক্স অথবা এপিস এবং তৎপরে হেপার সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী উপযোগী। চুলকাইতে চুলকাইতে অত্যন্ত রক্তপাত হইলে এক সপ্তাহ ৬নং মার্কুরিয়াস এবং পর সপ্তাহ ৬নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইলেই বিশেষ উপকার হয়।

এপিস ও রাসটক্স একত্রে ব্যবহার করিবে না।

খোস পাচড়া।

ITCH, SCABIES.

সুশীলা। দিদি! সরকারদের খোকার চুলকণা সেরে গেছে। নক্স ও আর্সেনিক ঔষধের বড়ী সেবনে এবং ময়দার গুঁড়া ঘষিয়া উপকার

হলো। দিদি! সাণ্ডেলদের খোকার হাতে ও পায়ে অত্যন্ত খোস পাচড়া হয়েছে। খোকার মা জিজ্ঞাসা কচ্চে, কিরূপে ছেলে শীঘ্র শীঘ্র ভাল হ'তে পারে?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! অনেক প্রকার মলম ও বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা খোস্ ও পাচড়া শীঘ্র শীঘ্র ভাল করা যেতে পারে, কিন্তু হঠাৎ খোস পাচড়া বন্ধ করিলে হয়ত ২।১ দিনের পর অথবা কয়েক সপ্তাহান্তে অথবা কয়েক বৎসরের পর অন্য কোনও কঠিন রোগ উপস্থিত হইতে পারে। অতএব খোস পাচড়ার যন্ত্রণা সত্ত্বেও শীঘ্র শীঘ্র ফোঁট বন্ধ করিয়া ভবিষ্যতে বিপদগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।

এই রোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্ডুকীট ত্বকের নীচে ডিম পাড়ে, এবং তদ্দ্বারা ত্বকের উপর প্রথমে ছোট ছোট খোস বা গুটি বাহির হইয়া থাকে।

বাড়ীর মধ্যে কাহারও খোস হইলে যদি অন্য লোকে বাল্সমপিরু নামক ঔষধ কিঞ্চিৎ জলে মিশাইয়া গাত্রে মাখে, তবে উহার গাত্রে ছোঁয়াচে খোসের কীট প্রবেশ করে না। কিন্তু খোস্ পাচড়া বাহির হইয়া পড়িলে পরিষ্কার সাল্ফার ঔষধের গুঁড়া খাঁটি সুরায় উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, পরে এই মিশ্রণের এক ছোট চামচে অর্থাৎ ৬০ ফোঁটা পরিমাণ লইয়া আড়াই পোয়া জলে মিশাইয়া অল্প অল্প করিয়া খোস ধোয়াইবে। যদি বড় বড় খোস হয় তবে সুরায় মার্কুরিয়াস মিশাইয়া পরে জল মিশাইয়া ঐরূপে খোস ধোয়াইবে।

ঔষধের জলে খোস ধোয়াইলেও যদি খোস ভাল না হয়, তবে জানিবে যে পোকা মরিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ঔষধ খাওয়াইয়া খোস্ ভাল করিতে চেষ্টা করিবে। সর্ব্ব প্রথমে কয়েক দিন ৬নং মার্কুরিয়াস ঔষধের বড়ী সেবন করাইয়া পরে কয়েক দিন ৬নং সাল্ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। কিছুদিন এইরূপ উল্টে পাল্টে মার্কুরিয়াস ও সাল্ফার সেবন করাইয়াও যদি বিশেষ উপকার না হয়, তবে অন্য ঔষধ চেষ্টা করিবে যথা :—

যদি ছোট ছোট ও শুষ্ক খোস্ হয়, তবে এক দিনান্তে ৬নং কার্ব্বো-ভেজ ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে, অথবা একবার রাত্রিতে ও একবার প্রাতে ৬নং হেপার-সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

বড় বড় খোস্ হইলে প্রথমে ৬নং মার্কুরিয়াস্ পরে সাল্‌ফার এবং অবশেষে কষ্টিকাম ঔষধের বড়ী সকাল বৈকাল খাওয়ান ভাল।

যদি বড় বড় খোস্ ক্রমে হলদে ও নীলবর্ণ হয়, তবে ৩০নং লেকেসিস্ ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। খোসের বেদনা যত বাড়িবে তত লেকেসিস্ প্রয়োগ বিধি।

খোস হঠাৎ চাপিয়া গেলে ৩০নং সাল্‌ফার ও ৩০নং আর্সেনিক খাওয়াইবে, তাহা হইলে আবার খোস পুনরায় প্রকাশ পাইবে।

শীতপিত্ত বা আমবাত।

NETTLE RASH, URTICARIA.

সুশীলা। দিদি! সাণ্ডেলদের ছেলের খোস ভাল হয়েছে। ঐ সাল্‌ফার ঔষধের জল দিয়া ধোওয়া আর মার্কুরিয়াস্ ও সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াতেই বিশেষ উপকার হয়েছে। দিদি! আগুরিদের ছেলের গায়ে কদিন ধরে বড় আমবাত বেরুচ্চে; তারা ঔষধ নিতে এসেছে। আমবাত কি দিদি?

সৌদামিনী। গায়ে বিচুটী লাগিলে যেরূপ ফুলে ওঠে, আমবাত বা শীতপিত্ত রোগেও তেমনি গায়ে চাকা চাকা ফুলে ওঠে। ঐ ফুলা হাতে শক্ত স্থিতিস্থাপকভাবে ঠেকে। ফুলার মধ্যস্থল ফেকাসে, কিন্তু চারি ধারে লাল হয়, কখন কখন কেবল ফেকাসেই থাকে। ঐরূপ ফুলাতে চিড়িক্ মারে ও চুলকণা হয়।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের আর আর লক্ষণ কি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! আমবাত প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে খোকার বমনেচ্ছা, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, পিপাসা ও ময়লা জিহ্বা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোন কোন স্থলে গাত্র গরম ও শুষ্ক হয় এবং নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত বহিয়া থাকে। সন্ধ্যার পর শয়ন করিলে অর্থাৎ শয্যার গরমে গাত্র গরম হইলেই ঘাড়ে, বাহুতে, অথবা সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত ও অসহ্য চুলকণা হইয়া থাকে। চুলকাইতে চুলকাইতে গাত্রের উপর চাকা চাকা হইয়া ফুলিয়া ওঠে। ঐরূপ ফুলার স্থানে জ্বালা, চুলকণা ও চিড়িক্‌মারা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং সর্ব্বশরীরে বিশেষ অসুখ বোধ হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের কারণ কি?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! শিশুদিগের অজীর্ণ হেতু অথবা উহারা তিক্ত বাদাম, আঁইশযুক্ত মাছ, ছোলার ছাতু, শশা এবং গুড় বা মধু প্রভৃতি সামগ্রী আহার করিলে এই রোগ হয়। ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা ঋতু পরিবর্ত্তনেও এই রোগ হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের চিকিৎসা বল না?

সৌদামিনী। যদি আমবাত বাহির হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত জ্বর লক্ষণ অর্থাৎ উত্তপ্ত ও শুষ্ক গাত্র, পিপাসা, ময়লা জিহ্বা, কঠিন ও দ্রুত নাড়ী, অস্থিরতা ও উদ্বেগ বর্ত্তমান থাকে তবে ১নং একোনাইট ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

যদি ঠাণ্ডা লেগে অথবা স্যাঁৎসেঁতে ঘরে থেকে আমবাত বাহির হয়, তৎসঙ্গে অল্প জ্বর, মুখে তিক্তাস্বাদ, রাত্রিতে উদরাময়, ময়লা জিহ্বা এবং অত্যন্ত চুলকণা ও জ্বালা থাকে, তবে ৬নং ডাল্কামারা ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

যদি অস্বাস্থ্যকর পদার্থ আহার অথবা তেল বা ঘির সামগ্রী ভক্ষণজনিত আমবাত হয় তবে ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী ব্যবস্থা করিবে।

যদি মাছি বা মশার কামড়ের মত আমবাত বাহির হয় এবং উহাতে অত্যন্ত জ্বালা বর্ত্তমান থাকে, বিশেষতঃ সন্ধিস্থলের আমবাতগুলি অত্যন্ত জ্বালা করে, তবে ৬নং রাসটক্স ঔষধের বড়ী সেবন ব্যবস্থা দিবে।

আমবাত গুলি হঠাৎ চাপিয়া গেলে এবং তজ্জন্য শ্বাসকষ্ট হইলে ৬নং ব্রায়োনিয়া ঔষধের বড়ী উপযোগী।

আমবাতের সহিত প্রবল শিরঃপীড়া, আরক্ত মুখ, ক্রন্দন, অল্প হল্‌দে ও লাল বর্ণের ফুলা এবং রগড়াইলে চুলকণা প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং বেলেডোনার বড়ী সেবন করান ভাল।

আঁইশযুক্ত মৎস্য ভক্ষণ করিলে অথবা অজীর্ণ হেতু পাকাশয় বিকার ঘটিলে ৬নং এণ্টিম-ক্রুড্ ঔষধের বড়ী উপযোগী।

যদি আমবাত অল্প নীল ও লালবর্ণ অথবা ফেকাসে এবং স্বচ্ছ হয়, তৎসঙ্গে ফুলা, চুলকণা, হুল ফুটান ও জ্বালা থাকে, মোটে রগড়ান সহ্য না হয়, অথবা জোরে চুলকাইলে নরম পড়ে, শীঘ্র শীঘ্র ছেলেরা রাগান্ধ হয়, তবে ৬নং এপিস ঔষধের বড়ী সেবন ব্যবস্থা দিবে।

যদি অত্যন্ত রাগী ছেলের প্রবল সর্দ্দি, তৎসঙ্গে বাহু এবং বক্ষে আমবাত ও খোলা বাতাসে বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ থাকে, তবে ৬নং হেপার-সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

সর্দ্দি, তৎসঙ্গে উরুতে আমবাত প্রথম আরম্ভ, খোলা বাতাসে উপশম প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং সিনা উপযোগী। ইহা নিদ্রাপরায়ণ, ভয়-তরাসে এবং উদ্বিগ্নমনবিশিষ্ট বালকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ওহিফেন ও সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন জনিত আমবাত হইলে ৩নং নক্সভমিকা ঔষধের বড়ী সেবন করান ভাল।

কাঁচা ফল ভক্ষণজনিত আমবাত, রাত্রিতে বৃদ্ধি, আমবাত বাহির হইলে পর ঘুংড়ীর মত কাসি, অথবা আমবাত বন্ধ হওয়ার পর কষ্টকর কাসি প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী ফলপ্রদ।

স্নানের পর আমবাত বাহির হইলে অথবা আমবাতগুলি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে ৬নং ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

আমবাত রোগে ৮ ঘণ্টান্তর ১ গ্রেণ মাত্রায় ক্লোরাল ঔষধের চূর্ণ খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

আমবাত রোগে আর্টিকা-ইউরেন্স ঔষধের বড়ী উপকার করে। টক্ ফল বা শির্কাম্ল ভক্ষণজনিত আমবাত হইলে চিনির সহিত এক ফোঁটা করিয়া কর্পূরের আরোক সেবন করিলে উপকার হয়।

যদি আমবাতে প্রবল বেদনা ও চিন্‌চিনি থাকে তবে ২০ বিন্দু ভেরেট্রাম-ভিরিডির মূল আরোক এবং জল ও শোধিত সুরা প্রত্যেকের অর্দ্ধ আউন্স পরস্পর মিশ্রিত করিয়া আমবাতের স্থানে লাগাইবে। রাসটক্স ঔষধের মূল আরোক ঐরূপ জল ও শোধিত সুরার সহিত মিশাইয়া আমবাতের স্থানে লাগাইলেও উপকার হয়।

গরম জলে সর্ব্বদা গা ধুইতে বলিবে। চুলকণার জন্য গ্রিণ্ডিলিয়া ঔষধের ধাবন ভাল। অথবা গরম জলে শির্কাম্ল মিশাইয়া গাত্র ধৌত করিলেও চুলকণা নিবারণ হয়।

পুরাতন আমবাত রোগে রাত্রিতে শয্যার গরমে গা কুটকুট করিলে ৬ ঘণ্টান্তর ৬নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

দুর্ব্বল ব্যক্তির পুরাতন আমবাত, তৎসঙ্গে লালবর্ণ জিহ্বা, পিপাসা ও অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে ৪ ঘণ্টান্তর ৩নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী সেবনবিধি।

দুরারোগ্য আমবাত, তৎসঙ্গে অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ ও মেটে মেটে বর্ণ থাকিলে ৮ ঘণ্টান্তর ৩নং নেট্রাম-মিউর ঔষধের গুঁড়া ২ গ্রেণ মাত্রায় খাওয়াইবে।

এতদ্ব্যতীত, পুরাতন আমবাত বা শীত-পিত্ত রোগে ৩০নং লাইকো-পোডিয়াম্, ক্যাল্কেরিয়া, কষ্টিকাম ও কার্ব্বো-ভেজ ঔষধের বড়ীও উপকার করিয়া থাকে।

একজিমা, পামা বা গরল বিশেষ।

ECZEMA.

সুশীলা। দিদি! আগুরীদের ছেলের আমবাত সেরে গেছে। এপিস্ ঔষধেই ভাল হলো। কাঁসারীদের ছেলের শরীরের স্থানে স্থানে পাচড়ার মত কি সব বেরিয়েছে একবার দেখবে এসো, কাঁসারী-বৌ ছেলে নিয়ে এসেছে।

সৌদামিনী। ও সুশীলা! এ যে একজিমা রোগ।

সুশীলা। দিদি! তোমার ইংরিজি কিছুই বুঝ্তে পাল্লুম না?

সৌদামিনী। যে রোগে চামড়ার উপর প্রদাহ অর্থাৎ লালবর্ণ ত্বক, ক্রমে ত্বকের উপর ঘেঁসাঘেঁসি স্ফোট ফাটিয়া চট্‌চটে রস পড়া এবং শেষে স্ফোটের উপর পাতলা ও হল্‌দে বর্ণের মামড়ী প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় উহাকে একজিমা রোগ কহে। বাঙ্গালাতে উহাকে পামা বা একরূপ গরল বলা যায়।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের সমস্ত লক্ষণ বল না?

সৌদামিনী। পাতলা ও ফেকাসে ছেলেদের প্রথমে জ্বরবোধ ও ক্ষুধামান্দ্য হইয়া গাত্রে প্রথমে লালবর্ণ, পরে টোপের মত স্ফোট হয়। ঐ স্ফোট ফাটিয়া প্রচুর রস বাহির হয়, স্ফোটগুলিতে অত্যন্ত চুলকণা, তাপ বোধ ও টাটানি হয় এবং শেষে উহাদের উপর খোলোস বা মামড়ী পড়িয়া থাকে। এই রোগ প্রধানতঃ মাথায়, মুখে, হস্তে, পদে এবং কানের পশ্চাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বগলে, নিতম্বে ও গাঁট মুড়িবার দিকেও এই রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে স্ফোট বাহির হইলে জ্বর ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

সুশীলা। দিদি! এরূপ চর্ম্ম রোগের কারণ কি?

সৌদামিনী। তাপ, শৈত্য, অনুপযুক্ত আহার, ঘর্ষণ, মূত্রসংযুক্ত

কাপড়ের ঘেঁসড়ানি, বেশী সাবান লাগান ইত্যাদি কারণে একৃজিমা রোগ হয়। অতি শৈশবে নাভী স্থানে এই রোগ প্রকাশ পাইয়াও থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের কি রকমারী আছে?

সৌদামিনী। আছে বৈকি? ঘামাচির মত কতকগুলি বিজগুড়ি বাহির হইলে উহাকে (১) সহজ একৃজিমা বলে। তাপ, শৈত্য ও সাবান লাগান প্রযুক্ত এইরূপ সহজ একৃজিমা হয়। মুখে, ঘাড়ে ও অন্যান্য খোলা স্থানে সহজ একৃজিমা অধিক হয়।

(২) লাল একৃজিমা। গাঁটের ভিতর দিকে, কুচ্‌কির স্থানে ও কবজি প্রদেশে প্রকাশ পায়। উহা দেখিতে উজ্জ্বল লালবর্ণ, উহাতেও জ্বালাকর বেদনা ও কটা বর্ণের মামড়ী পড়ে।

(৩) বড় ব্রণের মত ঘন ও স্ফোটযুক্ত একৃজিমা। দুর্ব্বলকায় ও গণ্ডমালা ধাত বিশিষ্ট শিশুদিগের মাথায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে প্রথমে রস ও পরে পূঁয হয়, ক্রমে উহার উপর অল্প সবুজ ও হল্‌দে বর্ণের পুরু মাম্‌ড়ী পড়িয়া থাকে।

(৪) পুরাতন একৃজিমা। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার একৃজিমা পুরাতন হইয়া গেলে, পুরাতন-একৃজিমা নাম প্রাপ্ত হয়। উহা আরোগ্য হইবার সময় সময় আবার ফাটিয়া যায়; পরে ঐ স্থানের ত্বক্ কর্কশ, শুষ্ক, লাল ও পুরু হইয়া থাকে।

(৫) মস্তকে একৃজিমা। কেবল মাথায় হইলে দুধে মাম্‌ড়ী বা মস্তকের একৃজিমা বলা যায়।

(৬) একধার ঘেঁসে একৃজিমা। কেবল একধার লইয়া বিস্তৃত হইতে থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের চিকিৎসা কিরূপ হবে?

সৌদামিনী। একে একে সর্ব্বপ্রকার একৃজিমা রোগের চিকিৎসা বলি শোন।

সহজ একজিমার চিকিৎসা।— প্রথমে অত্যন্ত জালা ও চুলকণা থাকিলে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি হইলে ৩নং রাস-ভিনিনেটা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। সর্ব্বাঙ্গে এইরূপ অসুখ প্রকাশ পাইলে কেবল দুগ্ধ পথ্য দিবে। ত্বক্ সম্বন্ধীয় রোগে প্রথমে রাস-টক্স ঔষধ দ্বারা বৃদ্ধি সম্ভব, তথাপি ঔষধ বন্ধ না করিয়া উহার ৬নং বা ৩নং ব্যবস্থা করিবে। ২ সের ভূসি ৫ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এবং ছাঁকিয়া সেই জলে স্নান করার উপযোগী জল মিশাইয়া সেই জল দ্বারা সর্ব্বাঙ্গের একজিমা ধোয়াইবে। আড়াই পোয়া জলে ২০ গ্রেণ বোরাক্স মিশ্রিত করিয়া সেই জলে ধোয়ানও ভাল। মামড়ী পড়িলে উহাতে পুল্‌টিস্ লাগাইয়া নরম করিবে। হাতের পশ্চাতে একজিমা হইলে ৩নং বোভিষ্টা ২ হইতে ৬ গ্রেণ মাত্রায় ৬ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। মাথায় একজিমা হইলে ৩নং বা ৬নং ওলিয়েণ্ডার ঔষধের বড়ী ৬ ঘণ্টান্তর সেবন করান ভাল। মুখে ও জননেন্দ্রিয়ে একজিমা হইলে ও উহাতে অত্যন্ত চুলকণা এবং বমনেচ্ছা ও কষ্টকর ভেদ হইলে ৩নং ক্রোটন ঔষধের বড়ী ৬ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ বিধি। মুখ, জননেন্দ্রিয় ও মলদ্বারে একজিমা হইলে ও উহাতে চুলকণা থাকিলে এবং চুলকাইবার পর অত্যন্ত ব্যথা হইলে ৩নং এণ্টিম-ক্রুডের গুঁড়া ২ গ্রেণ মাত্রায় ৬ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। হাতের তালুতে একজিমা হইলে ৩নং গ্র্যাফাইটিস্ ঔষধের গুঁড়া ৩ গ্রেণ মাত্রায় ৬ ঘণ্টান্তর সেবন বিধি। বালকের দাড়িতে হইলে ৩নং সিকুটা ঔষধের বড়ী ৪ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।

যদি স্ফোটের চারিদিক লালবর্ণ এবং ঐরূপ স্ফোটগুলি যদি নাক, চোক, কাণ, ঘাড় ও কাঁধে প্রকাশ পায় তবে ৩নং এণ্টিমটার্ট ঔষধের গুঁড়া ৬ ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে।

লাল একজিমার চিকিৎসা।— এইরূপ রোগে ৩নং

রাস্‌ভিনিনেটা ঔষধের বড়ী ৬ ঘণ্টান্তর, অথবা ৬নং পিট্রোলিয়াম্ ঔষধের বড়ী ৮ ঘণ্টান্তর, কিম্বা ১নং আর্সেনিক ঔষধের গুঁড়া ৮ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। একজিমা হইতে জ্বালাকর রস গড়াইলে আর্সেনিক খাওয়াইতে হয়। এই লাল একজিমাতে ভেসিলিন্ লাগাইবে।

বড় ব্রণের মত শক্ত ও স্ফোটযুক্ত একজিমার চিকিৎসা।—এই রোগে ৩নং রাস-ভিনিনেটা ঔষধের বড়ী ৬ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। গণ্ডমালা ধাত বিশিষ্ট ছেলেদের ৩নং মার্ক-কর ঔষধের বড়ী ৬ ঘণ্টান্তর সেবন বিধি দিবে। এইরূপ রোগ পুরাতন হইলে ৬নং হেপার-সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

পুরাতন একজিমার চিকিৎসা।— শুষ্ক অথবা অল্প রস ঝরিতে থাকিলে ৩নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী ৬ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা। বাতগ্রস্ত বালকের শুষ্ক ও বেদনা যুক্ত রোগে ৬নং এলুমিনা ঔষধের বড়ী ৪ ঘণ্টান্তর সেবন বিধি। অত্যন্ত রস ঝরিলে ৩নং মার্ক-কর ঔষধের বড়ী সেবন করাইবে। ফেটে ফেটে রক্ত পড়িলে ও রস না ঝরিলে ৩নং পিট্রোলিয়াম্ ঔষধের বড়ী ৬ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। কর্ণের পশ্চাতে পুরাতন একজিমা হইতে চটচটে রস গড়াইলে ৩নং গ্র্যাফাইটিস্ ঔষধের গুঁড়া ৬ ঘণ্টান্তর খাওয়ান ভাল। কিছুতেই না সারিলে ৩নং হেপার-সাল্‌ফার ঔষধের গুঁড়া ২ গ্রেণ মাত্রায় ৬ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।

মস্তকের একজিমার চিকিৎসা।— সহজ একজিমা রোগে যে যে ঔষধ লিখিত হইয়াছে সেই সকল ঔষধ ব্যবহার করিতে পার; এতদ্ব্যতীত ১নং ভায়োলা-ট্রাইকোলার ঔষধের বড়ী ৬ ঘণ্টান্তর অথবা ১নং ভিঙ্কা-মাইনর ঔষধের বড়ী ৬ ঘণ্টান্তর সেবন ব্যবস্থা দিবে। এই শেষোক্ত ঔষধের এক ড্রাম মূল আরক এক আউন্স গ্লিসিরিন্ ঔষধের

সহিত মিশ্রিত করিয়া মাথায় লাগাইবে। পুরাতন হইলে ৬নং সিপিয়া ঔষধের বড়ী ৬ ঘণ্টান্তর, ৩নং হেপার-সাল্‌ফার ঔষধের গুঁড়া ৩ গ্রেণ মাত্রায় ৬ ঘণ্টান্তর অথবা মাথায় শুষ্ক একজিমা হইলে ৬নং লাইকো-পোডিয়ামের বড়ী ৬ ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে।

ধারঘেঁসে একজিমার চিকিৎসা।— এরূপ অবস্থায় ১নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী ৬ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে ও গন্ধকের মলম প্রস্তুত করিয়া রোগের স্থানে লাগাইবে।

একজিমা রোগে যখন যে ঔষধ খাওয়াইবে, তখন সেই ঔষধেরই লোশন বা ধাবন প্রস্তুত করিয়া লাগাইবে। যথা ঃ—এণ্টিম-টার্ট খাওয়াইবার সময় ১নং এণ্টিম-টার্ট ঔষধের ১০ গ্রেণ গুঁড়া ৮ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া বাহ্য প্রয়োগ করিবে। আর্সেনিক সেবন ব্যবস্থা হইলে ২নং আর্সেনিক ঔষধের ১০ বিন্দু ৮ আউন্স জলে মিশাইয়া রোগের স্থান ধোয়াইতে পার। ক্রোটন্‌ সেবন কালে ১নং ক্রোটনের ২০ বিন্দু ৮ আউন্স জলে বা অলিভ্‌ তেলে মিশাইয়া একজিমার স্থানে লাগাইতে পার। মাথার চুলগুলি কাটিয়া ছোট ছোট করিয়া ও নরম সাবানে মাথা ঘষিয়া এবং পুলটিস দ্বারা মামড়ী তুলিয়া পরে ঔষধের জল, তেল বা মলম লাগাইবে।

একজিমা গুলিতে বড় ব্যথা হইলে ৩০ গ্রেণ বিস্‌মাথ্‌-নাইট্রাস্‌ ও এক আউন্স চর্ব্বি পরস্পর মিশাইয়া মলমের মত লাগাইবে।

ক্রোটন্‌ ও রাস্‌-ভিনিনেটা ঔষধ দ্বারা একজিমার চুলকণা নিবারিত হয়। হাতে একজিমা হইলে ও উহাতে অত্যন্ত টাটানি থাকিলে গরম জলে অল্প সোডা-বাইকার্ব্ব মিশাইয়া প্রত্যহ রাত্রিতে অল্প গরম গরম হাতে ঢালিয়া দিবে।

নারাঙ্গা বা বিসর্প।

ERYSIPELAS.

সুশীলা। দিদি! আগুরিদের ছেলের একজিমা নামক চর্ম্ম রোগ অনেকরূপ তদারকে সেরে গেছে। রাসটক্স সেবনে ও উহারই তেল প্রস্তুত করিয়া লাগাইতে লাগাইতে ক্রমে ক্রমে উপকার হলো। দেখ দিদি! বক্সিদের খোকার মাথায় ও ঘাড়ে কি রাঙ্গা রাঙ্গা বেরিয়েছে, যেন চিক্ চিক্ ক'চ্চে আর ফুলেও উঠেছে। ইহা কিরূপ ব্যারাম দিদি? এই বক্সিদের খোকাকে ভাল ক'রে দেখে একটু ঔষধ দাও।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! ইহাকে নারাঙ্গা বা বিসর্প রোগ বলে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের কারণ কি?

সৌদামিনী। ঠাণ্ডা লাগা, অজীর্ণ, অপরিষ্কার ও বদ্ধ ঘরে বাস অথবা অনেক লোক একত্রে থাকা, ভূ-বায়ুর অস্বাভাবিক ও দূষিত অবস্থা এবং রক্ত খারাপ প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়। আঘাতবশতঃ এই রোগ অধিক হয়।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ কি?

সৌদামিনী। তুমি এই রোগের আনুপূর্ব্বিক ও চমৎকার বর্ণনা ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষের জ্বর চিকিৎসা পড়িলেই জানিতে পারিবে, এখন তোমায় মোটামুটি এই রোগের লক্ষণ বলি শোন।

সুশীলা। দিদি! এখন তাই বল।

সৌদামিনী। এই রোগ হইলে ত্বক্ লাল হয়। এই লাল ভাবটি এক দিকেই বিস্তৃত হ'তে থাকে। ইহার সঙ্গে ফুলা, বেদনা, জ্বালা, চড়চড়ানি ও টোপের মত অর্থাৎ রসপূর্ণ ফোস্কা থাকে। ত্বক টিপিলে সাদা হয় কিন্তু টেপা বন্ধ করিলেই আবার লাল হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হয় অর্থাৎ কম্প, আলস্য, মাথাব্যথা, বমনেচ্ছা, পিত্তবমন প্রভৃতি

প্রাদাহিক জ্বর লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে ত্বকের নীচে রস জমে অধিক ফুলে ওঠে। নাকের গোড়ায় ও চোখের কোনে প্রায়ই এই রোগ আরম্ভ হইতে দেখা যায়। দেখ সুশীলা! এই রোগ বড় ছোঁয়াচে। এই রোগ এক দিকে যেমন বাড়ে, আবার যেখানে প্রথম হয় সেখানে চেপে গিয়ে অন্য স্থানে বাহির হইতে পারে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের চিকিৎসা বল ও বক্সিদের ছেলেকে ৪ দিনের ঔষধ দাও, কেননা উহারা রোজ রোজ আস্‌তে পার্ব্বে না।

সৌদামিনী এই রোগের সর্ব্ব প্রথমে ১ ফোঁটা হইতে ১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত চায়না ঔষধের মূল আরকের বড়ী খাওয়াইতে পারিলে এই রোগ অঙ্কুরেই দমন হইতে পারে।

এই রোগের প্রধান প্রধান ঔষধ যথা—বেলেডোনা, এপিস্‌ ও রাসটক্স।

যদি ত্বক্‌ চোস্ত, উজ্জ্বল অথবা চক্‌চকে লাল বর্ণ হয়, তৎসঙ্গে মাথায় রক্তজমা, রগ দপ্‌দপানি, প্রবল জ্বর ও প্রলাপ লক্ষণ থাকে তবে ৩নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী ১ ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে। এই রোগে মুখ ফুলে চোক্‌ ঢেকে গেলে ও সেই স্থানে তীক্ষ্ণ বা বিদ্ধকর বেদনা থাকিলে বেলেডোনা বিশেষ আবশ্যক হয়।

যদি রোগের স্থানে জ্বালা ও হুল ফুটানি, ফেকাসে বর্ণের ত্বক্‌, ত্বকে শোথ, গলা শুষ্ক ও গলার ভিতর শোথ বা ফুলা থাকে তবে ৩নং এপিস্‌ ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। এপিস্‌ সদৃশ ঔষধে রোগী গাত্রে হাত দিতে দেয় না খিট্‌খিটে হয় এবং গরম ঘরে থাকিতে পারে না।

যদি এই রোগে স্ফোট বা ফোস্কা ওঠে, ফোস্কার চারিপাশ উজ্জ্বল লালবর্ণ হয়, রোগের স্থানে অল্প নীল ও লালবর্ণ হয় তৎসঙ্গে অত্যন্ত জ্বালা ও চুলকণা থাকে তবে ৩নং রাস্‌টক্স বা রাস্‌-ভিনিনেটা ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

রাস্‌টক্স সেবিত হইলে পর ভ্রমণশীল বিসর্প রোগে যদি ত্বক্‌ অল্প নীল

ও লালবর্ণ থাকে, কানের উপর রোগ হয় এবং যদি তেল বা ঘির সামগ্রী বা অন্য আহারের দোষে রোগ উৎপন্ন হয় তবে ৩নং পাল্সেটিলা ঔষধের বড়ী উপযোগী হয়। এক স্থানে লালবর্ণ মিলিয়া গিয়া যদি অপর স্থান লালবর্ণ হয় তবে পাল্সেটিলা বিশেষ খাটে।

সন্ধিস্থলে রোগ হইলে ৩নং ব্রায়োনিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল। ব্রায়োনিয়ার পর সালফার ঔষধ প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর লক্ষণে অর্থাৎ উত্তপ্ত ও শুষ্কগাত্র এবং পিপাসা লক্ষণে ৩নং একোনাইট ঔষধের বড়ী খাওয়াইতে ভুলিবে না।

শোথ বা ফুলাযুক্ত বিসর্প রোগে অত্যন্ত প্রবল জ্বর এবং পাকিবার সম্ভাবনা এরূপ জোর প্রদাহ হইলে ১নং ভেরেট্রাম্-ভিরিডি ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে এবং ঐ ঔষধেরই মূল আরক জল মিশাইয়া রোগের স্থানে পটি করিয়া দিবে।

ভ্রমনশীল বিসর্প রোগে ৩নং গ্র্যাফাইটিস ঔষধের গুঁড়া খাওয়ান ভাল।

ঐরূপ রোগে ত্বকে বেদনাধিক্য, শোথ ও অল্প ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণে ৩নং হেপার-সালফার ঔষধের গুঁড়া পাঁচ ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে; এই ঔষধে ফুলা পাকাইবার বিশেষ সুবিধা হয়।

এই রোগে জ্বর না থাকিলে ৬নং হেপার-সালফার ও ৬নং লাই-কোপোডিয়াম্ ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে ফোস্কা অধিক থাকিলে ৬নং ক্যান্থারিস ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল। মস্তিষ্ক-ঝিল্লির প্রদাহ হইলে ৬নং ষ্ট্রামোনিয়াম ও রাসটক্স ঔষধের বড়ী খাওয়ান কর্ত্তব্য।

বিসর্পের স্থান কালবর্ণ হইলে এবং পাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলে তৎসঙ্গে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে সুতরাং সান্নিপাতিক লক্ষণে ৬নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। আর্সেনিক ঔষধ

সেবিত হইলে পর কখন কখন ৬নং কার্ব্বো-ভেজ ঔষধের বড়ী খাওয়ান আবশ্যক হয়।

বিসর্পের স্থান কালো বেগুনের বর্ণের মত হইলে ও পচিবার উপক্রম হইলে ৬নং ল্যাকেসিস্ ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

বিসর্প পাকিয়া স্ফোটকের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ৬নং হেপার-সালফার, মার্কুরিয়াস ও ফস্‌ফরাস্ ঔষধের প্রয়োজন হয়। ক্ষতের অবস্থায় ৬নং আর্সেনিক ও সাল্‌ফার প্রয়োগ করা ভাল।

মাথার বিসর্প রোগে ৩নং কিউপ্রাম্-এসিটিকাম ঘণ্টায় ঘণ্টায় ব্যবস্থা করা যায়।

বিসর্প গলিয়া পচিলে ৩নং ক্রোটালাস্ ঘণ্টায় ঘণ্টায় ব্যবস্থা করিবে।

বেদনাশূন্য নারাঙ্গা রোগে ৩নং গ্র্যাফাইটিস্, সাল্‌ফার ও অরম-নেটালিকুম ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

পুরাতন বিসর্প রোগে ৩নং ফেরম-ফসের ২ গ্রেণ ৬ ঘণ্টান্তর, অত্যন্ত ফুলা থাকিলে ৩নং নেট্রাম-মিউর ১ গ্রেণ মাত্রায় ৬ ঘণ্টান্তর, এবং ৩নং সাইলিসিয়া, সালফার অথবা হেপার -সালফার ঔষধের বড়ী ৬ ঘণ্টান্তর খাওয়ান ভাল।

সুশীলা। দিদি! এই রোগে বাহ্য প্রয়োগের ব্যবস্থা কিরূপ?

সৌদামিনী। এক ড্রাম ভেরেট্রাম-ভিরিডি ঔষধের মূল আরোক ২ আউন্স গরম জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া রোগের স্থানে পটী বাঁধিবে। পূঁয-সঞ্চয় হইলে লম্বা ও ফালোয়া ক'রে ছুরী দ্বারা কাটিয়া দিও। কাটার পর পুল্‌টিস্ দিও এবং পূঁয সহজে বাহির হইতে পারে এইজন্য রবারের নল দিয়ে রাখিও। রোগের স্থানে ময়দার গুঁড়া মাখাইয়া তূলা দিয়া বেঁধে রাখা ভাল। রোগীকে পুষ্টিকর আহার দিবে এবং তৃষ্ণা পাইলে শীতল জল পান করিতে বলিবে।

ছোট ছোট বিষ-ফোড়া।

BOILS, FURUNCLES.

সুশীলা। দিদি! বক্সিদের ছেলের, বিসর্প রোগ ভাল হয়েছে। বেলেডোনা ঔষধের দ্বারা উপকার হলো! দিদি! বাগেদের ছেলের বড় বিষ-ফোড়া হচ্চে, তারা ঔষধ নিতে এসেছে। দিদি! বিষ-ফোড়া কাহাকে বলে?

সৌদামিনী। কেন? বিষ-ফোড়া বর্ণনা করা অতি সহজ। ত্বকের উপর শক্ত, বেদনা-যুক্ত, গোলাকার অথবা ঈষৎ লম্বা ভাবে যে বড়ীর মত উচু হয়, উহাকে বিষ-ফোড়া বলে। ইহার ভিতর পূঁষ কম হয়, কিন্তু পাকিলে পর অল্প পূঁষ ও অধিক রক্ত বাহির হইয়া অবশেষে একটী শক্ত ভাতুড়ী বাহির হইয়া যায়।

ছোট ছোট ফোড়া অনেক স্থলে বসিয়া যায় পাকে না। ছোট ছোট ফোড়া যখন হয় তখন দলে দলে বাহির হয়। এক ভাল হয় অপর উঠ্‌তে থাকে। গ্রীষ্মকালে তাপের সময় শিশুদিগের মাথা, ঘাড়, পিট্‌, পাছা ও বাহুতে প্রধানতঃ এইরূপ বিষ-ফোড়া হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! ফোড়া কেন হয়?

সৌদামিনী। রক্ত খারাপ হইলে, অস্বাস্থ্যকর পদার্থ আহার করিলে, পরিশ্রম করিলে, গ্রীষ্মের তাতে মানসিক উদ্বেগ হইলে, ফোড়ার ধাত হইলে অথবা হাওয়ার দোষে গায়ে ছোট ছোট ফোড়া হয়।

সুশীলা। দিদি! ফোড়ার চিকিৎসা কি?

সৌদামিনী। সর্ব্বপ্রথমে ৩নং আর্ণিকা ঔষধের বড়ী ৮ ঘণ্টান্তর খাওয়াইলে বিষ ফোড়ার টাটানি ও প্রদাহ কমে এবং সেই স্থানে পুনর্ব্বার ফোড়া ওঠা নিবারণ হয়। পরে মধ্যে মধ্যে ৬নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে ফোড়ার ধাত ভাল হয়।

ফোড়া অল্প উঠিলে পর ২ ঘণ্টান্তর ১নং বেলেডোনার বড়ী খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয় অর্থাৎ বেলেডোনার দ্বারা লালবর্ণ ফোড়া ও উহাতে ফুলা টাটানি ও তৎসঙ্গে জ্বর লক্ষণ অর্থাৎ পিপাসা ও মাথাব্যথা ইত্যাদি নিবারিত হয়।

আর্ণিকা ও বেলেডোনা দ্বারা ফোড়া দমন না হইলে অথচ ফোড়া ঠেলিয়া উঠিতে থাকিলে ৩নং সাইলিসিয়া ঔষধের গুঁড়া ২ গ্রেণ মাত্রায় ৬ ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে।

প্রথম হইতে ফোড়াতে ১নং ক্যাল্কেমিওর একড্রাম আর ২ বা ৩ আউন্স জল পরস্পর মিশ্রিত করিয়া সেই মিশ্রিত জলে ন্যাক্ড়া ভিজাইয়া পটি করিয়া লাগাইবে। এরূপ করিলে বিষ ফোড়ার অত্যন্ত বেদনা দূর হয়।

ফোড়ায় অল্প অল্প পূঁয হইলে অথবা পূঁয হইতে বিলম্ব থাকিলে ৩নং হেপার-সালফার ২ গ্রেণ মাত্রায় ৪ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।

ফোড়ায় অধিক পূঁয হইলে এবং ফোড়া অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিলে ৬নং মার্কুরিয়াস্ ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

অত্যন্ত বেদনাজনক ফোড়া অল্প নীলবর্ণ হইয়া পড়িলে ৬নং ল্যাকেসিস্ ঔষধের বড়ী ৩ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।

ফোড়া ভাল হইয়া আবার হইলে কিছুদিন সকালে এবং বৈকালে ৩০নং সাল্ফার ও ৩০নং লাইকোপোডিয়াম্ পর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ উল্টে পাল্টে খাওয়াইবে, তাহা হইলে ফোড়ার ধাত সারিবে।

ফোড়ার প্রথম সূত্রপাতে স্পিরিট-ক্যাম্ফার লাগাইলেও ফোড়া বসিয়া যায়।

পুরাতন ফোড়ায় (অর্থাৎ যে ফোড়া পাকেও না এবং বসেও না) ৩০নং সাইলিসিয়া ঔষধের বড়ী দিবসে ৩ বার করিয়া খাওয়ান ভাল।

ফোড়া প্রযুক্ত দুর্ব্বলতায় ও ফোড়া দগ্দগে হইয়া উচু হইয়া থাকিলে ৬নং এসিড্-নাইট্রিক ঔষধ খাওয়াইলে উপকার হয়।

এতদ্ব্যতীত, কাঁচায় ঘন ঘন পুল্টিস্ প্রয়োগ, অথবা ঠাণ্ডা জলের পটি লাগান এবং পাকিলে ধারাল ছুরী দ্বারা কেটে দেওয়া প্রভৃতি পুরাতন চিকিৎসা মনে রাখিবে। অনেক স্থলে ফোড়ার চাম্ড়া বড় পুরু থাকিলে কাঁচায় কাটিলেও উপকার হয় অর্থাৎ বেদনাদি নরম পড়ে।

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিস্কার থাকা, গুরুপাক সামগ্রী না খাওয়া, বেড়ান প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখা অতীব কর্ত্তব্য।

আঞ্জনি বা চোকের পাতায় ফোড়া।

STYE.

সুশীলা। দিদি! বাগেদের ছেলের ফোড়াগুলি তোমার আর্ণিকা ও বেলেডোনা ঔষধেই ভাল হলো। এখন তাহাকে সাল্ফার দিচ্ছি। দেখ দিদি! ছুতোরদের বৌয়ের কোলের ছেলেটির চোকের পাতায় আঞ্জনি হয়েছে। তারা ঔষধ চাচ্চে। দিদি! আঞ্জনির বিষয় বল না?

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! চক্ষুর পাতার ধারে ছোট ছোট আবের মত হয় ও ক্রমে পাকে। যখন প্রথম একটি সরিষার মত হয়, তখন চুলকায়, পরে টাটিয়ে ওঠে। কখন উহার তাড়সে জরও হয়। আঞ্জনি পাকিতে সময় লাগে।

সুশীলা। দিদি! কি কারণে আঞ্জনি হয়?

সৌদামিনী। ঋতু পরিবর্ত্তনে ও ধাত বিশেষে আঞ্জনি হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! আঞ্জনির চিকিৎসা কি?

সৌদামিনী। প্রথম হইতে ৩নং একোনাইট ও তৎপরে পাল্সেটিলা ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। পরে ১নং ষ্টাফি-সিগ্রিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। জর থাকিলে একোনাইট কিন্তু জর না থাকিলে পাল্সেটিলা ব্যবস্থা হয়।

পাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে অথবা পুরাতন হইলে ৬নং হেপার-সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। পরে আর না হয় এজন্য ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

এতদ্ব্যতীত, দিবসে ৩।৪ বার গরম জলে আঞ্জনি ধোয়াইবে। প্রথম প্রথম আয়োডিন লাগাইলে কখন কখন আঞ্জনি বসিয়া যায়। আঞ্জনি পেকেও যদি শীঘ্র না ফাটে ও কট্‌কট করে তবে ধারাল ছুরী দিয়া কাটিয়া দিবে।

চক্ষুর পাতায় খোতো।

TINEA TARSI.

সুশীলা। দিদি! ছুতোরদের ছেলেকে পাল্‌সেটিলা দেওয়াতে বড় উপকার হয়েছে। দিদি! চক্ষুর পাতার চুলের গোড়ায় বিজগুড়ি বাহির হইলে ও চুল উঠিয়া গেলে এবং অত্যন্ত চুলকাইলে কিছু কি ঔষধ আছে? থাকেত দাও, কুঁদুরীদের ছেলের ঐরূপ হয়েছে, তারা ঔষধ নিতে এসেছে।

সৌদামিনী। একেই বলে খোতো রোগ। চক্ষুর পাতার গোড়ায় একরূপ পোকা হয়, তাহাতেই ঐরূপ লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সুশীলা। খোতোর ঔষধ কি?

সৌদামিনী। এই রোগে লক্ষণানুসারে, মার্কুরিয়াস, আর্সেনিক, গ্র্যাফাইটিস্, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব, হেপার-সাল্‌ফার পাল্‌সেটিলা, সাইলিসিয়া ও সাল্‌ফার ঔষধ গুলি ব্যবস্থা হয়।

এতদ্ব্যতীত, ১০ গ্রেণ সোডা বাইকার্ব্ব এক আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া চুলের গোড়া ধোয়াইয়া সাফ করিবে, পরে ১২ গ্রেণ হাইড্রার্জ-এমোনক্লোর ঔষধ এক ড্রাম ভেসেলিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া মলম রূপে

করিয়া চক্ষুর পাতার ধারে ধারে দিবে। ইহাতেও শীঘ্র না সারিলে এবং অনেক দিনের খোতো হইলে ২ গ্রেণ হাইড্রার্জ-অক্সাইড্-রুব্রাই এক ড্রাম ভেসেলিনের সহিত মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ তুলি করিয়া ঘষিবে। দেখিও যেন ভিতরে এই মলম প্রবিষ্ট না হয়।

বড় ফোড়া।

ABSCESS.

সুশীলা। দিদি! কুঁচুরীদের ছেলের খোতো কমেছে। মাকু্রিয়াস্ সেবনে এবং উহারই মলম লাগান দ্বারায় উপকার হলো। দিদি! দেখ দেখ, একজন খোট্টানি তার ছেলের একটী বড় ফোড়া দেখাতে আসচে?

সৌদামিনী। হাঁ, একেই যথার্থ ফোড়া বলে।

সুশীলা। দিদি! ফোড়ার ব্যাখ্যা কি?

সৌদামিনী। কেন? শরীরের কোনরূপ বিধানোপাদান বা গড়ন এবং যন্ত্রের ভিতর লিম্ফরসের দ্বারা একটী থালী প্রস্তুত হইলে এবং সেই থালীর ভিতর বিস্তর পূঁয সঞ্চয় হইলে উহাকে স্ফোটক বলা যায়।

সুশীলা। দিদি! স্ফোটক কয় প্রকার?

সৌদামিনী। প্রধানতঃ দুই প্রকার যথা (১) তরুণ ও বেদনাযুক্ত স্ফোটক এবং (২) পুরাতন ও বেদনাশূন্য স্ফোটক।

সুশীলা। দিদি! প্রত্যেক রকম ফোড়ার লক্ষণ ব'লে বুঝিয়ে দাওনা?

সৌদামিনী। তরুণ ফোড়ার স্থানে প্রথমে রক্তাধিক্যবশতঃ লালবর্ণ, দপ্দপে বেদনা ও ফুলো হইয়া থাকে। পরে ফোড়ায় পূঁয হইলে ফোড়া আর তত লাল থাকে না, ফেকাসে হয় এবং বেদনাও নরম পড়ে। এই সময়ে ফোড়ায় ভার ও টান বোধ হইয়া থাকে। ক্রমে

ফোড়া অতিশয় ঠেলিয়া উঠিলে উহার উপরি ভাগ নরম হয়, ফোড়ার মাঝখানটি ধূসর লাল অথবা অল্প নীলবর্ণ হয় এবং শেষে ত্বক্ ছিঁড়িয়া গিয়া ফোড়া হইতে পূঁয বাহির হইতে থাকে। কিন্তু ফোড়া যদি অঙ্গের তলায় হয় অথবা চামড়া অতি পুরু থাকে তবে সেই ফোড়া ফাট্‌তে পারে না, সুতরাং উহার মধ্যস্থ পূঁয চতুষ্পার্শে বিস্তৃত হইতে থাকে; এই অবস্থায় বেদনার উপশম হওয়া দূরে থাকুক, বেদনা বৃদ্ধি পায় এবং কেঁপে কেঁপে জ্বর হইতে থাকে।

পুরাতন ফোড়া অতি অস্পষ্ট ভাবে বাড়িতে থাকে এবং সময়ে উহাতে পূঁয হইলেও বেদনাদি কিছুই থাকে না অথবা অল্প বেদনা থাকে এবং টিপিলে পূঁয গড়াইয়া যায় এরূপ অনুভব হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! ফোড়ার কারণ কি?

সৌদামিনী। শরীর দুর্ব্বল হইলে সুতরাং ভারি জ্বরাদি রোগের পর অথবা আঘাত লাগিলে এবং কাঁটা বা খোঁচা প্রভৃতি পদার্থ অঙ্গের কোন অংশে ফুটিয়া গেলে তথায় ফোড়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। সাধারণতঃ রক্ত দূষিত ও অপরিষ্কার হইলে ফোড়া হয় জানিবে।

সুশীলা। ফোড়ার চিকিৎসা কিরূপ?

সৌদামিনী। ফোড়া পাকিবার আগে আর্ণিকা, বেলেডোনা বা মার্কুরিয়াস্; পাকিয়া পূঁয হইলে হেপার-সাল্‌ফার, সাইলিসিয়া, আর্স ও চায়না এবং ফাটিয়া গেলে পর ক্যাল্কেরিয়া, সাইলিসিয়া, হেপার, চায়না, এসিড্-ফস্ ও সাল্‌ফার প্রভৃতি ঔষধ স্মরণ রাখিবে।

সুশীলা। দিদি! ও রকমে স্মরণ থাকিবে না। তুমি লক্ষণানুসারে এক একটী ঔষধের ব্যবহার বল। তাহা হইলে আমার মনে থাক্‌বে।

সৌদামিনী। প্রথম প্রথম ফোড়া কেবল লাল হইলে এবং উহাতে অধিক ফুলা না থাকিলে ১নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। ফোড়াতে লালবর্ণ, জ্বালা, দপ্‌দপে বেদনা ও বিসর্প বা নারাঙ্গার মত

অবস্থা থাকিলে এবং তৎসঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, প্রবল মাথা ব্যথা ও রাত্রিতে বেদনা বৃদ্ধি হইলে বেলেডোনা সেবনে বিশেষ ফল হয়।

ফোড়ার প্রথমাবস্থায় অথবা কোন বীচি ফোড়ার আকার ধারণ করিলে যদি উহাতে রাত্রিকালে বেদনার বৃদ্ধি অথবা শক্ত চক্‌চকে ও লালবর্ণ, ফোড়াতে আঘাত করা বা ফুটানর মত যন্ত্রণা হয় তবে ৩নং মার্কুরিয়াস্‌-সলিউবিলিস্‌ ঔষধের গুঁড়া ২ গ্রেণ হইতে ৬ গ্রেণ মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে।

কোন কোন সময়ে বেলেডোনা ও মার্কুরিয়াস ঔষধ দুটি উল্টেপাল্টে ব্যবস্থা করিলেও উত্তম ফল হয়।

ফোড়ার স্থান যদি ফুলিয়া ওঠে কিন্তু লাল না হয় অথবা অল্প লাল থাকে তবে ৩নং এপিস্‌-মেলিফিকা ঔষধের বড়ী ও ৩নং মার্কুরিয়াস-সলিউবিলিস্‌ ঔষধের গুঁড়া ২ হইতে ৬ গ্রেণ মাত্রায় এক ঘণ্টান্তর উল্টে পাল্টে সেবন করান ভাল।

ফোড়া পাকিবার সম্ভাবনা হইলে ৩০নং হেপার-সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইলে ফোড়া বসিয়া যাইতে পারে।

প্রথমাবস্থায় ফোড়ার তাড়সে জ্বর লক্ষণ থাকিলে ১নং একোনাইট ঔষধের বড়ী ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেবন করাইতে পার।

ফোড়ার পাকা অবস্থায় চিকিৎসা—ফোড়ার ভিতর পুঁয হইলেও ৩০নং হেফার সালফার ঔষধের বড়ী সেবন করাইলে পুঁয শুকিয়ে যাইতে পারে। আবার শক্ত, উত্তপ্ত, স্ফীত ও দপ্‌দপে বেদনাযুক্ত ফোড়ায় পুঁয হইবেই হইবে এরূপ বোধ হইলে ৩নং হেপার-সাল্‌ফার ঔষধের গুঁড়া খাওয়াইলে শীঘ্র শীঘ্র ফোড়া ফাটিয়া যাইতে পারে।

ফোড়া ফাটিয়া পূঁয পড়ার অবস্থায় চিকিৎসা।—ফোড়া ফাটিবার পর অথবা আপনাপনি ফাটিয়া গেলে পর, কিম্বা ঔষধ দ্বারা ফাটিলে পর ৬নং সাইলিসিয়া ঔষধের গুঁড়া ২ গ্রেণ হইতে ৬গ্রেণ

মাত্রায় ৪ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। এই সময় এক ড্রাম মূল অরিষ্ট ক্যালেণ্ডুলা, এক আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জলের পটি লাগাইয়া রাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে উহা বদ্‌লাইয়া দিবে। ফোড়ায় শোষ হইলে অথবা উহা শীঘ্র শীঘ্র না সারিলে এবং উহা হইতে পাতলা পাতলা ও জলবৎ রস বা পূঁয গড়াইলে সাইলিসিয়া বিশেষ উপযোগী হয়। হাড়ের ফোড়ায় ও পুরাতন ফোড়ায় এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

বেদনাযুক্ত ফোড়া হইতে প্রচুর পরিমাণ গাঢ় পূঁয বাহির হইলে, তৎসঙ্গে শীত, পিপাসা এবং রাত্রিতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ৬নং মার্কুরিয়াস্ ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকার করে।

অনেক দিন হইতে পূঁয ঝরার চিকিৎসা।—এইরূপ অবস্থায় ৬নং সাইলিসিয়া ঔষধের গুঁড়া ৩ গ্রেণ মাত্রায় ৬ ঘণ্টান্তর সেবন ব্যবস্থা দিবে। তৎসঙ্গে পূর্ব্বের মত ক্যালেণ্ডুলার জল দ্বারা ঘা ধোয়াইবে। পূঁয ঝরার অবস্থায় জ্বর হইলে ৬নং সাইলিসিয়া ঔষধের গুঁড়া ২ গ্রেণ মাত্রায় এবং ১নং চায়না ঔষধের বড়ী ৩ ঘণ্টান্তর উল্টে পাল্টে খাওয়াইবে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, দুর্ব্বলকর জ্বর ও জিহ্বা লাল থাকিলে ৬নং সাইলিসিয়া এবং ৩নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী উল্টে পাল্টে খাওয়ান ভাল। ফোড়ার চতুষ্পার্শে শোষের ফুটো বা ছিদ্র হইলে ৬নং এসিড-ফ্লুয়োরিক্ ঔষধের ১ হইতে ৩ বিন্দু মাত্রায়, অথবা উহার বড়ী ৬ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা করিবে। পূঁয ঝরার অবস্থায় রক্ত বিষাক্ত হইয়া পড়িলে ১নং আর্ণিকা ৪ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। গণ্ডমালা ধাতুতে ও পূঁয ঝরার পর আরোগ্যের সুবিধার জন্য ৬নং ও ৩০নং ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল। গণ্ডমালা ধাত বিশিষ্ট ছেলের ফোড়া ভাল হইয়াও আবার যদি উহা হইতে পূঁয ঝরে ও তৎসঙ্গে শীর্ণতা ও ক্ষয়কারী জ্বর থাকে, তবে ৬নং বা ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

এতদ্ব্যতীত, বিশেষ বিশেষ লক্ষণানুসারে বিশেষ বিশেষ ঔষধের ব্যবস্থা হইতে পারে যথা ঃ—ফোড়ায় অত্যন্ত পুঁয পড়িলে সুতরাং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা হইলে ১ হইতে ৩নং চায়না; আঘাত ও কাঁটা ফোটা প্রযুক্ত ফোড়া হইলে ৩নং লিডাম, ফোড়া হইতে দুর্গন্ধ রসানির মত স্রাব হইলে ও উহা পচিবার সম্ভাবনা থাকিলে ৩নং হইতে ৬নং আর্সেনিক; সূত্রবৎ বা শক্ত গঠনের মধ্যে ফোড়া হইলে অথবা পারদ সেবন জনিত ফোড়ায় ৬নং মেজিরিয়াম্; এবং বগলের ফোড়া অথবা কর্ণমূল গ্রন্থির ফোড়া হইতে পাতলা পাতলা রসানি বাহির হইলে ৬নং রাসটক্স ঔষধের বড়ী সেবন করাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

সুশীলা।—দিদি! ঔষধ সেবন ব্যতীত, ফোড়ার চিকিৎসায় আর কি কি করিতে হয়?

সৌদামিনী। কেহ কেহ বলেন যে, তরুণ ফোড়ায় কোনরূপ পুল্টিস্ লাগাইবে না। কেবল ঠাণ্ডা বা গরম জলের পটি লাগাইলেই যথেষ্ট হয়। ফোড়ায় মার্কুরিয়াস বা হেপার খাওয়াইলেই এবং হেপারের গুঁড়া জল দিয়া ফোড়ায় লাগাইলে ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যায়। দেখ সুশীলা! সামান্য ফোড়ায় ঐরূপ করিলে চলিতে পারে, কিন্তু বড় বড় ফোড়া পাকিয়া ফাটিতে বিলম্ব হইলে উহাতে পুলটিস্ দেওয়া ভাল। কারণ, পুলটিস্ দ্বারা ফোড়ার টান, ভার ও বেদনা দূর হয়। উহা দ্বারা ফোড়া পাকিতেও পারে এবং বসিয়া যাইতেও পারে। পুলটিস্ ব্যতীত ফোড়ার স্থানে গরম জলের সেঁক দেওয়া যায়। ফোড়ার স্থানে পূর্ব্বে কিছু ফুটিয়া থাকিলে প্রথম হইতেই উহা বাহির করা কর্ত্তব্য, নতুবা সেই স্থান পাকিলে উহা বাহির হইয়া যায়। অঙ্গের তলায় ফোড়া হইলে সেই ফোড়া পাকিলেও শীঘ্র ফাটে না, সুতরাং ঔষধে ফাটিবে মনে করিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে রোগীর যন্ত্রণা বাড়ে। অতএব ঐরূপ স্থলে ছুরী দ্বারা ফোড়া কাটিয়া দিবে। ফোড়ার স্থানে অধিক রক্তবাহী

নাড়ী থাকিলে বিবেচনা পূর্ব্বক ছুরী চালাইবে, অর্থাৎ ঐরূপ স্থলে অনেক দূর ছুরী চালাইবে না বরং ফোড়ার উপরের চামড়া কেটে সলা দিয়া পূঁযের ঘর ছিঁড়িয়া দিবে, তাহা হইলে অধিক রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকিবে না। পুরাতন ফোড়া সহজে কাটিবে না।

ক্ষত বা ঘা।

ULCERATION.

সুশীলা। দিদি! খোট্টাদের ছেলের ফোড়া ফেটে গেছে। তলতলে অবস্থায় এনেছিলো ব'লে আমি ৬নং হেপার খেতে দিয়াছিলাম এবং ৩নং হেপার ঔষধের গুঁড়া লাগাতে দিয়াছিলাম্ তাহাতেই ১২ ঘণ্টার মধ্যে ফোড়া ফেটে গেছে এবং উহা হইতে বিস্তর পূঁয বাহির হইয়া গিয়াছে। দেখ দিদি! মাইতিদের ছেলের পায়ে একখানা বড় ঘা হয়েছে, মাইতি-বৌ তোমার চিকিৎসায় সকলে ভাল হচ্চে শুনে বড় আশা ক'রে দুই ক্রোশের পথ হইতে এসেছে! দিদি! হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কি ঘা ভাল হবে?

সৌদামিনী। বল কি সুশীলা! হোমিওপ্যাথি মতে ঘায়ের ভাল ভাল ঔষধ আছে।

সুশীলা। দিদি! তবে তুমি ঘায়ের বিষয়ে সব আমায় শিখিয়ে দাও ও এই গরীব মাইতিদের ছেলেটির ঘা আরোগ্য করিয়া দাও।

সৌদামিনী। ত্বক্ বা শ্লৈষ্মিক্ ঝিল্লী ছিঁড়ে, কেটে বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট হ'য়ে গেলে ঘা হয়। রোগ বা আঘাতবশতঃ অঙ্গের কোন অংশ নষ্ট বা ধ্বংস হইলে ঘা হয়। ঘা হইলেই উহা হইতে পূঁয বা রস পড়ে।

সুশীলা। দিদি! কি কি প্রধান কারণে ঘা হয়?

সৌদামিনী। আঘাত বা মোচড়ানি, পুড়ে যাওয়া, প্রদাহ, ভাল খেতে না পাওয়া, মাদক দ্রব্য সেবন, উপবাস, উপদংশ ও এস্‌ক্রফুলা বা গণ্ডমালা রোগ এবং অতিরিক্ত পারদ সেবন প্রভৃতি কারণে শরীরে ঘা হয়।

সুশীলা। দিদি! ঘায়ের কি রকমারি আছে?

সৌদামিনী। আছে বৈকি, যে ঘা লাল হয়, ক্রমে ক্রমে পুরে আসে এবং ঘায়ের পূঁযে গন্ধ হয় না সেই ঘাকে সুস্থ ঘা বলা যায়। যে ঘায়ে তাপ, বেদনা, লালবর্ণ আকৃতি, সহজে রক্তপাত ও পাতলা রসপড়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকে উহাকে প্রদাহযুক্ত ঘা বলা যায়।

যে ঘা এক রকম থাকে, সার্‌তে চায় না উহাকে অলস ঘা বলা যায়।

যে ঘায়ের ভিতর সুড়ঙ্গ বা নালী পথ থাকে উহাকে শোষ ঘা কহে।

যে ঘা বাড়্‌তে থাকে উহাকে বিস্তারণশীল ঘা বলে।

নিম্নাঙ্গে আঁকাবাঁকা ভাবে ঘা হইলে উহাকে ভেরিকোষ বা আঁকাবাঁকা ঘা কহে।

সুশীলা। দিদি! ঘায়ের চিকিৎসা বলনা শুনি?

সৌদামিনী। শরীরের কোন স্থানে ক্ষত বা ঘা হইলে সর্ব্বপ্রথমে পুষ্টিকর আহার ব্যবস্থা করিবে। কারণ, শরীর পুষ্ট হইলে ক্ষত শীঘ্র ভাল হয় কিন্তু দুর্ব্বল শরীরে সুস্থ ঘাও ক্রমে অসুস্থ ভাব ধারণ করিয়া থাকে।

নিবারক চিকিৎসা যথাঃ— যদি ত্বক্ লালবর্ণ ও বিসর্প রোগের মত হয় এবং হাতে শক্ত ঠেকে তবে ১নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী দুই ঘণ্টান্তর খাওয়াইলে ভাল হয়। পায়ের গুড়মড়ো যদি কালবর্ণ হয় ও বেদনাযুক্ত থাকে তবে ৬নং ল্যাকেসিস্ ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। শিরা স্থানে আঁকাবাঁকা ঘার সূত্রপাত হইলে ১নং

হ্যামামেলিস্ ঔষধের বড়ী দুই ঘণ্টান্তর দিবে। উপদংশজাত গুটিতে ঘার সম্ভাবনা থাকিলে ২ গ্রেণ মাত্রায় কেলি-আয়োড্ ৪ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা করিবে। ঘায়ের সূত্রপাত হইলেই নড়ন চড়ন নিষেধ।

ঘা হইলে চিকিৎসা—সামান্য ঘা হইলে ৪ ঘণ্টান্তর সাইলিসিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে ও ২ ড্রাম ৬নং সাইলিসিয়া ৬ আউন্স জলে মিশাইয়া সেই জলে ঘা ধোয়াইবে। ঘা পুরাতন হইলে চার ঘণ্টান্তর সালফার ঔষধের মূল আরক এক বিন্দু মাত্রায় খাওয়াইবে ও ২ ড্রাম ক্যালেণ্ডুলা ঔষধের মূল আরক ৬ আউন্স জলে চর্ব্বি পরস্পর মিশ্রিত করিয়া মলমরূপে ঘায়ের স্থানে লাগাইবে। পরে উহাতে উপকার না হইলে ১নং হাইড্রাষ্টিস্ ৩ ঘণ্টান্তর এবং পূর্ব্বের প্রণালী অনুসারে উহারই ধাবন বা মলম লাগাইবে। পরে ২নং কেলিবাইক্রম ঔষধের এক গ্রেণ ৪ ঘণ্টান্তর এবং বাহিরে উহারই ধাবন (১ গ্রেণ ঔষধ ও ৭ আউন্স জল) লাগাইবে। ইহাতে উপকার না হইলে ১নং এসিড-নাইট্রিক ৩ ঘণ্টান্তর এবং বাহিরে উহারই ধাবন পূর্ব্ব-প্রণালীমতে প্রস্তুত করিয়া লাগাইবে।

বামদিকের পুরাতন ক্ষতে ৬নং বা ১২নং এষ্টিরিয়াস-রুবেন্স ঔষধ ৪ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে এবং বাহিরে ক্যালেণ্ডুলা ঔষধের জলে ধোয়াইবে। উগ্র ক্ষতে ৬নং ল্যাকেসিস্ ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে এবং বাহিরে ক্যালেণ্ডুলা ধাবন ব্যবহার্য্য। শিরাস্থানীয় ক্ষতে ১নং হ্যামামেলিস ৩ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে এবং ঐ ঔষধেরই মূল আরক ২০ ফোঁটা ৬ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া ধোয়াইবে অথবা ঐ ঔষধের ১০ ফোঁটা মূল আরক ১ আউন্স চর্ব্বির সহিত মিশাইয়া মলমরূপে ব্যবহার করিবে। অথবা ৪ ঘণ্টান্তর ১নং ফাইটোলেক্কা ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে এবং বাহিরে হ্যামামেলিস্ ঔষধের মলম লাগাইবে। বেদনা যুক্ত এবং জ্বালাকর

ক্ষতে ৪ ঘণ্টান্তর ৩নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে এবং ৩নং আসেনিক ২ ড্রাম ৬ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জল ঘায়ে লাগাইবে। গভীর ক্ষতে সহজে রক্তপাত হইলে এবং বড়ক্ষতের চতুষ্পার্শে ছোট ছোট ক্ষত থাকিলে ৩ ঘণ্টান্তর ২নং বা ৩নং ফসফরাস্ ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে এবং ক্ষতের স্থানে ক্যালেণ্ডুলা ঔষধের মলম লাগাইবে। ক্ষত হইতে সহজে রক্তপাত, রাত্রিতে উহাতে বেদনার বৃদ্ধি, ক্ষতের চতুষ্পার্শে টাটানি এবং ক্ষতের উপড়ে মামড়ি ও ভিতরে পুঁয থাকিলে ৩ ঘণ্টান্তর ১ হইতে ৩নং মেজিরিয়াম ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে এবং ঐ ঔষধেরই মূল আরক ২ ড্রাম ৬ আউন্স চর্ব্বির সহিত মিশাইয়া মলমরূপে ব্যবহার করিতে পার। রসপড়া ক্ষতে ৩নং মার্কুরিয়াস্‌ভাইভাস্ ঔষধের ১ গ্রেণ ৪ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে এবং বাহিরে ক্যালেণ্ডুলা প্রয়োগ করিবে। বেদনা এবং দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতে ১, ৩, বা ৬নং পিয়োনিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে এবং ঐ ঔষধেরই মূল আরক ২ ড্রাম, ৬ আউন্স জলে মিশাইয়া ধাবনরূপে অথবা ঐ ঔষধ ২ ড্রাম, ১ আউন্স চর্ব্বির সহিত মিশাইয়া মলমরূপে বাহ্য প্রয়োগ করিবে। গভীর ক্ষতের ধারগুলি অত্যন্ত শক্ত থাকিলে ১নং কমোক্লেডিয়া ৩ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে এবং ঐ ঔষধেরই মূল আরক ২ ড্রাম ৬ আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া ধাবনরূপে অথবা উহার ২ ড্রাম ১ আউন্স চর্ব্বির সহিত মিশাইয়া মলমরূপে ব্যবহার করিবে। উপদংশ-জনিত ক্ষতে ৪ ঘণ্টান্তর ৩ গ্রেণ মাত্রায় কেলি-আয়োড্ সেবন করাইবে এবং ডাইলিউট-এসিড্ নাইট্রেট অব মার্কুরির মলম ঘায়ে লাগাইবে। ঐরূপ ক্ষতে ১নং এসিড্-নাইট্রিক ৪ ঘণ্টান্তর খাওয়ান এবং ১নং এসিড্-নাইট্রিক ২ ড্রাম ৮ আউন্স জলে মিশাইয়া সেই জল ঘায়ে লাগান ভাল। শয্যা ক্ষত প্রভৃতি পচা ঘায়ে ৩নং ক্রোটন ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে এবং সর্ব্বদা ঘা পরিষ্কার রাখিবে। ১ ড্রাম কণ্ডিজ ফ্লুয়িড্ এক পাইণ্ট জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জল ঝরনা ভাবে ঘায়ে

লাগাইবে। ১নং এসিড্-নাইট্রিক ২ ঘণ্টান্তর খাওয়ান এবং উহারই ১নং ২ ড্রাম ৬ আউন্স জলে মিশাইয়া ধাবনরূপে লাগান ভাল। ঐ রোগে ৩নং আর্সেনিক ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইতে এবং উহারই ৩নং ২ ড্রাম ৬ আউন্স জলে মিশাইয়া ধাবনরূপে ব্যবহার করিতে পার। দুর্ব্বলতা, হাত ও পা ঠাণ্ডা প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং কার্ব্বো-ভেজ ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর খাওয়ান এবং ১নং এসিড্‌নাইট্রিক ২ ড্রাম ৬ আউন্স জলে মিশাইয়া ধাবনরূপে লাগান ভাল।

সুশীলা। দিদি! ঘায়ের প্রধান প্রধান ঔষধ গুলির প্রয়োগ লক্ষণ একটু ভাল ক'রে ব'লে দাও নহিলে ঠিক ব্যবস্থা করিতে পারিব না।

সৌদামিনী। ঘায়ে বেদনা ও উহার চারিদিকে লালবর্ণ থাকিলে বেলেডোনা। প্রদাহিত ঘা দেখিতে লালবর্ণ, অথবা ঈষৎ নীলবর্ণ, স্পর্শে রক্তপাত ও তাপবোধ, ঘা হইতে পাতলা রস ও রক্ত গড়ান, ঘায়ের ধারগুলি শক্ত ও অসমান, এবং ঘায়ে অসহ্য জ্বালাকর বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে আর্সেনিক। সামান্য ঘায়ে সাইলিসিয়া। গভীর বা ডোবর ক্ষতের তলদেশ শক্ত এবং ধারগুলি ঝোলা প্রভৃতি লক্ষণে কেলি-বাইক্রম। পারদ ও উপদংশ জনিত নিম্নাঙ্গে ঘা হইলে মেজিরিয়াম। পুরাতন ও অলস ঘায়ে রস গড়াইলে ও উহার ধার গুলি ভোঁতা হইলে স্যাঙ্গুইনেরিয়া। উগ্র ও পচা ক্ষত, পায়ের শিরা স্থানের ক্ষত এবং বড় বড় ও বৃদ্ধিশীল ক্ষত, ক্ষতের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘা এবং ঘার চারিদিকে কাল ও নীলবর্ণ আকৃতি প্রভৃতি লক্ষণে ল্যাকেসিস্। ঘায়ে প্রবল চুলকনা, জ্বালাকর ও চর্ব্বণবৎ বেদনা, ও ঘা হইতে সহজে রক্তপাত, ঘা হইতে ঘন ও পীতবর্ণের অথবা পাতলা স্রাব, ঘায়ের উচ্চ উচ্চ ধার, ও উহাতে ছোট ছোট বিজগুড়ি, ঘায়ের চতুস্পার্শে ফুলা এবং বিবর্ণ ত্বক্ প্রভৃতি লক্ষণে সালফার। ইহা পুরাতন ক্ষতেই ভাল। গভীর ক্ষত, বিস্তারণশীল ক্ষত ও ক্ষত

হইতে পাতলা ও দুর্গন্ধ পূঁযস্রাব প্রভৃতি লক্ষণে মার্কুরিয়াস্। শিথুলির ক্ষতে হ্যামামেলিস্ ভাল। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষতে কাই টোলাক্কা ব্যবহার্য্য। স্ক্রফুলা জনিত ক্ষতে ক্যাল্ক-কার্ব্ব, সাই-লিসিয়া, সাল্ফার ও হেপার-সাল্ফার প্রয়োগ বিধি। অস্থস্থ ঘা, মুখ, গলা, নাক ও চোকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষতে হাইড্রাষ্টিস্ ঔষধের আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ বিধি।

কার্ব্বাঙ্কেল, দাহিকা বা দূষিত স্ফোটক।

CARBUNCLE.

সুশীলা। দিদি! মাইতিদের ছেলের শরীরে উহার বাপের পারা ও উপদংশ রোগের বিষ ছিল বলিয়া মেজিরিয়াম্ ঔষধে উপকার হ'লো। দেখ দেখ দিদি! গুহদের ১২ বৎসরের ছেলের পৃষ্ঠব্রণ হয়েছে।

সৌদামিনী। তাইত, ছেলেবয়সে এরূপ রক্তদূষিত ফোড়া অতি কম হয়।

সুশীলা। দিদি! এই দূষিত ফোড়ার ব্যাখ্যা কিরূপ?

সৌদামিনী। কেন? ত্বকের নীচে যে কৌষিক তন্তু আছে, উহার কিয়দংশ স্থানে প্রদাহ হয়। ঐ প্রদাহ সাধারণ ফোড়ার মত ছুঁচোলো হয় না কিন্তু গোল ও চাপ্টা হয়। উহা শক্ত, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত এবং কালাটে নীলবর্ণের হইয়া থাকে। ওষ্ঠে, ঘাড়ে, পিঠে এবং উরুতে এই রূপ রক্ত দূষিত ফোড়া বা কার্ব্বাঙ্কেল হয় জানিবে।

সুশীলা। দিদি! দূষিত ফোড়ার লক্ষণ কি?

সৌদামিনী। প্রথমে একটী শক্ত ফুলোর মত হয়, কিন্তু বিষ-ফোড়া অপেক্ষা শক্ত থাকে। ক্রমে উহাতে তাপ, জ্বালা ও দপদপানি হয়। যতই উহা ফুলে ওঠে, ততই উহা দেখিতে কটা ও লালবর্ণ মিশ্রিত বা বেগুনি বর্ণের মত হয়। কয়েক দিনের মধ্যে উহার স্থানে স্থানে ছিদ্র

হয় এবং সেই ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়া পাতলা, জলবৎ ও অল্প রস পড়িয়া থাকে। টিপিলে গাঢ় ও চটচটে তরল পদার্থ বাহির হইয়া থাকে। এই সময় শরীর দুর্ব্বল ও ম্যাজমেজে হয়। দূষিত ফোড়া অত্যন্ত বড় হইলে প্রবল জ্বর ও প্রলাপাদি উপস্থিত হয় এবং সুচিকিৎসা না হইলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! দূষিত ফোড়া আর বিষফোড়া চিনিব কিরূপে?

সৌদামিনী। কেন? বিষফোড়া অপেক্ষা ইহা বড়, চ্যাপ্টা ও চওড়া হয়। এক সময় ইহা একটীর অধিক হয় না। ইহার মুখ বা গাত্রে অনেক ছিদ্র হয়। ইহার গাত্র কালাটে লাল থাকে এবং এই রোগে জ্বর, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের কারণ কি?

সৌদামিনী। শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু এই রোগ হয়। একারণ তরুণ ও পুরাতন ব্যাধি দ্বারা শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িলে এই রোগ অধিক হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের চিকিৎসা কিরূপ?

সৌদামিনী। প্রথমে চামড়ার চড়চড়ানি, ও উজ্জ্বল লালবর্ণের ফুলা থাকিলে ১ হইতে ৩নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। চামড়া অত্যন্ত পুরু হইয়া উঠিলে ইহার সহিত ৩নং হেপার-সাল্‌ফার ঔষধের গুঁড়া ২ গ্রেণ মাত্রায় ২ ঘণ্টান্তর উল্‌টে পাল্‌টে ব্যবস্থা করিতে পার। এই সময় ১নং ক্যাল্ক-ক্লোর এক ড্রাম এক আউন্স জলে মিশাইয়া ঐ জলের পটি লাগাইবে।

দূষিত ফোড়ার চারিপাশ অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিলে ৩নং এপিস ঔষধের বড়ী এক ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে এবং পূর্ব্ববৎ ক্যাল্ক-ক্লোর ঔষধের ধাবন পটিতে ভিজাইয়া লাগাইবে।

কালাটে নীলবর্ণ হইলে প্রথম হইতে ১নং আর্ণিকা ঔষধের বড়ী

১ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে এবং পাঁচ ফোঁটা উহারই মূল আরক ১ আউন্স জলে মিশাইয়া সেই জলের পটি দিবে।

বেগুনিবর্ণের দূষিত ফোড়া, রক্তের বিষাক্ততা এবং দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং ল্যাকেসিস ঔষধের বড়ী ১ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।

শুষ্ক জিহ্বা, পিপাসা, দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা, ক্ষুদ্র ও অসমান নাড়ী, শীতল ঘর্ম্ম, উদরাময় জ্বর ও অন্যান্য সান্নিপাতিক লক্ষণে ৩নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী এক ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে। ৩নং ব্রায়োনিয়া ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর সেবন করাইলে শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া পুঁয হইতে পারে। দূষিত ফোড়ায় অত্যন্ত পুঁয ঝরিতে থাকিলে ৩নং সাইলিসিয়া ঔষধের গুঁড়া ২ গ্রেণ মাত্রায় ৮ ঘণ্টান্তর সেবন করাইলে পুঁয পড়া কম হয় ও ঘা শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া যায়। এই সময় এক ড্রাম বোরাসিক এসিড চূর্ণ এক আউন্স ভেসিলিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া মলমরূপে পটি দিবে।

সুশীলা। দিদি! ঔষধ সেবন ব্যতীত, আর কি কি করিতে হবে?

সৌদামিনী। প্রথম প্রথম গরম জলের সেঁক দিবে। গরম জলে বিচালী সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা সেঁক দিলে বিশেষ উপকার হয়। তৎপরে ঘন ঘন গরম পুল্‌টিস্ লাগাইবে। পুল্‌টিস্ দিলে বেদনা ও টান ভাব দূর হয়। কোন কোন স্থলে ঠাণ্ডা জলের পটি লাগান ভাল। কোন কোন স্থলে বেগুন চেরার মত কাটিলে ভাল হয়, কিন্তু দূষিত কার্ব্বাঙ্কেল-ফোড়ায় বেশী বেদনা ও টান ভাব থাকিলে না কাটিয়া কেবল ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা যাইতে পারে। দূষিত স্ফোটকে যদি পচন সুতরাং অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, তবে উহাকে ১নং কার্ব্বো-ভেজ ঔষধের গুঁড়া ছড়াইয়া দিবে। আদত কয়লার গুঁড়াও ছড়াইয়া দিয়া পরে পুল্‌টিস্ ব্যবহার করা যায়।

এই রোগে পুষ্টিকর আহার দিতে কখনও ভুলিবে না।

আঙ্গুল হাড়া।

WHITLOW.

সুশীলা। দিদি! গুহদের ছেলের অনেক তদারকে পৃষ্ঠব্রণ সেরে গেছে। বিচালীর জলের সেঁক দিতে দিতে ও সাইলিসিয়া খাওয়াতে খাওয়াতে উপকার হলো। দেখ দিদি! মিত্রদের ছেলের আঙ্গুলটী কি ভয়ানক ফুলেছে?

সৌদামিনী। হাঁ, একেই আঙ্গুল হাড়া রোগ বলে। বুড়ো অথবা যে কোন আঙ্গুলে বেদনা, ফুলা ও পুঁযের সম্ভাবনা থাকে উহাকে আঙ্গুল হাড়া কহে।

সুশীলা। দিদি! আঙ্গুল হাড়া রোগের কি রকমারী আছে?

সৌদামিনী। আছে বৈকি; ত্বকের উপর উপর প্রদাহ হইলে উহাকে কিউটেনিয়াস্ আঙ্গুল হাড়া বলে। এই রোগে জ্বালাকর বেদনা এবং রক্তরস সঞ্চিত হইয়া আঙ্গুলের উপর ফোস্কা হয়।

ত্বকের নীচে প্রদাহ হইলে উহাকে সাব্‌কিউটেনিয়াস্ আঙ্গুল হাড়া কহে। উহাতে অত্যন্ত বেদনা, দপদপানি ও নখের গোড়ায় পুঁয হয়। ক্রমে নখ উঠিয়া যাইতে পারে। আঙ্গুলের তলায় অর্থাৎ উহার টেণ্ডনের আবরণ স্থানে প্রদাহ হইলে উহাকে টেণ্ডিনাস্ বা থিকাল্ আঙ্গুল হাড়া বলে। আবার আঙ্গুল হাড়া দূষিত হইলে ও আঙ্গুলের হাড়ের আবরণ অর্থাৎ পেরিয়োষ্টিয়ামে প্রদাহ বিস্তৃত হইলে উহাকে ফেলোন্ কহে।

সুশীলা। আঙ্গুল হাড়ার কারণ কি?

সৌদামিনী। গোড়া ঘেঁসে নখ কাটিলে, থাঁাথলাইয়া গেলে, পুড়িয়া গেলে অথবা অন্য কোনরূপে আঙ্গুলে আঘাত লাগিলে, অথবা আঙ্গুলের

ফাটার ভিতর কোনরূপ বিষাক্ত পদার্থ প্রবিষ্ট হইলে এবং শরীর দুর্ব্বল হইলে আঙ্গুল হাড়া হয়।

সুশীলা। দিদি! আঙ্গুল হাড়ার লক্ষণ কি?

সৌদামিনী। আঙ্গুলের অগ্রভাগে লালবর্ণ, তাপ, বেদনা ও দপদপানি হয়, ফুলা ও টানভাব বৃদ্ধি পায় এবং সমস্ত হাত টনটন করে। স্ফীত ও বেদনাযুক্ত আঙ্গুলটী ঈষৎ নীল মেঘের বর্ণ ধারণ করে; পাকিয়া ফাটিলে অপরিষ্কার রসানি গড়ায় ও নখটী পচিয়া যায়। যদি আঙ্গুলটী নড়ান না হয় ও শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হয় তবে ক্রমে ক্রমে নূতন নখ উঠিতে পারে ও আঙ্গুল হাড়া ভাল হইয়া থাকে। কিন্তু যদি আঙ্গুলে ঘা হয়, আঙ্গুল ফুলে ও হাড় পর্য্যন্ত বেদনা ও প্রদাহ বিস্তৃত হয় তবে আঙ্গুলটী নষ্ট হইতে পারে।

সুশীলা। দিদি! আঙ্গুল হাড়ার চিকিৎসা বল না?

সৌদামিনী। প্রথম হইতেই সহ্য হয় এরূপ গরম জল বিশেষতঃ বিচালী সিদ্ধ গরম জলে আঙ্গুলটী ঘন ঘন ডুবাইবে। ঐ গরম জলে কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া আঙ্গুল ডুবাইলে ভাল হয়। পরে হাত উচু করিয়া রাখিবে এবং ৩নং সাইলিসিয়া ঔষধের গুঁড়া ২ গ্রেণ মাত্রায় দুই ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। ইহার সহিত ১নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী এক ঘণ্টান্তর উল্টে পাল্টে খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। পরে ৩নং ফস্‌ফরাস্‌ ঔষধ আঙ্গুলে পটি করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। যদি সময়ে চিকিৎসা না হয় সুতরাং আঙ্গুল হাড়া পাকিয়া উঠে তবে ঘন ঘন পুল্‌টিস্‌ বাঁধিবে এবং অত্যন্ত পূঁয হইলে আঙ্গুলের মধ্যস্থলে সজোরে ছুরী বসাইয়া ও পূঁয বাহির করিয়া পরে আবার পূর্ব্বমত সাইলিসিয়া ঔষধ খাওয়ান কর্ত্তব্য। ক্ষতস্থানে ক্যালেণ্ডুলা ঔষধের মূল আরক ৪ ড্রাম ও আড়াই পোয়া জল পরস্পর মিশ্রিত করিয়া সেই জলের পটি করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। ঐ জলে ঘা ধোয়ানও কর্ত্তব্য। এই রোগে লক্ষণ থাকিলে ৬নং

একোনাইট, মার্কুরিয়াস ও হেপার-সাল্‌ফার ঔষধের বড়ীও ব্যবহার করা যায়।

আঙ্গুল হাড়া কাটিবার সময় গাঁটের উপর অথবা আঙ্গুলের পাশে ছুরী চালাইবে না। অর্থাৎ আঙ্গুলের ঠিক মধ্যস্থলে ছুরী বসাইয়া টানিবে।

জীব জন্তুর হুল ফুটান ও কামড়ান।

STINGING AND BITING OF INSECTS & ANIMALS.

সুশীলা। দিদি! মিত্তিরদের ছেলের আঙ্গুল হাড়া ভাল হয়ে গেছে। বিচালী সিদ্ধ জলে হাত ডুবাইয়া ও সাইলিসিয়া খাওয়াইয়া বিশেষ উপকার হলো। আজ্‌তো কেহই চিকিৎসার জন্য এলোনা, এই সময়ে নানা প্রকার জীব জন্তুর হুল ফুটান ও কামড়ানর বিষয় শিখিয়ে দাও না?

সৌদামিনী। মাকড়সা, বিছা, মাছি, মশা, ও ছারপোকা প্রভৃতি কামড়াইলে মানুষ মরে না। কিন্তু এক সময়ে অনেক স্থানে কামড়াইলে বিশেষতঃ কোমল স্থানে হুল ফুটাইলে বা কামড়াইলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

সুশীলা। দিদি! তুমি একে একে এই সর্ব্বপ্রকার হুল ফুটানর ও কামড়ানর চিকিৎসা বল না?

সৌদামিনী। তবে বলি শুন।

মাকড়সা কামড়ানর চিকিৎসা। যে স্থানে মাকড়সা চাটিবে বা কামড়াইবে সেই স্থানে আগুন-তাত লাগাইবে। অর্থাৎ কয়লা পুড়িয়ে বা লোহা পুড়িয়ে কিম্বা অন্য কিছু উত্তমরূপ তাতিয়ে সেই দংশনের অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে ধরিও তাহা হইলে বেদনা দূর হইবে।

আগুন নিকটে না থাকিলে শীতল জল এবং এমোন-কার্ব্ব মিশাইয়া আহত স্থান ধোয়াইবে। ১০ মিনিট অন্তর ৬নং ল্যাকেসিস ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

মৌমাছির হুল ফোটানর চিকিৎসা। যদি একঝাঁক মৌমাছি তাড়া করে, তাহা হইলে ঢিল মেরে উহাদিগকে তাড়াইতে চেষ্টা করিবে না, কেননা উহারা আরও রাগান্ধ হইয়া উড়িয়া আসিয়া হুল ফুটাইবে, সুতরাং এ অবস্থায় পলায়ন করাই ভাল। পলাইবার সময় চোক ও মুখ ঢাকিয়া পলাইতে চেষ্টা করিবে। একান্ত পলাইতে না পারিলে ও ২।১০টা মাছি মাথায় বসিলে নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে গিয়া ডুব দিবে। যদি নিকটে জলাশয় না থাকে অথচ মৌমাছি বা ভীমরুলের দল তাড়া করে, তবে চোক মুখ ঢাকিয়া মাটিতে উপুর হইয়া শুইয়া পড়িবে। এরূপ অবস্থায় চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবে। উহারা চলিয়া গেলে তবে উঠিবে। মধুমাছি হুল ফুটাইলে যদি হুল অল্প বাহির হইয়া থাকে তবে উহা চাপিয়া বাহির করিবে না, কারণ তাহা হইলে উহাতে চাপ পড়িয়া ভিতর দিকে মাংসের মধ্যে সেই হুলের বিষ প্রবিষ্ট হইবে। সুতরাং হুল কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিবে।

হুল ফুটার স্থানে লবণমিশ্রিত জল পুনঃ পুনঃ লাগাইবে। মুখ ও তালুতে হুল ফুটাইলে লবণ জলের কুল্লি করিবে এবং লবণ জল পান করিবে। গাত্রে হুল থাকিলে সুইট অয়েল লাগান ভাল। মধু ও উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট লতা রগড়াইলেও উপকার হয়। অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিলে চুলকাইবে না কিন্তু দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে ৩নং এপিস্ ঔষধের বড়ী দুই ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। অত্যন্ত বেদনা থাকিলে ৩নং আর্ণিকা ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। শেষে অন্যান্য লক্ষণের জন্য ১২নং নেট্রান-মিউর ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

বোল্‌তা ও ভিমরুল হুল ফুটাইলে পূর্ব্বের মত ব্যবস্থা দিবে।

পাকা ফলের ভিতর ছিদ্র করিয়া উহারা থাকিতে পারে সুতরাং অসাবধানে ছিদ্রযুক্ত ফলে কামড় দিলে বোল্‌তা বা ভিমরুল জিহ্বার হুল ফুটাইয়া দেয় সুতরাং জিহ্বা ফুলিয়া অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। জিহ্বার সম্মুখ দিকে হুল ফুটাইলে ১নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী এবং জিহ্বার পশ্চাৎ দিকে হুল ফুটাইলে ৬নং ল্যাকেসিস্ ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে। মন্দ অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িলে অল্প অল্প নাইট্রিক-ইথার অথবা ক্লোরোফর্ম্ম আঘ্রাণ করাইবে। এই ঔষধ নিকটে না থাকিলে দুই ব্যক্তির স্কন্ধে ভর দিয়া রোগীকে দৌড়ান কর্ত্তব্য। পরে উহার মুখ ফাঁক করিয়া দুটি আঙ্গুল গলার ভিতরে পুরিয়া দিয়া জোরে জোরে চাপিবে; এরূপ করিলে রোগী যদি নিশ্বাস টানে তবে আঙ্গুল দুটি একেবারে আস্তে চাপিবে কিন্তু বমন হইবার উপক্রম বুঝিতে পারিলে আঙ্গুল দুটি একেবারে বাহির করিয়া ফেলিবে।

মশক দংশন করিলে লেবুর রস বা এমোনিয়া ঘষা ভাল। কটা বা রাঙ্গা চিনি পোড়াইলে উহার ধূমে মশা পলাইয়া যায়, মশা পলাইলে ঘরের দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে আর ঘরে মশা ঢুকিবে না। গাত্রে সাবান ঘষিয়া শয়ন করিলে মশা কামড়ায় না।

পোকা মাকড় কামড়ান জনিত প্রদাহ শীঘ্র দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া প্রথমে একোনাইট পরে আর্ণিকা এবং শেষে নেট্রাম মিওর ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

মৌমাছি ও মশা, এবং বোলতা ও ভিমরুল হুল ফুটাইলে সাধারণতঃ এমোনিয়ার জল অথবা লিডাম-পলাষ্ট্রীর জল লাগাইবে। কিছু নিকটে না পাইলে ভিজা কাদা লাগাইবে। হুল বাহির করিতে পারিলে বাহির করিবে।

১০ মিনিট অন্তর লিডাম-পলাষ্ট্রী ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। উহাতে উপকার না হইলে ১নং গ্রিণ্ডিলিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

বোল্‌তা ও ভিমরুল হুল ফুটাইলে যদি নিকটে এমোনিয়া না থাকে তবে টাট্‌কা পেঁয়াজ কাটিয়া আহত স্থানে ঘষিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

সর্পাঘাত চিকিৎসা।—বিষাক্ত সাপ মাত্রেরই উপরের মাড়ীতে দুটি লম্বা ও বড় বড় দাঁত থাকে। যে সকল সর্পের উপরে এবং নীচের পাটীতে সারি সারি দাঁত থাকে, তাহাদের বিষ থাকে না। বিষাক্ত সাপে কামড়াইলে প্রবল বিদ্ধকর ও কখন কখন জ্বালাকর বেদনা হইয়া থাকে। ঢোড়া বা বিষহীন সর্পে দংশন করিলে ঘা শীঘ্র সারে না সুতরাং প্রথম হইতে ক্ষত স্থানে কিঞ্চিৎ বারুদ ঘষিয়া দিবে। কিন্তু বিষাক্ত সাপে দংশন করিবামাত্র ফিতা, কাপড়, চাদর বা দড়ি যাহা কিছু সামনে পাবে তাই দিয়া তৎক্ষণাৎ ঘায়ের ২.৩ ইঞ্চি উপরে শক্ত বাঁধন দিবে; তাহা হইলে সেই ক্ষত স্থানের বিষ উপরে চড়িয়া যাইতে পারিবে না। যতক্ষণ সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, অথবা যতক্ষণ না বিষ দূর হয় ততক্ষণ বাঁধন খুলিবে না। বিধিমতে বিষ উঠাইবার চেষ্টা করিবে। একখানি কাগজ ব্রাণ্ডি, হুইস্কি বা ওডিকলোনে ভিজাইয়া জ্বালাইবে এবং সেই জ্বলন্ত কাগজ একটী কাপিং গ্লাসের ভিতর পুরিয়াই ক্ষত স্থান ঢাকিয়া চাপিবে যেন কিছুতেই উহার ভিতর বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। এরূপ বন্দোবস্ত যদি না করিতে পারা যায় তবে মুখ দিয়া চুষিয়া বিষ উঠাইতে হয়। ঠোঁটে ও মুখের ভিতর কোনরূপ ঘা না থাকিলে চুষিলে কোন দোষ হয় না; কিন্তু এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য কেহ সহসা করিতে চায় না। ঘন ঘন ও সজোরে চুষিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

লবণ বা রসুন মুখে লইয়া চুষা আবশ্যক। চুষিবার সময় হাত দিয়া ঘা ফাঁক করিয়া ও চারিপাশ বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের দিকে চাপিয়া চুষিতে হইবে। এইরূপে সাপে কামড়ান ঘা হইতে সমস্ত রস বাহির করিয়া পরে ঐ স্থানে তাপ দিতে হয়। লৌহ, কয়লা, কাট প্রভৃতি যে কোন

পদার্থ সামনে পাবে তাহা পোড়াইয়া লাল করিয়া ঘায়ের অতি নিকটে ধরিবে। ক্ষত স্থান একেবারে দগ্ধ করা উচিত নহে অথবা অত্যন্ত তাপ লাগাইয়া ক্ষত স্থান প্রবল জ্বালা উৎপাদন করিবারও আবশ্যক হয় না। কেবল তাপ লাগে এইরূপ করিবে। ঠাণ্ডা হইলেই আবার একখানি লৌহ পোড়াইয়া তাপ দিবে। ঘায়ের নিকট গন্‌গনে কয়লার আগুন ধরিয়া উহাকে উজ্জ্বল রাখিবার জন্য সর্ব্বদা ফুৎকার দিবে না, কারণ তাহা হইলে ক্ষত স্থানের ত্বক শীতল হইয়া যাইবে। সম্মুখে তেল, ঘি বা চর্ব্বি থাকিলে উহা লইয়া চারিপাশ ঘষিবে। এরূপ কয়েকবার ঘষা কর্ত্তব্য। তৈলবৎ সামগ্রী কিছু না পাইলে সাবান বা থুথু ঘষিবে। ঘা হইলে যাহা কিছু গড়াইবে তৎক্ষণাৎ তাহা মুছিয়া লইবে। যতক্ষণ না রোগী কাঁপে ও উহার গা, হাত ও পা ছড়ায় ততক্ষণ তাপ লাগাইতে কুণ্ঠিত হইবে না। অবশেষে লবণ ও বারুদের গুঁড়া ঘায়ে রগড়াইবে। লক্ষণ না থাকিলে কয়লা লাগানই ভাল। এই সময় রোগীকে স্থির হইয়া থাকিতে বলিবে, কারণ স্থির হইয়া থাকিলে সহজে বিষ চলিতে পারে না।

লবণমিশ্রিত জল, লবণ, বারুদ গুঁড়া অথবা রসুন সেবন করাইবে, অবসন্নতা প্রভৃতি মন্দ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ২।৩ মিনিট অন্তর কয়েক বিন্দু হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত ভাল ব্রাণ্ডি বা সুরা সেবন করাইবে। অবসন্নতা দূর হইলে সুরা সেবন রহিত করিবে কিন্তু পুনর্ব্বার অবসন্নতায় আবার সুরা সেবনের প্রয়োজন হয়। যদি হৃৎপিণ্ডের দিকে বিদ্ধকর বেদনা ধাবিত হয়, ঘা নীলবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং বমন, মাথা ঘোরা অথবা মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়, তবে ৩নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী ঘন ঘন সেবন করাইবে। ইহাতে কোন উপকার না হইলে ৩নং বেলেডোনার বড়ী খাওয়াইবে। কিন্তু যদি আর্সেনিক ঔষধ সেবন দ্বারা উপকার হয়, তবে উহা বন্ধ রাখিবে। রোগী আবার অবসন্ন হইয়া পড়িলে অথবা ঘায়ে জ্বালা বৃদ্ধি পাইলে পুনর্ব্বার আর্সেনিক প্রয়োগ বিধি।

ফস্‌ফরাস্‌, মার্কুরিয়াস্‌ অথবা ল্যাকেসিস্‌ সেবনে সর্পাঘাতের অন্যান্য লক্ষণ দূর হইতে পারে।

কেহ কেহ সর্পাঘাতের উপরে দড়ি বাঁধিয়া ও বিষ চুষিয়া কাষ্টিকি বা জোর কার্ব্বলিক-এসিড অথবা পেরেক আগুনে লাল করিয়া ঘা পোড়াইতে ব্যবস্থা দেন। তাঁহারা বলেন যে, এক ভাগ পার্মাঙ্গনেট অব্‌ পটাস ১০০ ভাগ জলে মিশ্রিত করিয়া সেই মিশ্রিত জলের কিয়দংশ সর্পদংষ্ট্র ক্ষতের ভিতর হাইপোডার্মিক পিচকারী দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দিবে। এতদ্ব্যতীত, তাঁহারা শিরা মধ্যে এমোনিয়ার পিচকারী এবং ১ মিনিটে ১০ বার শ্বাস প্রশ্বাস কমিয়া গেলে কৃত্রিম ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাঁহারা মাঝে মাঝে দড়ি আল্গা করিয়া দিতে বলেন; কারণ ক্রমাগত বাঁধা থাকিলে রক্তস্রোত বন্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

কেহ কেহ সর্পাঘাতের পর প্রচুর পরিমাণ সুরা ও এমোনিয়া এবং গরম জল পান করিতে ব্যবস্থা দেন। তাঁহারা বলেন যে, ঘর্ম্ম হইলে বিষ বাহির হইয়া যাইতে পারে। তাঁহারা আরও বলেন যে, মূর্চ্ছা এবং অবসন্নতার জন্য ১নং হাইড্রোসিয়েনিক্‌-এসিডের বড়ী অথবা ৩নং মস্কাস্‌ ঔষধের বড়ী ১০ মিনিট অন্তর খাওয়াইবে। সর্পাঘাতের স্থানে ফুলা, রক্ত জমা এবং বেদনা নিবারণার্থে পরে ১নং আর্ণিকা ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর খাওয়ান কর্ত্তব্য। ৩নং আর্ণিকা ঔষধের ২ ড্রাম ২॥ পোয়া জলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে পটিরূপে ব্যবহার করার ব্যবস্থাও আছে।

পাগলা কুকুরে কামড়ানর চিকিৎসা।—পাগলা কুকুর বা হন্নে শেয়ালে কামড়াইলে, পূর্ব্বোল্লিখিত সর্পাঘাতের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ক্ষত স্থান পোড়াইয়া কাটিয়া অথবা ছিঁড়িয়া পুঁযোৎপাদন করিলে কোন বিশেষ উপকার হয় না। ক্ষত স্থান কাটিয়া দিলে আরও

শীঘ্র বিষ চড়িয়া যায়। ক্ষত স্থানে কাপিং গ্লাস দ্বারা রক্ত মোক্ষণ ও তাপ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। শীঘ্র শীঘ্র ও ঘন ঘন ঐরূপ করিয়া কম্প আনয়ন করিবে। রোগীর গৃহে আগুন জ্বালাইয়া অত্যন্ত গরম করিয়া রাখিবে। সাত দিনের পর জ্বর হইলে জিহ্বার নীচে একটী ছোট ফোস্কা উঠে। কাঁচি বা ধারাল ছুরী দ্বারা সেই ফোস্কা কাটিয়া দিয়া লবণ জলের কুল্লি করিতে কহিবে। রোগীকে গরম ধূমের ভিতর রাখিতে পারিলে বড়ই উপকার হয়। আঁটা ঘরের ভিতর অনেকগুলি ইট বা পাথর পোড়াইয়া উহাদের উপর জল বা ভিজা বালি ছড়াইলে ঘরের ভিতর উষ্ণ ধূম সঞ্চয় করা যায়। এই উষ্ণ ধূমের ভিতরে রোগী অবস্থিতি করিলে পাগলা কুকুর বা হন্নে শেয়াল দংশন-জনিত হঠাৎ এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা, তৎপরে কম্প, জল পানে ঘৃণা, কোন প্রকার উজ্জ্বল বস্তু দর্শনে এবং বায়ু সেবনে আতঙ্ক ও ঘৃণা এবং তৎসঙ্গে শরীর ও মনের অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ দূর হয়। এইরূপ উষ্ণ ধূমপূর্ণ ঘরের ভিতর রোগীর নিকট অপর কোন ব্যক্তির থাকা আবশ্যক। রোগীর ঘরের ভিতর সর্ব্বদা উষ্ণ ধূম প্রবেশ করান কর্ত্তব্য, নতুবা কোন ফল হয় না।

আক্ষেপ বা খেঁচুনি নিবারণার্থ প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় হাইড্রো-ফোবিনাম ঔষধ সেবন করাইবে। এক সপ্তাহ এরূপ খাওয়াইলে যদি জ্বর ও উদরাময় উপস্থিত হয়, তবে হাইড্রো-ফোবিনাম সেবন বন্ধ করিবে।

সন্ধ্যায় ও সকালে ৩নং ক্যান্থারিষ ঔষধের বড়ী সেবন করাইলে পাগলা জন্তুর কামড়ানর বিষলক্ষণ আসিতে পারে না। যদ্যপি গাত্রে কোন প্রকার ঘা অথবা বিজগুড়ি বাহির হয়, তবে উহাদের জন্য কোন প্রকার বাহ্য প্রয়োগ আবশ্যক করে না, কারণ উহারা সময়ে আপনা আপনি মিলিয়া যায়।

পাগলা কুকুরে কামড়ান প্রযুক্ত খেঁচুনি বা আক্ষেপ উপস্থিত হইলে ১নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী ঘন ঘন খাওয়াইবে। বেলেডোনা সেবনের পরও যদি খেঁচুনি থাকে, তবে ৩নং হায়োসায়েমাস ঔষধের বড়ী এবং ইহাও ব্যর্থ হইলে ৬নং ক্যান্থারিষের বড়ী খাওয়াইবে।

পাগল মানুষ এবং পাগল কুকুর প্রভৃতি কামড়াইলে যদি অঙ্গে ঘা হয় ও তৎসঙ্গে অন্যান্য বিষাক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে প্রথমেই হাইড্রোফোবিনাম খাওয়ান ভাল।

যদি জান্তব কোনরূপ পচা পদার্থ সুস্থদেহের ক্ষতের ভিতর প্রবিষ্ট হয় তবে ৩নং আর্সেনিক ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে এবং ক্ষতের সন্নিকটে সর্ব্বদা তাপ লাগাইবে।

কেহ কেহ বলেন যে, পাগলা জন্তু কামড়াইলে দেড় মাস কাল ১নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী ৪ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বিষলক্ষণ প্রকাশ পাইবে না। পাগলা জন্তু কামড়ান প্রযুক্ত আক্ষেপ বা খেঁচুনি, ঢোক গিলিতে গলায় আটকান, লালবর্ণ ও স্ফীতমুখ, মুখে ফেনাপড়া এবং ধনুষ্টঙ্কারের মত খেঁচুনি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও ঘন ঘন ১নং বেলেডোনা সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

যদি খেঁচুনির সহিত ভয়ের স্বপ্ন, নিদ্রাভঙ্গ, হঠাৎ চীৎকার, চক্ষুর প্রশস্ত ও অসাড় তারা, কামড়াইবার এবং দাঁত দিয়া পদার্থ ছিঁড়িবার চেষ্টা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ৩নং ষ্ট্রামোনিয়াম ঔষধের বড়ী সেবন করান ভাল।

যদি রাত্রিকালে অস্থিরতা, ভয়ের স্বপ্ন, দ্রুত এবং অসমান নাড়ী, বেদনা এবং কাঁপুনি প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ৬নং স্কুটেলেরিয়া ঔষধের বড়ী বিশেষ উপকারী হয়।

বিছা কামড়ানর চিকিৎসা। বিছা কামড়াইলে একটী

টাটকা পেঁয়াজ কাটিয়া একটু লবণ ও ভিনিগারের অর্থাৎ শির্কায়ের সহিত লাগাইয়া ২।৩ মিনিট ক্ষতস্থানে ঘষিবে, পরে পুরাণো তেঁতুলের (এক বৎসরের অধিক না হয়) একটী বীচির গ্যাঁজ, বা অঙ্কুর বাহির হইবার দিক পাথরের উপর জল দিয়া ঘষিয়া উহার শাঁস বাহির হইয়া পড়িলে সেই দিকটি বিছা কামড়ান ঘায়ের উপর চাপিয়া চাপিয়া বসাইয়া দিবে।

যদি বিষ থাকে তবে তেঁতুলের বীচি আটকাইয়া যাইবে। আর যদি না থাকে তবে বীচি লাগিবে না। তেঁতুল বীচি বিষ শোষণ করিলেই পড়িয়া যাইবে।

মাথায় আঘাত লাগা এবং অঙ্গের ছড়া, মচকান, হাড় খুলে ও ভেঙ্গে যাওয়ার বিবরণ।

CONCUSSION, BRUISE, SPRAIN DISLOCATION, FRACTURE.

সুশীলা। দিদি! আজিও তোমার অবসর আছে দেখছি, এই সময় মাথায় আঘাত লাগা এবং অঙ্গের ছড়া, মচকান, হাড় খুলে যাওয়া ও ভেঙ্গে যাওয়া প্রভৃতির বিবরণ বলনা শুনি।

সৌদামিনী। তবে বলি শুন :—

মস্তকে ধাক্কা বা আঘাত লাগার বিবরণ।—মাথায় সজোরে ঘুসী মারিলে, মাথার উপর আঘাত লাগিলে, এবং কখন কখন শরীরে প্রবল ধাক্কা লাগিলে মস্তিষ্ক বিলোড়িত হয় বা মগজ ঘুরিয়া যায়।

অল্প রকম আঘাতে কিছুকালের জন্য স্মৃতিলোপ, অচৈতন্য, শিরোঘূর্ণন ও কান ভোঁ ভোঁ করা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সজোরে মাথায় আঘাত লাগিলে মাথার খুলির ভিতরের হাড় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। বিশেষরূপে মাথায় চোট্ লাগিয়া মাথার খুলির ভিতর হাড় ভাঙ্গিল কিনা সে বিষয়ে তদারক করার বিশেষ আবশ্যক; কারণ, সজোর আঘাত বশতঃ কিছুদিনের পর অচৈতন্য দূর হইলেও আবার কিছুদিন পরে মাথার খুলির ভিতর হাড় ভাঙ্গা হেতু মৃত্যু হইতে পারে। একখানি ধাতুপাত্রে একগাছি সূতা বাঁধিয়া এবং ঐ সূতার অপর দিক আঙ্গুলে জড়াইয়া সেই আঙ্গুলটী কাণের ভিতর ঢুকাইয়া রাখিবে, পরে সেই ধাতব পাত্রে আঘাত করিলে যদি মাথার ভিতর হাড় ভাঙ্গা থাকে তাহা হইলে হাড়ভাঙ্গার স্থানে অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে। অজ্ঞানাবস্থায়ও হাড়ভাঙ্গা থাকিলে ঐরূপ পরীক্ষা দ্বারা রোগীকে যাতনায় মুখ বাঁকাইতে দেখা গিয়া থাকে। এইরূপ বেদনা হইলে ৩নং হাইপারিকাম ঔষধের বড়ী দুই ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।

রোগীকে চুপ করিয়া থাকিতে বলিবে। মাথার ভিতর হাড় ভাঙ্গিলে পর রোগীকে মাথা উচু করিয়া শুইতে বলিবে। রোগীর ঘরে কোনরূপ শব্দ না হয় তদ্বিষয়ে সাবধান থাকিবে।

আঘাত বশতঃ মগজ ঘুরিয়া গেলে ৩নং আর্ণিকা ঔষধের বড়ী ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

মস্তকে আঘাত পাইবামাত্র রোগীকে খানিক জল পান করাইবে। জল পান করাইলে কিয়ৎ পরিমাণে আঘাত জনিত ধাক্কা সামলাইতে পারে। মস্তকে ঠাণ্ডা জলের পটি বিশেষতঃ আর্ণিকা ঔষধের মূল আরক জল মিশ্রিত করিয়া এবং সেই জলে ন্যাক্‌ড়া ভিজাইয়া পটি লাগাইবে। এরূপ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

এই সময় অতিশয় লঘু আহার ব্যবস্থা দিবে। মদ ও মসলা প্রভৃতি কোনরূপ উত্তেজক সামগ্রী খাইতে দিবে না। রক্ত মোক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ।

আর্ণিকা খাওয়াইয়া ও লাগাইয়াও যদি উপকার না হয় এবং মস্তিষ্ক ও উহার পর্দ্দাতে যদি প্রাদাহিক লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে ৩নং একোনাইট ও বেলেডোনা ঔষধের সাহায্য লইবে।

আঘাত প্রযুক্ত মগজ নড়া বা ধাক্কা লাগার নিরূপণ। এই রোগের ৩টী অবস্থা থাকে :—(১) অবসন্ন বা হিমাঙ্গ অবস্থা।— এই অবস্থায় ক্ষীণ নাড়ী, ক্ষীণ শ্বাস প্রশ্বাস, ফেকাসে ত্বক, শীতল হস্ত ও পদ এবং প্রসারিত চক্ষুর তারা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ প্রায়। অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে তিন বা ততোধিক ঘণ্টা এই হিমাঙ্গ অবস্থা থাকিতে পারে। (২) প্রতিক্রিয়ার অবস্থা। এই অবস্থায় রোগীর অস্থিরতা, গোঁয়ান, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, পেটের দিকে পা গুটান ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। এই সময় রোগীকে ডাকিলে উত্তর পাওয়া যায়। কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই অবস্থা থাকিতে পারে (৩) তন্দ্রাবস্থা।— এই অবস্থায় শিথিলতা, পূর্ণ ও অসমান নাড়ী, উষ্ণ অথবা উত্তপ্ত গাত্র, আরক্ত মুখ, চক্ষুর তারা কুঞ্চিত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সময় এরূপ নিদ্রার ঘোর থাকে যে কোন মতে রোগীকে জাগান যায় না। ১ হইতে ৭ দিন পর্য্যন্ত এই অবস্থা থাকিতে পারে।

এই তিন অবস্থার যে কোন সময়ে অসমান ভাবে পক্ষাঘাত হইতে পারে; অর্থাৎ এক অঙ্গ, এক দিকের মুখ অথবা একটী চক্ষুর একটী পেশী অবশ হইতে পারে। আর এরূপ হইলে মস্তিষ্কে ধাক্কালাগা ব্যতীত উহাতে আঘাত বশতঃ উহার কোন অংশ ছিন্ন বা থ্যাথলাইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে পারে। এই রোগে মুত্র ধারণে অক্ষমতা অথবা অনেকক্ষণ প্রস্রাব আটকিয়া থাকিতে পারে। এই রোগ প্রায়ই আরোগ্য হয়।

মস্তিষ্কে চাপ পতন। মাথায় আঘাত বশতঃ হাড় ভাঙ্গিয়া মস্তিষ্কে চাপ পড়িলে অথবা মস্তকের ঝিল্লীতে রস সঞ্চয় হইয়া মস্তিষ্কে চাপ পড়িলে সম্পূর্ণ জ্ঞান লোপ, প্রসারিত চক্ষুর তারা, দ্রুত ও ঘড়ঘড়ে

শ্বাস প্রশ্বাস, পূর্ণ ও মৃদুবাহী নাড়ী, উষ্ণ ও সরস গাত্র, অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত, মলদ্বারের শিথিলতা ও প্রস্রাব আটকান প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগে জীবনের আশঙ্কা থাকে। রোগীকে ঠাণ্ডা ঘরে মাথা উচু করিয়া শোয়াইয়া রাখিবে। উহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া উহাতে শীতল জল দিবে। উহাকে অত্যল্প ও লঘু আহার দিবে এবং উহার মলমূত্র যাহাতে আটক না হয় তদ্বিষয়ে নজর রাখিবে।

মস্তিষ্কে আঘাত লাগা ও চাপ পড়ার প্রভেদ।

মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে	মস্তিষ্কে চাপ পড়িলে
১। শীঘ্র শীঘ্র লক্ষণ প্রকাশ পায় ও ধীরে ধীরে লক্ষণ দূর হয়।	১। ধীরে ধীরে লক্ষণ প্রকাশ পায় ও রোগ সাঙ্ঘাতিক হয়।
২। অজ্ঞান হইলেও রোগীকে খানিক জাগান যায়।	২। সম্পূর্ণ অচৈতন্য উপস্থিত হয়।
৩। শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষীণ হয়।	৩। ঘড়ঘড়ে শ্বাসপ্রশ্বাস হয়।
৪। নাড়ী ক্ষীণ, অসমান ও দ্রুত হয়।	৪। নাড়ী পূর্ণ ও মৃদুগামী হয়।
৫। ইন্দ্রিয় ক্ষীণ হয়।	৫। ইন্দ্রিয়ের লোপ হয়।
৬। চক্ষুর তারায় আলোক লাগে।	৬। চক্ষুর তারা প্রশস্ত থাকে।
৭। বমনেচ্ছা ও বমন হয়।	৭। পাকাশয় অসাড় থাকে।
৮। উদরাময় হয় কিন্তু মলদ্বার শিথিল হয় না।	৮। বাহ্যে হয় না ও মলদ্বার অসাড় হয়।
৯। প্রস্রাব হইতে পারে।	৯। মূত্র থালীর অসাড়তা হয় সুতরাং প্রস্রাব আটকাইয়া থাকে।

আঘাত লাগিলে যদি রোগী অত্যন্ত ভয় পায় তবে প্রথমে ৬নং ওপিয়াম ঔষধের বড়ী খাওয়াইয়া পরে কয়েক ঘণ্টা বাদে আর্ণিকা সেবন করান ভাল। আঘাতের পর যদি রোগী মূর্চ্ছা যায় ও অজ্ঞান হয়, তবে উহার মস্তকে, মুখে ও হস্তপদে জল দিয়া প্রথমে কয়েক বিন্দু সুরা জলে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। পরে প্রয়োজন মত একোনাইট ও গ্লনয়েন ব্যবস্থা করিবে এবং অবশেষে দরকার হইলে আর্ণিকা খাওয়াইবে।

গর্ভবতী নারী পা পিছলিয়া পড়িয়া গেলে উহাকে স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে বলিবে এবং ৩নং আর্ণিকা ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। ইহাতে বেদনা দূর না হইলে ১২নং ক্যামোমিলা ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা করিবে।

আঘাত বশতঃ শিরঃপীড়া হইলে গ্লনয়েন, বেলেডোনা অথবা ফস্‌ফরিক-এসিড্ লক্ষণানুসারে সেবন ব্যবস্থা দিবে। অত্যন্ত চাপ বোধ হইলে ৩নং আর্ণিকা খাওয়াইবে এবং অত্যন্ত চক্ষু বেদনা হইলে ৩নং হাইপারিকাম্ ঔষধের বড়ী সেবন করিতে দিবে।

বক্ষে আঘাত লাগিলে অথবা আঘাত বশতঃ উদর ও বক্ষগহ্বরের কোন যন্ত্র ছিঁড়িয়া গেলেও আর্ণিকা ব্যবস্থা হয়। বক্ষের আঘাতে কখন কখন একোনাইট ও রাসটক্স ঔষধের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

কোন পদার্থ সজোরে উঠাইলে যদি শরীরে বেদনা বোধ হয় তবে ৬নং রাসটক্স ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। ঐ কারণে কোমরে অত্যন্ত বেদনা হইলে এবং নড়িলে বেদনার বৃদ্ধি হইলে ৩নং ব্রায়োনিয়ার বড়ী খাওয়াইবে। ইহাতেও উপকার না হইলে ৬নং সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী সেবন করাইবে। যদি ঐ কারণে মাথাব্যাথা হয় তবে প্রথমে ৬নং রাসটক্স পরে উহাতে উপকার না হইলে ৬নং ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে ?

গাছে চড়া ও কুস্তিলড়া প্রভৃতি কারণে যদি উদরে চাড় ও চাপ লাগে এবং তজ্জন্য যদি বমনেচ্ছা, পেটের ভিতর একস্থানে প্রবল বেদনা, পেটের ভিতর হইতে নীচের দিকে কিছু যেন বাহির হইয়া আসিতেছে এরূপ বোধ, এবং তজ্জন্য উদ্বেগ ও অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে ৬নং ভেরেট্রাম-এল্‌বাম ঔষধের বড়ী দুই ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে।

যাহাদের সর্ব্বদা এইরূপ আঘাত পাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাদিগকে প্রত্যেক বারে ৬নং সিপিয়া ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল।

পদ পিছলিয়া অঙ্গে বেদনা হইলে ৬নং ব্রায়োনিয়া অথবা রাসটক্স সেবনে উপকার হয়, কিন্তু এরূপ আঘাত বশতঃ পাকাশয় বিকৃত হইলে ৬নং ব্রায়োনিয়া ও ৬নং পাল্‌সেটিলা ঔষধের বড়ী বা আরক সেবন করান কর্ত্তব্য। দুর্ব্বলতা হেতু বারবার ঐরূপ পা পিছলিয়া গেলে ৬নং ফসফরাস ঔষধের বড়ী ৪ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।

থ্যাঁতলাইয়া গেলে আর্ণিকা ঔষধের মূল আরক জলে মিশাইয়া আহত স্থানে লাগাইবে ও ৩নং আর্ণিকা ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।

অত্যন্ত থ্যাঁতলাইয়া গেলে এবং তজ্জন্য জ্বর হইলে প্রথমে ১ হইতে ৩নং একোনাইট ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে ও পরে প্রয়োজন হইলে ২নং আর্ণিকা ঔষধের বড়ী খাওয়াইতে পার।

অঙ্গের কোনও স্থান পিশিয়া চ্যাপ্টা হইয়া পড়িলে অথবা অন্যরূপে বিকৃত হইলে প্রথমে সেই অঙ্গ টানিয়া সোজা করিয়া পরে উত্তমরূপে বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া আর্ণিকা ঔষধের জল লাগাইবে।

আহত স্থান পাকিয়া উঠিলে ৬নং হেপার-সাল্‌ফার ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। আহত স্থান ভাল করিয়া না বাঁধিতে পারিলে অথবা রোগীর রক্ত খারাপ থাকিলে থ্যাঁতলান স্থান শীঘ্র পাকিয়া উঠে। থ্যাঁতলান স্থানের

হাড়ে যদি বিশেষ আঘাত লাগে তবে রুটা ঔষধের মূল আরক জলে মিশ্রিত করিয়া পটিরূপে সেই স্থানে লাগাইবে।

যদি আহত স্থান স্পর্শ করিলেও বেদনা করে এবং সেই স্থান লাল হইয়া উঠে তবে রুটা ঔষধ লাগান ও খাওয়ান ভাল। আর্ণিকা লাগান হেতু যদি বিসর্প রোগ উপস্থিত হয় তবে ক্যাম্ফার ঔষধের বাহ্য প্রয়োগ করিবে।

আহত স্থান পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইলে অর্থাৎ আহত স্থানে বেদনা ও ফুলার বৃদ্ধি, জ্বালাকর বেদনা, অসাড়তা ও কালাটে বর্ণের ঘা প্রভৃতি লক্ষণে ৩নং চায়না ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। আহত স্থানের ত্বক্ কাল ও নীলবর্ণ ধারণ করিলে ৬নং ল্যাকেসিস্ ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর সেবন করান ভাল।

ঘুসী, ছড়ি অথবা পাথর লাগা বশতঃ চক্ষু থ্যাঁতলাইয়া গেলে চক্ষুতে শীতল জলের পটি সর্ব্বদা বাঁধিয়া রাখিবে এবং ১নং একোনাইট ও ৩নং আর্ণিকা ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর উল্টে পাল্টে খাওয়াইবে।

মোচড়াইয়া গেলে প্রথমে শীতল জলের পটি লাগাইবে এবং ৩নং আর্ণিকা সেবন করাইতে বলিবে। পরে মোচড়ান স্থান আড়ষ্ট হইয়া থাকিলে ৬নং ব্রায়োনিয়া, রাস্টক্স অথবা সাল্ফার ঔষধের বড়ী খাওয়ান ভাল। এতদ্ব্যতীত, আঘাত প্রাপ্ত স্থান অল্প অল্প করিয়া নড়াইতে চেষ্টা করিবে।

মোচড়ানির স্থান নীল বর্ণ হইলে আর্ণিকা ; হল্‌দে ও নীল বর্ণের স্থান কোমল হইলে ৬নং সিম্ফাইটাম এবং গাঁটের নিকট ফুলা প্রযুক্ত টোল্ খাইলে ৬নং স্যাম্বুকাস ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে।

কোন সন্ধিস্থল হইতে হাড় খুলিয়া পড়িলে সেই স্থানে প্রবল বেদনা ও ফুলা হয়, গাঁইট নড়াতে পারা যায় না এবং সেই সন্ধিস্থল অনেক প্রকারে বিকৃত হইয়া পড়ে। আঘাত প্রাপ্ত ও হাড় খোলা সন্ধি-

স্থলে হয়ত এক স্থান অত্যন্ত উচু নয়ত অপর স্থান অত্যন্ত নীচু হইয়া পড়ে ঐরূপ স্থান ক্রমে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে এবং অবশেষে জ্বর হইতে পারে। ঐরূপ স্থলে প্রথমে ৩নং আর্ণিকা এবং পরে প্রদাহ হইলে ৩নং একোনাইট ঔষধের বড়ী খাওয়াইবে। আঘাত প্রাপ্ত স্থলে শীতল জলের পটি দিবে।

হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে খট্‌ খট্‌ বা কুর কুর শব্দ হয়। ভগ্নাস্থির দুই দিক টানিলে বা টানিয়া ছাড়িয়া দিলে ঐরূপ শব্দ হইয়া থাকে। হাড় ভাঙ্গিলে অঙ্গ নড় নড় করে ও ভাঙ্গা স্থানে বিকৃতি, বেদনা ও ফুলা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভাঙ্গা অঙ্গ সঞ্চালন করা যায় না। হাড় ভাঙ্গিলে পর ভাঙ্গা স্থানের উপর ও নীচে ভাল ক'রে টেনে সমান করে যথাযোগ্য কাঠ বা সরু দেবদারু তক্তা দ্বারা ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে যেন ভাঙ্গা স্থান সঞ্চালিত হইতে না পারে। পরে ভাঙ্গাস্থানের ন্যাক্‌ড়ার বাঁদন উত্তমরূপে শীতল জলে অথবা আর্ণিকা ঔষধের জলে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রথমে ৩নং একোনাইট সেবন করাইবে। তাহা হইলে রোগীর দুর্ব্বলতা ও মূর্চ্ছা দূর হইবে। কয়েক ঘণ্টা পরে ৩নং আর্ণিকা সেবন করাইবে। অসহ্য বেদনা হইলে ও আক্ষেপ বা খেঁচুনি উপস্থিত হইলে প্রথমে ৬নং ক্যামোমিলা এবং পরে ৬নং হাইপারিকাম ঔষধের বড়ী দুই ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা করিবে। হাড় বসাইয়া দিলে পরে ৩নং সিম্ফাইটাম ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

ঐরূপ করিয়াও যদি হাড় শীঘ্র যোড়া না লাগে, তবে ৬নং ক্যাল্কেরিয়া-ফস্‌ ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ছোট ছেলের ওলাউঠা।

CHOLERA INFANTUM—ACUTE MILK INFECTION.

সুশীলা। আমাদের পুরোহিত ঘটিরাম ভট্চাজ্জির এক বৎসরের ছেলেটির ভেদ ও বমি হচ্চে। শুনিলাম পুরোহিতের স্ত্রী ওপাড়ার শিরোমণি মহাশয়ের শ্রাদ্ধেতে খুব খেয়ে আবার আঁচল ভ'রে লুচি সন্দেশ তুলে এনেছিলেন। আজ ৩ দিন হইতে সেই বাসি লুচি প্রভৃতি তাঁহার কোলের ছেলেটিকেও খাওয়াইয়াছেন। সে যাহা হউক দিদি! এখন উপায় কি? শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ দিয়া পুরুতের ছেলেটিকে বাঁচাবার উপায় কর এবং ছোট ছেলের ওলাউঠার তাবৎ বৃত্তান্ত আমায় শিখিয়ে দাও।

সৌদামিনী। দেখ সুশীলা! ছোট ছোট ছেলেদের ভেদ ও বমি হইলে সকল সময়ে সহজ রোগ মনে করিও না। গ্রীষ্মকালে ছোট ছেলের ভেদ ও বমন অর্থাৎ গ্রীষ্মকালীন ওলাউঠা বড়ই সাংঘাতিক রোগ বলিয়া জানিবে।

গ্রীষ্মকালের দুগ্ধে ব্যাক্টিরিয়া নামক কীটানু দ্বারা এক প্রকার বিষ দুগ্ধে উৎপন্ন হয়। সেই দুগ্ধ সেবন করিলে শিশুগণের রক্ত বিষাক্ত হয় ও শিশুর বিসূচিকা রোগ জন্মায়।

লক্ষণ (Symptoms)—এই রোগে প্রথমে বমনেচ্ছা ও বমন হইয়া পরে ভেদ হইয়া থাকে। বমনে প্রথমে ভক্ষিত দ্রব্য ও শ্লেষ্মা উঠিয়া থাকে, অথবা প্রথম হইতে কেবল ওয়াক ওঠে প্রকৃত বমন হয় না। পরে ইহার পরই ঘন ঘন ও নানা বর্ণের ভেদ হইয়া থাকে। কোন সময় অল্প সবুজ, জলবৎ পাতলা, অথবা অল্প হল্‌দে বাহ্যে হয়; আবার কখনও অল্প সাদা, অথবা চট্‌চটে বা হড়হড়ে ও রক্তমিশ্রিত ভেদ হইয়া থাকে। কখন কখন অজীর্ণ ভেদ হয় অর্থাৎ যাহা খায় তাহা হজম না

হইয়া বাহ্যে হইয়া যায় এবং সেইরূপ ভেদে কখন কখন বড় দুর্গন্ধ হইয়া থাকে।

কিছু দিন এইরূপ অবস্থা থাকিলে খোকার ক্ষুধা লোপ হয়, মাংস অতি কোমল হয়, শীর্ণতা প্রযুক্ত লোল চর্ম্ম হয়, প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে জ্বর হয়, চক্ষু বসিয়া যায় এবং নিদ্রাকালে চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিতাবস্থায় থাকে। অস্থিরতা ও অত্যন্ত ঠাণ্ডা জলের পিপাসা হয় এবং সর্ব্বপ্রকার পানীয় পদার্থ উদরস্থ হইলেই বমন হইয়া যায়। মস্তক এবং উদর গরম থাকে পেট ফুলিয়া যায়, হাত ও পা বরফের মত শীতল হইয়া থাকে। ক্রমে নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল হয়, গাত্র শীতল হয়, মলদ্বারের ভিতর তাপাধিক্য হয়, মাথার জোড় ব'সে যায়, এবং শিশু কেবল ঝিমাইতে থাকে।

সুশীলা। কি কি কারণে এরূপ রোগ হইয়া থাকে ?

সৌদামিনী। (Causes) কারণ—অনুপযুক্ত আহার অর্থাৎ পোয়াতী ও স্তন্যপায়ীশিশুর বদহজমী, ঋতু পরিবর্ত্তন, অনুপযুক্ত পরিধেয় বস্ত্র অথবা পরিধেয় বস্ত্রের অভাব, অপরিষ্কার বায়ু সেবন অথবা বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব এবং দন্তোদগম কাল প্রভৃতি কারণে এইরূপ সাংঘাতিক শিশুদিগের ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার কালে ভেদ ও বমন রোগ অতি ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে শিশুদিগের ওলাউঠা রোগের সম্ভাবনা থাকিলে পোয়াতী এবং শিশুদিগের আহার ও পরিধেয় বস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই কালে অম্লজাতীয় পদার্থ, গরম মসলা দিয়া রান্না সামগ্রী এবং শাক প্রভৃতি উদ্ভিদজাতীয় পদার্থ আহার এককালীন নিষেধ করিবে। এই সময়ে লঘু আহার, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং শীতল জলে স্নান প্রভৃতির বিষয় দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

সুশীলা। দিদি ! এই রোগের সুলক্ষণ কি ?

সৌদামিনী। বমনবন্ধ, ভেদের হ্রাস, সুস্থির নিদ্রা, সর্ব্বাঙ্গে সমান তাপ, তৃষ্ণার হ্রাস ও ক্ষুধার উদ্রেক প্রভৃতি সুলক্ষণ বলিয়া জানিবে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের কুলক্ষণ বলনা?

সৌদামিনী। অত্যন্ত অস্থিরতা ও দাঁত কড়কড়ানি, প্রথম হইতেই মোহ ও তড়কা, অনবরত ও দুর্দ্দমনীয় বমন, ঘন ঘন ও প্রচুর পরিমাণে ভেদ, মুখ চোপসান এবং হাত পা ঠাণ্ডা ও নীল বর্ণ প্রভৃতি কুলক্ষণ বলিয়া জানিবে।

সুশীলা। দিদি! এই সাংঘাতিক রোগের আনুপূর্ব্বিক চিকিৎসা অর্থাৎ যাবতীয় ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ আমাকে শিখাইয়া দাও।

সৌদামিনী। ভেরেট্রাম-এল্বাম ১×৩×বা ৬— বমনেচ্ছা এবং দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত হেতু মূর্চ্ছার উপক্রম হইলে; ভেদ ও বমন বিশেষতঃ ভেদের আধিক্য থাকিলে; বমন ও ভেদের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম হইলে; অত্যল্প পান করিলেই বমন হইলে; অথবা অল্প অঙ্গ সঞ্চালনে বমন হইলে; অথচ শীতল জলের অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকিলে; পাকাশয়ের উপর বেদনা থাকিলে; অন্ত্রশূল অর্থাৎ উদর মধ্যে জ্বালাকর ও কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে; পাতলা অল্প, কটা এবং অল্প কালবর্ণের ভেদ অথবা প্রচুর জলবৎ ভেদ হইলে; কিম্বা অসাড়ে অল্প অল্প জলবৎ ভেদ হইলে ১× ৩× বা ৬× ভেরেট্রাম-এল্বাম ঔষধের জল ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। শিশু-বিসূচিকায় এই ঔষধ প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইপিকা ৩×—যদি বমন এবং সর্ব্বদা বমনেচ্ছা; বমনে ভুক্ত-দ্রব্য, পানীয় পদার্থ, শ্লেষ্মা এবং পিত্ত বহির্গমন; ঘাসের মত সবুজ অথবা সাদা ফেনাযুক্ত অথবা রক্তমিশ্রিত ভেদ; ভেদের পূর্ব্বে ও সময়ে পেট বেদনা ও বমনেচ্ছা; ময়লা জিহ্বা, আহারে ঘৃণা এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ৩× হইতে ৬নং ইপিকাক ঔষধের জল দুই

ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। ভেরেট্রাম-এল্বাম ও ইপিকাক এই ঔষধ দুটি শিশু বিসূচিকার মহৌষধ বলিয়া স্মরণ রাখিবে। প্রথম হইতেই ইপিকাক ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে অনেক সময়ে রোগ বৃদ্ধি হইতে পারে না।

প্রথমে ইপিকাক ঔষধ দ্বারা ঔপকার না হইলে ৬নং নক্সভমিকা ঔষধের বড়ীতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

আর্সেনিক ×৩× বা ৬— যদি অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; অত্যন্ত অস্থিরতা; দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা; শীতল হস্ত পদ; ফেকাসে ও শীর্ণ-দেহ; পেট ফুলা; ক্ষুধা লোপ; কষ্টকর বমনেচ্ছা ও বমন; শুষ্ক ও কোঁকড়ান চর্ম্ম; বিবর্ণ ও চোপসান মুখ; ঘন ও কালাটে সবুজ ভেদ অথবা কালাটে জলবৎ দুর্গন্ধি যুক্ত ভেদ; হল্‌দে জলবৎ, সাদা অথবা ঈষৎ কটা ও দুর্গন্ধ যুক্ত ভেদ এবং দুই প্রহর রাত্রির পর সকালের দিকে এবং আহার ও পানের পর ভেদের বৃদ্ধি প্রভৃতির লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তবে ৩× বা ৬নং আর্সেনিক ঔষধের জলে এক ঘণ্টান্তর খাওয়াইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অত্যন্ত পিপাসা সত্ত্বে ঘন ঘন অল্প পরিমাণে জলপান এবং অত্যন্ত অস্থিরতা আর্সেনিক প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া স্মরণ রাখিবে। ওলাউঠায় এই নিয়ম ঠিক থাকে না।

হল্‌দে ও জলবৎ ভেদ, আহার ও পান করিলেই বৃদ্ধি, হঠাৎ এবং পিচকারী দেওয়ার মত সজোরে ভেদ হইলে ৬নং ক্রোটন্ ঔষধের ঘড়ী ২ ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে।

পডোফিলাম ৩০—যদি বমন না হইয়া কেবল কষ্টকর বমনেচ্ছা, বাকরোধ বা গাঁঙ্গানি, ফোঁপানি, অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষু, সর্ব্বদা মাথা চালা, এবং বেদনাশূন্য প্রচুর জলবৎ ভেদ হয় ও মলের তলায় কিছু জমিয়া থাকে তবে ৩০ নং পডোফিলাম ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর ব্যবস্থা করিবে। ইহা শিশু-বিসূচিকার একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মার্ক-ভাইভাস্ ৩×৬— যদি দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে ভেদ ও পেট বেদনা; বাহ্যে করিবার সময় কোঁতানি ও ঘর্ম্ম; অল্প, ঈষৎ সবুজ ও টক গন্ধযুক্ত ভেদ, তৎসঙ্গে বমনেচ্ছা ও ঢেকুর ওঠা, অথবা কালাটে সবুজ বর্ণের, আমযুক্ত ও রক্ত মিশ্রিত ভেদ; ঘন ঘন অল্প ও জ্বালাকর ভেদ, তৎসঙ্গে পেট খামচানি ও শূলনি; এবং ময়লাযুক্ত স্ফীত, কোমল ও থলথলে জিহ্বা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে এবং মাখন খাইবার ইচ্ছা থাকে তবে ৬নং মার্কুরিয়াস-ভাইভাস ঔষধের বড়ী, ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।

ক্যাম্ফার— যদি হঠাৎ ভেদে শীঘ্র শীঘ্র অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা, ক্ষীণস্বর, বাক্‌রোধ, তন্দ্রা বা মোহ, ফেকাসে নীলবর্ণ মুখমণ্ডল এবং কখন কখন ভেদ ও বমনের অভাব প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে এক বিন্দু ক্যাম্ফার ঔষধের আরক কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইবে।

যদি অজ্ঞান অবস্থা, মুষ্টিবদ্ধ, চক্ষুর তারা বড়, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, গাঁঙ্গানি, ঘন ঘন ভেদ ও মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় রোগের লক্ষণ থাকে, তবে ৬নং ইথুসা ঔষধের বড়ী দুই ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। প্রবল শিশু-বিসূচিকা রোগে ইহা একটি প্রধান ঔষধ।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় গা গরম, দ্রুত নাড়ী, পিপাসা, অস্থিরতা প্রবল জ্বর সবুজ বর্ণের জলবৎ ভেদ ও পেট খামচানি প্রভৃতি লক্ষণে ৬নং একোনাইট ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর সেবন করান ভাল।

যদি মাথা গরম, আরক্ত মুখ, শীতল পদ, শুষ্ক মুখ গহ্বর ও ওষ্ঠ, অত্যন্ত তন্দ্রা, নিদ্রায় চমকান এবং সবুজ বর্ণের ভেদ হয় তবে ৬নং বেলেডোনা ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে।

যদি টক বমন, মাথায় জোড় ফাঁক, বুড়টে চেহারা, নিদ্রাকালে মাথায় অত্যন্ত ঘাম, শীতল হস্তপদ, শীর্ণতা, পেট ফুলা, এবং সাদা ও জলবৎ

ভেদ হয় তবে ৬নং ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ঔষধের বড়ী ৩ ঘণ্টান্তর খাওয়ান ভাল। যদি প্রত্যেক বার আহারের পর ভেদ হয়, দুর্গন্ধ ভেদে অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য থাকে এবং তৎসঙ্গে অনেক বাই সরে তবে ৬নং চায়না ঔষধ ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।

যদি শুষ্ক ও চকচকে জিহ্বা, পিপাসার অভাব, উত্তপ্ত এবং শুষ্ক গাত্র; অল্প সবুজ বা অল্প হলদে বর্ণের ভেদ, তৎসঙ্গে চটচটে শ্লেষ্মা বা আম বহির্গমন; উদর চাপিলে বেদনা; মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় রোগের লক্ষণ; তন্দ্রাবস্থায় মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ চীৎকার; মাথা গরম, চক্ষু লাল; ঠাণ্ডা ও নীল বর্ণ হাত, খোলে পড়া পেট এবং মূত্র বন্ধ থাকে তবে ৩নং এপিস্-মেলিফিকা ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।

যদি জিহ্বায় হল্‌দে বর্ণের ময়লা, শুষ্ক মুখ, পিপাসা, বমনেচ্ছা, বমন, ওয়াক তোলা, কাসি, পেট ফাঁপা, দুর্গন্ধযুক্ত ও আমময় ভেদ এবং ঘন ঘন প্রস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে ৬নং এণ্টিমক্রুড ঔষধ ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।

যদি ছেলের পানে চাহিলে ছেলে রেগে যায়, জলবৎ ভেদের সহিত গুট্‌লে ও অজীর্ণ মল বাহির হয় তবে এণ্টিমক্রুড্ বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

যদি গ্রীষ্মকালীন ভেদ, তৎসঙ্গে অত্যন্ত তৃষ্ণা, ভুক্তদ্রব্য বমন, আহারান্তে বমনেচ্ছা ও বমন, ভেদের সহিত পেটে বেদনা; সাদা, অল্প কটা, চাপ চাপ ও দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৬নং ব্রায়োনিয়া ঔষধ খাওয়াইবে।

ব্রায়োনিয়া ঔষধে ক্ষণিক উপকার হইয়া আর উপকার না হইলে ৬নং কার্ব্বো-ভেজ ঔষধের বড়ী ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ এবং তৎসঙ্গে জ্বালা ও অত্যন্ত বেদনা প্রভৃতি কার্ব্বোভেজ প্রয়োগের লক্ষণ বলিয়া স্মরণ রাখিবে।

যদি ঠাণ্ডা পড়িলেই ভেদ হয়, সন্ধ্যাকালে বাহ্যের চেষ্টা হয়, নীচের পেটে খামচানি হইয়া ভেদ, রাত্রিকালে অল্প সবুজ বা কটাবর্ণের আমময় ভেদ হয়, তবে ৬নং ডাল্কামারা ঔষধের বড়ী দুই ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।

জিঙ্কাম-মেটালিকাম্ ৬× বা ৬—যদি বিলম্বে হিমাঙ্গাবস্থা (Collapse) হয়, মুখ চুপ্‌সিয়া যায়, চক্ষু খুলিয়া থাকে, মাথার জোড় ব'সে যায়, স্নায়ুদুর্ব্বলতা হয়, শীঘ্র শীঘ্র গা গরম না হয়, অর্থাৎ অনেকক্ষণ বা ২।৩ দিন প্রতিক্রিয়া (reaction) না হয়, এবং শারীরিক তাপ সাব্‌ নরমাল থাকে অর্থাৎ ৯৮ ডিগ্রির নীচে থাকে তবে ৬ দশমিক জিঙ্কাম বিশেষ উপকার করিয়া থাকে।

হাইড্রোসিয়ানিক-এসিড্‌ ৩× বা ৬—যদি অন্ত্রের পক্ষাঘাত বা অসাড়তা হয়, উদরস্থিত তরল পদার্থ টিপিলে যদি উহা শব্দ করিয়া গড়াইয়া যায়, অনেক তফাতে তফাতে অর্থাৎ বিলম্বে বিলম্বে যদি শ্বাস প্রশ্বাস নেয় ও ফেলে এবং আস্তে আস্তে অগভীর নিশ্বাস টানার মত যদি খাবি খায় তাহা হইলে হাইড্রোসিয়ানিক্‌ এসিড্‌ ডাইলিউট্‌ এক এক বিন্দু অথবা উহার ৩ দশমিক ক্রম ২।৩ ঘণ্টান্তর বা আরও ঘন ঘন ব্যবহার দ্বারা বিশেষ ফল দর্শে।

সিকেলি ১×—রোগের প্রবল ভাব দূর হইলে পর যদি কেবল প্রচুর ও জলবৎ ভেদ এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত অবসন্নতা হয়, এবং গাত্রে মোটে কাপড় না রাখে বা রাখিতে ইচ্ছা না করে এবং শীতল গাত্র এবং আক্ষেপবশতঃ আঙ্গুল ফাঁক হওয়া বা বাহির দিকে বেঁকে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ১ দশমিক সিকেলি উপযোগী হয়।

ক্যান্থারিষ ৩×—রোগের আক্রমণ চলিয়া গেলেও যদি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত প্রস্রাব বন্ধ থাকে তবে কাম্থারিষ উপযোগী হয়।

রোগী পুরাতন হইলে এবং ঘন ঘন অল্প সবুজ, পাতলা, জলবৎ

অথবা সাদা ও আমময় ভেদ হইলে ৩০নং সাল্‌ফার ঔষধ ৪ ঘণ্টান্তর সেবন করাইবে।

প্রধান প্রধান ঔষধগুলির পার্থক্য বিকার—(Differentiation)—শীঘ্র শীঘ্র হিমাঙ্গাবস্থা হইলে এবং হঠাৎ ও প্রবলভাবে রোগের আক্রমণ হইলে ক্যাম্ফার প্রয়োগ বিধি। পেট বেদনা এবং খিল্‌ধরার সহিত রোগের আক্রমণ হইলে ভেরেট্রাম-এলবাম্‌। অত্যন্ত ও গভীর হিমাঙ্গাবস্থা, মস্তিষ্ক লক্ষণ এবং প্রতিক্রিয়ায় এককালীন অভাব বা বিলম্ব থাকিলে জিঙ্কাম এবং অত্যন্ত অস্থিরতা ও প্রবল তৃষ্ণা থাকিলে আর্সেনিকাম ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

বিশেষ কথা—ঠাণ্ডা জলে ঔষধ সেবন করিতে না দিয়া গরম জলে ঔষধ সেবন ব্যবস্থা দিলে এবং ঔষধ ঘন ঘন দিলে ক্রিয়া ভাল হয়।

রোগীর স্থান বা ঘর (Sick Room)— শিশু বিসূচিকা গ্রীষ্মকালেরই পীড়া। অতএব গরম ঘরের বদ্ধ বাতাসে রোগীকে রাখা কর্ত্তব্য নহে। বাটীর মধ্যে কোন হাওয়াদার ও ঠাণ্ডা দোতালা ঘরে রাখা কর্ত্তব্য।

তাপ প্রয়োগ (Warmth)—রোগীর গাত্রে তাপ লাগান উচিত। রোগীর চতুর্দ্দিকে গরম জলের রবারের থালী বা হাঁড়ী ক'রে আগুন বা গরম জলপূর্ণ বোতল রাখিতে হয়। রোগীর দুই বগলে ও পার্শ্বে শুষ্ক ফ্লানেল কাপড় চেপে রাখ্‌তে হয় এবং উহা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হয়। একটি গরম জলপূর্ণ রবারের থালী রোগীর দুই উরুর ব্যবধানে রাখিতে হয়। মলদ্বারের ভিতর গরম জলের পিচকারীর ব্যবস্থা করিতে হয়।

পিপাসা—শীতল জল পান করিলে যদি বমি বাড়ে তবে গরম জল সেবন বিধি হয়।

শারীরিক রসক্ষয় (Loss of fluids)—বিসূচিকা রোগে

শারীরিক রসক্ষয় (serous discharges) হয় বলিয়া অর্থাৎ রস বাহির হইয়া যায় বলিয়া রোগীর ত্বকের নিম্নে পিচকারী দ্বারা স্বাভাবিক লবণ দ্রাব (normal saline solution) প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হয়। ১ পাইণ্ট সিদ্ধ জলে, ৪৫ গ্রেণ সোডিয়াম-ক্লোরাইড্ বা লবণ গলাইলে ঐ জল প্রস্তুত হয়। উদর গাত্রের কৌষিক তন্তু (Cellular tissue) মধ্যে, নিতম্বে বা উরুদেশে অথবা পৃষ্ঠে গরম গরম উক্ত লবণ জল পিচকারী করিতে হয়। প্রত্যেক ১২ ঘণ্টার মধ্যে খানিক খানিক ভাগ করিয়া অন্ততঃ অর্দ্ধ পাইণ্ট বা ১০ আউন্স পর্য্যন্ত স্বাভাবিক শ্যালাইন্ সলিউসন পিচকারী করিতে হয়।

পিচকারী প্রণালী—(Method)—একটি হাইপোডার্মিক পিচকারীর সহিত প্রথমে কয়েক ইঞ্চি রবারের নলের সহিত যোগ করিতে হয়, ঐ রবারের নলের আর এক মুখে একটি বাল্ব-সিরিঞ্জ বা পিচকারী সংযোগ করিতে হয়। পূর্ব্বে সিদ্ধ জলে ফেলিয়া ঐ বাল্ব-সিরিঞ্জ বা পিচকারী শোধন বা বিষনাশন করিয়া তবে ব্যবহার করিতে হয়।

ধীরে ধীরে পিচকারী করিতে হয়। সাবধান যেন পিচকারীর দ্বারা ত্বক্ মধ্যে বায়ু না ঢোকে। প্রত্যেক বার মাপ করিয়া সেই পরিমাণেই বরাবর পিচকারী করিতে হয়।

কোন্ সময়ে পিচকারী করিবে (Indication)—রোগীর কেবল হিমাঙ্গাবস্থায় (Collapse) লোল চর্ম্ম হইলে এবং শারীরিক রসক্ষয় বশতঃ রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ঐরূপ স্বাভাবিক লবণ দ্রাব (Normal saline solution) পিচকারী করিতে হয়।

উত্তেজক সুরার ব্যবহার—(Stimulation)—রোগীর দুর্ব্বলতা ও হিমাঙ্গাবস্থা উপস্থিত হইলে তৎসঙ্গে তাহার নাড়ী ক্ষীণ, কোমল, ও চেপে ধর্‌লে পাওয়া যায় না এরূপ হইলে উত্তেজক ঔষধ

অবাধে ব্যবহার করা যায়। বরফে মিশ্রিত করিয়া স্যাম্পেন দেওয়া যায়, কিম্বা গরম জলে ব্রাণ্ডি বা হুইস্কি দিতে হয়। এক বৎসরের নীচে ছেলের বয়স হইলে ১ ভাগ ব্রাণ্ডি আর ৭ ভাগ জল এরূপ মিশ্রণ করা চাই। ৪ বৎসরের ছেলেকে ২ ভাগ ব্রাণ্ডি ও ৭ ভাগ জল এইরূপ ভাবে মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়।

আরোগ্যকালে (During convalasence)— অতি সাবধানে স্বাভাবিক আহার দিতে হয়। শীর্ণ শরীরে প্রত্যহ অলিভ্ তৈল (Olive Oil) মাখাইতে হয়। রৌদ্রের আলোক এবং বিশুদ্ধ বায়ু যেন রোগীর গাত্রে লাগে। এইরূপে রোগী বল পেলে তাহাকে স্থান পরিবর্ত্তন করাইতে হয়। কোন হ্রদের নিকটে, সমুদ্র তীরে অথবা পার্ব্বত্য প্রদেশে লইয়া গেলে তাঁহার শরীরে আবার নূতন বল হইয়া থাকে।

অন্যান্য উপায় দ্বারা চিকিৎসা।

GENERAL MEASURES.

পথ্য—দুগ্ধ পথ্য একেবারে নিষিদ্ধ। ছেলেদের ভেদ ও বমন রোগে কোন প্রকারের দুগ্ধ খাওয়াইবে না। ঐরূপ অবস্থায় শীঘ্র কোনরূপ পথ্যই ব্যবস্থা নয়। ২৪ ঘণ্টা জল ব্যতীত অন্য কিছু না খাওয়াইলে ছেলের কোন ভয় থাকে না। যখন আবার খাওয়া সুরু হবে তখন কেবল জলবার্লি পথ্য দেওয়াই ভাল।

এলবুমিন জল (Albumin water)—অর্দ্ধ পাইণ্ট শীতল জলে ২টী ডিম্বের শ্বেতাংশ উত্তমরূপে নাড়িয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ শর্করা (Sugar of milk) মিশ্রিত করিলে উত্তম এলবুমিন জল প্রস্তুত হয়।

এইরূপ পথ্য অপেক্ষা লঘু আহার আর নাই। অন্য প্রকার পথ্য সহ্য না হইলে ইহাই ব্যবস্থা হয়।

মদের ঘোল (Wine whey)—এক পাইণ্ট ফুটন্ত দুগ্ধে এক গ্লাস সেরী মদ মিশাইবে। উহা হিস্ হিস্ শব্দে সিদ্ধ হইলে পর দুগ্ধ জমাট বাঁধে, তখন জমাট দুগ্ধ ছাঁকিয়া জলবৎ ঘোল অংশটি সুমিষ্ট করিয়া সেবন ব্যবস্থা দিলে উহা অত্যন্ত বলকারক ও পুষ্টিকারক হইয়া থাকে।

বিসূচিকাবৎ উদরাময় চিকিৎসার সার সংগ্রহ।

ভেদের বর্ণ।

সবুজঃ—বেলেডোনা।

...,বা শ্লেষ্মাযুক্ত ঃ—একোনাইট।

...,ঘাসের মত ঃ—ইপিকা।

...,পুষ্করিণীতে ভেকের ফেণা তোলার মত ঃ—ম্যাগ্-কার্ব্ব।

...,জলবৎ ও দুর্গন্ধ যুক্ত ঃ— আর্স।

...,তৎসঙ্গে কষ্টকর বমন ঃ— কুপ্রাম।

..., তৎসঙ্গে শ্লেষ্মা ঃ—ডাল্কা।

...,জলবৎ, ছাকড়া ছাকড়া শ্লেষ্মাযুক্ত ও স্বল্প ঃ—ফেরাম-ফস।

...,ও জলবৎ ঃ—কেলি-ব্রোম।

...,এবং খণ্ড খণ্ড ডিম্বের মত ঃ— ক্যামো।

সবুজ ঃ—আঁশাল, গন্ধরহিত ও শ্লেষ্মাযুক্ত ঃ—লাইকো।

...,কাল, চটচটে কখন কখন রক্তের ছিটযুক্ত, তৎসঙ্গে কুন্থন ঃ— মার্কসল। ...,পচা ও টক গন্ধ বিশিষ্ট ঃ— সিপিয়া।

ঈষৎ সবুজ জলবৎ ও গন্ধরহিত ঃ— ইথুসা।

ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ও দুর্গন্ধযুক্ত ঃ—এপিস।

ঘন ঘন বর্ণ পরিবর্ত্তন ঃ—পডো।

ঈষৎ ধূসর বর্ণের, খণ্ড খণ্ড, ও দুর্গন্ধযুক্ত ঃ— ক্রিয়োজোট্।

ঈষৎ সাদা ও জলবৎ ঃ—ক্যাল্ক-কার্ব্ব, এসিড্-ফস।

ভেদের গন্ধ।

গন্ধরহিত ঃ—ইথুসা, লাইকো।

দুর্গন্ধযুক্ত ও কষ্টদায়ক ঃ—এপিস, আর্স, ব্যাপ্ট। ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসিস্।

শরের মত দুর্গন্ধযুক্ত :—বোরাক্স।

পচা মাংসের মত দুর্গন্ধযুক্ত :—সোরিনাম।

পচা :—সিপিয়া।

টক্ :—ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ক্যামো, ম্যাগ্-কার্ব্ব, রিয়াম, সিপিয়া।

ভেদের-স্বভাব।

প্রচুর :—এণ্ট—ক্রুড, আইরিষ, এসিড্-ফস্।

...যেন ভাসিয়ে দেয় বেঞ্জয়িক-এসিড্।

জেলি বা মোরব্বার মত :—হেলি রাস্টক্স, সিপিয়া

আমময় বা মিউকাস্ যুক্ত :—একো, বোরাক্স, ডাল্কা, ফের লাইকো।

পূঁযবৎ :—ল্যাকেসিস্।

পাতলা ও জলবৎ :—ইথুসা, আর্স, বেঞ্জয়িক-এসিড, বোরাক্স, ক্যামো, কফি, হেলিবো, আইরিষ, কেলি ব্রোম, এসিড্-ফস্ ও সোরিনাম।

ভেদের স্বভাব।

পিত্ত-মিশ্রিত :—আইরিষ।

ভেদে অল্প হল্‌দে মলখণ্ড :—বোরাক্স।

অজীর্ণ মল :—চায়না।

গাঁজা বা বুদ্‌বুদযুক্ত :—ইপিকা।

ফেণযুক্ত :—বোরাক্স।

ভেদের সহিত বাই সরা :—ক্যাল্ক-ফস।

যেরূপে ভেদ হয়।

বেদনাশূন্য :—এপিস্, বোরাক্স, চায়না, কফিয়া, এসিড-ফস্, সাল্‌ফার।

ভেদের সময় থামচানি : -রিয়াম্।

বেদনাযুক্ত :—এপিস্, মার্ক-সল, সাল্‌ফার।

শূলবেদনা বশতঃ পা গুটান :—ক্যামো।

হঠাৎ জোরে ভেদ :—ক্রোটন-টিগ।

অসাড়ে ভেদ ও প্রস্রাব :—আর্স।

ভেদকালীন অবস্থা।

অন্ত্রশূল ও অন্ত্রমধ্যে উৎসেচন বা ভুটভাট :—চায়না।

অন্ত্রশূলের সহিত হস্ত ও পদে টেনে-ধরার মত বেদনা :—ক্যামো।

কুন্থন তৎসহ সরলান্ত্র বহির্গমন :—মার্ক-সল, পডো।

কুন্থন ও মলদ্বার ফাঁক :—ফস্।

কুন্থন ও কষ্টকর বমনেচ্ছা :—ফেরাম-ফস্।

উদরে অত্যন্ত কাঁপ :—ক্যাল্ক-ফস্।

ভেদের পরবর্ত্তী অবস্থা।

অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম :—ভেরেট-এল্ব।

ঝিমান বা তন্দ্রা ও ক্রন্দন:—ইথুসা।

সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণ।

আধবোকার মত অজ্ঞান :—ক্যাম্ফার।

তন্দ্রা বা ঝিমান :—বোরাক্স।

তন্দ্রার সহিত মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ চীৎকার :—এপিস।

প্রলাপ তৎসঙ্গে চক্ষু ও ওষ্ঠের আক্ষেপ :—ইগ্নে।

ফোঁস ফোঁস কান্না :—ফেরাম-ফস, ক্রিয়োজোট, পডো।

ক্রন্দনশীল :—একোনাইট, ক্যামো।

হস্তমুষ্ট দংশন :—একোনাইট।

মাথাচালা :—ফেরাম-ফস, ইগ্নে, পডো জিঙ্কম্।

মুখে উদ্বেগ চিহ্ন (উপর সিঁড়ি হইতে নামাইবার কালে এবং দোলনায় শয়ন করাইবার কালে) :—বোরাক্স।

মুখে উদ্বেগ চিহ্ন (উচ্চ সিঁড়িতে উঠাইবার কালে) :—ক্যাল্ক-কার্ব্ব।

অস্থির (যতক্ষণ না শিশুকে স্কন্ধে করা হয়) :—ষ্টানাম।

স্পর্শ করিলে ও দেখিলে শিশুর বিরক্তি :—এণ্টিম-ক্রুড্।

সর্ব্বদা ক্রোড়ে থাকিবার ইচ্ছা :—ক্যামো, রাসটক্স।

খিট্‌খিটে স্বভাব :—সোরিনাম।

খিট্‌খিটে ও রাগী :—ব্রায়োনিয়া।

জাগিলে ভয় পায় :—জিঙ্কাম।

দন্তোদ্গমকালে ভেদ বন্ধ হইয়া হঠাৎ মস্তিষ্ক লক্ষণ :—ইগ্নে।

হাইড্রোকেফালয়েড্ বা মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় লক্ষণ (অস্থিরতা, নিদ্রায় চমকে উঠা, তীক্ষ্ণ চীৎকার, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, আরক্ত মুখ, দ্রুত-নাড়ী, উত্তপ্তগাত্র, আক্ষেপ, মাথা চালা, পরে অজ্ঞানতা, শিবনেত্র, আলোকে চক্ষু মুদ্রিত হয় না, অসমান শ্বাস প্রশ্বাস, নাড়ী দ্রুত ও ক্ষুদ্র, গাত্র অত্যন্ত

শীতল এবং অবশেষে কোমা বা অসাড়তা) :—আর্স, বেল, বোরাক্স, ব্রাই, ক্যাল্ক-ফস্, ক্যাম্ফার, চায়না, কুপ্রাম ফেরামফস, হেলিবো, ইগ্নে, ল্যাকেসিস্, লাইকো, ফস্, পডো, সিলিকা, সাল্ফার, ভেরেট্রাম,

উত্তপ্ত মস্তক :—পডো।

... ...ও শীতল পদ :—বেল্।

... ...এবং অবশিষ্ট গাত্র শীতল :—আর্ণ।

উত্তপ্ত মস্তক ও তন্দ্রা :—ব্রাই।

মস্তকে ঘর্ম্ম (শীর্ণকায় ও ক্রন্দনশীল শিশুর) :—সিলিকা।

... ...(নিদ্রাবস্থায়)—ক্যাল্ক-কার্ব্ব

... ...(উষ্ণ ঘর্ম্ম) :—ক্যামো।

মস্তকের জোড়ের স্থান ফাঁক :—ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ফস্ফরাস।

মস্তকের খুলি কোমল ও পাতলা, টিপিলে কাগজের মত থস্থস শব্দ হয় :—ক্যাল্ক-ফস্।

মস্তকে স্ফোটক :—আইরিষ-ভার্সি।

চক্ষু আরক্ত :—এপিস্।

চক্ষু স্থির বা একদৃষ্টি :—ইথুসা।

চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত :—ফেরাম-ফস্।

তারকা প্রশস্ত :—আর্জে-নিট, আর্স।

চক্ষু ও ওষ্ঠের আক্ষেপিক গতি :—ইগ্নে।

কর্ণের পশ্চাতে এবং পদদ্বয়ের ব্যবধানে স্ফোট :—সাল্ফার।

শ্রবণকষ্ট :—আর্সেনিক।

মুখ ও গাল চকচকে :—পডো।

এক গাল লাল ও অপর গাল বিবর্ণ :—ক্যামো, ইগ্নে, সাল্ফার।

ময়লাযুক্ত সাদা অথবা ঈষৎ কঠা মুখাকৃতি :—ক্যাল্ক-ফস্।

হঠাৎ ফেকাসে বর্ণ তৎসঙ্গে মাথা-চালা :—ইগ্নে।

হঠাৎ ফেকাসে বর্ণ ও তৎসঙ্গে মুখের চতুর্দ্দিকে বেদনা জ্ঞাপক অবস্থা :—ইথুসা।

শীতল মুখমণ্ডল :—ক্যাল্ক-কার্ব্ব।

শীতল মুখ ও তৎসঙ্গে রগে এবং নাসিকা ও মুখগহ্বরের চতুর্দ্দিকে নিলিমা :—ক্রিয়োজোট।

মুখাকৃতিতে উদ্বেগ চিহ্ন (শিশুকে তুলিলে) :—ক্যাল্ক-কার্ব্ব।

মুখাকৃতিতে উদ্বেগ চিহ্ন (শিশুকে নামাইলে) :—বোরাক্স।

বৃদ্ধের মত চোপসান মুখ :—আর্জেণ্টম্ নিট্, আর্স, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ও ফস্।

চক্ষু ও ওষ্ঠের আক্ষেপিক গতি :—ইগ্নে।

মুখগহ্বর শুষ্ক :—এসিড-সাল্ফ্।

মুখগহ্বর ও ওষ্ঠ শুষ্ক :—বেলেডোনা।

মুখগহ্বরে ক্ষতঃ— বোরাক্স, কেলিব্রোম ও এসিড-সাল্ফ্।

জিহ্বা শুষ্ক :—এপিস, আর্স।

জিহ্বায় সাদা ময়লা :—এণ্টিম ক্রুড্।

জিহ্বায় সাদা ময়লা কিন্তু ধারগুলা লাল :—বেলেডোনা।

জিহ্বা শীতল :—ভেরেট্রাম-এল্বাম।

কথা কহিতে ও গিলিতে কষ্ট :—আর্স।

দন্তোদ্গম কালে :— একোন্, ক্যাল্ককার্ব্ব, ক্যাল্ক-ফস, ক্যামো, ক্রিয়া, পডো।

ঐকালে ভেদ বন্ধ হইয়া মস্তিষ্ক লক্ষণে :—ইগ্নে।

গিলিতে কষ্ট :—আর্সেনিক, ইগ্নে।

কেবল ঘন পদার্থ গিলিতে কষ্ট :—ব্যাপ্‌টিসিয়া।

পিপাসা :—ল্যাকেসিস্, নেট্রাম-মিওর।

অল্প অল্প জলের বারবার তৃষ্ণা :—আর্স।

অধিক জলের জন্য পিপাসা :—ব্রাই।

শীঘ্র শীঘ্র ও পেটুকের মত জলপান :—ক্রিয়োজোট, সাল্ফার।

জলপানে বমনেচ্ছা ও ভেদের বৃদ্ধি :—ভেরেট্রাম-এল্বাম।

চর্ব্বি সামগ্রী খাইতে ইচ্ছা :—ক্যাল্কফস।

সিদ্ধ ডিম্ব খাইতে ইচ্ছা :—ক্যাল্ককার্ব্ব।

দুগ্ধ সহ্য হয় না, জমাট দুগ্ধ বমন হয় :—ইথুন।

সিদ্ধ দুগ্ধ সহ্য হয় না :—সিপিয়া।

কোলে করিয়া বেড়াইবার কালে হিক্কা :—ক্রিয়োজোট।

বমনেচ্ছা ও বমন প্রধান অবস্থা :—ইপিকাক্।

কষ্টকর বমনেচ্ছা ও বমন :—বোরাক্স ও পডো।

অম্লবমন :—ক্যাল্ক-কার্ব্ব, আইরিষ।

ফেণাযুক্ত ও সবুজশ্লেষ্মা বা আহারীয় পদার্থ বমন :—পডো।

সাদা ও চাপ চাপ দুগ্ধ খণ্ড বমন :—ইথুসা।

শ্লেষ্মাবমন তৎপরে আক্ষেপ :—কুপ্রাম।

পান করিলেই বমন :—আর্সেনিক।

আহার ও পানান্তে বমন :—এন্টিমক্রুড্।

পেটুকের মত জলপান করিয়া বমন :—ক্রিয়োজোট্।

দুগ্ধপানান্তে দুগ্ধ চাপ বমন :—ইথুসা।

বমন ও ভেদ, ভেদ অধিক :—ভেরেট্রাম-এল্বাম্।

ভেদ ও বমনের অভাব :—ক্যাম্ফার

অন্ত্রে বেদনা :—ম্যাগ্-কার্ব্ব।

পেট খামচানি :—রিয়াম্।

পাকাশয় চাপিলে শূল বেদনা নরম পড়ে :—কলোসিন্থ।

প্রবল ঔদরিক আক্ষেপ বশতঃ উদর শক্ত হয় :—কেলিব্রোম।

উদর খোলে পড়ে অর্থাৎ চুপ্‌সিয়া যায় :—এপিস, আর্স।

উদর ঐরূপ, অথবা নরম ও থলথলে :—বোরাক্স।

উদর ঐরূপ অথচ বেদনা যুক্ত :—এপিস।

উদর ফুলা ও বড় বোধ :—ক্যাল্ক-কার্ব্ব।

উদর কঠিন :—কেলিব্রোম।

উদর উষ্ণ ও গরম :—ল্যাকেসিস।

প্রস্রাব প্রচুর :—বেলেডোনা।

প্রস্রাব অল্প :—ফেরাম ফস, হেলিবো।

অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগঃ—আস।

মূত্রস্তম্ভ :—এপিস্।

মূত্রে দুর্গন্ধ :—বেঞ্জয়িক-এসিড।

শ্বাসপ্রশ্বাস ও নাড়ী দ্রুত :—ফেরাম-ফস্।

নাড়ী দ্রুত ও কদাচ বোধগম্য :—ক্রিয়োজোট।

নাড়ী সূত্রবৎ :—এপিস্।

হৃদচূড়ায় প্রবল আঘাত :—এপিস্।

গ্রীবা আড়ষ্ট :—আর্স।

গ্রীবা শুষ্ক ও শীর্ণ :—নেটাম মিউর।

বাহু কনুই পর্য্যন্ত শীতল :—ক্যাল্ক-কার্ব্ব।

হস্ত শীতল ও নীল বর্ণ :— এপিস্।

পদ শীতল কিন্তু মস্তক গরম :- বেল্।

শরীর শীতল কিন্তু মস্তক গরম :—আর্ণ।

ত্বক পাতরের মত শীতল, তথাপি শিশু গাত্রে বস্ত্র রাখিতে চায় না :— ক্যাম্ফার ও সিকেলি।

পদে দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম :—সিলিকা।

পদদ্বয় টিপ্‌টিপ্ করে :— জিঙ্কাম।

উচ্চ জ্বরে অস্থিরতা :—একো।

ত্বক শুষ্ক:—এপিস, ক্যাল্ক-ফস।

কর্ণের পশ্চাতে ও দুই পদের মধ্যে ইরাপসন্ স্ফোট :—সাল্‌ফার।

শিশুর সর্ব্বাঙ্গে টক গন্ধ :— রিয়াম্।

শিশুর সর্ব্বাঙ্গে ঘৃণা উৎপাদক গন্ধ :—সোরিণাম

নিদ্রায় চমকান :—বেল্, ফেরাম-ফস্, জিঙ্ক।

নিদ্রায় চীৎকার :—এপিস, জিঙ্ক

তন্দ্রাভিভূত :—বেল্।

মোহাচ্ছন্ন :—আর্জেণ্টম-নিট।

মোহ তৎসঙ্গে উষ্ণ মস্তক :- ব্রাই।

মোহ বা শিবনেত্র ও চক্ষুর আক্ষেপ :—আর্স।

অনিদ্রা :—একো, বেল্, সোরিন, এসিড-সাল্‌ফ।

অস্থিরতা :—একো, আর্ণ, ক্যামো, রাসটক্স।

মধ্যে মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ কম্পন :— আর্জেণ্টম-নিট।

আক্ষেপ বা তড়কা :—কুপ্রাম।

আক্ষেপের সহিত মুষ্টি বদ্ধ ও চক্ষু কপালে তোলা :—ইথুসা।

চক্ষু ও হস্ত পদের আক্ষেপিক গতি :—কেলি-ব্রোম।

চক্ষু ও ওষ্ঠের আক্ষেপ :—ইগ্নে।

হস্ত ও পদের অসাড়তা :— আর্স

দুর্ব্বলতা ও অবসাদন :— ইথুসা, আর্স, ক্যাম্ফার, চায়না।

কিছু দিন অবধি দুর্ব্বলতা :— এসিড-ফস।

শীর্ণতা :—বোরাক্স, ক্যাল্ককার্ব্ব, ক্রিয়োজোট

দুই প্রহর রাত্রের পর বৃদ্ধি :—

প্রাতে বৃদ্ধি :— নক্স-ভমি, সাল্‌ফার।

দিবসের প্রথম ভাগে বৃদ্ধি :— পডো।

বেলায় বৃদ্ধি :—ক্যাল্ক-কার্ব্ব।

দিবসে বৃদ্ধি :—নেট্রাম-মিউর।

রাত্রিতে বৃদ্ধি :—চায়না।

দিবা ও রাত্রিতে বৃদ্ধি :—ব্যাপ্ট।

আহারান্তে বৃদ্ধি :—চায়না।

আহার, পান ও নড়িলে বৃদ্ধি :—ক্রোটন-টিগ্‌।

পানান্তে বৃদ্ধি :—ভেরেট্রাম।

দুগ্ধপানান্তে বৃদ্ধি :—ইথুসা, সিপিয়া।

তরল ও মিষ্ট পদার্থ সেবনে ইচ্ছা ও সেবনের পর বৃদ্ধি :—আর্জেণ্ট-নিট।

নড়িলে বৃদ্ধি :—ব্রাই, ক্যামো।

গ্রীষ্মের উত্তাপে বৃদ্ধি :—ক্রোটন-টিগ্‌।

গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ :— ডাল্কা।

হঠাৎ গরম বা ঠাণ্ডা উপস্থিত হইলে :—ব্রাই।

আহারের দোষে অসুখ :—নক্স-ভমি,

ফলাহারে অসুখ :—চায়না।

অম্লভক্ষণে অসুখ :—ইপিকা।

ক্যামোর দ্বারা অস্থিরতা নিবারিত না হইলে :—এসিড-সাল্‌ফ

ডিপ্‌থিরিয়া বা কণ্ঠমধ্যে কৃত্রিম ঝিল্লী-প্রদাহ।

DIPHTHERIA.

সুশীলা। দিদি! আমাদের পুরোহিত ঘটিরাম ভট্‌চাজ্জি মশাই তোমারই ব্যবস্থা মত ৩নং ইপিকাক এবং ৬নং ভেরেট্রাম-এল্‌বাম্‌ তাঁহার এক বছরের ছেলের "শিশু বিসূচিকা রোগে" সেবন করাইয়াছিলেন

ঐ দুইটি ঔষধের দ্বারাই প্রধানতঃ তাঁহার ছেলেটি এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে, তজ্জন্য তিনি তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এসেছেন এবং তাঁহার সঙ্গে আমাদের ভট্‌চার্জ্জি মশাইও এসেছেন; ঐ যে গো! হাবুল ভটচার্জ্জি মশাই যিনি তোমার ও আমার ঠিকুজ্জি করিয়াছেন। দেখ দিদি! ভট্‌চার্জ্জি মহাশয়কে বড়ই কাতর দেখিলাম, শুনিলাম তাঁহার ৩ বৎসরের ছেলেটির গলার ভিতর কি একটি পর্দ্দার মত জন্মেছে, ঢোক্‌ গিলিতে কষ্ট হচ্চে, এমন কি মধ্যে মধ্যে দম বন্ধের মত হচ্চে এবং উহার সহিত প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, খুব জ্বর ও দুর্ব্বলতা হয়েছে। ওটা কি রোগ দিদি! ছেলেটি ভাল হ'তে পারে কি?

সৌদামিনী। শোন সুশীলা! উহা বড় সহজ রোগ ভেবোনা, আমার বোধ হচ্চে আচার্জ্জি মহাশয়ের ছেলের ঠিক ডিপ্‌থিরিয়া রোগ হয়েছে; তা তুমি এক কর্ম্ম কর, ৩ দশমিক মার্কুরিয়াস্‌-সায়েনেট ঔষধের চূর্ণ ২ গ্রেণ মাত্রায় ৩ ঘণ্টান্তর খাওয়াতে বলগে। দুই দিবস খাওয়ার পর যেরূপ ছেলেটি থাকে শুনিয়া বা দেখিয়া আবার ব্যবস্থা করিব।

সুশীলা। ২ গ্রেণ করিয়া ৮ পুরিয়া ৩ দশমিক সায়নেট্‌-মার্কারি আচার্জ্জি মহাশয়কে দিয়া এবং ৩ ঘণ্টান্তর এক এক পুরিয়া সেবন করাইতে হবে বলিয়া সৌদামিনীর কাছে আসিয়া বলিল দিদি! আচার্জ্জি মহাশয়কে ঔষধ দিয়াছি। এক্ষণে তুমি ডিপ্‌থিরিয়া রোগের তাবৎ বৃত্তান্ত আমায় বল আমি শুনি।

সৌদামিনী। বলি শোন:—

অপর নাম (Synonyms)—দুর্গন্ধযুক্ত গলক্ষত, গলার ভিতর দূষিতক্ষত, দূষিত টন্সিল প্রদাহ, মেম্ব্রোনাস্‌-এন্‌জাইনা, দমবন্ধের ভাব হয় বলিয়া গ্যারোটিলা (স্পেনিস্‌ নাম) প্রভৃতি ডিপ্‌থিরিয়া রোগের অপর অপর নাম।

রোগের পরিচয়—(Definition)—যে বিশেষ ও সার্ব্বাঙ্গিক

রক্ত দূষিত রোগ বহু ব্যাপক ও সংক্রামক হইয়া গলার ভিতর ক্রুপি রস ও পর্দ্দা নির্ম্মাণ করতঃ গলাধঃকরণ কষ্ট, গলার আশে পাশে গ্রন্থিবৃদ্ধি বা বীচিফোলা, জর, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, প্রস্রাবে এলবুমেন এবং শেষে বিবিধ স্থানের পক্ষাঘাত প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন করে উহাকে ডিপ্‌থিরিয়া রোগ কহে।

কারণ (Causes)—ব্যাসিলাস্ (Klebs bacillus) অর্থাৎ এক প্রকার বিশেষ কীটাণু বা বিষ হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয়, শিশুদিগকে এই রোগ অধিক আক্রমণ করে, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের এই রোগ কম হয় এবং কদাচ বৃদ্ধদিগের এই রোগ হইয়া থাকে। এই রোগ একবার হইলেও আবার হইবার সম্ভাবনা থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষার বিপরীত কারণ বা অবস্থাগুলিতে এই রোগের বিক্রম বাড়ে ও বিস্তার হয়। স্পর্শন দ্বারাই এই রোগের প্রধানতঃ আক্রমণ বৃদ্ধি বা বিস্তার হয়।

স্পার্শ-সংক্রামন। (Contagion)—ব্যক্তি, বস্ত্রাদি, ঝিল্লী অথবা উহার নিঃস্থত রস এবং টীকার দ্বারা ডিপ্‌থিরিয়া রোগের বিষ সঞ্চালিত বা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

কোমল তালু হইতে নিঃস্থত রসের মধ্যে ডিপ্‌থিরিয়া রোগের বিষ থাকে এবং প্রশ্বাসের দ্বারা উহা ভূ-বায়ুতে প্রক্ষিপ্ত হয় এবং সেই ভূ-বায়ুস্থিত বিষ অনেক দূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও থাকে।

অঙ্কুরাবস্থা (Lucubation)—এই বিষ অঙ্কুরভাবে জীব শরীরে ২ হইতে ৫ দিন থাকে। কদাচ ১০।১২ দিনও অঙ্কুরাবস্থা থাকে, পরে প্রকৃত রোগ প্রকাশ পায়।

নৈদানিক পরিবর্ত্তন (Pathological Anatomy)—ডিপ্‌থিরিটিক্ প্রদাহে গলার ভিতরকার শ্লৈষ্মিক পর্দ্দার উপরে এবং ভিতরে একজুডেসন্ অর্থাৎ রস বাহির হয় কিন্তু ক্রুপাস্ অথবা ক্যাটারাল্ প্রকারে কেবল গলার পর্দ্দার উপর হইতে রস বাহির হইয়া থাকে কিন্তু

উহার ভিতর হইতে রস বাহির হয় না। এই রোগে গলার ভিতর লালবর্ণ, ফুলা এবং আঠা আঠা শ্লেষ্মা স্রাবাধিক্য দৃষ্ট হয়। একজুডেসন হইলে অর্থাৎ রস বাহির হইতে থাকিলে সমস্ত গলার ভিতরটা লাল হইয়া যায়। টন্সিল্, কোমল তালু অথবা তালুর পশ্চাদ্ভাগের এক বা ততোধিক স্থানে প্রথমতঃ রসের ডিপজিট্ হয় পরে সমস্ত ডিপজিট্ বিস্তৃত হইয়া পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইয়া একটি বিস্তৃত পর্দ্দা (Extensive patch of membrane) প্রস্তুত হয়। ঐ পর্দ্দার দ্বারা সমস্ত গলার ভিতরটি ঢাকা থাকে।

কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত পর্দ্দাগুলি স্তরে স্তরে পড়িয়া পুরু হইয়া থাকে। কৃত্রিম পর্দ্দার বর্ণ প্রায়ই ধূসর, সাদা অথবা অল্প হল্‌দে হয়, কখন কখন ঈষৎ কটা বা কাল হইতেও পারে। ঐরূপ সরের মত হইতে চামড়ার মত পুরু হইয়া থাকে।

কষ্টে ঐরূপ পর্দ্দা তুলিলে উহার তলায় দগ্‌দগে অবস্থা দৃষ্ট হয় এবং তথা হইতে রক্তপাত হইয়া থাকে। কখন কখন পর্দ্দার তলায় ক্ষত বা ঘা দেখা যায়। ঐরূপ ঘার উপর আবার শীঘ্র শীঘ্র পরদা পড়িয়া থাকে।

কৃত্রিম পর্দ্দা যদি এমনি উঠিয়া যায় তবে হয়ত উহার নীচের ঘার উপর নূতন পর্দ্দা আর পড়ে না, অথবা যদি পড়ে তবে অতি পাতলা পর্দ্দা পড়িয়া থাকে।

কখন কখন কোমল তালু, আলিজিহ্বা অথবা টন্সিলে বিস্তৃত ক্ষত বা পচানির মত অবস্থা হইয়া থাকে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ঐরূপ পর্দ্দা পরীক্ষা করিলে উহাতে ফাইব্রিণ, পূঁয কণা, দানাদার এপিথিলিয়াল্ কোষ এবং ব্যাক্‌টিরিয়া বা কীটাণু দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যদি রেলিংস ও ট্রেকিয়া নামক শ্বাস নলীর কিম্বা নাসারন্ধ্রের শ্লেষ্মা স্রাবী পর্দ্দাতে রস বাহির হইয়া কৃত্রিম পর্দ্দা প্রস্তুত হয় তবে সে কৃত্রিম

পর্দ্দা ক্রুপাস্ পর্দ্দা রকমের হয় প্রকৃত ডিপ্থিরিটিক্ পর্দ্দা নির্ম্মিত হয় না।

গ্রীবার লিম্ফাটিক্ গ্রন্থিগুলি বৃদ্ধি পায় ও প্রদাহিত হয় এবং উহাদের মধ্যে ব্যাক্টিরিয়া নামক দূষিত কীটাণু জন্মায়। উক্ত গ্রন্থি বা বীচিগুলির ভিতর খারাপ অবস্থা হইলেই উক্ত কীটাণু জন্মিয়া থাকে।

ডিপ্থিরিয়া রোগে হৃৎপিণ্ডের মাংসগুলি এত নরম হয় যে সহজে উহারা ছিঁড়িয়া যায় এবং হৃৎপিণ্ডের মাংসসূত্রের মধ্যে মধ্যে চর্ব্বি জন্মিয়া মাংস খারাপ করিয়া ফেলে। হৃৎপিণ্ডের ভিতরকার পর্দ্দায় ঘা ও প্রদাহ হয়।

প্রবল রোগে মূত্র গ্রন্থিতে দানাদার অপকৃষ্টতা (Granular degeneration) হয়।

ডিপ্থিরিয়া রোগে রক্ত কাল ও পাতলা হইয়া থাকে।

সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণ (Constitutional Symptoms)—ডিপ্থিরিয়া রোগ মৃদুভাবে আক্রমণ করিলে শীত, তৎপরে অল্প জ্বর, শিরঃপীড়া, আলস্য, ক্ষুধালোপ, আড়ষ্ট গ্রীবা, চোয়ালের কোণে বেদনা অথবা অল্প গলা বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ডিপ্থিরিয়া রোগ প্রবল আকার ধারণ করিলে শীত করিয়া প্রবল জ্বর, জ্বরে ১০৩ হইতে ১০৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ ওঠা, কর্ণে বেদনা, গা গতর কামড়ানি, সামর্থ্য লোপ, কষ্টকর গলাধঃকরণ, গলার বীচিগুলির বৃদ্ধি এবং রোগীর প্রথম হইতে শয্যাশায়ী হওন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত, ক্ষুধা লোপ, অল্প ময়লাযুক্ত জিহ্বা, জিহ্বায় কখন কখন রস সঞ্চয়, নিয়মিত ভাবে দাস্ত হওন অথবা অল্প পেটের অসুখ, প্রথমতঃ নাড়ী পূর্ণ ও সবল কিন্তু পরে দ্রুতবাহী অথবা মৃদু ও চাপনশীল নাড়ী এবং স্বল্প লাল এবং এল্বুমেন সংযুক্ত মূত্র প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

স্থানিক লক্ষণ (Local Symptoms)—গলা সাফ্ করিবার জন্য রোগী ঘন ঘন ও অনেকক্ষণ ধরিয়া হক্ হক্ করিয়া থাকে। রোগীর কোমল তালু লাল ও স্ফীত দেখা যায়। উহাতে ডিপ্থিরিটিক রস চোঁয়ায় উহাও স্পষ্ট দেখা যায়, কখন কখন টন্সিল ও ইউভুলা বা আলিজিহ্বা অত্যন্ত ফুলিয়া থাকে এবং উহার উপর রস বাহির হওয়ার দাগ দেখা যায়। খারাপ রোগীর টন্সিল ও আলিজিহ্বাতে ক্ষত ও পচানি পর্য্যন্ত হয়, কখন কখন ঐরূপ একজুডেশন্ বা জমাট রস নিঃসরণ হইয়া যে কৃত্রিম ঝিল্লী নির্ম্মিত হয় উহার কিছু কিছু টুক্রা বা কুচি কাসিলে উঠিয়া গিয়া থাকে। পরীক্ষা করিলে ঐ সব টুক্রোতে ঘা বিশিষ্ট শারীরিক টিস্থ বা উপকরণ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐগুলি বড়ই দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। পরীক্ষা করিলে গলার বাহিরে লিম্ফাটিক গ্রন্থিগুলি বড় ও বেদনাযুক্ত হইয়া আছে টের পাওয়া যায় এবং খারাপ রোগী হইলে তাহার সমস্ত গলার গঠন রসিয়া যেন এক সমান ভাবে ফুলিয়া থাকে।

নাসারন্ধ্র পর্য্যন্ত যদি ঐরূপ কৃত্রিম ঝিল্লী বিস্তৃত হয় তাহা হইলে নাসিকার ভিতর হইতে দুর্গন্ধযুক্ত রসানি বাহির হয় এবং মধ্যে মধ্যে রক্তপাতও হইয়া থাকে।

লেরিংস নামক শ্বাস যন্ত্রে যদি ঐরূপ কৃত্রিম ঝিল্লী নির্ম্মিত হয় তাহা হইলে কর্কশ স্বর অথবা এককালীন স্বর লোপ, ক্রুপিকাসি, শ্বাস প্রশ্বাস আটকান মত দমবন্ধ, শব্দযুক্ত ও ঘড়ঘড়ে শ্বাস প্রশ্বাস (মধ্যে মধ্যে ঐরূপ অবস্থার বৃদ্ধি) প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

প্রদাহ যদি ব্রংকাই (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসনালীকে ব্রংকাই কহে) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় তবে শ্বাস প্রশ্বাস আরও আটকাইয়া থাকে।

স্থিতিকাল (Duration)—২ হইতে ১৪ দিন ডিপ্থিরিয়া রোগে সাধারণতঃ উহার ৯ দিন স্থিতি হইয়া থাকে। তবে ডিপ্থিরিয়া

রোগের সহিত উপসর্গাদি থাকিলে ঐ রোগের স্থিতিকাল দীর্ঘ হইয়া থাকে।

পুনরাক্রমণ (Relapse)—ডিপ্‌থিরিয়া রোগ একবার হইলেও আবার হইতে পারে।

পরিণাম (Sequelæ)—১। প্রবল ডিপ্‌থিরিয়া রোগের আক্রমণ হইতে যাহারা রক্ষা পায় তাহারা কিছুদিন পর্য্যন্ত ফেকাসে ও মলিন হইয়া থাকে। রক্তের অত্যন্ত পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়া ঐরূপ ফেকাসে অবস্থা হয়।

১। পক্ষাঘাত (Paralysis)—মৃদু অথবা প্রবল ডিপ্‌থিরিয়া রোগের শেষে রোগীর প্রায়ই পক্ষাঘাত হয়। রোগ সারিবার মুখে ঐরূপ ঘটিয়া থাকে।

ফেরিংসের পক্ষাঘাত (Pharyngeal paralysis) প্রায়ই ঘটে এবং তজ্জন্য গলাধঃকরণ কষ্ট হয় এবং গিলিতে গেলে অনেক সময় আহার বা পানীয় পদার্থ নাক দিয়া বাহির হইয়া যায়।

হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত (Cardiac paralysis)—এই রোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার এরূপ অবসন্নতা হয় যে এক মিনিটে নাড়ীর ৬০, ৫০ বা ৪০ বার মাত্র বেগ হইয়া থাকে। কদাচ এক মিনিটে ২০ বার মাত্র নাড়ীর বেগ হইয়া থাকে।

সঞ্চালক স্নায়ুর পক্ষাঘাত (Motor Paralysis)—ডিপ্‌থিরিয়া রোগে চক্ষু দুটির সঞ্চালক স্নায়ুর পক্ষাঘাত হইতে পারে। ঐ অবস্থা ঘটিলে টেরা মত অবস্থা হয় উহাকে ষ্ট্রাবিস্‌মাস্ (strabismus) কহে। শরীরের একদিকের মাংস পেশীর সঞ্চালক গতির পক্ষাঘাত হইতে পারে। উহাকে হেমিপ্লিজিয়া (Hemiplegia) কহে। কোমর হইতে পদের পক্ষাঘাত হইতে পারে, এ অবস্থাকে প্যারাপ্লিজিয়া (Paraplegia) কহে। মূত্রথালীর সঞ্চালক পেশীর পক্ষাঘাত হইতে পারে

সে অবস্থায় মুত্রাশয়ে প্রস্রাব জমিয়া থাকে (retention of urine)। অবশ অংঙ্গে সংজ্ঞাবাহক স্নায়ুগুলির ক্রিয়ার হ্রাসও হয় (sensation diminished)। সংক্ষেপতঃ ডিপ্‌থিরিয়া রোগে ১। দীর্ঘস্থায়ী সর্দ্দি ২। রক্তহীনতা, ৩। হৃদরোগ, ৪। স্নায়ুপ্রদাহ এবং ৫। পক্ষাঘাত হইয়া থাকে।

ভাবীফল (Prognosis)—ডিপ্‌থিরিয়া রোগ বড়ই সাংঘাতিক। শিশুগণের শতকরা মৃত্যুসংখ্যাই বেশী। গলার ভিতরে লক্ষণের আধিক্য হইলেই মৃত্যু ভয় বেশী থাকে। এই রোগে শতকরা ১০ জনের মৃত্যু ঘটে।

সুলক্ষণ (Favorable indication)—অল্পজ্বর, কম দুর্ব্বলতা, বলিষ্ঠ দেহ, এবং অল্প পরিমাণে রস বহির্গমন প্রভৃতি ডিপ থিরিয়া রোগের সুলক্ষণ।

কুলক্ষণ (Unfavorable indications)—নিয়ত বমন, অত্যন্ত অবসন্নতা, গলার ভিতরে রস জমার বৃদ্ধি, মুখের ভিতর বড়ই দুর্গন্ধ, গলার বীচি বা গ্রন্থিতে ফুলা বা বৃদ্ধি, মূত্রে এল্‌বুমেন বা অণ্ড লালের আধিক্য, মূত্রকম, লেরিংস নামক শ্বাস নলী এবং নাসাভ্যন্তরে ডিপ্‌থিরিয়া রোগের কৃত্রিম ঝিল্লীর বিস্তৃতি, কোমল তালু ও নাসা হইতে রক্তস্রাব, পক্ষাঘাত, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, অসমান নাড়ী, ব্রংকো-নিউমোনিয়া, রক্তস্রাব, রক্তের বিষাক্ততা, এবং দেশব্যাপী (epidemic) ভাবে বিস্তৃতি প্রভৃতি ডিপ্‌থিরিয়া রোগের কুলক্ষণ।

রোগনিরূপণ—(Diagnosis) —১। টন্সিল নামে গলার ভিতর যে দুটি গুটিকা আছে উহাদের উপর এক প্রকার ক্ষত হয় এবং সেই ক্ষতের উপর এক প্রকার পর্দ্দা পড়ে। এইরূপ অবস্থাকে টন্সিলের ফলি কিউলার ক্ষত কহে।

এই রোগের অবস্থার সহিত প্রকৃত ডিপ্‌থিরিয়া রোগের ভুল হইতে পারে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে টন্সিলের ক্ষত বিশিষ্ট ঝিল্লী

রোগে প্রায়ই একটি টন্সিল্ আক্রান্ত হয় এবং প্রকৃত ডিপ্থিরিয়া রোগের মত উহাতে গলার বীচিগুলি ফোলে না এবং পক্ষাঘাতও হয় না; ফলিকিউলার টন্সিলাইটিস্ রোগের পর্দ্দা সহজে তোলা যায় এবং উহা তুলিলে রক্তস্রাব হয় না।

২। ফেরিঞ্জাইটিস্ রোগে রসও বাহির হয় না কোমল তালুতে ক্ষতও হয় না এবং প্রকৃত ডিপ্থিরিয়া রোগের মত সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণগুলিও প্রকাশ পায় না।

৩। মেম্ব্রেনাস্ ক্রুপ্ রোগে প্রকৃত ডিপ্থিরিয়া রোগের মত সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় না। লেরিংসে ডিপ্থিরিয়া রোগ হইলে রক্তের পরিবর্ত্তন হেতু দুর্ব্বলতা হয় কিন্তু ক্রুপ্ রোগে শ্বাসবদ্ধহেতু দুর্ব্বলতা হইয়া থাকে।

(গ) ক্রুপ্ রোগে ফেরিংসের ভিতর কৃত্রিম পর্দ্দা প্রস্তুত হয় না, উহাতে সামান্য প্রদাহ হয় মাত্র কিন্তু প্রকৃত ডিপ্থিরিয়া রোগে তদ্বিপরীত অবস্থা হয়।

(ঘ) ক্রুপ্ রোগে প্রথমে লেরিংসের লক্ষণ অর্থাৎ শ্বাসকষ্টাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় কিন্তু ডিপ্থিরিয়া রোগে প্রথমে ফেরিংসের লক্ষণ অর্থাৎ গলাধঃকরণ কষ্ট প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

৪। আরক্ত বা স্কার্লেট জ্বর রোগে বিশেষ স্ফোট, বা ইরাপ্সেন বাহির হয় এবং কোমল তালুতে ঝিল্লী প্রস্তুত হয় না।

প্রকৃত ডিপ্থিরিয়া রোগে ফসেস্ ও টন্সিলের অর্থাৎ গলার ভিতর কোমল তালু ও টন্সিল নামক গুটির উপরে একটি কৃত্রিম পর্দ্দা পড়ে। ঐরূপ পর্দ্দা যেন কাম্ড়ে লেগে থাকে। উহা শীঘ্র শীঘ্র পুরু হইয়া বিস্তৃত হইয়া থাকে। উহার টুক্রা পরীক্ষা করিলে বিশেষ বেসিলাই বা কীটানু দৃষ্ট হইয়া থাকে। পর্দ্দা হবার আগে পাতলা রস বাহির হয়। উহা দেখিতে সাদা সরের কুচির মত।

বিশেষ বিশেষ লক্ষণ (Important symptoms)—১। রোগের প্রথম হইতে (Patellar-tendon Reflex) প্যাটেলার টেণ্ডন রিফেল্ক্স ক্রিয়া থাকে না। অর্থাৎ হাঁটু ভুমড়াইয়া যদি রোগীর হাঁটুর প্যাটেলা অস্থির উপর একটি ধাক্কা দেওয়া যায় তবে নিম্নের পা খানি খানিকক্ষণ আর স্বাভাবিক ভাবে দোলে না। এই লক্ষণ দ্বারা ডিপ্থিরিয়া রোগ সহজে টের পাওয়া যায়। ২। গলার গ্রন্থিগুলি প্রথম হইতে বড় হইয়া থাকে। ৩। জ্বর হয় কিন্তু তাপাধিক্য এই রোগের বিশেষ পরিচায়ক নহে। ৪। নাড়ী দুর্ব্বল ও অসমান হইলে এই রোগের কুলক্ষণ জানিতে হয়।

৫। এলবুমিনুরিয়া—অর্দ্ধেক অথবা ৩ ভাগের ২ ভাগ রোগীর মূত্রে অল্প হইতে অনেক পরিমাণে এল্বুমেন্ দৃষ্ট হয়। ৬। পক্ষাঘাত—এই রোগের শেষে প্রায়ই পক্ষাঘাত হয়। ফেরিঞ্জিয়াল্ এবং প্যালাটাল্ পক্ষাঘাতই বেশী হয়। হৃৎপিণ্ড এবং মাংস পেশীরও পক্ষাঘাত হইয়া থাকে।

উপসর্গ (Complication)—১। কর্ণ প্রদাহ (Otitis), ২। কর্ণ মূল গ্রন্থি প্রদাহ (Parotitis) ; ৪। শ্বাসনলী ও ফুস্ফুস্ প্রদাহ (Broncho-Pneumonia); ৪। ফুস্ফুস্ আবরণ প্রদাহ (Pleuritis) ৫। হাঁপিয়ে ফুস্ফুস্ ফোলা। (Emphesema); ৬। হৃৎপিণ্ডের পেশী প্রদাহ (Myocardittis); ৭। হৃৎপিণ্ডের অন্তর্বেষ্ট প্রদাহ (Endocarditis ; ৮। হৃৎপিণ্ডের বহির্বেষ্ট প্রদাহ (Pericarditis) ৯। থ্রম্বোসিস্ ; ১০। এম্বোলিজম অর্থাৎ রক্ত বাহী নাড়ীর ভিতর বা সন্ধিস্থলে রক্ত চাপ আটকান (Thrombosis, Embolism); ১১। রক্তস্রাব (haemorrhage) ; ১২। মূত্রগ্রন্থিপ্রদাহ (Nephritis) ; ১৩। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রের প্রদাহ (Enterocolitis)

মৃত্যুর কারণ (Causes of Death)—১। হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত (Cardiac paralysis) ২। লেরিংস নামক শ্বাস নলীর অবরোধ (Laryngeal obstruction) ৩। ইউরিমিয়া; ৪। টক্সিমিয়া ৫। ফুস্‌ফুসে্ শোথ; ৬। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা (Asthenia) এবং ৭। উপবাস (Inanition).

সুশীলা।—দিদি! এই ভয়ানক রোগের বর্ণনা যেমন পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলে তেমনি পরিষ্কার করিয়া উহার চিকিৎসা বল শুনি।

সৌদামিনী। সুশীলা! বলি শুন—আজ কাল এণ্টিটক্সিন্ (Antitoxion) এই নাম ধারী কতক গুলি বিষনাশক বা বিষের প্রতিদ্বন্দ্বী ঔষধ বাহির হইয়াছে। যেমন ১। এণ্টিডিপ্‌থিরিটিক্ সিরাম অর্থাৎ ডিপ্‌থিরিয়া রোগনাশক সিরাম; ২। এণ্টিটেটেনিক্ সিরাম্—ইহা দ্বারা ধনুষ্টঙ্কার আরোগ্য হয়। ৩। এণ্টি-টাইফয়েড্ সিরাম্—উহা টাইফয়েড্ নামক এক প্রকার ভয়ানক স্ফোট জ্বরের ঔষধ। ৪। এণ্টিস্‌ট্রেপ্‌টোকোসিক্ সিরাম্—উহা বিসর্প, পূঁয শোষণ জ্বর, বিষ শোষণ জ্বর এবং আরক্ত জ্বর (Erysipelas, pyemia septicimia, scarlatina) প্রভৃতি রোগের ঔষধ। উহা দ্বারা যক্ষ্মা (Phthisis) রোগও আরোগ্য হইয়াছে। আবার উহা দ্বারা বাত রোগের উৎপত্তি হইয়াছে সুতরাং বাত রোগগ্রস্ত রোগও উহা দ্বারা আরোগ্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ৫। এণ্টিকলেরা-সিরাম—ইহা দ্বারা কলেরা রোগের শতকরা মৃত্যু সংখ্যা কম হইয়া থাকে। ৬। এণ্টিনিউমোকোসিক্-সিরাম্—ইহা ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ রোগ নিবারণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৭। এণ্টিসিফিলিটিক্। ৮। এণ্টিটিউবাকুলার ৯। এণ্টি-র‍্যাবেটিক্ (পাগলা জন্তুর বিষাক্ত হইতে প্রস্তুত), ১০। এণ্টিভিনিনি—সর্প দ্বারা বিষাক্ত দেহের রক্ত রস বা সিরাম হইতে প্রস্তুত); ১১। এণ্টি-কার্সিনোমেটাস্ (ক্যান্সার বা দূষিত অর্ব্বুদ গ্রস্ত রোগীর রক্ত রস হইতে

প্রস্তুত); ১২। লেপ্রোসি-সিরাম (কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্ত রোগীর রক্ত রস হইতে প্রস্তুত); এবং ১৩। প্লেগ-সিরাম্ প্রভৃতি কয়েক প্রকার সিরামকে এণ্টি-টক্সিন বলে।

এখানে তোমায় আমি কেবল এণ্টিডিপ্থিরিটিক সিরামের প্রস্তুত প্রণালী ও ব্যবহার প্রথা বলিতেছি শোন ঃ—

ছাগল কিম্বা অশ্বের মাংসপেশী থেঁতো করিয়া প্রথমে উহার সিরাম বাহির করিয়া একটি টিউব বা নলীর আকার সিসীতে পুরিয়া রাখিতে হয়; তৎপরে সেই সিরাম বা রক্ত রসের মধ্যে প্রকৃত ডিপ্থিরিয়া রোগের টক্সিন বা বিষ বা বীজ মিশ্রিত করিতে হয়। এইরূপ করার পর সেই সিরাম মধ্যে ডিপ্থিরিয়া রোগের বিস্তর বীজ উৎপন্ন হয়। কিছুকালের পর সেই সমস্ত ডিপ্থিরিটিক্ বীজ বা বেসিলাস্ বা বিষ উৎপাদক কীটাণু সেই সিরাম হইতে বাহির করিয়া পুনর্ব্বার যদি উহাতে আবার ডিপ্থিরিয়া রোগের টক্সিন বা বিষ প্রবেশ করান যায় তবে তন্মধ্যে আর ডিপ্থিরিয়া রোগের বীজ (germ) উৎপন্ন হয় না। তখন সেই সিরামকে ডিপ্থিরিয়া রোগের এণ্টিটক্সিন্ সিরাম কহে। এই ডিপ্থিরিটিক্-এণ্টিটক্সিন-সিরাম যদি কোন ডিপ্থিরিয়াগ্রস্ত শিশুর বা বালকের দেহের ত্বক্ নিম্নে পিচকারী করা যায় তবে তাহার ডিপ্থিরিয়া রোগ আর প্রবল হইতে পারে না। ক্রমে ক্রমে সেই শিশু বা বালক আরোগ্য হইয়া থাকে।

এইরূপ বিবিধ প্রকার এণ্টিটক্সিন-সিরাম্ পূর্ব্বে বর্ণিত বিবিধ প্রকার পরাঙ্গ পুষ্ট ব্যাধিতে (parasitic diseases) উপকার করিয়া থাকে।

যদিও আজি এ সমস্ত এণ্টিটক্সিন দ্বারা চিকিৎসা সর্ব্ববাদী মতে প্রচলিত হয় নাই তথাপি পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে ঐরূপ চিকিৎসা দ্বারা অনেক রোগ আরোগ্যও হইয়াছে।

এক্ষণে এণ্টিটক্সিনের মাত্রার কথা বলি শোন ঃ—

প্রথমতঃ ইহা ঠিক করিতে হয় যে কত কম মাত্রায় টক্সিন্ বা বিষে

একটি পেরু বা গিনিপিগ্‌কে (guinea pig) ৪ দিবসের মধ্যে মারিয়া ফেলিতে পারা যায়। সেই মাত্রাকে টক্সিনের ক্ষুদ্রতম মাত্রা কহা যায়।

যে পরিমাণ এণ্টিটক্সিন-সিরাম উহার ১০০ গুণ পরিমাণ টক্সিনকে বিষ নাশক অবস্থায় পরিণত করিতে পারে, সেই পরিমাণ এণ্টিটক্সিন রোগ নাশক মাত্রা বলিয়া স্থির হইয়াছে। ঐরূপ মাত্রাকে বিষশূন্য সংখ্যা (immunising unit) কহে। এণ্টিটক্সিনের পরিমাণে মাত্রা স্থির হয় না, উহার শক্তি (strength) অনুসারে মাত্রা স্থির হয়।

এক কিউবিক সেণ্টিমিটার পরিমাণ এণ্টিটক্সিন-সিরাম একমাত্রা বা এক ইউনিট্‌ হয়। এণ্টিটক্সিন সেবন দ্বারা বা মল দ্বারে পিচকারী দ্বারা কোন ফল হয় না। ত্বক্ নিম্নে উহার পিচকারী করিতে হয়।

১০ কিউবিক্ সেণ্টিমিটার এণ্টিডিপ্‌থিরিটিক-সিরামে ২০০০ ইউনিট্‌স্‌ থাকে। উহাই ডিপ্‌থিরিয়া রোগের আজকাল চলিত মাত্রা হইয়াছে। কেহ কেহ একেবারে ৪০০০ ইউনিট্‌স্‌ ত্বক্ নিম্নে কালবিলম্ব না করিয়া পিচকারী করিতে উপদেশ দেন এবং প্রয়োজন হইলে ৮ হইতে ১২ ঘণ্টা মধ্যে পুনর্ব্বার পিচকারী করিতে বলেন। কেহ কেহ বয়সানুসারে মাত্রা বা ইউনিট্‌ ব্যবস্থা দেন; যেমন এক বৎসর বয়সের শিশুর সামান্য ডিপ্‌থিরিয়ায় ৫০০ ইউনিট্‌, ঐ বয়সে গুরুতর ডিপ্‌থিরিয়ায় ১০০০ ইউনিট; আরও সাঙ্ঘাতিক অবস্থায় ২০০০ হইতে ২৫০০ ইউনিট। দুই বৎসর বয়সের সামান্য রোগে ১০০০ ইউনিট, তদপেক্ষা বেশী লক্ষণে ১৫০০ ইউনিট্‌ এবং তদপেক্ষা শক্ত রোগে ২০০০ হইতে ২৫০০ ইউনিট্‌ ব্যবস্থা হয়। ৩ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়সের সামান্য ডিপ্‌থিরিয়া রোগে ১৫০০ ইউনিট্‌ এবং গুরুতর অবস্থায় ৩০০০ ইউনিট্‌ এইরূপ ব্যবস্থায় পিচকারী করিতে হয়।

এখনকার নূতন ব্যবস্থা এই যে, ডিপ্‌থিরিয়া রোগ হইয়াছে জানিতে পারিলেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষার সময় পর্য্যন্ত কাল বিলম্ব না করিয়াই একেবারে ৪০০০ ইউনিট্‌ ত্বকনিম্নে পিচকারী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে;

এবং প্রয়োজন হইলে কয়েক ঘণ্টা পরে আবার পিচকারী করার ব্যবস্থা হইয়াছে। যদি ঐরূপ অধিক মাত্রার প্রয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি হয় তবে বেরিং (Behring's) সাহেবের ৫৬ কিউবিক সেণ্টিমিটারের ৩০০০ ইউনিট্ পিচকারী করা যাইতে পারে।

রোগ প্রকাশের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পিচকারী করিতে পারিলেই কার্য্য হয় নতুবা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। ডিপ্থিরিয়া রোগ ঠিক না হইলেও যদি সন্দেহে পিচকারি করা হয় উহাতে কোন ক্ষতি হয় না।

শিশুগণের যখন এই রোগ বেশী হয় তখন তাহাদের মাত্রা বেশী হওয়ারই প্রয়োজন হয়। সুতরাং বয়সানুসারে মাত্রা চড়াইবার প্রয়োজন নাই; একেবারেই অধিক মাত্রা ব্যবহার করিতে হয়, অনেকেই এরূপ সাব্যস্ত করিয়াছেন।

পিচকারী করিবার স্থান—উরুর বাহ্যদেশে, উদরের দুই পার্শ্বে অথবা দুই স্কাপুলার মধ্য প্রদেশের ত্বকের নিম্নে সাধারণতঃ পিচকারী করিতে হয়।

পিচকারী ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে কার্ব্বলিক লোশনে উহা উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া এবং তৎপরে উহাকে অত্যন্ত গরম জলে ডুবাইয়া (sterilize) ব্যবহার করিতে হয়। লেবেল্ না দেখিয়া কোন এণ্টিডিপ্থিরিটিক-সিরাম ব্যবহার করা উচিত নহে।

সময়ে ডিপ্থিরিয়া রোগে ঐরূপে পূর্ণ মাত্রায় এণ্টিডিপ্থিরিটিক সিরাম পিচকারী করিতে পারিলে কৃত্রিম ঝিল্লী আর বাড়িতে পায় না, বরঞ্চ শীঘ্র শীঘ্র ঝরিয়া যায় এবং সার্ব্বাঙ্গিক কঠিন ও গুরুতর লক্ষণগুলির হ্রাস হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! তোমার এণ্টিটক্সিন পিচকারীর কথা শুনে আমার প্রাণ উড়ে গেছে, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা পিচকারি টিচ্কারির ধার ধারেন না, যদি কিছু ঔষধ সেবন ব্যবস্থা থাকে ত বল শুনি।

সৌদামিনী। তবে বলি শোন ঃ—

১। মার্কিউরিয়াস্-সায়েনেট্ ৩×,৬—যদি দূষিত ডিপ্‌থিরিয়া রোগে প্রথম হইতেই অত্যন্ত অবসন্নতা, নাড়ী পর্য্যায়শীল, ক্ষুদ্র, দ্রুত ও মিনিটে ১৩০ বা ১৪০, সরস গাত্র, দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, গাঢ় লালা, লেপাবৃত কটা অথবা কালবর্ণযুক্ত জিহ্বা ; বিস্তৃত, পীত, কটা অথবা কাল বর্ণের কৃত্রিম ঝিল্লী, ক্রুপাস্ ও নেজাল্ ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকে ৩ দশমিক মার্ক-সায়েনেট চূর্ণ উপকার করিয়া থাকে।

২। কেলি-বাইক্রম ২×—নেজাল্ ও লেরিঞ্জিয়াল্ ডিপ্‌থিরিয়া রোগে যদি গাঢ় ও ঈষৎ পীত বর্ণের কৃত্রিম ঝিল্লী, চিম্‌সে ও দড়ির মত লম্বা রসস্রাব হয় তবে ২ দশমিক ক্রমের কেলি-বাইক্রম উপযোগী হয়।

৩। মার্ক-আয়োড্ ৩×,৬—ডিপ্‌থিরিয়া রোগে যদি গ্রীবা গ্রন্থিগুলি অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, তৎসঙ্গে আঠার মত শ্লেষ্মা, ক্ষত, অত্যন্ত স্ফীত টন্সিল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে তবে টাট্‌কা প্রস্তুত ৩ দশমিক মার্ক-আয়োড্ উপযোগী হয়।

৪। ক্যান্থারিষ ২×—ডিপ্‌থিরিয়া রোগে যদি বেলেস্ত্রা দেওয়ার মত কালাটে লাল বর্ণের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, কণ্ঠে জ্বালাকর যন্ত্রণা ও সেঁটে ধরা, গয়ারে রক্তের ছিটা বা আধিক্য, অত্যন্ত অবসন্নতা, শীতল হস্ত ও পদ এবং স্বল্প রক্তের মত ও অণ্ডলাল যয় প্রস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ১ দশমিক ক্যান্থারিষ ঔষধ উপযোগী হইয়া থাকে।

৫। এপিস্ ×—ডিপ্‌থিরিয়া রোগে যদি কণ্ঠশোথ, কণ্ঠে হুল বিদ্ধবৎ বেদনা, শুষ্কতা ও জ্বালা ; চকচকে ও বেগুণি বর্ণের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, ময়লাটে ধূসর বর্ণের রস নিঃসরণ, মুখমণ্ডল ও গলা ফুলা অল্প প্রস্রাব, অত্যন্ত অবসন্নতা এবং কদাচ তন্দ্রা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে ৩ দশমিক এপিস উপকার করে।

৬। আর্সেনিকাম ৩× —ডিপ্‌থিরিয়া রোগে রক্ত বিষাক্ত হইলে তৎসঙ্গে অত্যন্ত অবসন্নতা, অত্যন্ত স্ফীত কণ্ঠ, কালবর্ণের কৃত্রিম ঝিল্লী, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, নাসাভ্যন্তর হইতে পাতলা ও জ্বালাকর স্রাব, অস্থিরতা, স্বল্প মূত্র এবং দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ৩ দশমিক আর্সেনিক উপযোগী হয়। রক্তের বিষাক্ততা আর্সেনিক প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ।

৭। মিউরিয়েটিক এসিড্ ১× —ডিপ্‌থিরিয়া রোগে জ্বালাকর স্রাব থাকিলে ইহা উপযোগী হয়।

৮। ফাইটোলাক্কা—ডিপ্‌থিরিয়া রোগে মাথায়, পৃষ্ঠে এবং হস্ত ও পদে অত্যন্ত কামড়ানি বেদনা থাকিলে ফাইটোলাক্কা মূল অরিষ্ট উপকার করে। ইহা দ্বারা পরে স্বরভঙ্গও আরোগ্য হয়।

৯। ল্যাকেসিস্ ৩× —ডিপথিরিয়া রোগে কৃত্রিম ঝিল্লী কালাটে বেগুণি বর্ণের হইলে ৩ দশমিক ল্যাকেসিস্ উপযোগী হয়।

১০। জেল্‌সিমিয়ম্ ১× —ডিপ্‌থিরিয়া রোগে পক্ষাঘাত হইলে বিশেষতঃ চক্ষুর পেশীর অবসন্নতা ঘটিলে, ফেরিঞ্জিয়াল্ অথবা লেরিঞ্জিয়াল্ পেশীর পক্ষাঘাত হইলে, হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত হইলে অথবা অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশীর অবসন্নতা হইলে প্রতি তিন ঘণ্টান্তর ৩ বিন্দু করিয়া জেল্‌সিমিয়াম্ ১ দশমিক উপকার করিয়া থাকে। কেহ কেহ উচ্চ ক্রমের জেল্‌সিমিয়াম্ পক্ষাঘাতিক অবস্থায় উপযোগী বলিয়াছেন। ককুলাস ঔষধও পক্ষাঘাতিক অবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

১১। বেলেডোনা ১—যখন সামান্য গলা বেদনা হয় তখন ইহা ব্যবহার হয়।

১২। আয়োডিন্ ৬—যদি গলার গ্রন্থি বা বীচিগুলিতে বড়ই উত্তেজনা হয় তৎসঙ্গে শ্বাস কষ্ট ও কাসি হয় তবে আয়োডিন ব্যবস্থা হয়।

১৩। ব্রোমিন্— এক ভাগ ব্রোমিন্ ১০০ ভাগ চোঁয়ান জলে

মিশ্রিত করিয়া উহার ১ হইতে ৩ ফোঁটা এক ড্রাম চিনির পানায় ঢালিয়া ঘণ্টায় ৪ বার সেবন করাইলে উপকার হয়। গ্লাস বা গ্লাসের চামচেতে ঢালিয়া খাওয়াইতে হয়। ঔষধ সেবনের প্রথম দিন দুগ্ধ সেবন নিষিদ্ধ। অন্য প্রকার খাদ্যও খাওয়া উচিত নহে।

ব্রোমিনের জলও হাঁড়ি করিয়া ঘরে রাখিতে হয় এবং ১২ ঘণ্টান্তর বদলাইয়া দিতে হয়। লেরিঞ্জিয়াল্ ডিপ্থিরিয়া রোগে ব্রোমিন ভাল। এক ড্রাম ব্রোমিন্ এক আউন্স গ্লিসিরিণে মিশ্রিত করিয়া উহার কুল্লি করা বা তুলি করিয়া কণ্ঠের ভিতর লাগানও ভাল।

১৪। কেলি-পার্মেঙ্গনেট্—দূষিত ডিপথিরিয়া রোগে ইহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহারে অনেক শক্ত শক্ত রোগী আরোগ্য হইয়াছে।

১৫। ক্যাল্ক-ক্লোর—৫ হইতে ১৫ ফোঁটা লাইকার-ক্যাল্সিস্ক্লোর অর্দ্ধ গেলাস জলে ফেলিয়া উহা হইতে এক ড্রাম মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টান্তর সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। ডাক্তার নিডহার্ড বলিয়াছেন যে ঐরূপ চিকিৎসা করিয়া ৩০০ ডিপথিরিয়া রোগীর মধ্যে ২৯৮ জনকে তিনি আরোগ্য করিয়াছেন।

১৬। এসিড্-কার্ব্বলিক ৩, ৬—ডিপ্থিরিয়া রোগে যদি বড় ও বিস্তৃত ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত কৃত্রিম ঝিল্লী প্রস্তুত হয়, এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও বমনেচ্ছা থাকে তবে কার্ব্বলিক এসিড্ উপযোগী হয়। এইরূপ চিকিৎসায় ডাক্তার বার্থেলো ২৮টী ডিপ্থিরিয়া রোগীর মধ্যে ২৭টী ভাল করিয়াছেন।

১৭। হেপার সাল্ফার ৬—লেরিঞ্জিয়াল্ ডিপ্থিরিয়া রোগে ডাক্তার হিউজ হেপার সাল্ফারকে প্রথম শ্রেণীর ঔষধ বলিয়াছেন।

১৮। গুয়েকাম ঔষধকেও ডাক্তার হিউজ্ প্রশংসা করিয়াছেন। কণ্ঠ আক্রান্ত হইলে উহা উপকার করে।

১৯। এলান্থাস্—দূষিত ডিপ্থিরিয়া রোগে ইহার ব্যবহার আছে।

২০। আর্স-আয়োড্ ৬—দূষিত ডিপ্থিরিয়া রোগে ইহার উপযোগীতা দৃষ্ট হয়।

২১। ব্যাপ্টিসিয়া ১x—রক্ত বিষাক্ত হইলে ও টাইফয়েড্ লক্ষণে ইহার ব্যবস্থা হয়।

স্থানিক বা বাহ্য চিকিৎসা ঃ—

উদ্দেশ্য—১। কৃত্রিম ঝিল্লী ছাড়াবার জন্য এবং ২। আক্রান্ত স্থানকে ডিস্ইন্ফেক্ট করিবার জন্য বাহ্য চিকিৎসা করা যায়।

১। ষ্টিম বা সিদ্ধ জলের বাষ্প আঘ্রাণ করাইলে কৃত্রিম ঝিল্লী শীঘ্র শীঘ্র ছাড়ে। মুখমণ্ডল ও গ্রীবা ঢাকিয়া ষ্টিম্ এটোমাইজার যন্ত্র দিয়া গলার ভিতর জলীয় বাষ্প লাগাইতে হয়। সর্ব্বদা আঘ্রাণ করিতে হয়।

২। প্যাপয়েড্ বা প্যাপেন্—ইহা শীঘ্র শীঘ্র কৃত্রিম ঝিল্লীকে গলাইয়া দেয়। তুলি দ্বারা, ফুৎকার করিয়া অথবা গরম জলে ৪।৫ গ্রেণ গুলিয়া কুল্লি দ্বারা প্যাপেন্ ব্যবহার করিতে হয়।

৩। হাইড্রোজেন্ পারক্সাইড্—১৫ ভলুম সলিউশন্ হাইড্রোজেন-পারক্সাইড্ লাগাইলে কৃত্রিম ঝিল্লী গলিয়া যায়। ইহা কীটাণু ধ্বংস করে না।

৪। কেলি-বাইক্রেম্—এক গ্রেণ বাইক্রোমেট্ অব পটাস্ এক আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জল হ্যাণ্ড এটোমাইজার অথবা ষ্টিম্-এটোমাইজার যন্ত্র দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ও সর্ব্বদা গলার ভিতর লাগাইতে হয়। লেরিঞ্জিয়াল্ ডিপ্থিরিয়া রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

৫। কেলি-পার্মেঙ্গনেট—এক গ্রেণ এক আউন্স জলে মিশাইয়া সেই জল দিয়া ধোয়াইতে হয়। ইহা নেজল্ ডিপ্‌থিরিয়া রোগে উপকার করে।

নেজাল্ ডিপ্‌থিরিয়া রোগে সর্ব্বদা ও উত্তমরূপে উক্ত পার্মেঙ্গ-নেট-পটাস্ সলিউসন দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় সাফ করিবে। নেজাল্ ডুস্, কিম্বা স্প্রে যন্ত্র দ্বারা ধৌত করিবে।

লেরিঞ্জিয়াল্ ডিপ্‌থিরিয়া রোগে দম আটকাইয়া আসিলে তৎক্ষণাৎ ট্রেকিয়োটমি করিবে।

সাধারণ উপায় দ্বারা চিকিৎসা।

১। কোয়ারাণ্‌টাইন্—রোগীকে স্বতন্ত্র গৃহে রাখিবে। কিছুতেই যেন ছোঁয়া লেপা না হয়। বাটীর অন্যান্য ছেলেদের অন্যত্রে সরাইয়া দিতে তিল মাত্র বিলম্ব করিবে না।

২। রোগীর ঘর যেন দোতালায় হয় ও উহাতে যেন বাতাস খেলে। ঘরের ভিতর গালিচা, লেপ, আলমারী প্রভৃতি আসবাব যেন কিছু না থাকে। ঘরের তাপ যেন ৭৩ ডিগ্রি ফার্ণাহিটে থাকে। সমস-তাপ দরকার। রোগীর ব্যবহৃত যাবতীয় ন্যাকৃড়া ও বস্ত্রাদি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হইবে।

৩। লোকজন—চিকিৎসক, ধাই, বা সেবক সেবিকাগণ যাহাদের নহিলে চলে না তাঁহারা যেন দিবসের মধ্যে কয়েক বার ডাই-লিউট এলকোহল দ্বারা কুল্লি করেন।

৪। নিবারণ—যে সমস্ত শিশু সেই বাড়ীতে থাকে তাহারা যেন প্রত্যেকেই এক মাত্রা ৩০০ ইউনিট এণ্টি-টক্সিনের পিচকারী লয়।

৫। ডিস্‌ইন্‌ফেক্‌সন্—রোগীর যাবতীয় বাসন বা দ্রব্য সিদ্ধ জলে ডুবাইয়া তবে ব্যবহার করিবে। এক ভাগ কার্ব্বলিক এসিড্ এবং

২০ ভাগ জল অথবা এক ভাগ বাইক্লোরাইড্-মার্কুরি ও ১০০০ ভাগ জল এরূপ লোশন তৈয়ারী করিয়া যাবতীয় বাসন ও নিঃসরণ বা রস শোধন করিতে হয়। ১ ভাগ কার্ব্বলিক এসিড্ ও ৪০ ভাগ জল এরূপ মিশ্রিত লোশনে হাত ধুইতে হয়। রোগীর ঘরে দুগ্ধ প্রভৃতি খাবার সামগ্রী যেন না থাকে।

৬। রোগী—যতদিন না রোগী আরোগ্যোন্মুখ হয় তত দিন তাহাকে স্থিরভাবে শোয়াইয়া রাখিবে। তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল ও অসমান হইলে দীর্ঘকাল তাহাকে শোয়াইয়া রাখিতে হয়। জোর বাতাস যেন রোগীর গাত্রে না লাগে এবং এক সমান তাপের মধ্যে যেন রোগীকে রাখা হয়।

৭। পথ্য—তরল, অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সহজে পাচ্য এরূপ আহার দিবে। বিবিধ প্রকারের আহার ঐরূপে দিলে ভাল হয়।

৮। দুগ্ধ—কাঁচা, সিদ্ধ করা অথবা পেপ্‌টোনাইজড্ দুগ্ধ সেবন করান বিধি আছে। এক গ্লাস দুগ্ধে ডিম্ব ফেটিয়া এবং উহাতে কিছু মিছরীর গুঁড়া ও মশলার গুঁড়া দিয়া রোগীকে খাওয়ান যায়। উহাতে এক ড্রাম হুইস্কি মিশাইয়া খাওয়ান যায়। ডিম্বের হল্‌দে অংশটা বাদ দিলে ভাল হয়। সমান ভাগ দুধ ও জল এবং কিঞ্চিৎ হুইস্কি মিশাইয়া খাওয়ান যায়। বিবিধ মাংসের ব্রথ্ বা সুরুয়া ব্যবস্থা হইয়া থাকে, গরম দুগ্ধে ৪ ড্রাম কফি ও কিঞ্চিৎ শর্করা মিশাইয়া খাওয়ান যায়। তৃষ্ণা নিবারণার্থে মুহুর্মুহু শীতল বা উষ্ণ জল পান করিতে দিবে।

সাবধানতা ১। ফেরিংসের পেশীগুলির পক্ষঘাত হইলে যতদিন না উহাদের শক্তি ফিরিয়া আইসে ততদিন গাঢ় বা শক্ত আহার নিষিদ্ধ। এই অবস্থায় যদি পাকাশয়ে পথ্য দিতে না পারা যায়, তবে মলদ্বারের ভিতর পিচকারী করিয়া পথ্য দিতে হয়।

২। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলেই উত্তেজক

বা ষ্টিমিউল্যাণ্ট ঔষধ দিতে হইবে। সর্ব্বদা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা তজ্জন্য কর্ত্তব্য। যদি হৃৎপিণ্ডের শব্দ ক্ষীণ হয় এবং নাড়ী দুর্ব্বল, অসমান ও পর্য্যায়শীল হয় তবে তৎক্ষণাৎ উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। শরীর নীলবর্ণ হইলেও ঐরূপ করিবে।

উত্তেজক ঔষধ যথাঃ—১। হুইস্কি, ব্রাণ্ডি এবং ওয়াইন (সেরি, টোকে অথবা ওয়াইন্-হোয়ে)। মাত্রা—১ হইতে ৪ ড্রাম। প্রতি মাত্রা আবশ্যকানুসারে। প্রত্যেক মাত্রার ৪ বা ৮ গুণ জল মিশাইয়া ব্যবস্থা দিতে হয়।

২। ষ্ট্রীক্নিন্-সাল্ফ—অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ২।৩ ঘণ্টান্তর ১৫।৫০ গ্রেণ ষ্টীক্নিন্-সাল্ফ সেবন বা ত্বক্নিম্নে পিচকারী করিবে; একটু ভাল হইলে ১।১০০ গ্রেণ এইরূপ মাত্রা চলিবে।

৩। গ্লনয়েন—মাত্রা $\frac{1}{100}$ বিন্দু হইতে $\frac{1}{10}$ মিনিম বা ফোঁটা ব্যবস্থা।

৪। অক্সিজেন—শ্বাসরোধবশতঃ রোগী নীলমূর্ত্তি হইয়া গেলে অক্সিজেন গ্যাস আঘ্রাণ করাইবে।

হীনবুদ্ধিতা।

CRETINISM.

সুশীলা। দিদি! আজ একটি ছেলেকে এক জনেরা দেখাতে এনেছে। দিদি! তোমায় বল্‌বো কি, ছেলেটিকে দেখিলেই ভয় হয় এবং তাহার বিষয় চিন্তা করিলে দুঃখ হয়।

সৌদামিনী। চল দেখি কিরূপ রোগী এসেছে।

সুশীলা। এই দেখ দিদি! ছেলের খর্ব্ব বা বামনাকৃতি, ছাল পুরু, মাথা বড়, এত বয়স হয়েছে তবু ইহার মাথার যোড় পোরেনি, নাক চ্যাপ্টা, ঠোঁট পুরু, সর্ব্বদা এইরূপ জিহ্বা বাহির করিয়া থাকা,

জননেন্দ্রিয় নাই বলিলেই হয়, আর উহার বুদ্ধিবৃত্তির কথা আর কি বলিব কিছুই বুঝতে পারে না, ভালরূপ কথাও কহিতে পারে না, ঠিক যেন "বোকা কান্ত" বা ইডিয়ট্।

সৌদামিনী। সুশীলা দিদি! তুমি ঠিক ঠিক লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছ। এইরূপ অবস্থাকে জড়বুদ্ধিতা বা হীনবুদ্ধিতা কহে। ইংরাজেরা এইরূপ রোগকে বা শরীর ও মনের অবস্থাকে ক্রিটিনিজম্ (Cretinism) কহে।

সুশীলা। দিদি! এইরূপ রোগের কারণ ও ঔষধাদি কিরূপ?

সৌদামিনী। শোন সুশীলা! মানুষের গলার শ্বাস নলীর গাত্রের নিকটে থাইরয়েড্ নামে গ্রন্থি বা বীচির মত এক পদার্থ থাকে। যদি ঐরূপ গ্রন্থির বিকাশ কাহারও গলায় না হয় অথবা উহার ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটে তবে ঐরূপ রোগ হইয়া থাকে।

সুশীলা। দিদি! এই রোগের চিকিৎসা কিরূপ?

সৌদামিনী। ছাগল বা মেষের থাইরয়েড্ গ্রন্থি হইতে যে একষ্ট্রাক্ট বা ক্বাথ্ প্রস্তুত হয় (Thyroid Extract) ঐ ক্বাথের ½ হইতে ১ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে দুইবার করিয়া ব্যবস্থা দিতে হয়। এই ঔষধ ঐ রোগে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। অল্প অল্প মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমে মাত্রা বাড়াইতে হয়। এই ঔষধ কয়েক বৎসর ব্যবহার করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে কয়েক সপ্তাহ বন্ধ দিয়া আবার সেবন করাইতে হয়।

শিশুর আহারের ব্যবস্থা ও তালিকা।

TABLE FOR INFANT FEEDING.

কৃত্রিম আহার বা মাতৃদুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধ পান করাইবার নিয়ম (Principles of Aritficial Feeding)—প্রসূতির দুগ্ধে যে

সমস্ত উপকরণ থাকে কৃত্রিম দুগ্ধ বা অন্যরূপ খাদ্যে ঠিক সেই রকম উপকরণ থাকা চাই। উহাদের পরিমাণ ও গুণের সর্ব্বতোভাবে সাম্য থাকার বিশেষ প্রয়োজন।

রূপান্তরিত দুগ্ধ (Modified Milk)—পর্য্যাপ্ত পরিমাণ মাতৃ-দুগ্ধের অভাবে শিশুকে গাভী দুগ্ধ খাওয়ানই প্রশস্ত। তবে সময়ে সময়ে গাভী-দুগ্ধস্থিত পদার্থসমূহের হ্রাস ও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ কখন (১) দুগ্ধের প্রোটিড্‌স্ বা পুষ্টিকর পদার্থের হ্রাস করিতে হয়, (২) দুগ্ধের শর্করা জাতীয় পদার্থের বৃদ্ধি করিতে হয় এবং কখনও বা (৩) চর্ব্বি জাতীয় পদার্থের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

পাত্রের উপরিস্থিত দুগ্ধ (Top Milk)—একটি লম্বা পরিষ্কার গ্লাসে টাট্‌কা গাভী-দুগ্ধ ভরিয়া ৩ ঘণ্টা কাল কোন ঠাণ্ডা স্থানে রাখিতে হয়। এই গ্লাসের উপরের অর্দ্ধেক দুগ্ধকে "উপরের দুধ" (Tcp milk) কহে। ঐ দুগ্ধে শতকরা ২ ভাগ চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ (Fat) থাকে। চামচ্ বা হাতা দ্বারা ঐ উপরের দুগ্ধ তুলিয়া ব্যবহার করার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সাইফন্ (Siphon) বা কাচের বক্র নল দ্বারাও নিচের কম চর্ব্বিযুক্ত দুগ্ধ বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

প্রোটিড্‌স্ (Proteids) বা পুষ্টিকর ও গঠনোপযোগী পদার্থ-দুগ্ধের কেজিন নামক পুষ্টিকর পদার্থ কমাইতে হইলে দুগ্ধের সহিত কোন রূপ তরল সামগ্রী (Diluent) মিশাইতে হয়। শিশুর ৯ মাস বয়স পর্য্যন্ত তাহার খাবার দুধে সিদ্ধ হইতেছে এরূপ জল মিশাইতে হয় এবং উহাদের উপর অর্থাৎ যত খানি জলে ও দুধে হইলে উহার ৫ ভাগের এক ভাগ চূণের জল (Lime water) ঢালিয়া দিতে হয়। শিশুর ৯ মাস বয়স হইয়া গেলে পর কেবল সিদ্ধ জল না মিশাইয়া বার্লি সিদ্ধ জল

মিশাইয়া ও পূর্ব্বমত কিঞ্চিৎ চূণের জল মিশাইয়া শিশুকে খাওয়াইতে হয়। এরূপ করিলে দুগ্ধ সহজে হজম হইয়া থাকে।

শর্করা (Sugar)—দুগ্ধের শর্করা জাতীয় পদার্থ বাড়াইতে হইলে, দুধের সঙ্গে কিঞ্চিৎ "দুগ্ধ শর্করা" (Milk Sugar) মিশাইতে হয়। প্রথমতঃ দুগ্ধ শর্করা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া শোষক তুলা (Absorbent Cotton) মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয় পরে সেই চিনির জল দুধে মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। দুগ্ধ-শর্করার দাম বেশী বলিয়া অথবা উহা পাওয়া না গেলে আকের চিনি (Cane Sugar) দুধের চিনির অর্দ্ধেক পরিমাণে ঐরূপে সিদ্ধ করিয়া ও ছাঁকিয়া তবে দুধে মিশাইয়া ছেলেকে খাওয়াইবে।

চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ (Fat)—টাট্‌কা মাখন বা ননী খাওয়ার বেশী প্রয়োজন হইলে পূর্ব্বের বর্ণনা মত গ্লাসের "উপরের দুধ" (Top milk) খাওয়াইতে পারা যায়, কারণ ঐরূপে দুধে বেশী ননী বা মাখন থাকে।

আমেরিকার সিকাগো, নিউইয়র্ক, বোষ্টন এবং ব্রুক্‌লিন্ সহরে ঐরূপ দুধ প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে। প্রেস্ক্রপসন্ বা ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া প্রয়োজন মত উপরের বর্ণনানুসারে গাভী-দুগ্ধ রূপান্তরিত অর্থাৎ উহার মধ্যস্থিত পদার্থের হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া ঐ সব দেশের লোকেরা ছেলেকে খাওয়াইয়া থাকে।

রূপান্তরিত দুগ্ধ প্রস্তুত করার নিয়ম (Preparation of modified milk)—যেরূপ ভাবে দুধ খাওয়ানর প্রয়োজন সেইরূপ দুধ ২৪ ঘণ্টার মত একেবারে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যতবার খাওয়াইবার দরকার হইবে ততগুলি বোতলের দরকার হয়। উহাদিগকে দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া ও ছিপি আঁটিয়া ঠাণ্ডা স্থানে বা গ্রীষ্মকালে বরফের বাক্সে (refrigerator) রাখিয়া দিতে হয়। প্রয়োজন মত একটি বোতল লইয়া গরম জলে ডুবাইয়া সুতরাং দুগ্ধ গরম করিয়া তবে শিশুকে খাওয়াইতে হয়। প্রত্যহ এইরূপ করার আবশ্যক হইতে পারে।

বাড়ীতে দুগ্ধ প্রস্তুত করা (Home modification)—এক মাসের কম বয়সের ছেলেক নিম্নলিখিত প্রণালী মত দুধ তৈয়ার করিয়া খাওয়ানর আবশ্যক হয় ঃ—

উপরের দুধ (Top milk) ... ... ⅙ ভাগ।
সিদ্ধ জল (Diluent) ... ... ⅚ ভাগ।
দুগ্ধ শর্করা (milk sugar) শতকরা ... ৬ ভাগ।

পরস্পর মিশ্রিত করিয়া ঐরূপ মিশ্রিত দুগ্ধ ছেলের ওজন ও শক্তি অনুসারে ২৪ ঘণ্টার জন্য ২০ হইতে ৩০ আউন্স পরিমাণ সেবন করান যায় যথা ঃ—

উপর উপর দুধ এক পোয়া বা ৮ আউন্স এবং সিদ্ধ জল আধ সের বা ১৬ আউন্স এবং ৪ ড্রাম অর্থাৎ ১ কাঁচ্চা চিনির জল পরস্পার মিশ্রিত করিয়া ১০টা শিশিতে ২ আউন্স করিয়া পুরিয়া ছিপি দিয়া রাখিবে, প্রতিবারে ২ আউন্স করিয়া খাওয়াইবে। যাহা বাঁচিবে পরে ফেলিয়া দিবে।

প্রত্যেক বারের দুধ নূতন তৈয়ার করিয়া খাওয়ান আরও ভাল বোধ হয়। যতখানি দুধ তার ডবল সিদ্ধ জল এবং অল্প চিনির পানা মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইতে হয়। প্রতি বারে ২ আউন্স করিয়াই ২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে। ইহা এক মাসের কম বয়সের ছেলেদের গাভী-দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা জানিবে।

বয়স (Age)—শিশুর ৬ মাস বয়স হইলে দুধের ভাগ বাড়াইয়া ও জলের ভাগ কমাইয়া সমান সমান করিবে। অর্থাৎ অৰ্দ্ধেক দুধ ও অৰ্দ্ধেক সিদ্ধ জল এইরূপ ভাবে মিশাইয়া এবং কিঞ্চিৎ চিনির জল মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়।

পরিমাণ (Quantity)—অর্থাৎ একেবারে ২৪ ঘণ্টার জন্য দুগ্ধ তৈয়ার করিতে হইলে ২০ আউন্স দুধ এবং ২০ আউন্স সিদ্ধ জল এবং ৭ ড্রাম দুগ্ধশর্করা পরস্পর মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্ববৎ বোতলে পুরিয়া রাখিবে।

ছেলের বয়স যত বাড়িবে ততই দুধের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। ১৮ মাস ছেলের বয়স হইলে সে এক বলকের খাঁটি দুধ বেশ হজম করিতে পারে।

৯ মাস বয়সের পর শিশুর দুধের চিনির ভাগ কমাতে হয়।

নিয়ম (Rules)—সকল শিশুর আহারের নিয়ম এক প্রকার হইতে পারে না শিশুর ওজন, শক্তি এবং পরিপাক করিবার ক্ষমতানুসারে তাহার দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণ (Quantity and Quality) নির্ভর করিয়া থাকে।

ছেলের স্বাস্থ্য ভাল হইতেছে কিনা জানিতে হইলে তাহার ওজন বাড়িতেছে কিনা দেখিতে হইবে।

নিদর্শন (Indication)—দুগ্ধ পান করিয়া যদি ছেলের ওজন না বাড়ে অথচ তাহার পরিপাক ক্রিয়ার কোন বিঘ্ন না ঘটে তবে তাহার দুগ্ধের জল ভাগ কমাইয়া দিবে। যদি শিশু আহারান্তে বমন করে তবে তাহার দুধ প্রতিবারে কমাইয়া দিবে।

দুধে বেশী চিনি খাওয়ার দোষ (Effect of too much sugar)—দুধের সহিত ছেলেদের বেশী চিনি খাওয়াইলে গ্যাসের মত ঢেকুর উঠে এবং পাতলা, সবুজ ও অম্লযুক্ত ভেদ হইয়া থাকে। দুধের সহিত কম চিনি ছেলেদের খাওয়াইলে উহারা ওজনে শীঘ্র বাড়ে না।

দুধে বেশী চর্ব্বি জাতীয় জিনিষ খাওয়ানর দোষ (Effect of too much Fat)—দুগ্ধের সহিত বেশী সর বা চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ খাওয়াইলে আহারের এক বা দুই ঘণ্টার পর চাপ চাপ ও অম্লযুক্ত বমন হয় এবং তৈলাক্ত বা চর্ব্বিযুক্ত ভেদ হইয়া থাকে। আবার দুগ্ধের সহিত চর্ব্বির ভাগ কম পড়িলে অর্থাৎ কেবল জলীয় দুগ্ধ পান করাইলে শিশুর দুরন্ত কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রোটিড্ বা মাংসের সার জাতীয় পদার্থ বেশী খাওয়ান হইলে অত্যন্ত পেট বেদনা করিয়া থাকে।

বার্লি জল—ছেলের ৯ মাস বয়সের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত ছেলের দুগ্ধে কেবল সিদ্ধ জল মিশাইতে হয়। উহার পর বয়সে অল্প অল্প বার্লি বা অন্য কোন শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ সিদ্ধ করা জলের সহিত দুধ মিশাইয়া ছেলেকে খাওয়াইতে হয়। ঐরূপ বয়সে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে "ওট্‌মিল্" সিদ্ধ করা জলের সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়

টিনের দুধ (Condensed milk)—ভ্রমণ কালে রাস্তা ঘাটে দুধ না পাইলে অগত্যা ভাল ও বেশী দামের টিনের দুধ কিনিতে হয়। উহার প্রস্তুত প্রণালী যথা :—অতি ছোট ছেলের জন্য ১ ভাগ টিনের দুধ আর ১২ ভাগ জল মিশাইতে হয়। ৬ মাসের ছোট ছেলের জন্য ১ ভাগ দুধে ৮ ভাগ জল মিশাইতে হয়। টিনের দুধে ক্রিম্ বা ননী থাকে না সুতরাং একটু একটু মাখন ছেলেকে খাওয়ানর আবশ্যক হইয়া থাকে।

বেশী সিদ্ধ করা দুগ্ধ (Sterilized milk)—৯০ মিনিট ২১২ ডিগ্রির উত্তাপে দুগ্ধ সিদ্ধ করিলে সেই দুধ শিশুর পক্ষে বিষতুল্য। ঐরূপ দুধ সেবন করাইলে শিশুর ওজন কমিয়া যায়।

পেপ্‌টোনাইজ্‌ড্ দুধ (Peptonized milk)—সময় মত এই দুধের উপকারীতা থাকিতে পারে, কিন্তু কিছু দিন উহা সেবন করাইলে অনিষ্ট ঘটে।

প্যাষ্টারিজেসন্ (Pasteurization) অর্থাৎ ১৬৭ ডিগ্রি তাপে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত দুধ জাল দিয়া নামাইয়া রাখিলে এবং সেই দুধ গ্রীষ্ম-কালে খাওয়াইলে খারাপ বড় হয় না। অর্থাৎ ঐ দুধ কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলেও গেঁজে গিয়ে গন্ধ হয় না।

বোতল বা শিশি (Bottle)—২৪ ঘণ্টার জন্য দুধ তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইলে এক ডজন বোতল বা শিশি ঠিক রাখিতে হয়।

উহারা চওড়া মুখ বিশিষ্ট ও গোল হওয়া চাই। উহাদিগকে প্রথমে ঠাণ্ডা জলে ব্রুস্ দিয়া ধুইয়া পরে আবার গরম জলে ব্যাসম বা সাবান ও ব্রুস্ দিয়া ধুইতে হয়। তৎপরে ২০ মিনিটের জন্য সিদ্ধ জলে ডুবাইয়া রাখিয়া তবে প্রত্যেকের ভিতর দুধ পুরিয়া রাখিতে হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি আমেরিকার সিকাগো, নিউ-ইয়র্ক, ব্রুক্লিন্ এবং বোষ্টন সহরের ডাক্তারখানায় প্রেস্ক্রপসন্ মত দুধ কিনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বাড়ীতে দুধ তৈয়ার করিবার হাঙ্গাম অনেককে পোয়াতে হয় না।

বোঁটা (Nipples)—কালো রবারের বোঁটা ব্যবহার করাইবে। ব্যবহারের পর প্রত্যেক বোঁটা ভাল করিয়া ধুইয়া বোরিক্-এসিড্ লোশনে ডুবাইয়া রাখিয়া পরে আবার ব্যবহার করিতে হয়। রবারের লম্বা নলে বোঁটা লাগাইয়া ব্যবহার করিবে না।

সংক্ষিপ্ত সার কথা (In general)—সুশীলা! স্মরণ রাখিও, একটি ছেলের পক্ষে যাহা উপযুক্ত আহার, অন্যের পক্ষে তাহা অনুপযুক্ত হইতে পারে। অতএব আহার সম্বন্ধে কোন বাঁধা নিয়ম থাকিতে পারে না। সুতরাং সময়ে সময়ে নিয়মের বাহিরেও কার্য্য করিবার আবশ্যক হইয়া থাকে। যখন দেখিবে আহারের পরিমাণে ও গুণে শিশুর শরীরের ওজন বৃদ্ধি হইতেছে, তখনই জানিবে যে সেই শিশু ঠিক আহার পাইতেছে।

এক্ষণে সুশীলা! শিশুগণের বয়সানুসারে তাহার আহারের পরিমাণ এবং বিরামকাল অর্থাৎ কতক্ষণ অন্তর আবার তাহাকে আহার করাইতে হয়, তদ্বিষয়ে একটি মোটামুটি তালিকা তোমায় বলিতেছি শোন। সেইরূপে ঠিক খাওয়াইতে পারিলে শিশুগণের অধিক খাওয়ানর ভয় থাকিবে না।

—o—

শিশুর দুগ্ধ পানের তালিকা।

বয়স।	কতক্ষণ বাদে আবার খাওয়াইতে হয়।	২৪ ঘণ্টার মধ্যে কত বার খাওয়াইতে হয়।	প্রত্যেকবার কত পরিমাণে খাওয়াইবে।	২৪ ঘণ্টায় কত পরিমাণে খাওয়াইবে।
১ম সপ্তাহে।	২ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।	১০ বার খাওয়াইবে।	আধ ছটাক বা ১ আউন্স খাওয়াইবে।	৫ ছটাক বা ১০ আউন্স খাওয়াইবে।
১ হইতে ৬ সপ্তাহে।	২॥ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।	৮ বার খাওয়াইবে।	১॥ হইতে ২ আউন্স বা ১ ছটাক খাওয়াইবে।	১২ হইতে ১৬ আউন্স বা আধ সের খাওয়াইবে।
৬ সপ্তাহ হইতে ৬ মাস।	৩ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।	৬ বার খাওয়াইবে।	৩ হইতে ৪ আউন্স বা ২ ছটাক খাওয়াইবে।	১৮ হইতে ২৪ আউন্স বা ৩ পোয়া খাওয়াইবে।
৬ মাসে।	৩ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।	৬ বার খাওয়াইবে।	৩ ছটাক বা ৬ আউন্স খাওয়াইবে।	৩৬ আউন্স বা ১ সের ২ ছটাক খাওয়াইবে।
১০ মাসে।	৩ ঘণ্টান্তর খাওয়াইবে।	৫ বার খাওয়াইবে।	৮ আউন্স বা ৪ ছটাক খাওয়াইবে।	৪০ আউন্স বা ৫ পোয়া খাওয়াইবে।

উপসংহার।

সুশীলা। দিদি! তোমার শ্বশুর বাড়ী হইতে উড়ে শিবা মালী, মোহিনী ঝি, এবং তোমার ছোট দেবর সুরেন্দ্র এসেছে, বোধ হয়, বোনাই বাবু তোমায় নিতে পাঠিয়েছেন।

মোহিনী। বৌঠাকুরণ! পরশু দিন ভাল, গিন্নী মা তোমায় নিয়ে যেতে বলেছেন। তুমি এই দু'দিনের মধ্যে প্রস্তুত হও।

সৌদামিনী। মোহিনী! এ সব কথা তুমি আমার মাকে ও বাবাকে বলগে।

সৌদামিনীকে শ্বশুর বাড়ী লইয়া যাইবে এই কথা সমস্ত পাড়ায় যেন তাড়িতের মত প্রচারিত হইয়া গেল। প্রতিবাসিনীগণ একে একে সৌদামিনীকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিল ও প্রত্যেকে সৌদামিনীর দ্বারা অশেষ উপকার পাইয়াছে, এইরূপ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে করিতে ও চোক মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দু'দিন কাটিয়া গেল। বুধবার দিবস প্রাতে ভাগীরথী তীরে গণ্ডগ্রামের গোব্রা মাঝির অশেষ তালী দেওয়া পান্সী ঘাটে আসিয়া লাগিল। যেমন সৌদামিনীর জিনিস-পত্র নৌকায় বোঝাই হইতে লাগিল, ওমনি পাড়ার নানা বর্ণের কুলবধূ ও গিন্নীরা সৌদামিনীকে নৌকায় তুলিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। বেলা ৮টা বাজিলে পর সুশীলা সজল-নেত্রে দিদি সৌদামিনীর হাত ধরিয়া ও অন্যান্য প্রতিবাসিনী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইল। পদ্মমাসী হইতে ভট্চাজ্জিদের বৌ প্রভৃতি যাবতীয় প্রতিবাসিনীগণ কাতার দিয়া নৌকার ধারে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সৌদামিনী দু'চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে উড়ে শিবার তাড়াতাড়িতে নৌকায় কাঁদিতে কাঁদিতে

উঠিতে হইল। নৌকায় উঠিয়া সজল-নেত্রে সৌদামিনী সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি এবার শ্বশুর বাড়ী বেশী দিন থাকিব না; শীঘ্র আসিয়া আবার দেখা সাক্ষাৎ করিব। আশা করি, যত দিন না আমি ফিরিয়া আসি তত দিন তোমরা আমার এই শিশু-চিকিৎসা পাঠ করিয়া আপন আপন ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েদিগকে রোগের সময় চিকিৎসা করিও। পরে সৌদামিনী সকলের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ও সুশীলার মুখচুম্বন করিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন। সুশীলা নৌকা হইতে তীরে নামিল, গোবরা মাঝি ১০০ বৎসরের হালে ঝিঁকা মারিয়া নৌকা গভীর জলে লইয়া ফেলিল। শিবা উড়ে ব্যতীত আর সকলেই চক্ষুর জল মুছিতে লাগিল।

প্রতিবাসিনীগণ সুশীলাকে সঙ্গে করিয়া সৌদামিনীর মঙ্গল কামনা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।